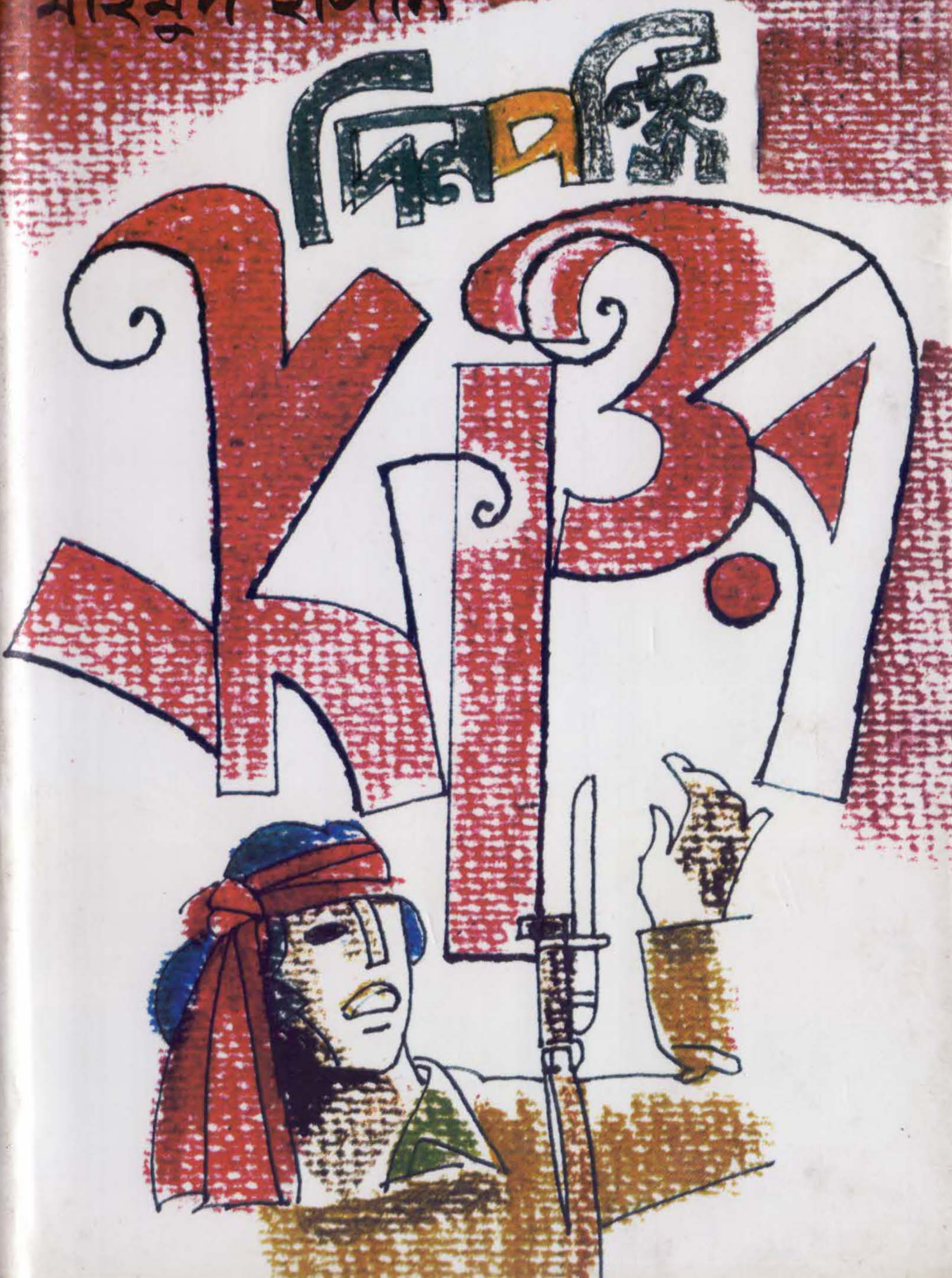
# দিনপঞ্জি একাত্তর

মাহমুদ হাসান



ISBN 984 70156 0289 5
9 847015 602895



বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মতো মহান যজ্ঞের পটপ্রেক্ষায় সাংবাদিক মাহমুদ হাসানের ধীমান পরিশ্রমের ফসল 'দিনপঞ্জি একাত্তর'। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের তথ্য-জাগানিয়া 'দিনপঞ্জি একাত্তর' লেখকের ব্যক্তিক কোনো ভাষ্য নয়, প্রকৃত তথ্য ও ঘটনার সমাহারে মহান মুক্তিযুদ্ধের এক অনবদ্য ইতিহাস গ্রন্থ। ১৯৭১-এর অসহযোগ আন্দোলনের অগ্নিঝরা মার্চ ও স্বাধীনতা যুদ্ধের নয় মাসে দেশের ভেতরে-বাইরে– বিশ্বপরিসরে কাদের কী ভূমিকা ছিল তা উঠে এসেছে এ গ্রন্থ-দলিলে।

ISBN : 984 70156 0289 5



মাহমুদ হাসান দীর্ঘ পেশাজীবনে দৈনিক *বাংলার বাণী*, *মুক্তকণ্ঠ*, *যুগান্তর* ও *সমকাল* পত্রিকায় স্টাফ রিপোর্টার, চিফ রিপোর্টার ও স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট হিসেবে কাজ করেছেন। বর্তমানে পাঠকনন্দিত *বাংলাদেশ প্রতিদিন*-এ ডেপুটি এডিটর পদে কর্মরত। ১৯৫৫'র ১ এপ্রিল জন্ম ঢাকায়। ব্যাংক কর্মকর্তা পিতার চাকরির সুবাদে শৈশবেই তার সুযোগ ঘটে 'চক্ষু মেলিয়া' বাংলাদেশ দেখার। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৭০ দশকে বগুড়ার লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলনের সক্রিয় কবিকর্মী। সত্তর-আশির দশকে তার যৌথ সম্পাদনায় প্রকাশিত লিটলম্যাগ 'অ্যালবাম', 'শাদাশার্ট' ও 'অহংকার' পাঠকমহলে সমাদৃত হয়। প্রকাশিত গ্রন্থ 'জনমে জনমে', 'দিবসরজনী' ও 'ঝরে জ্যোৎস্নার প্রপাত'।

প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী

# দিনপঞ্জি একাত্তর

মাহমুদ হাসান



মাওলা ব্রাদার্স ॥ ঢাকা

প্রকাশনার ছয় দশকে
মাওলা ব্রাদার্স



মাওলা ব্রাদার্স প্রথম সংস্করণ
ফাল্গুন ১৪১৯
ফেব্রুয়ারি ২০১৩
প্রথম প্রকাশ
১৯৯১

প্রকাশক
আহমেদ মাহমুদুল হক
মাওলা ব্রাদার্স
৩৯/১ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : ৯৫৬৮৭৭৩ ৭১৭৫২২৭ ৭১১৯৪৬৩
ই-মেইল : mowlabrothers@gmail.com

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

কম্পোজ
বাংলাবাজার কম্পিউটার
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড ৩য় তলা
ঢাকা ১১০০

মুদ্রণ
ঢাকা প্রিন্টার্স
৩৬ শ্রীশ দাস লেন ঢাকা ১১০০

দাম
চারশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

I S B N 984 70156 0289 5

DINPONJI EKATTOR (a journal of the liberation war of Bangladesh [march 1- december 16, 1971]) by Mahmood Hasan. Published by Ahmed Mahmudul Haque of Mowla Brothers 39/1 Banglabazar, Dhaka 1100. Cover Designed by Qayyum Chowdhury. Price Taka Four Hundred and Fifty only. US $ 12.95

উৎসর্গ

বাংলাদেশের স্থপতি

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর অমর স্মৃতির উদ্দেশে

# ‘মাওলা ব্রাদার্স’ সংস্করণ-এর ভূমিকা

অধিকার ও গণতন্ত্র ভিন্ন দুটি শব্দ হলেও গূঢ় অর্থে এদের ব্যঞ্জনা অভিন্ন। মূলত গণতন্ত্রের আকাঙ্খা ও আন্দোলন থেকেই বাংলাদেশের জন্ম। আর সেই গণতান্ত্রিক চেতনার বীজ বপণ  হয়েছিল এ ভূখণ্ডের মানুষের মনে মাতৃভাষার অধিকার রক্ষার আন্দোলনের মাধ্যমে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বঞ্চনা থেকে মুক্তিলাভের আশায় সুদীর্ঘ দুই যুগ নিরবিচ্ছিন্ন আন্দোলন সংগ্রামের পথ পাড়ি দিতে হয়েছে বাংলার জনগণকে। অবশেষে ১৯৭১ সালে বাঙালি জাতির জীবনে আসে সেই মহেন্দ্রক্ষণ। গণতন্ত্রের অভীষ্ঠ লক্ষ্যে স্বাধিকার আন্দোলন রূপ নেয় স্বাধীনতা সংগ্রামে। সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্যদিয়ে অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন বাংলাদেশের। বিংশ শতাব্দীতে বাঙালির মহত্তম অর্জন বাংলাদেশের স্বাধীনতা। ১৯৭১ পর্যন্ত এ দেশ ছিল ভিন্নভাষী পাকিস্তানিদের শাসনাধীন। ১৯৪৭ সালে হাজার মাইল ব্যবধানে অবস্থিত পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান নামে দুই প্রদেশের সমম্বয়ে স্বাধীনতা লাভ করে পাকিস্তান। কিন্তু প্রকৃত স্বাধীনতা আসেনি পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসী বাঙালিদের। বাংলার জনগনের ওপর শুরু হয় পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের শাসন শোষণ। প্রথম আঘাত আসে বাঙালির মাতৃভাষা বাংলার ওপর। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সাত বছরের মাথায় প্রাদেশিক নির্বাচনে তৎকালীন ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ (যারা পশ্চিম পাকিস্তানি প্রভুদের এদেশিয় সহচর)-এর বিরুদ্ধে জয়লাভ করে বাঙালিরা। কিন্তু  দুই বছর পর মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগেই ভেঙ্গে দেওয়া হয় বাঙালির নেতৃত্বাধীর যুক্তফ্রন্ট সরকারকে। ১৯৬০-এর দশকে পূর্ব পাকিস্তানের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পেশ করেন বাঙালির স্বাধিকার ও মুক্তির সনদ ঐতিহাসিক ৬ দফা। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকরা ৬ দফা প্রস্তাবকে পাকিস্তানের অখন্ডতা বিরোধী আখ্যায়িত করে। এ-পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার  করা হয়। তাঁকে সহ আরো অনেক বাঙালি রাজনীতিক, বেসামরিক ও সামরিক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আনা

হয় রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা, যা 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' নামে খ্যাত। ছাত্রসমাজের নেতৃত্বে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের মুখে পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষ বঙ্গবন্ধুকে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর ৬ দফার পক্ষে ম্যান্ডেট দেয় পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ। সারা পাকিস্তানে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে আওয়ামী লীগ, শুরু হয় ষড়যন্ত্র। এ-অবস্থায় ১৯৭১-এর ৩ জানুয়ারি ঢাকায় তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত এমএনএ ও এমপিএ-রা ৬ দফা ও ১১ দফার ভিত্তিতে পাকিস্তানের নতুন শাসনতন্ত্র রচনার শপথ নেন। এ-সভা থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবানের জন্য সামরিক প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানের প্রতি দাবি জানানো হয়। নানা টালবাহনার পর অবশেষে ৩ মার্চ অধিবেশন ডাকা হয়। কিন্তু ১ মার্চ আকস্মিক বেতার ভাষণে এ অধিবেশন স্থগিতের ঘোষণা দেন ইয়াহিয়া। প্রতিবাদে তাৎক্ষণিক দলমত নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষ রাস্তায় নেমে আসে। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ১ মার্চ থেকে শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন, অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠে সমগ্র বাংলাদেশ। ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দান (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) থেকে ঐতিহাসিক ভাষণে মুক্তির চূড়ান্ত প্রস্তুতি গ্রহণের আহবান জানিয়ে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা দেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার আকাঙ্খাকে চূর্ণ করতে ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে নিরস্ত্র জনগণের ওপর, গ্রেফতার করা হয় বাংলাদেশের নেতাকে। গ্রেফতারের আগে ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন বঙ্গবন্ধু। দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য হানাদারদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলতে দেশবাসীর প্রতি আবেদন জানান। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ, জনযুদ্ধ। দীর্ঘ নয়মাস একদিকে সংঘটিত হয় অবরুদ্ধ বাংলাদেশে দখলদার পাকিস্তানি বাহিনী আর তাদের সহযোগীদের নির্বিচার গণহত্যা, নারী ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ ও লুটতারাজের ন্যক্কারজনক ঘটনাবলি। অন্যদিকে কোটি মানুষের সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতের শরণার্থী শিবিরে আশ্রয়গ্রহনের পাশাপাশি স্বাধীনবাংলা বিপ্লবী সরকারের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনীর সশস্ত্র প্রতিরোধযুদ্ধ। চূড়ান্ত মুহূর্তে মুক্তিযোদ্ধাদের পাশে এসে দাঁড়ায় ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী। সম্মুখসমর শেষে ১৬ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পণ করে দখলদার পাকিস্তান সেনাবাহিনী। বিশ্বমানচিত্রে আত্মপ্রকাশ করে স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

'দিনপঞ্জি একাত্তর' আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সংক্ষিপ্ত দিনলিপি। ১৯৭১ সালের ১ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিনের ঘটনা প্রবাহ বিশেষ করে রাজনৈতিক ও সামরিক তৎপরতার খবর নিয়ে এ-গ্রন্থ। অগ্নিঝরা মার্চ, পরবর্তীতে মুজিবনগর সরকার, মুক্তাঞ্চল ও হানাদার বাহিনীর অধিকৃত এলাকা থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা, স্বাধীনতার পক্ষের বিভিন্ন প্রকাশনা, ভারতীয় ও বিদেশি

পত্রপত্রিকা ও জার্নাল থেকে সংগৃহিত তথ্য-উপাত্ত এ-গ্রন্থের মূলসূত্র। তখনকার যেসব তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে তার ভিত্তিতেই এ-গ্রন্থ রচনা। মুক্তিযুদ্ধ, জনযুদ্ধের মূল নায়ক জনগণ। আর সবার ওপরে ছিলেন বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এজন্য বারবার এসেছে তাঁর নাম। কেননা তাঁকে ঘিরেই তো হয়েছিল স্বাধীনতার যুদ্ধ। স্বাধীনতার জন্য মানুষ জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করেছে, আত্মাহুতি দিয়েছে, অধিকৃত স্বদেশে প্রতিকূল পরিবেশেও দেশপ্রেমের ঝাণ্ডা সমুন্নত রেখেছে, নির্যাতিত হয়েছে, প্রতিবেশী ভারতে আশ্রয় নিয়ে শরণার্থীর দুর্বিষহ কষ্ট ভোগ করেছে। আবার স্বাধীনতার বিরোধিতা করতে গিয়ে এ-ভূখণ্ডেরই কতিপয় ব্যক্তি হানাদার বাহিনীর সহযোগী হয়ে মানবতাবিরোধী অপরাধের মত দুষ্কর্ম করেছে। সুদীর্ঘ চার দশক পর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে একাত্তরের হানাদার বাহিনীর সেইসব সহযোগীদের বিচার শুরু হয়েছে। চলমান বিচারকাজে 'দিনপঞ্জি একাত্তর'- এ সন্নিবেশিত অনেক ঘটনা যুদ্ধাপরাধের গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য বহন করে।

'দিনপঞ্জি একাত্তর' প্রকাশ পায় ১৯৯১ সালের ফেব্রুয়ারিতে। দেশের ঐতিহ্যবাহী প্রকাশনা সংস্থা মাওলা ব্রাদার্সের সুযোগ্য কর্ণধার আহমেদ মাহমুদুল হকের বদান্যতায় সুদীর্ঘ ২২ বছর পর প্রকাশ পেলো দ্বিতীয় সংস্করণ। আহমেদ মাহমুদুল হকের স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ ও উদ্যোগ ছাড়া দ্বিতীয় সংস্করণ পাঠকের হাতে পৌঁছানো কখনোই সম্ভব হতো না। এজন্য তার কাছে কৃতজ্ঞ আমি। স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্বের একটি নিরপেক্ষ ও প্রামাণ্য দলিল হিসেবে পাঠক ও গবেষকদের কাছে সমাদৃত হয়েছে 'দিনপঞ্জি একাত্তর'। এখানেই আমার শ্রম ও সাধনা সার্থক। আশাকরি, প্রথম সংস্করণের মতো দ্বিতীয় সংস্করণও ইতিহাস অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কাছে সাড়া জাগাবে।

১ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ **মাহমুদ হাসান**

# প্রথম সংস্করণ প্রসঙ্গে

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। ১৯৭১ সালের ১ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে দেশের অভ্যন্তরে ও বাইরে যা কিছু ঘটেছে তারই ধারাবাহিক ঘটনাবলির তথ্যের সমাহার 'দিনপঞ্জি একাত্তর'। মুক্তিযুদ্ধের সাথে সম্পর্কিত প্রতিদিনের বিবরণ নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠার সাথে লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করেছি। এ-গ্রন্থে গৃহীত তথ্যাদি মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ও বাইরে থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকার প্রতিবেদন, মুজিবনগর সরকারের বিভিন্ন প্রশাসনিক তৎপরতার বিবরণ, ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রকাশিত 'বাংলাদেশ ডকুমেন্ট' সহ বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। যদিও অনেক তথ্য সংগ্রহের বাইরে রয়ে গেছে। তবু আশাকরি গ্রন্থটি মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস সন্ধানী প্রজন্মের কাছে সমাদৃত হবে, গবেষকদের তথ্য সংগ্রহের কাজে সাহায্য করবে। 'দিনপঞ্জি একাত্তর' সচেতনমনস্ক পাঠকের আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারলে আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব, যদিও মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলির দিনওয়ারী গ্রন্থনা ছাড়া আমার কোনো কৃতিত্ব নেই।

'দিনপঞ্জি একাত্তর' গ্রন্থাকারে প্রকাশের আগে দৈনিক 'বাংলার বাণী'তে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছে। 'বাংলার বাণী'র সম্পাদক শেখ ফজলুল করিম সেলিমের বিশেষ উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা ছাড়া এ-লেখা সম্ভব হতো না। তাঁর কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য। 'দিনপঞ্জি একাত্তর' গ্রন্থাকারে প্রকাশের পেছনে রয়েছে পাইওনিয়র পাবলিকেশানস-এর কারিগরি পরিচালক মোমেন মুরাদের স্বতঃফূর্ত সহযোহিতা ও আন্তরিক উদ্যোগ। সে জন্য তাঁকে ধন্যবাদ। মহান মুক্তিযুদ্ধে যারা সক্রিয় অংশ নিয়েছেন, ত্যাগ স্বীকার করেছেন, আত্মাহুতি দিয়েছেন—দেশপ্রেমের সেইসব প্রতীকজন ও আত্মার উদ্দেশে জানাই গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা।

১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ — মাহমুদ হাসান

# দিনপঞ্জি একাত্তর

## ১ মার্চ সোমবার ১৯৭১

১৯৭১-এর এ দিনে বাঙালি জাতি তার অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে ও নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে। ২৫ মার্চ পর্যন্ত পরিচালিত এই কার্যকর অসহযোগ আন্দোলন ছিল বিশ্বের মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসে এক নজিরবিহীন ঘটনা। এ অসহযোগ আন্দোলনে হাইকোর্টের বিচারপতি থেকে শুরু করে বেসামরিক প্রশাসনের কর্মচারী, আধা-সামরিক বাহিনী থেকে পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা পর্যন্ত সবাই সক্রিয় সমর্থন জানিয়ে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি নিজেদের আনুগত্য প্রকাশ করেন। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতাসীন না হয়েও অসহযোগের মধ্যে দেশের অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার দায়িত্ব স্বহস্তে নিতে বাধ্য হয়। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে সরকারবিহীন স্বাধীন প্রশাসনযন্ত্র সুষ্ঠুভাবে কাজ করে ২৫ মার্চ পর্যন্ত।

১ মার্চ বেলা একটা। আকস্মিক এক বেতার ঘোষণায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ৩ মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। প্রেসিডেন্ট এক বিবৃতিতে বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানের একটি প্রধান দল অর্থাৎ পিপলস পার্টি এবং অন্য কয়েকটি দল ৩ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান না করার ইচ্ছা প্রকাশ করায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ইয়াহিয়া খান আরও বলেন, পাকিস্তান আজ চরম রাজনৈতিক সংকটের মুখোমুখি। পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের মধ্যে রাজনৈতিক মোকাবিলা একটি দুঃখজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। এ ছাড়া ভারত সৃষ্ট সাধারণ উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি সার্বিক অবস্থাকে আরও জটিল করে তুলেছে। অতএব আমি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান পরবর্তী কোনো তারিখের জন্য স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি, এত অধিকসংখ্যক পশ্চিম পাকিস্তানি জনপ্রতিনিধি পরিষদে যোগদান করছেন না যে, এ

অবস্থায় আমরা যদি ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশন অনুষ্ঠান করতে যাই তবে পরিষদটাই ভেঙে পড়তে পারে। সুতরাং শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ব্যাপারে যুক্তিসঙ্গত সমঝোতায় পৌঁছানোর জন্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে আরও কিছু সময় দেওয়া উচিত। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, পরিস্থিতির উন্নতি হলেই আমি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানে ইতস্তত করব না।

বেতারে প্রেসিডেন্টের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণার বিবৃতি প্রচারের সাথে সাথে প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকা প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। দলমত নির্বিশেষে সকল শ্রেণী-পেশার মানুষ ক্ষোভে রাস্তায় নেমে আসে। শহরের সকল দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। সরকারি-বেসরকারি অফিস ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-শিক্ষক, কলকারখানার শ্রমিক ও আদালতের আইনজীবীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাস্তায় নেমে আসেন। গোটা শহর মিছিলের নগরীতে পরিণত হয়। শিল্প এলাকা ও বিভিন্ন মহল্লা থেকে অসংখ্য প্রতিবাদ মিছিল বের হয়। ইয়াহিয়া ও ভুট্টো বিরোধী স্লোগানে ঢাকার আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। এ সময় ঢাকা স্টেডিয়ামে বিসিসিপি ও আন্তর্জাতিক একাদশের মধ্যে অনুষ্ঠানরত ক্রিকেট ম্যাচ ভণ্ডুল হয়ে যায়। দর্শকরা স্টেডিয়াম থেকে বের হয়ে মিছিলে শরীক হন। মিছিলগুলো আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে থেকে নির্দেশ লাভের উদ্দেশ্যে মতিঝিলস্থ হোটেল পূর্বাণীর দিকে অগ্রসর হতে থাকে। বেলা ৩টার দিকে হোটেল পূর্বাণীর সামনের রাস্তা লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। বেলা সাড়ে ৩টায় হোটেল পূর্বাণীতে আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির বৈঠক অনুষ্ঠানের কথা। বৈঠক শুরু হবার আগেই পূর্বাণী হোটেল এলাকায় তিল ধারণের ঠাঁই থাকে না। হাজার হাজার মানুষ বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ লাভের আশায় প্রতীক্ষা করতে থাকে। বঙ্গবন্ধু বৈঠক থেকে উঠে এসে জনতাকে ধৈর্য না হারিয়ে পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান।

এরই মধ্যে পল্টন ময়দান এক জনসমুদ্রে পরিণত হয়। নগরীর বিভিন্ন মহল্লা ও শহরতলী থেকে একের পর এক মিছিল পল্টনের দিকে আসতে থাকে। পল্টনের অনির্ধারিত স্বতঃস্ফূর্ত জনসমাবেশে ছাত্র ও আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ভাষণ দেন।

এদিকে জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার খবর প্রচারের সাথে সাথেই ঢাকায় ছাত্রছাত্রীদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ মিছিল বেরুতে থাকে। শহরের বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা খণ্ড খণ্ড মিছিল করে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সমবেত হতে থাকেন। এসব মিছিল শহীদ মিনারে কিছুক্ষণ অবস্থানের পর প্রথমে হোটেল পূর্বাণীর সামনে সমবেত হয়ে পরে পল্টন ময়দানে গিয়ে জমায়েত হয়। সেখানে ছাত্রনেতৃবৃন্দ পরদিন ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন।

অধিবেশন স্থগিতের খবর ছড়িয়ে পড়ার পর ঢাকায় বিমান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ঢাকা বিমানবন্দর ও পিআইএ'র মতিঝিল অফিসের কর্মীরা স্বতঃস্ফূর্ত অফিস ছেড়ে চলে যান। ফলে ঢাকা বিমানবন্দরে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। ঢাকা বিমানবন্দর থেকে প্রদেশের বিভিন্ন রুটে এবং আন্তঃদেশীয় রুটে বিমান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ইতোমধ্যে রাস্তায় বড় বড় হরফে শোষণমুক্ত বাংলাদেশ গঠনের আহ্বান সংবলিত বহু স্লোগান লেখা হয়। সড়কের পাশের দেয়ালগুলো হাতে লেখা পোস্টারে ছেয়ে যায়। গভীর রাত পর্যন্ত মিছিলের পর মিছিল শহরের রাজপথ-অলিগলি প্রদক্ষিণ করতে থাকে। সন্ধ্যায় ঢাকার সংবাদপত্রগুলো বিশেষ বুলেটিন বের করে।

এদিকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ পৃথক বিবৃতিতে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে প্রেসিডেন্টের ঘোষণাকে জনগণের সার্বভৌমত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরকে নস্যাৎ করার উদ্যোগ বলে অভিহিত করেন।

পার্লামেন্টারি পার্টির বৈঠক শেষে হোটেল পূর্বাণীতে এক জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান প্রেসিডেন্ট কর্তৃক জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার কঠোর প্রতিবাদ জানান। তারা বলেন, বাংলার জনগণ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার এই সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তিনি এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সর্বাত্মক আন্দোলনের কর্মসূচি হিসেবে ২ মার্চ ঢাকা শহরে ও ৩ মার্চ সারা বাংলায় হরতাল পালন এবং ৭ মার্চ রেসকোর্সে জনসভা অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন। ৭ মার্চের জনসভায় বঙ্গবন্ধু সর্বাত্মক আন্দোলনের পূর্ণাঙ্গ কর্মপন্থা ঘোষণা করবেন বলে জানান। তিনি বলেন, বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি অবিলম্বে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করবেন।

বঙ্গবন্ধু সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, আমি আগে থেকেই বলে আসছি, ষড়যন্ত্র চলছে। একমাত্র জনাব ভুট্টো ও জনাব কাইয়ুম খানের দল ছাড়া আর সব দলের পরিষদ সদস্য অধিবেশনে যোগদানের জন্য ঢাকায় সমবেত হচ্ছিলেন একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়নের অভিলাষে। অথচ সংখ্যালঘু পার্টির দাবি অনুযায়ী জাতীয় পরিষদ অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখার কথা প্রেসিডেন্টের কথিত বিবৃতিতে প্রচার করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু বলেন, সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের নেতা হয়েও জনাব ভুট্টো পরিষদ অধিবেশন মার্চের প্রথম সপ্তাহে অনুষ্ঠানের দাবি করেছিলেন। অথচ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগ ১৫ ফেব্রুয়ারি অধিবেশন দাবি করছিল। জনাব ভুট্টোর দাবি অনুযায়ী ৩ মার্চ অধিবেশন তাও এখন সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের কথায় অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত হলো। কোনো সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠকে উপেক্ষা করে এ কাজ করতে পারে না।

বঙ্গবন্ধু বলেন, আগামী ৭ মার্চ তিনি তাঁর পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচির রূপরেখা ঘোষণা করবেন। ৭ মার্চের মধ্যে যদি বর্তমান পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন না হয় তবে ভবিষ্যতে যা ঘটবে তার জন্য তিনি দায়ী থাকবেন না। জনগণের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, শুধু সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের সেন্টিমেন্টের জন্য পরিষদ অধিবেশন স্থগিত রাখা হয়েছে। আমরা তা নীরবে সহ্য করতে পারি না। এর ফলে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রায় ব্যর্থ হচ্ছে। পরিষদ অধিবেশনের জন্য বাংলাদেশের সব সদস্যই ঢাকায় এসেছেন। জনাব ভুট্টো ও জনাব কাইয়ুম খানের দল ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানের সব সদস্যই অধিবেশনে যোগ দিতে রাজি ছিলেন।

বঙ্গবন্ধু জনগণকে যে-কোনো ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন, আমরা গণতান্ত্রিক দল এবং গণতান্ত্রিক পন্থায় বিশ্বাসী। আমরা শান্তিপূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন চালিয়ে যাব। তিনি জানান, পরিষদ অধিবেশন স্থগিত রাখার আগে তাকে জানানো হয়নি। তাঁর সাথে কোনো আলোচনা হয়নি। তিনি উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে মওলানা ভাসানী, নূরুল আমীন, আতাউর রহমান খান ও অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদের সঙ্গে আলোচনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, আমরা যে-কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে প্রস্তুত। জনগণ আমার সঙ্গে আছেন। আমরা ভালোই আশা করি এবং চরম অবস্থার জন্য প্রস্তুত আছি। তিনি বলেন, ৭ মার্চ পর্যন্ত কর্মসূচি ঘোষণা করেছি। আমার দল আমাকে যে-কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা দিয়েছে। বঙ্গবন্ধু বলেন, পার্লামেন্টারি পার্টির সদস্যরা গত ৩ জানুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে যে শপথ নিয়েছিলেন আজ (১ মার্চ) তার পুনরাবৃত্তি করেছেন। ৩ জানুয়ারি আওয়ামী লীগ সদস্যরা ৬ দফা ও ১১ দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনার শপথ নিয়েছিলেন। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ সদস্যরা এখন জনগণের মুক্তির শপথ নিয়েছেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, আমরা গণতান্ত্রিক দল। আমরা গণতান্ত্রিক অহিংস—অসহযোগ নীতি অনুসরণ করব। আমরা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত। আমরা শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য তাদের কাছে দায়বদ্ধ।

শেখ মুজিবুর রহমান আরও বলেন, ভুট্টো সাহেব আইন নিজের হাতে নেওয়ার হুমকি দিয়েছেন। আমরা সবার সহযেগিতা চেয়েছিলাম। আমরা ৬ দফা ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলাম। গণতন্ত্রের বিধান হচ্ছে গরিষ্ঠের মতামত গ্রহণ করতে হবে এবং আমরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। তিনি উল্লেখ করেন, যখন গোলটেবিল বৈঠক ডাকা হয়েছিল ভুট্টো সাহেব তাতে যোগ দিতে অস্বীকার করেছিলেন। তিনি নির্বাচন বয়কটেরও সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। পরে নির্বাচন পেছানোর দাবি তুলেছিলেন। এখন আবার তিনি পরিষদ অধিবেশন স্থগিত রাখার দাবি তুলেছেন। বঙ্গবন্ধু বলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠের নেতা হিসেবে আমি ১৫ ফেব্রুয়ারি জাতীয় পরিষদ অধিবেশন আহ্বান করতে বলেছিলাম। সংখ্যালঘিষ্ঠের নেতা জনাব ভুট্টো মার্চের প্রথম সপ্তাহে অধিবেশন আহ্বান করতে বলেছিলেন। আমি এর বিরোধিতা

করেছিলাম। আবার জনাব ভুট্টো অধিবেশন স্থগিত রাখার প্রস্তাব করেন। আমি আবার তার বিরোধিতা করি। কেননা এতে গণতান্ত্রিক রীতি ভঙ্গ করা হয়েছে।

রাতে বঙ্গবন্ধু তাঁর ৩২ নম্বর ধানমন্ডির বাসভবনে পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতার সাথে আলোচনা বৈঠকে মিলিত হন। সন্ধ্যার পর তিনি সন্তোষে মওলানা ভাসানীর সাথে আলোচনার জন্য তাঁর প্রতিনিধি পাঠান।

এদিকে পাকিস্তান মুসলিম লীগের প্রধান খান আবদুল কাইয়ুম খান প্রেসিডেন্টের ঘোষণাকে 'একমাত্র সঠিক সিদ্ধান্ত' হিসেবে অভিহিত করে স্বাগত জানালে এর প্রতিবাদে দলের মহাসচিব খান এ. সবুর দলের সদস্যপদ ও সম্পাদকের পদ থেকে পদত্যাগের কথা ঘোষণা করেন।

রাতে প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল এ. এম. ইয়াহিয়া খান 'খ' অঞ্চলের (পূর্ব পাকিস্তান) সামরিক শাসন কর্তা লে. জেনারেল সাহেবজাদা এম. ইয়াকুব খানকে প্রদেশের বেসামরিক শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তিনি গভর্নর ভাইস এডমিরাল এস. এম. আহসানের স্থলাভিষিক্ত হন। গভীর রাতে 'খ' অঞ্চলের সামরিক প্রশাসক এক নতুন আদেশ জারি করে সংবাদপত্রে দেশের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে কোনো খবর বা ছবি প্রকাশ না করার নির্দেশ দেন।

পিপলস পার্টি ৩ মার্চের জাতীয় পরিষদ অধিবেশন অনুষ্ঠানের প্রতিবাদে ২ মার্চ পশ্চিম পাকিস্তানে যে সাধারণ ধর্মঘট পালনের আহ্বান জানিয়েছিল, প্রেসিডেন্ট কর্তৃক জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বাতিল ঘোষণার প্রেক্ষিতে সন্ধ্যায় তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

করাচিতে আওয়ামী লীগের পশ্চিমাঞ্চলের নেতৃবৃন্দ এক যুক্ত বিবৃতিতে ৭ মার্চ ঢাকায় দলীয় প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জনসভার আগেই জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের প্রতি আবেদন জানান।

করাচিতে কাউন্সিল মুসলিম লীগের সভাপতি মিয়া মমতাজ দৌলতানা বিবৃতিতে বলেন, যত শীঘ্র সম্ভব জাতীয় পরিষদে যাতে দুঅঞ্চলের নেতৃবৃন্দ আলোচনা শুরু করতে পারেন তার জন্য প্রেসিডেন্টের সর্বোত্তম প্রচেষ্টা নিয়োজিত করা উচিত। তা না হলে সংকটের এই পরিবেশ উত্তরণ অতীত হয়ে পড়বে।

## ২ মার্চ মঙ্গলবার ১৯৭১

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে ঢাকায় স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালিত হয়। সর্বাত্মক হরতালকালে রাজধানী ঢাকা মিছিল নগরীতে পরিণত হয়। দলমত নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষ হরতালে

অংশ নিয়ে রাজধানীতে চূড়ান্ত অচলাবস্থা সৃষ্টি করে। সারাদিন ঢাকা ছিল প্রতিবাদে এক কণ্ঠ, প্রতিজ্ঞায় অভিন্ন। দল, মত, পথ ও পেশা ভুলে গিয়ে বঙ্গবন্ধুর ডাকে সমগ্র ঢাকা এক ও অভিন্ন হয়ে গণতন্ত্র ও স্বাধিকারের দাবিতে উত্তাল হয়ে ওঠে। দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে জানিয়ে দেয়, স্বাধিকারের প্রশ্নে কোনো আপস নেই। সকাল থেকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাজধানীর সমস্ত দোকানপাট, ব্যবসা কেন্দ্র, যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে। সরকারি-বেসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত কোনো প্রতিষ্ঠানেই কর্মচারীরা কাজে যোগ দেয়নি। ট্রেন ও বিমান সম্পূর্ণভাবে বন্ধ থাকে। হাজার হাজার মানুষ লাঠি ও রড হাতে রাজপথে নেমে আসে।

সকাল ১১ টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বটতলায় ছাত্রলীগ ও ডাকসুর আহ্বানে এক বিশাল ছাত্র জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। জনসমাবেশে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করা হয়। বিকেলে বায়তুল মোকাররম ও পল্টনে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যায় ক্লান্ত-শ্রান্ত-অভুক্ত জনতা রাজপথ ছেড়ে ঘরের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। কিন্তু সন্ধ্যার পর আকস্মিক সমগ্র শহরে কারফিউ জারির ঘোষণা দেওয়ার সাথে সাথে বিক্ষুব্ধ জনতা আবার রাজপথে নেমে আসে। সামরিক শাসন কর্তৃপক্ষ রাত ৯ টা থেকে ৩ মার্চ সকাল ৭টা পর্যন্ত কারফিউ জারি করে। পরে অনির্দিষ্টকালের জন্য প্রতিদিন সন্ধ্যা ৭ টা থেকে সকাল ৭টা পর্যন্ত কারফিউ পুনর্জারি করা হয়। বেতারে কারফিউ জারির ঘোষণা হবার পর বিভিন্ন এলাকায় স্বতঃস্ফূর্ত জনতা রাস্তায় নেমে ব্যারিকেড রচনা করে, গভীর রাত পর্যন্ত কারফিউ ভঙ্গ করে মিছিল বের করে। 'জয় বাংলা', 'জয় বঙ্গবন্ধু' স্লোগানে রাতের ঢাকার নিস্তব্ধতা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। স্লোগানের পাশাপাশি গুলিবর্ষণের আওয়াজ। রাতে নগরীতে বিক্ষোভকারীদের ওপর নির্বিচার গুলিবর্ষণে অন্তত শতাধিক ব্যক্তি হতাহত হন। রাত বাড়ার সাথে সাথে নগরীর হাসপাতালগুলোতে বুলেটবিদ্ধ মানুষের ভিড় জমতে থাকে।

রাতে আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক বিবৃতিতে ঢাকায় নিরস্ত্র জনতার ওপর গুলিবর্ষণের কঠোর নিন্দা করে বলেন, বাংলাদেশে আগুন জ্বালাবেন না। যদি জ্বালান, সে দাবানল হতে আপনারাও রেহাই পাবেন না। বঙ্গবন্ধু হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, সাবধান, শক্তি দিয়ে জনগণের মোকাবিলা করবেন না।

বিবৃতির মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চ পর্যন্ত আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করে দৃঢ়তার সাথে বলেন, বাংলাদেশের জনগণের স্বাধিকার অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। তিনি ৬ মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত বাংলাদেশে হরতাল পালনের আহ্বান জানান। ৩ মার্চ 'জাতীয় শোক দিবস' পালনের ডাক দেন।

বঙ্গবন্ধু বিবৃতিতে উল্লেখ করেন, নিরস্ত্র জনতার ওপর গুলিবর্ষণ গণহত্যারই শামিল এবং তা মানবতার বিরুদ্ধেই অপরাধ। তিনি বলেন, ৭ কোটি বাঙালির

নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে শাসনতন্ত্রের প্রশ্নে জাতীয় পরিষদে পশ্চিম পাকিস্তানি সদস্যদের সঙ্গে বসতে আমরা প্রস্তুত ছিলাম। ইতোমধ্যেই কিছু পশ্চিম পাকিস্তানি গণপ্রতিনিধি ঢাকায় এসে পৌঁছেছেন। কিন্তু এক অবাঞ্ছিত ও আকস্মিক হস্তক্ষেপের ফলে পরিষদের অধিবেশন বসতে পারল না। দেশের অপরাঞ্চলের কায়েমী স্বার্থবাদী ও আমলাতন্ত্রের স্বার্থের জিম্মাদার এক সংখ্যালঘু গ্রুপের আপস বিরোধী ভূমিকাই এই হস্তক্ষেপ ত্বরান্বিত করে। তারা ঘোষণা করেছিল, তাদের শর্তানুযায়ী না হলে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসতে পারবে না। শুধু তাই নয়, যেসব পশ্চিম পাকিস্তানি সদস্য তাদের হুকুম মানতে অস্বীকার করেছেন তাদের শায়েস্তা করা হবে বলেও হুমকি দেওয়া হয়েছে। বঙ্গবন্ধু বলেন, এভাবে একটি অগণতান্ত্রিক মাইনরিটির আদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের প্রতিনিধিদের অধিকারের অস্বীকৃতি জ্ঞাপন জনগণের প্রতিই দুঃসহ অপমানস্বরূপ। আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, বাংলার জনগণ এ ধরনের চাপের কাছে নতি স্বীকারে প্রস্তুত নয় বলেই আজ শক্তির মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠকে মোকাবিলা করার পথ বেছে নেওয়া হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু বলেন, যেসব বিমান পশ্চিমাঞ্চল থেকে গণপ্রতিনিধি বহন করে আনতে পারত সেসব বিমানে করে এখন সামরিক বাহিনীর লোকজন ও সামরিক সরঞ্জাম আনা হচ্ছে। ৭ কোটি বাঙালিকে পদানত করাই যদি এসব কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হয় তাহলে গত দুদিনে বাংলাদেশব্যাপী যে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ আন্দোলন হয়েছে—তা বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে দিয়েছে যে, বাঙালিদের আর দাবিয়ে রাখা যাবে না। বাংলার মানুষ স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসেবেই বাঁচতে চায়। তাদের সাথে আর কলোনির মতো ব্যবহার করা যাবে না।

বঙ্গবন্ধু বিবৃতিতে জনগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রসঙ্গে বলেন, এই সংকট সন্ধিক্ষণে সরকারি কর্মচারীসহ সর্বস্তরের প্রতিটি বাঙালির পবিত্র কর্তব্য হচ্ছে গণবিরোধী শক্তির সাথে অসহযোগিতা করা এবং বাংলাদেশের বিরুদ্ধে পরিচালিত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করা। আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, যেহেতু জনগণ তাদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করেছে, তারাই আইনানুগ সকল ক্ষমতার একমাত্র উৎস। সবাইকে এ কথা মনে রাখতে হবে।

বঙ্গবন্ধু দীর্ঘ বিবৃতিতে বলেন, এ পরিস্থিতিতে আর একদিনও সামরিক আইন চালু রাখার কোনো যৌক্তিকতা নেই। তাই আমি অবিলম্বে মিলিটারি শাসন প্রত্যাহার, মোকাবিলার অবসান ও গণপ্রতিনিধিদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রয়োগের পথে সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা দূর করার আহ্বান জানাচ্ছি। আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, এই দাবি যতদিন পূরণ না হয়, যতদিন বাংলার জনগণের স্বাধিকার অর্জিত না হয়, ততদিন আমাদের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।

এছাড়া বঙ্গবন্ধু পৃথক এক বিবৃতিতে জাতির উদ্দেশে আহ্বান জানান, সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণভাবে হরতাল পালন করুন। লুটতরাজ ও অগ্নিসংযোগের মতো অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে তার প্রতি কড়া নজর রাখুন। ভাড়াটিয়া

উস্কানিদাতাদের বিরুদ্ধে সজাগ থাকুন। যে যেখানেই জন্মগ্রহণ করুক, যে ভাষাতেই কথা বলুক বাংলার প্রতিটি বাসিন্দাই আমাদের দৃষ্টিতে বাঙালি। তাদের জান-মাল-ইজ্জত আমাদের কাছে পবিত্র আমানত এবং তা অবশ্যই রক্ষা করতে হবে।

সন্ধ্যায় বঙ্গবন্ধু তার ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাসভবনে সমাগত জনতার উদ্দেশে ভাষণ দেন। ভাষণে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, বাংলার মাটিতে যাতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি না হয় সেদিক সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। তিনি বলেন, সকলের প্রতি আকুল আহ্বান—বাংলার মাটিতে যেন বাঙালি, অবাঙালি, হিন্দু, মুসলিম দাঙ্গা না বাধে। যদি এ ধরনের কোনো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধে, আমি কষ্ট পাব। সংক্ষিপ্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু আরও বলেন, এখানে সবাই বাঙালি। বাংলার মাটিতে বসবাসকারী বাঙালি-অবাঙালি, হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সবাই সমান। বাংলাদেশে বসবাসকারী সবাই আমাদের ভাই।

তিনি সবার প্রতি অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরিক হবার আহ্বান জানিয়ে দৃঢ়তার সাথে বলেন, শহীদের রক্ত বৃথা যেতে দেওয়া হবে না। দাবি আমরা আদায় করবই ইনশা আল্লাহ।

করাচিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে পিপলস পার্টি প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো বলেন, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখায় নিশ্চিতভাবে কিছুই ক্ষতি হয়নি। পরিষদ অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখা হয়নি। দেশের দুটি প্রধান দল শাসনতান্ত্রিক ব্যাপারে কিছুটা সমঝোতায় পৌঁছামাত্রই জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হতে পারে। তিনি বলেন, শাসনতান্ত্রিক সংকট সম্পর্কে শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আলোচনার জন্য তিনি ঢাকা যাবার ব্যাপারে মোটেই উদাসীন নন। অধিবেশন স্থগিত রাখায় প্রধান দুটি দল একসাথে বসার ও সমঝোতায় উপনীত হবার সুযোগ লাভ করেছে। তিনি বলেন, শাসনতান্ত্রিক ব্যাপারে আওয়ামী লীগের সাথে আলোচনার জন্য আমাদের সময় প্রয়োজন। ভুট্টো বলেন, বর্তমান সংকট আয়ত্তের বাইরে চলে যায়নি। শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নে তার দলের ভূমিকার কোনো পরিবর্তন হয়নি। প্রধান দুটি দলকে বর্তমান সংকট ও শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা নিরসনের চেষ্টা করতে হবে। সত্যিকার ফেডারেশনে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট পরিষদ গঠিত হওয়া উচিত। পিপলস পার্টি আপসহীন মনোভাব গ্রহণ করেনি।

সন্ধ্যায় করাচিতে স্থানীয় আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে দেশের সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি আলোচনার জন্য পিপলস পার্টি বাদে বাকি রাজনৈতিক দলগুলোর এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে ভুট্টোর ভূমিকার সমালোচনা করা হয়। আগামী ৫ দিনের মধ্যে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের দাবি জানানো হয়।

লাহোরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে কাউন্সিল লীগ নেতা এয়ার মার্শাল (অব.) নূর খান মার্চ মাসের মধ্যে জাতীয় পরিষদের নতুন তারিখ ধার্য করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, জাতীয় পরিষদ স্থগিত করায় যে ক্ষতি হয়ে গেল তা অত্যন্ত ব্যাপক এবং অবিলম্বে অধিবেশন আহ্বান না করলে এ ক্ষতি সংশোধনের অতীত হয়ে পড়বে।

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ১ মার্চ বেতার-বিবৃতিতে পূর্বঘোষিত ৩ মার্চের জাতীয় পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশন স্থগিত রাখার অন্যতম কারণ হিসেবে ভারতের সাথে উত্তেজনাকর সম্পর্কের কথা উল্লেখ করায় আজ নয়াদিল্লিতে ভারত সরকারের জনৈক মুখপাত্র দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, প্রেসিডেন্টের এই মন্তব্য উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও ভিত্তিহীন।

## ৩ মার্চ বুধবার ১৯৭১

শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে ঢাকায় দ্বিতীয় দিন এবং সমগ্র বাংলাদেশে প্রথম দিনের মতো সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। হরতালের সময় শহরের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে যায়। বেলা ২টা পর্যন্ত হরতাল পালনের আহ্বান জানানো হলেও রাজধানীতে প্রকৃতপক্ষে সারাদিন হরতাল পালিত হয়। লোকজন রাস্তায় রাস্তায় লাঠিসোটা নিয়ে বিক্ষোভ করে। সকালে ২ মার্চ দিবাগত রাতে সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত বীর শীহদদের লাশসহ শোভাযাত্রা বের হয়। গতরাতে কারফিউ জারি হবার পর শহরের বেশ কিছু এলাকায় জনসাধারণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। সেনাবাহিনীর সদস্যরা বিক্ষোভকারীদের ওপর মেশিনগানের গুলিবর্ষণ করে। গতরাতে একমাত্র ঢাকাতেই ২৩ জন নিহত ও ৩ শতাধিক আহত হয়।

হরতাল চলাকালে জনতার স্বতঃস্ফূর্ত মিছিলে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গুলিবর্ষণে ও বিভিন্ন ঘটনায় সারাদেশে শতাধিক ব্যক্তি নিহত হয়। ঢাকা ছাড়াও রংপুর ও সিলেটে কারফিউ জারি করা হয়।

রংপুরে পাক সেনাবাহিনী ও জনতার মধ্যে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়লে দুপুর আড়াইটা থেকে ২৪ ঘণ্টাব্যাপী কারফিউ জারি করা হয়। সিলেটে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা থেকে সকাল সাড়ে ৭টা পর্যন্ত কারফিউ জারি করা হয়। ঢাকায় কারফিউয়ের মেয়াদ শিথিল করে রাত ১০টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত বলবৎ করা হয়।

হরতাল চলাকালে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চট্টগ্রামে অগ্নিকাণ্ড, হামলা, প্রতিহামলা, বন্দুকের গুলিবর্ষণ, সংঘর্ষ ও সেনাবাহিনীর গুলিবর্ষণের ঘটনায় ৭৫ জন নিহত ও কয়েক শ লোক আহত হয়। ঢাকায় বুলেট, বেয়নেট ও বোমায় আহত ১২০ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মালিবাগে জাতীয় পরিষদ সদস্য

ও আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির হুইপ আবদুল মান্নান সেনাবাহিনীর জওয়ানদের হাতে প্রহৃত হন। তাঁকে আহত অবস্থায় হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এক ঘোষণায় আগামী ১০ মার্চ ঢাকায় নেতৃবৃন্দের সম্মেলন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। রাওয়ালপিন্ডির প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে ঘোষণা করা হয়, এই সম্মেলন অনুষ্ঠানের পর দুই সপ্তাহের মধ্যে জাতীয় পরিষদ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। বৈঠকে মিলিত হবার জন্য জাতীয় পরিষদের পার্লামেন্টারি গ্রুপের নেতাদের কাছে আমন্ত্রণলিপি পাঠানো হয়েছে। বঙ্গবন্ধু প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার আমন্ত্রণ তাৎক্ষণিক প্রত্যাখ্যান করেন। আওয়ামী লীগ প্রধান ১০ মার্চ ঢাকায় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সম্মেলনে যোগদানের জন্য ইয়াহিয়ার আমন্ত্রণকে 'বন্দুকের নলের মাথায়' আমন্ত্রণের নামে 'নিষ্ঠুর তামাশা' হিসেবে আখ্যায়িত করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক বিবৃতিতে বলেন, বেতারে প্রচারিত এই আমন্ত্রণের পটভূমিতে রয়েছে ঢাকা ও চট্টগ্রামসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে নিরস্ত্র বেসামরিক নাগরিকদের পাইকারী হারে হত্যার বেদনাদায়ক অধ্যায়। বঙ্গবন্ধু বলেন, যে মুহূর্তে বীর শহীদদের রক্তের দাগ রাজপথের বুক থেকে- এখনও শুকিয়ে যায়নি, যখন বহু শহীদের নশ্বর দেহ দাফনের প্রতীক্ষায় পড়ে আছে, যখন শত বুলেটবিদ্ধ মানুষ হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে চলেছে সেই মুহূর্তে এই সম্মেলনের আমন্ত্রণ নিষ্ঠুর তামাশা। বঙ্গবন্ধু বলেন, যখন সামরিক প্রস্তুতি অব্যাহত সেই মুহূর্তে এই আমন্ত্রণ বন্দুকের নলের মাথায় আমন্ত্রণেরই শামিল। বর্তমান পরিস্থিতিতে এ ধরনের আমন্ত্রণ গ্রহণের কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

সন্ধ্যায় পিপলস পার্টি ঘোষণা করে, পার্টি প্রধান জেড. এ. ভুট্টো প্রেসিডেন্ট কর্তৃক ১০ মার্চ ঢাকায় আহূত নেতৃবৃন্দের সম্মেলনে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

বিকেলে ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে বঙ্গবন্ধু ছাত্রলীগ ও জাতীয় শ্রমিক লীগের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত জনসভায় ভাষণ দেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনতার তুমুল করতালির মধ্যে তাঁর জলদগম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা করেন, বাংলার গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা সমর্পণ করে সেনাবাহিনী ব্যারাকে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত সরকারের সাথে স্বাধিকারকামী বাংলার মানুষ আর সহযোগিতা করবে না। কোনো কর-খাজনাও দেবে না।

বঙ্গবন্ধু ভাষণে সর্বাত্মক অহিংস—অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়ে বাংলাদেশের সরকারি-বেসরকারি চাকরিজীবীদের প্রতি নির্দেশ দেন পুনরায় আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত আপনারা অফিস-আদালতে যাওয়া বন্ধ রাখুন। প্রচার মাধ্যমের প্রতি নির্দেশ দিয়ে তিনি বলেন, যদি আমাদের বক্তব্য-বিবৃতি, আমাদের

আন্দোলনের খবর প্রকাশ-প্রচারের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয় সে নির্দেশ আপনারা লংঘন করুন।

বঙ্গবন্ধু জনাব ভুট্টোর উদ্দেশে বলেন, গণতান্ত্রিক নিয়মে প্রণীত এক শাসনতন্ত্র যদি না চান তাহলে আপনাদের শাসনতন্ত্র আপনারা রচনা করুন। বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র আমরাই রচনা করব।

তিনি বলেন, বাংলার মানুষ খাজনা দেয়, ট্যাক্স দেয় রাষ্ট্র চালানোর জন্য, গুলি খাওয়ার জন্য নয়। গরিব বাঙালির পয়সায় কেনা বুলেটের ঘায়ে কাপুরুষের মতো গণহত্যার বদলে অবিলম্বে সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিন। বাংলার শাসনভার বাংলার নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের হাতে তুলে দিন।

মুহুর্মুহু 'জয় বাংলা', 'জয় বঙ্গবন্ধু' শ্লোগানে মুখরিত পল্টনের উত্তাল জনসমুদ্রের উদ্দেশে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন, আমরা প্রস্তুত। দানবের সঙ্গে সংগ্রামের জন্য আমরা প্রস্তুত। তিনি বলেন, ২৩ বছর ধরে রক্ত দিয়ে আসছি। প্রয়োজনে আমার বুকের রক্ত দেব। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে বীর শহীদদের রক্তের সঙ্গে বেঈমানি করব না।

তিনি আরও বলেন, দেশের বর্তমান সংকটময় পরিস্থিতির জন্য আমরা দায়ী নই। এজন্য দায়ী গণপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়া বানচাল প্রয়াসী ষড়যন্ত্রকারী দল। তিনি বলেন, দেশের মেজরিটি জনগণ আমার পেছনে। কিন্তু জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের বেলায় আমার সঙ্গে আলোচনা করা হয়নি। ভুট্টো পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করে অচলাবস্থার সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরা হয়নি। অস্ত্র ধরা হয়েছে বাংলার নিরস্ত্র শান্তিকামী মানুষের বিরুদ্ধে।

বঙ্গবন্ধু হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, আগুন নিয়ে খেলা করবেন না। যদি করেন, পুড়ে ছাই হয়ে যাবেন। বাংলার মানুষকে মৃত্যুর ভয় দেখাবেন না। শত্রুর সঙ্গে, দুর্যোগের সঙ্গে কোলাকুলি করে আমরা বেঁচে আছি। তিনি বলেন, মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে, মৃত্যুকে বুক পেতে বরণ করেই আমরা স্বাধিকার আদায় করব।

জাতীয় পরিষদের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান আরও বলেন, হয়তো এটিই আপনাদের সামনে আমার শেষ ভাষণ। ৭ মার্চ রেসকোর্সে আমার বক্তৃতা করার কথা। কিন্তু সে সুযোগ আমাকে নাও দেওয়া হতে পারে; তাই আজ আপনাদের কাছে আমি বলে যাচ্ছি, আমি যদি নাও থাকি আন্দোলন যেন না থামে।

বঙ্গবন্ধু বলেন, ভাইয়েরা আমার আমি বলছি, আমি থাকি আর না থাকি, আমার সহকর্মীরা আছেন। তারাই নেতৃত্ব দেবেন। আর যদি কেউই না থাকে তবু আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। বাংলার ঘরে ঘরে প্রতিটি বাঙালিকে নেতা হয়ে নির্ভয়ে আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। যে-কোনো মূল্যে বাংলার স্বাধিকার ছিনিয়ে আনতে হবে।

বঙ্গবন্ধু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বুলেটে আহতদের জীবনরক্ষার জন্য জনগণের প্রতি ব্লাড ব্যাংকে রক্তদানের উদাত্ত আহ্বান জানান। তিনি জনসাধারণকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, বাংলার স্বাধিকারবিরোধী বিশেষ মহল নিজস্ব এজেন্টদের দিয়ে লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও উচ্ছৃঙ্খল ঘটনা ঘটাচ্ছে। স্বাধিকার আন্দোলন বিপথগামী করার এ অশুভ চক্রান্ত রুখতেই হবে। বিপথগামী করে আন্দোলন বানচাল করাই তাদের লক্ষ্য। যে-কোনো মূল্যে এদের প্রতিহত করতে হবে।

বঙ্গবন্ধু দেশবাসীর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে আরও বলেন, আপনাদের প্রতি আমার নির্দেশ, সর্বাত্মক আন্দোলন চালিয়ে যান। এই আন্দোলন হবে শান্তিপূর্ণ, অহিংস, সুশৃঙ্খল ও সুসংগঠিত। গণআন্দোলনে সাফল্যের জন্য শৃঙ্খলাবোধের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। উচ্ছৃঙ্খলতা আন্দোলনকে বিপথগামী করতে পারে।

বঙ্গবন্ধু বলেন, আমার সুস্পষ্ট নির্দেশ রইল, যে যেখানে থাকুন নিষ্ঠার সাথে নিজ দায়িত্ব পালন করুন। আন্দোলনকে সংযত রাখুন।

সভায় 'স্বাধীনতার ইশতেহার' পাঠ করা হয়।

## ৪ মার্চ বৃহস্পতিবার ১৯৭১

জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত ও গণহত্যার প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে ঢাকাসহ সারা বাংলায় সকাল ৬টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। ঢাকায় কারফিউ তুলে নেওয়া হলেও খুলনা ও রংপুরে কারফিউ বলবৎ থাকে। খুলনায় হরতাল চলাকালে সেনাবাহিনীর গুলিতে ৬ জন নিহত হয়। চট্টগ্রামেও গুলি বর্ষিত হয়। চট্টগ্রামে আজ নিয়ে দুদিনে প্রাণহানির সংখ্যা দাঁড়ায় ১২১ জনে।

বঙ্গবন্ধুর আহ্বানের পর স্বাধিকার আন্দোলনে গুলিতে আহত মুমূর্ষু বীর সংগ্রামীদের প্রাণ রক্ষার্থে শত শত নারী-পুরুষ ও ছাত্রছাত্রী ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। সেনাবাহিনীর গুলিতে আহত বীর সংগ্রামীদের একনজর দেখার জন্য মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অগণিত নারী-পুরুষ ভীড় জমান।

ঢাকাসহ সারাদেশ ছাত্র জনসভা, মিছিল ও শহীদদের জন্য গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। প্রদেশের বেসামরিক শাসন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে। ঢাকায় সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ সর্বাত্মক হরতাল পালনকালে জনজীবন অচল হয়ে পড়ে। আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সদস্যরা হরতালকালে শান্তিরক্ষার জন্য শহরের রাজপথে টহল দিতে থাকেন। এ সময় ঢাকার সাথে বাইরের জল, স্থল ও বিমান

যোগাযোগ বন্ধ থাকে। টেলিফোন বিভাগের কর্মীরা পশ্চিম পাকিস্তানে ট্রাঙ্ককল ও টেলিগ্রাম প্রেরণ থেকে বিরত থাকেন। হরতাল চলাকালে সেনাবাহিনীর প্রহরীদের টহল দিতে দেখা যায়নি। রাজারবাগ পুলিশ লাইন ও পিলখানা ইপিআর ব্যারাকে বাঙালি জওয়ানরা 'জয় বাংলা' স্লোগানের মাধ্যমে রাজপথে মিছিলকারীদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন।

সামরিক প্রহরীদের যানবাহন প্রতিরোধের জন্য পথে পথে রেলবগি স্থাপন করে, বাস-ট্রাক উল্টে দিয়ে, গোটা গাছ ফেলে, ইটের দেয়াল তুলে 'ব্যারিকেড' রচনার কাজে নারী-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষ তরুণদের সাহায্যে এগিয়ে আসে। বেতার ও টেলিভিশনে 'জয় বাংলা'র বন্দনাগীতি প্রচারিত হয়। রেডিও পাকিস্তান ঢাকা কেন্দ্র 'ঢাকা বেতার কেন্দ্র' এবং পাকিস্তান টেলিভিশন 'ঢাকা টেলিভিশন' হিসেবে বাংলার মানুষের কাছে উপস্থিত হয়। বেতার, টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র শিল্পীরা 'যতদিন পর্যন্ত দেশের জনগণ ও ছাত্র সমাজ সংগ্রামে লিপ্ত থাকবেন ততদিন পর্যন্ত' বেতার ও টেলিভিশন অনুষ্ঠানে অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। সাংবাদিক সমাজ জনগণের মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে সিদ্ধান্ত নেন, সরকার বা মালিকপক্ষ বস্তুনিষ্ঠ তথ্য পরিবেশনের পথে কোনো অন্তরায় সৃষ্টি করলে তা সুস্পষ্টভাবে লংঘন করা হবে। 'ঢাকা বেতার কেন্দ্র' প্রতিদিন আরও দুবার বাংলায় 'স্থানীয় সংবাদ' প্রচারের সিদ্ধান্ত নেয়। অব্যাহতিপ্রাপ্ত গভর্নর ভাইস এডমিরাল এস. এম. আহসান রাতে বিমানে করাচি রওয়ানা হন। বিদায়ের প্রাক্কালে তিনি সাংবাদিকদের মাধ্যমে 'বাংলাদেশের জনগণকে শুভেচ্ছা' জানান।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক বিবৃতিতে বলেন, চরম ত্যাগ স্বীকার ছাড়া কোনোদিন কোনো জাতির মুক্তি আসেনি। তিনি উপনিবেশবাদী শোষণ ও শাসন অব্যাহত রাখার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার আহ্বানে সাড়া দেওয়ায় বীর জাতিকে অভিনন্দন জানান। যে-কোনো মূল্যে স্বাধিকার আদায়ের সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য জনগণকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেন।

বঙ্গবন্ধু বলেন, বিশ্ববাসী দেখুক, বাংলাদেশের নিরস্ত্র ছাত্র-শ্রমিক-জনতা বুলেটের মুখেও কী দুর্দান্ত সাহস ও দৃঢ়তা নিয়ে নিজেদের অধিকার হরণের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। তিনি হরতালের দরুন সৃষ্টি শত অসুবিধা ও কষ্ট মোকাবিলা করে আন্দোলন অব্যাহত রাখার জন্য আপসহীন সংগ্রামী জনতাকে অভিনন্দন জানান।

আওয়ামী লীগ প্রধান ৫ ও ৬ মার্চ সকাল ৬টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত হরতাল পালনের আহ্বান জানিয়ে বলেন, যেসব সরকারি ও বেসরকারি অফিসে কর্মচারীরা এখনও বেতন পাননি শুধু বেতন প্রদানের জন্য সেগুলো আড়াইটা থেকে সাড়ে ৪টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। শুধু বাংলাদেশের মধ্যে ১৫০০ টাকা পর্যন্ত বেতনের চেক ভাঙানোর জন্য ওই সময় ব্যাংক চালু থাকবে। স্টেট ব্যাংকের মাধ্যমে বা

অন্য কোনোভাবে বাংলাদেশের বাইরে টাকা পাঠানো যাবে না। রেশন দোকান ও খাদ্য সরবরাহকারী সংস্থাগুলো এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারবে। হাসপাতাল, ওষুধের দোকান, অ্যাম্বুলেন্স, ডাক্তার ও সাংবাদিকদের গাড়ি, পানি বিদ্যুৎ-গ্যাস সাপ্লাই, স্থানীয় টেলিফোন ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার মধ্যে টেলিফোন যোগাযোগ, দমকল ও আবর্জনার গাড়ি হরতালের আওতায় পড়বে না।

করাচি প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এয়ার মার্শাল (অব.) আসগর খান দেশকে বিচ্ছিন্নতার হাত থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগের কাছে অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানান। তিনি বলেন, ঘটনা অনেক দূর চলে গেছে।

পিডিপি প্রধান নূরুল আমীন ঢাকায় এক বিবৃতিতে ১০ মার্চ ঢাকায় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সম্মেলনে যোগদানের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে প্রেসিডেন্টের প্রতি অবিলম্বে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকার আহ্বান জানান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৫ জন শিক্ষক পৃথক বিবৃতিতে ঢাকার 'পাকিস্তান অবজারভার' পত্রিকার গণবিরোধী ভূমিকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

কাইয়ুমপন্থী মুসলিম লীগের পদত্যাগী সাধারণ সম্পাদক আবদুস সবুর খান বিকেলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে তাঁর ধানমন্ডিস্থ বাসভবনে সাক্ষাৎ করেন।

ঢাকায় একদিন অবস্থানের পর ন্যাপ প্রধান মওলানা ভাসানী বিকেলে সন্তোষ গমন করেন। ঢাকা অবস্থানকালে তিনি পাকিস্তান ন্যাশনাল লীগ প্রধান আতাউর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক শাহ আজিজুর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জেড. এ. ভুট্টো করাচিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, দেশের সংহতির জন্য তাঁর দল যদ্দূর সম্ভব ৬ দফার কাছাকাছি হওয়ার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

ঢাকার বিস্ফোরণ-উন্মুখ পরিস্থিতির অবসানের জন্য তিনি এখন জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে রাজি হবেন কি না—এ প্রশ্নের জবাবে জনাব ভুট্টো বলেন, ঘটনাপ্রবাহ দ্রুত ঘটছে। এ সম্পর্কে অবহিত করার জন্য আমরা সাংবাদিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করব।

জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য শেখ মুজিবুর রহমান যে দাবি জানিয়েছেন তা তিনি অনুমোদন করেন কি না—এ প্রশ্নের জবাবে জনাব ভুট্টো বলেন, শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করাই উত্তম। কারণ, তা চিরকালের জন্য বেসামরিক শাসনের একটি শাসনতান্ত্রিক গ্যারান্টি হবে।

উভয় অঞ্চলের জন্য দুই শাসনতন্ত্র প্রণয়ন সম্পর্কে শেখ মুজিবুর রহমানের সাম্প্রতিক বিবৃতি তিনি অনুমোদন করেন কি—না এ প্রশ্নের জবাবে জনাব ভুট্টো বলেন, এ অবস্থায় শাসনতন্ত্রের মর্যাদা কিভাবে রক্ষা হতে পারে তা তার জানা নেই।

শেখ মুজিব ১০ মার্চ ঢাকায় প্রস্তাবিত নেতৃবৃন্দের সম্মেলনে যোগদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করায় বর্তমানে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে সে সম্পর্কে জনাব ভুট্টো বলেন, শাসনতান্ত্রিক সংকট অবসানের জন্য তিনি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সঙ্গে একটি সমঝোতায় পৌঁছুতে পারবেন বলে আশাবাদী। শাসনতন্ত্র প্রণয়ন সংক্রান্ত আলোচনার জন্য তিনি এমন কি আজই ঢাকা রওয়ানা হতে প্রস্তুত। তিনি বলেন, তবে অপর পক্ষ থেকে অন্তত আমার প্রস্তাবে সাড়া আসা উচিত।

পিপিপি প্রধান বলেন, শাসনতন্ত্র প্রণয়ন সম্পর্কে দুটি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের আপস মীমাংসা অথবা জাতীয় পরিষদের অধিবেশন শুরু হবার আগেই দুদলের আলোচনা হওয়া উচিত।

৬ দফা মেনে নেওয়া ও উভয় অঞ্চলের আলাদা হওয়া—এ দুটির মধ্যে যে-কোনো একটি যদি বেছে নিতে হয় তাহলে তিনি কোনটি বেছে নেবেন—এর জবাবে জনাব ভুট্টো পাল্টা প্রশ্ন করেন, দুটির মধ্যে কোনো মৌল পার্থক্য রয়েছে কি? সাথে সাথে তিনি বলেন, পিপিপি ৬ দফাকে বিচ্ছিন্নতার শামিল বলে গণ্য করে না।

## ৫ মার্চ শুক্রবার ১৯৭১

ঢাকাসহ সারাদেশে পূর্ণ হরতাল, স্বাধিকারকামী জনতার বিক্ষুব্ধ মিছিল, গণজমায়েত ও বজ্র শপথের মধ্য দিয়ে বাংলার মুক্তি আন্দোলনের পঞ্চম দিন অতিবাহিত হয়। সকালে হরতাল পালনকালে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের গুলিতে টঙ্গী শিল্প এলাকায় ৪ জন শ্রমিকের মৃত্যু ও ২৫ জন আহত হয়। টঙ্গীতে শ্রমিকদের ওপর গুলিবর্ষণের সংবাদে ঢাকায় জনসাধারণের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ছাত্রলীগের উদ্যোগে ছাত্র-জনতার এক বিরাট সমাবেশ টঙ্গীর নিহত শ্রমিকদের লাশ নিয়ে রাজধানীতে মিছিল বের করে। চট্টগ্রামে গুলিবর্ষণে ৩ জন নিহত হয়। গত ২৪ ঘণ্টায় চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আরও ১৪ জন আহত ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে। চট্টগ্রামে আন্দোলনে মৃতের সংখ্যা ১৩৮-এ উন্নীত হয়।

সন্ধ্যায় সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়, ঢাকায় সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

টঙ্গী ও চট্টগ্রাম ছাড়াও গুলিতে খুলনায় ২ জন, রাজশাহীতে ১ জন নিহত হয়। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে হরতালের পর ব্যাংক খোলা থাকে। মসজিদে মসজিদে জুমার নামাজের পর শহীদানের আত্মার শান্তি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকাসহ সারাদেশে প্রতিবাদ সভা ও শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়।

লাহোরে দেশের পূর্বাঞ্চলে সাম্প্রতিক আন্দোলনে নিহত শহীদদের গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয় এবং বিভিন্ন মসজিদে সংকটময় মুহূর্তে দেশের সংহতির জন্য বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।

পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জেড. এ. ভুট্টো রাওয়ালপিন্ডির প্রেসিডেন্ট ভবনে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সাথে ৫ ঘন্টার বেশি সময় ধরে আলোচনা করেন।

অবসরপ্রাপ্ত এয়ার মার্শাল আসগর খান বিকেলে করাচি থেকে ঢাকায় পৌঁছান। তিনি রাতে বঙ্গবন্ধুর সাথে ধানমন্ডিস্থ বাসভবনে সাক্ষাৎ করেন।

বঙ্গবন্ধুর স্বাধিকার আন্দোলনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিকেলে কবি—সাহিত্যিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা মিছিল নিয়ে রাজপথে নেমে আসেন। ছাত্রলীগ ও ডাকসুর উদ্যোগে বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণ থেকে মিছিল বের হয়। মিছিলকারী ছাত্রছাত্রীদের হাতে ছিল লাঠিসোটা। ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া গ্রুপ)-এর উদ্যোগে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এক ছাত্র গণজামায়ায়েত অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা নগরে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে একটি কন্ট্রোল রুম খোলা হয়। এগারো দফা আন্দোলনের অন্যতম নেতা তোফায়েল আহমদ ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দান থেকে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ সরাসরি রিলে করার জন্য ঢাকা বেতার কেন্দ্রের প্রতি আহ্বান জানান।

রাতে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ এক বিবৃতিতে বলেন, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট ও বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানে মিলিটারির বুলেটে নিরীহ-নিরস্ত্র মানুষ, শ্রমিক, কৃষক ও ছাত্রদের হত্যা করা হচ্ছে। অবিলম্বে এই নরহত্যা বন্ধ করতে হবে। নির্বিচারে নিরস্ত্র মানুষকে এভাবে হত্যা করা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি বলেন, বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে হাজার হাজার লোকের হতাহত হবার খবর আসছে। আমরা সেনাবাহিনীর এই গর্হিত আচরণের তীব্র নিন্দা করছি। কেবল বিদেশি আক্রমণের মোকাবিলার জন্যই সেনাবাহিনী অস্ত্র ব্যবহার করতে পারে, নিরস্ত্র দেশবাসীর ওপর নয়। তিনি আরও বলেন, ক্রমাগত সামরিক শক্তি বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে এটাই অনুমান হচ্ছে যে, বাংলাদেশে বেসামরিক জনগণের ওপর নির্যাতনমূলক নীতি আরও জোরদার করা হবে।

আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, বিশ্ববাসী জেনে রাখুন বাংলাদেশের জনগণের ওপর আজ যে নির্যাতন নেমে এসেছে তারা বীরের মতো তা প্রতিরোধ করছে। আজ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষ মুক্তি অর্জন এবং একটি স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

রাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিদেশি বেতারে প্রচারিত 'শেখ মুজিব জনাব ভুট্টোর সঙ্গে ক্ষমতা ভাগ-বাটোয়ারা করতে রাজি আছেন' সংক্রান্ত সংবাদকে 'অসদুদ্দেশ্যমূলক' ও 'কল্পনার ফানুস' হিসেবে আখ্যায়িত করেন। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশে নির্যাতন-নিপীড়ন বন্ধের জন্য যুক্তরাষ্ট্র বা অন্য কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের প্রতি পাকিস্তান সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির অনুরোধ জানানোর কথাও সরাসরি অস্বীকার করেন।

রাওয়ালপিন্ডিতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সাথে পিপলস্ পার্টি প্রধান ভুট্টোর আলোচনা বৈঠক শেষে পার্টির মুখপাত্র আবদুল হাফিজ পীরজাদা মন্তব্য করেন, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখার প্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগের প্রতিক্রিয়া যেভাবেই বিচার করা হোক না কেন, অত্যন্ত অবাঞ্ছিত। তা আদৌ যুক্তিযুক্ত নয়। তিনি বলেন, অধিবেশন স্থগিত রাখার জন্য পিপলস্ পার্টিকে দায়ী করা সঙ্গত হবে না।

সাংবাদিকদের তিনি আরও বলেন, দেশের ২৩ বছরের ইতিহাসে এমন চরম সংকট কখনো দেখা যায়নি। এই প্রেক্ষিতেই পিপিপি নেতৃবৃন্দ প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের সাথে আলোচনার জন্যই পিপিপি জাতীয় পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশন কিছুদিনের জন্য স্থগিত রাখার অনুরোধ জানিয়েছিল। অধিবেশন স্থগিত রাখার অর্থ এই নয় যে, জাতীয় পরিষদ ভেঙে দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশে যেসব ঘটনা ঘটেছে সেজন্য আমরা দায়ী নই। বাংলাদেশে যে প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে তা অবাঞ্ছিত ও অনভিপ্রেত। পিপিপি মনে করে বর্তমান সংকট যতই গুরুতর হোক না কেন শেখ সাহেব উপলব্ধি করতে পারবেন যে, অখণ্ড পাকিস্তান সত্যি বসবাসের যোগ্য।

তিনি বলেন, পাকিস্তানের সংহতির স্বার্থে তার দল যে ভূমিকা নিয়েছে জনসাধারণ একদিন তার যৌক্তিকতা উপলব্ধি করতে পারবেন। তবে পাকিস্তান এক থাকবে, না দুই পাকিস্তান হবে সে সম্পর্কে এখন আওয়ামী লীগকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। পিপিপি মনে করে, আওয়ামী লীগের শাসনতান্ত্রিক ফর্মুলা হয়তো পাকিস্তানের সংহতি রক্ষা করতে পারবে না। এ প্রেক্ষিতেই জনাব ভুট্টো অধিবেশন স্থগিত রাখার দাবি জানিয়েছিলেন।

## ৬ মার্চ শনিবার ১৯৭১

সংগ্রামী বাংলা সভা-সমাবেশ-মিছিলে উত্তাল। রাজধানী ঢাকাসহ সারা বাংলায় সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। ঢাকায় ষষ্ঠ দিনের মতো হরতাল পালনকালে স্বাধিকারকামী জনতার অগণিত মিছিলে, 'জয় বাংলা' স্লোগানে যেন উত্তাল সাগরের ক্ষুব্ধ গর্জন ওঠে। সকাল থেকে সর্বস্তরের মানুষ রাস্তায় নেমে আসে।

সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে সভা-সমাবেশ-মিছিল। সাড়ে ৭ কোটি বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে শান্তিপূর্ণ হরতাল পালন শেষে তাঁরই নির্দেশে বেলা আড়াইটা থেকে বিকেল সাড়ে চারটা পর্যন্ত ব্যাংক ও যেসব বেসরকারি অফিসের কর্মচারীরা বেতন পাননি সেসব অফিস বেতন প্রদানের জন্য খোলা থাকে। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা কাজে যোগদান থেকে বিরত থাকেন। বিকেলে মহিলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে রাজধানীতে এক বিরাট শোভাযাত্রা বের করা হয়। সন্ধ্যায় ছাত্রলীগের উদ্যোগে এক বিরাট মশাল মিছিল বের করা হয়। পেশাদার শিল্পী ও সাংবাদিকদের উদ্যোগে সভা ও মিছিল, মাধ্যমিক শিক্ষক, ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া গ্রুপ), গণ-শিল্পীগোষ্ঠী, উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী, স্বজনী ও ফরোয়ার্ড স্টুডেন্টস ব্লকের উদ্যোগে বিক্ষুব্ধ মিছিল এবং বাংলা ন্যাশনাল লীগের উদ্যোগে জনসভা ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মহিলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে কেন্দ্রিয় শহীদ মিনারে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বাংলার বিক্ষুব্ধ নারী সমাজ বাঁশের লাঠি, লোহার রড ও কালো পতাকা নিয়ে উপস্থিত হন এবং সমাবেশ শেষে জঙ্গি মিছিল বের করেন। বিকেলে বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের উদ্যোগে এক সাংবাদিক-জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সকাল ১১টার দিকে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের গেট ভেঙে ৩৪১ জন কয়েদি পালিয়ে যায়। জেল পালানোর সময় পুলিশের গুলিতে ৭ জন কয়েদি নিহত ও ৩০ জন আহত হয়।

সামরিক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া দুপুরে এক বেতার ভাষণে ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন। ভাষণে তিনি বলেন, যাই ঘটুক না কেন যদ্দিন পর্যন্ত পাকিস্তানের সেনাবাহিনী আমার হুকুমে রয়েছে এবং আমি পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান রয়েছি তদ্দিন পর্যন্ত আমি পূর্ণাঙ্গ ও নিরঙ্কুশভাবে পাকিস্তানের সংহতির নিশ্চয়তা বিধান করব।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বলেন, এই দেশকে রক্ষার জন্য পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের কোটি কোটি বাসিন্দার জন্য আমার দায়িত্ব রয়েছে। তারা আমার কাছ থেকে তা আশা করেন এবং আমি তাদের হতাশ করব না।

তিনি বলেন, আমি কিছু লোককে কোটি কোটি নিরীহ ও নিরপরাধ পাকিস্তানির স্বদেশভূমিকে ধ্বংস করতে দেব না। পাকিস্তানের ঐক্য, সংহতি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর ওপর ন্যস্ত এবং এ দায়িত্ব পালনে তারা কখনো ব্যর্থ হয়নি।

জেনারেল ইয়াহিয়া বলেন, পরিবেশ শাসনতন্ত্র রচনার উপযোগী ছিল না বলেই ইতিপূর্বে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কারণ, পশ্চিম পাকিস্তানের বিপুলসংখ্যক প্রতিনিধি ৩ মার্চের অধিবেশনে যোগদান

করতে অসম্মতি জানিয়েছিল। তিনি বলেন, ঐ তারিখে অধিবেশন অনুষ্ঠান নিরর্থক হতো এবং এর ফলে জাতীয় পরিষদই ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা ছিল।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বলেন, পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশন স্থগিতের সিদ্ধান্তে আমাদের পূর্ব পাকিস্তানি নেতৃত্ব যে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন তাতে ধ্বংসকারী শক্তি রাস্তায় নেমেছে। এই প্রেক্ষিতে নিরীহ জনগণের জানমাল রক্ষার জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আমার নৈতিক দায়িত্ব ছিল। অন্যথায় তারা চরমপন্থীদের শিকারে পরিণত হতো। তিনি বলেন, ব্যাপক শক্তি প্রয়োগে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনা সম্ভব হতো বলে উপলব্ধি করলেও হত্যা, লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগ বন্ধ করার জন্য আমি ন্যূনতম শক্তি প্রয়োগের নির্দেশ দেই।

প্রেসিডেন্টের বেতার ভাষণের অব্যবহিত পরেই বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় ও বাংলাদেশ শাখার ওয়ার্কিং কমিটির এক যুক্ত জরুরি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কয়েক ঘণ্টার রুদ্ধদ্বার এই বৈঠকে প্রেসিডেন্টের বেতার ভাষণের আলোকে দেশের সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

এদিকে ইয়াহিয়া খানের বেতার ভাষণের পরপরই ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেশ কয়েকটি প্রতিবাদ মিছিল বেরোয়। রাওয়ালপিন্ডিতে পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ভাষণকে স্বাগত জানিয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, তাঁর দল ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশনের আগেই আলোচনার মাধ্যমে শাসনতন্ত্রের মোটামুটি একটি কাঠামো স্থির করতে চায়।

সাংবাদিক সম্মেলনে জনাব ভুট্টো আরও বলেন, শাসনতন্ত্রের যেসব প্রশ্ন জটিল সে বিষয়গুলো অধিবেশনের আগেই নিষ্পত্তি হওয়া বাঞ্ছনীয়। অন্যথায় পরিস্থিতি আরও জটিল হবে এবং খোদ পরিষদের ভবিষ্যৎ আরও বিপন্ন হয়ে পড়বে। তিনি বলেন, অধিবেশনের আগে তিনি দেশের সংহতির স্বার্থে আরেকবার আওয়ামী লীগের সাথে আলোচনার উদ্যোগ নিতে প্রস্তুত। ৬ দফার ভিত্তিতে সমঝোতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা সহজ কাজ নয়। কারণ, এজন্যে ৬ দফার রদবদল প্রয়োজন।

পেশোয়ারে পাকিস্তান মুসলিম লীগ প্রধান খান আবদুল কাইয়ুম খান ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের সিদ্ধান্তকে অভিনন্দিত করে এক বিবৃতিতে বলেন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পশ্চিম পাকিস্তান পিডিপি প্রধান নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান ও কাউন্সিল মুসলিম লীগ প্রধান মিয়া মমতাজ দৌলতানা ইয়াহিয়া খানের ঘোষণাকে স্বাগত জানান।

লাহোরে কাউন্সিল মুসলিম লীগ নেতা এয়ার মার্শাল (অব.) নূর খান এক সমাবেশে বলেন, শেখ মুজিবুর রহমানের দেশ শাসনের বৈধ অধিকার রয়েছে। ক্ষমতা হস্তান্তরের সব বাধা অবিলম্বে দূর করতে হবে। পরিষদ কক্ষে ৬ দফা সংক্রান্ত সমস্ত বিরোধের মোটামুটি নিষ্পত্তি সম্ভব।

প্রেসিডেন্টের বেতার ভাষণে পরিস্থিতির অবনতির জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ওপর দোষারোপ করায় নূর খান দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, বিরোধ নিষ্পত্তির পথ এটা নয় বরং এতে মতামতের ক্ষেত্রে বিরোধ আরও বাড়বে। তিনি বলেন, ৬ দফার প্রশ্নে নয় বরং শাসনতন্ত্র রচনার পর ক্ষমতা ভাগাভাগির প্রশ্নই প্রকৃত বিরোধের কারণ। জনাব ভুট্টো ও সরকারের উপদেষ্টারা শাসন কাঠামোতে ক্ষমতার হিস্‌সায় নিজেদের প্রাপ্তিযোগের প্রশ্নে রীতিমতো উদ্বিগ্ন রয়েছেন। আমলারাই বিশেষভাবে গণতন্ত্রের ব্যাপারে ভীত এবং গণতন্ত্রের পথে তাই বাধা সৃষ্টির জন্য তারা ব্যর্থ চেষ্টা করছেন।

গণঐক্য আন্দোলনের প্রধান এয়ার মার্শাল (অব.) আসগর খান সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে তাঁর ধানমন্ডির বাসভবনে সাক্ষাৎ করেন।

ছাত্রলীগ ও ডাকসু নেতৃবৃন্দ এক বিবৃতিতে ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দান থেকে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ সরাসরি বাংলাদেশের সকল বেতার কেন্দ্র থেকে রিলে করার দাবি জানান।

প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল ইয়াহিয়া লে. জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত করেন।

লাহোরে বিকেলে নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি বি. এ. সলিমী ও পাঞ্জাব প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হামিদ সরফরাজসহ ১৫ জনকে একটি বিক্ষোভ মিছিল থেকে গ্রেফতার করা হয়।

## ৭ মার্চ রবিবার ১৯৭১

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিকেলে ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে দশ লক্ষাধিক মুক্তিপাগল বীর বাঙালির 'জয় বাংলা', 'জয় বঙ্গবন্ধু' স্লোগানের মধ্যে তাঁর স্বভাবসুলভ জলদগম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা করেন 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'।

বঙ্গবন্ধুর এই অবিস্মরণীয় তেজোদীপ্ত মুক্তির বাণী শোনার জন্য সকাল থেকে দেশের দূর-দূরান্তের মানুষ দলে দলে পায়ে হেঁটে, বাসে-লঞ্চে-ট্রেনে চেপে রেসকোর্স (বর্তমান সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যান) ময়দানে সমবেত হতে থাকে। নির্দিষ্ট সময়ের আগেই ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে নারী-পুরুষের স্রোতে সয়লাব হয়ে যায় ঘোড়দৌড়ের বিশাল ময়দান। বয়স, পেশা, সামাজিক মর্যাদা ভুলে গিয়ে সর্বস্তরের মানুষ হাতে বাঁশের লাঠি, কণ্ঠে 'জয় বাংলা' ও 'জয় বঙ্গবন্ধু' ধ্বনি আর চোখে মুক্তির স্বপ্ন নিয়ে এক ও অভিন্ন লক্ষ্যে নেতার নির্দেশ শোনার জন্য উপস্থিত হয়।

বেলা সোয়া তিনটায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সভামঞ্চে এসে উপস্থিত হন। সফেদ পাজামা-পাঞ্জাবি আর তাঁর বৈশিষ্ট্যসূচক হাতাকাটা কালো কোট পরিহিত শেখ মুজিব মঞ্চে এসে দাঁড়ালে বীর জনতা করতালি ও 'জয় বাংলা' স্লোগানের মধ্য দিয়ে প্রাণপ্রিয় নেতাকে অভিনন্দন জানায়। বঙ্গবন্ধুও হাত নেড়ে প্রতি অভিনন্দন জানান জনতার সমুদ্রকে। তাঁর চোখে-মুখে তখন সাত কোটি বাঙালির সুযোগ্য সিপাহশালারের দুর্লভ তেজোদীপ্ততা, কাঠিন্য আর সংগ্রামী শপথের দীপ্তি।

বঙ্গবন্ধু তাঁর ২০ মিনিটের ঐতিহাসিক ভাষণে বাংলার স্বাধিকার আন্দোলনের দুর্গম-দুস্তর পথের প্রান্তে বাঙালির হাজার বছরের স্বপ্ন বাস্তবায়নের স্মৃতিফলক বসিয়ে দেন। পৌঁছে দেন সংগ্রামে উন্মুখ জাতির কর্ণকুহরে স্বাধীনতার মন্ত্রণা। রেসকোর্সের মন্ত্রমুগ্ধ লক্ষ লক্ষ শ্রোতাকে আহ্বান জানান : প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে।

রেসকোর্সে সমবেত লক্ষ লক্ষ মুক্তি সৈনিকের উদ্দেশে তিনি ঘোষণা করেন : আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা এ দেশের মানুষের অধিকার চাই। ... আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়, আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি—তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করো। রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব। ইনশা আল্লাহ্।

বঙ্গবন্ধু যখন মুক্তিসংগ্রামের রূপরেখা আর চরম আত্মত্যাগের প্রস্তুতির নির্দেশ ঘোষণা করছিলেন তখন সমগ্র রেসকোর্স এক দুর্লভ শক্তির জোরে বজ্র হুঙ্কারে গর্জে ওঠে। নেতার প্রত্যয়দীপ্ত মুক্তির শপথবাক্য ঘোষণার সাথে সাথে সারা বাংলার উত্তাল জনসমুদ্রে জাগে বিদ্রোহের সঘন গর্জন। লক্ষ কোটি প্রাণে জ্বলে ওঠে মুক্তির অমোঘ চিতা, চোখে-মুখে প্রতিরোধের বহ্নিশিখা। জনতার কণ্ঠে উচ্চারিত হয়, জাগো জাগো—বাঙালি জাগো; পাঞ্জাব না বাংলা—বাংলা বাংলা; তোমার আমার ঠিকানা—পদ্মা মেঘনা যমুনা; তোমার নেতা আমার নেতা—শেখ মুজিব, শেখ মুজিব; বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো বাংলাদেশ স্বাধীন করো; সেই সাথে জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু স্লোগানে স্লোগানে ঢাকার আকাশ-বাতাস তখন প্রকম্পিত।

এদিকে ঢাকা বেতারে বঙ্গবন্ধুর রেসকোর্সের ঐতিহাসিক ভাষণ রিলে না করার প্রতিবাদে বেতারে কর্মরত বাঙালি কর্মচারীরা কাজ বর্জনের দরুন বিকেল থেকে ঢাকা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান প্রচার বন্ধ হয়ে যায়। বঙ্গবন্ধুর রেসকোর্স ময়দানের ভাষণ রিলে করার দাবির প্রেক্ষিতে ঢাকা বেতার কর্তৃপক্ষ পূর্বে তা রিলে করার সিদ্ধান্ত বেতার মারফত ঘোষণা করলেও শেষ মুহূর্তে বাতিল করে দেয়। বঙ্গবন্ধুর গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ রিলে করা হবে—এ ঘোষণার পর সারা বাংলার শ্রোতারা অধীর আগ্রহে রেডিও সেট নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন। বেলা ২-১০ মিনিট

থেকে ৩-২০ মিনিট পর্যন্ত ঢাকা বেতারে দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' রবীন্দ্র সঙ্গীতটি (পরবর্তীকালে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত) শেষ হবার সাথে সাথে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ রিলে করার মুহূর্তেই আকস্মিক ঢাকা বেতারের তৃতীয় অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। সামরিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ রিলে করতে না দেওয়ার প্রতিবাদে ঢাকা বেতারের কর্মীরা সহযোগিতা করতে অস্বীকার করলে বেতার কেন্দ্রটি অচল হয়ে পড়ে। তখন কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়েই অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধুর রেসকোর্সের পূর্ণ ভাষণ ঢাকা বেতারে প্রচার করা না হলে বেতারকর্মীরা কাজে যোগদান করবেন না বলে কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেন। গভীর রাতে সামরিক কর্তৃপক্ষ ঢাকা বেতারে বঙ্গবন্ধুর রেসকোর্স ময়দানে প্রদত্ত ভাষণের পূর্ণ বিবরণ প্রচারের অনুমতি দেয়।

বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের পর পরই ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে এয়ার মার্শাল (অব.) আসগর খান সামরিক শাসন প্রত্যাহার এবং অনতিবিলম্বে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের উদাত্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের দেশশাসন করার অধিকার আছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে তাঁর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে এবং তিনি রাষ্ট্রপরিচালনার জন্য দেশের শাসনতন্ত্র তৈরি করবেন। আসগর খান বলেন, ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে যোগদান সম্পর্কে আওয়ামী লীগ প্রধান আজ যে শর্ত দিয়েছেন তা ন্যায়সঙ্গত, উপযুক্ত, সুষ্ঠু ও বৈধ।

রাতে বঙ্গবন্ধু প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান কর্তৃক ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান প্রসঙ্গে একটি বিবৃতি প্রদান করেন। সংবাদপত্রে প্রদত্ত বিবৃতিতে বঙ্গবন্ধু প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার বেতার ভাষণের জবাবে বলেন, ১ মার্চ আকস্মিক জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করা হয়। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আকস্মিক ও অবাঞ্ছিতভাবে স্থগিত ঘোষণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদরত নিরস্ত্র বেসামরিক অধিবাসীদের ওপর ব্যাপকভাবে গুলি চালানো হয়েছে। গত সপ্তাহে যারা প্রাণ দিয়েছেন তারা শহীদ হয়েছেন। পরিষদ অধিবেশন খামখেয়ালিভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করার ফলে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার সংরক্ষণ করতে গিয়ে তারা মৃত্যুবরণ করেছেন। এই শহীদদের 'ধ্বংসকারী শক্তি' আখ্যাদান নিঃসন্দেহে সত্যের অপলাপ। প্রকৃতপক্ষে তারাই সত্যিকার ধ্বংসকারী যারা বাংলাদেশের বাসিন্দাদের বিরুদ্ধে ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টির জন্য দায়ী।

বঙ্গবন্ধু বলেন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া যাকে 'সর্বনিম্ন শক্তি প্রয়োগ' বলেছেন তাতেই যদি হাজার হাজার লোক হতাহত হতে পারে, তাহলে তার অভিহিত 'পর্যাপ্ত শক্তি প্রয়োগ'-এর অর্থ কি আমরা সম্পূর্ণ নির্মূল হয়ে যাব?

বঙ্গবন্ধু বলেন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান যদি আন্তরিকভাবে মনে করেন, জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সার্বভৌম সংস্থা হিসেবে জাতীয় পরিষদকে কার্যকর করা উচিত, তাহলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাসমূহ অবিলম্বে প্রতিপালিত হতে হবে—

১. সামরিক বাহিনীর সকল লোককে অবিলম্বে তাদের নিজ নিজ ছাউনিতে ফিরিয়ে নিতে হবে।
২. বেসামরিক জনসাধারণের ওপর অবিলম্বে গুলিবর্ষণ বন্ধ করতে হবে এবং এ মুহূর্ত হতে একটি বুলেটও যাতে তাদের প্রতি বর্ষিত না হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে।
৩. সামরিক সমাবেশ এবং পশ্চিম পাকিস্তান হতে বিপুলসংখ্যক সামরিক বাহিনীর লোককে এখানে আনা বন্ধ করতে হবে।
৪. বাংলাদেশে সরকারি যন্ত্রের বিভিন্ন শাখাসমূহের কাজে সামরিক কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ করা চলবে না এবং সরকারি অফিসার ও কর্মচারীদের ব্যাপারে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ হতে বিরত থাকার নির্দেশ দিতে হবে।
৫. আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ভার সম্পূর্ণভাবে পুলিশ বা বাঙালি ইপিআর-এর ওপর ন্যস্ত করতে হবে এবং যেখানে প্রয়োজন হবে সেখানে আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবকরা তাদের সাহায্য করবে।

বঙ্গবন্ধু বলেন, সামরিকভাবে মোকাবিলার নীতি যদি অব্যাহত থাকে এবং নিরস্ত্র জনসাধারণ যদি বুলেটের আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে থাকে, তাহলে জাতীয় পরিষদ যে কখনই কাজ করতে পারবে না এতে আর সন্দেহ থাকা উচিত নয়।

তিনি বলেন, আমাদের জনসাধারণ ইতোমধ্যেই বিশ্ববাসীর সামনে ঘোষণা করে দিয়েছে, তারা আর কলোনি অথবা বাজার হিসেবে শোষিত হতে রাজি নয়। তারা স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে বাঁচতে বদ্ধপরিকর—একথাও জানিয়ে দিয়েছে। শাসকচক্র যদি জনসাধারণের এই আশা-আকাঙ্ক্ষা বানচাল করে দিতে চায় তাহলে জনসাধারণ তাদের মুক্তির উদ্দেশ্যে দীর্ঘ ও অবিরাম সংগ্রাম পরিচালনার জন্যও প্রস্তুত।

বঙ্গবন্ধু বলেন, এই সংগ্রামে নেতৃত্ব দেওয়ার এবং জনসাধারণের আকাঙ্ক্ষিত মুক্তি হাসিল করার জন্য আমরা শপথ গ্রহণ করেছি, যে মুক্তির জন্য বিপুলসংখ্যক শহীদ তাদের রক্ত দিয়েছেন এবং জীবনের চরম ত্যাগ স্বীকার করেছেন, তাদের রক্ত বৃথা যেতে দেব না।

তিনি বলেন, আমাদের সংগ্রামের প্রথম পর্যায় শুরু হয়েছে। আমাদের বীর জনসাধারণ অদম্য সাহস ও সংকল্পের পরিচয় দিয়েছেন। সুপরিকল্পিতভাবে তারা

কারফিউ ভঙ্গ ও বুলেটের মোকাবিলা করেছেন। এ জন্য আমি জনসাধারণ ও আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবকদের অভিনন্দন জানাই।

বঙ্গবন্ধু বলেন, আমাদের সংগ্রাম চলবেই চলবে। সংগ্রামের বর্তমান পর্যায়ের লক্ষ্য হলো, অবিলম্বে সামরিক শাসনের অবসান এবং জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর। এই লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলন চলতে থাকবে।

নবনিযুক্ত গভর্নর লে. জেনারেল টিক্কা খান রাতে সামরিক বিমানে ঢাকা পৌঁছান।

## রেসকোর্সে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পূর্ণ বিবরণ

ভায়েরা আমার,

আজ দুঃখ-ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ ঢাকা চট্টগ্রাম খুলনা রাজশাহী রংপুরে আমার ভায়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে।

আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়। বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়। বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়। কি অন্যায় করেছিলাম?

নির্বাচনের পরে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে, আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বিলি বসবে। আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করব এবং এ দেশকে আমরা গড়ে তুলব। এদেশের মানুষ অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় তেইশ বছরের করুণ ইতিহাস বাংলার অত্যাচারের বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস, তেইশ বছরের ইতিহাস মুমূর্ষু নরনারীর আর্তনাদের ইতিহাস। বাংলার ইতিহাস এ দেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।

১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নাই। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান মার্শাল ল জারি করে দশ বছর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৬ সালে ছয় দফার আন্দোলনে ৭ই জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৬৯-এ আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হবার পরে যখন ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন—তিনি বললেন, দেশের শাসনতন্ত্র দেবেন গণতন্ত্র দেবেন। আমরা মেনে নিলাম।

তারপরে অনেক ইতিহাস হয়ে গেল। নির্বাচন হলো। আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সাথে দেখা করেছি। আমি শুধু বাংলা নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসাবে তাঁকে অনুরোধ করলাম—১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন।

তিনি আমার কথা রাখলেন না। তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন, প্রথম সপ্তাহে মার্চ মাসে হবে।

আমরা বললাম, ঠিক আছে আমরা অ্যাসেম্বিলিতে বসব। আমি বললাম, অ্যাসেম্বিলির মধ্যে আলোচনা করব। এমনকি আমি এ পর্যন্ত বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে—আমরা সংখ্যা বেশি হলেও—একজন যদিও সে হয়, তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নিব।

জনাব ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন। আলোচনা করলেন। বলে গেলেন যে, আলোচনার দরজা বন্ধ না। আরও আলোচনা হবে। তারপরে অন্যান্য নেতৃবৃন্দ দলের সঙ্গে আলাপ করলাম। আপনারা আসুন, বসুন, আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করি। তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসে তাহলে কসাইখানা হবে অ্যাসেম্বিলি। তিনি বললেন, যে যাবে তাকে মেরে ফেলে দেওয়া হবে। যদি কেউ অ্যাসেম্বিলিতে আসে তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচি পর্যন্ত দোকান জোর করে বন্ধ করা হবে।

আমি বললাম, অ্যাসেম্বিলি চলবে। তারপরে হঠাৎ এক তারিখে অ্যাসেম্বিলি বন্ধ করে দেওয়া হলো। ইয়াহিয়া খান সাহেব প্রেসিডেন্ট হিসেবে অ্যাসেম্বিলি ডেকেছিলেন। আমি বললাম যে, আমি যাব। ভুট্টো সাহেব বললেন, তিনি যাবেন না। পঁয়ত্রিশ জন সদস্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এখানে আসলেন। তারপরে হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হলো। দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষকে। দোষ দেওয়া হলো আমাকে। বন্ধ করে দেওয়ার পরে এ দেশের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠল।

আমি বললাম, শান্তিপূর্ণভাবে আপনারা হরতাল পালন করেন। আমি বললাম, আপনারা কলকারখানা সবকিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিল। আপন ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। তারা শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো।

কি পেলাম আমরা? যে আমার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরিব দুঃখী নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে। তার বুকের উপরে হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু। আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাওয়ারই চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

টেলিফোনে আমার সঙ্গে তাঁর কথা হয়। তাঁকে আমি বলেছিলাম, জেনারেল ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কিভাবে আমার গরিবের উপরে, আমার বাংলার মানুষের বুকের উপরে গুলি করা হয়েছে। কী করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে। কী করে

মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন। তিনি বললেন, আমি নাকি স্বীকার করেছি যে, ১০ তারিখে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স হবে।

আমি তো অনেক আগেই বলেছি, কিসের আর টি সি? কার সঙ্গে বসব? যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে তাদের সঙ্গে বসব? হঠাৎ আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে পাঁচ ঘণ্টা গোপনে বৈঠক করে যে বক্তৃতা তিনি করেছেন—সমস্ত দোষ তিনি আমার উপরে দিয়েছেন। বাংলার মানুষের উপরে দিয়েছেন।

ভায়েরা আমার,

পঁচিশ তারিখে অ্যাসেম্বিলি কল করেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই। আমি দশ তারিখে বলে দিয়েছি যে, ওই শহীদের রক্তের উপর পা দিয়ে আর টি সিতে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না।

অ্যাসেম্বিলি কল করেছে—আমার দাবি মানতে হবে প্রথম। সামরিক আইন মার্শাল ল উথড্র করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত নিতে হবে। যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

তারপরে বিবেচনা করে দেখব, আমরা অ্যাসেম্বিলিতে বসতে পারব কী পারব না। এর পূর্বে অ্যাসেম্বিলিতে বসতে আমরা পারি না। আমি, আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা এ দেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট-কাচারি, আদালত-ফৌজদারি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে—সেই জন্য সমস্ত অন্য জিনিসগুলো আছে—সেগুলোর হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিকশা ঘোড়ার গাড়ি চলবে। রেল চলবে, লঞ্চ চলবে। শুধু—সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমিগভর্নমেন্ট দপ্তরগুলো, ওয়াপদা কোনো কিছু চলবে না।

আটাশ তারিখে কর্মচারীরা যেয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এর পরে যদি বেতন দেওয়া না হয়—আর যদি একটা গুলি চলে—আর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়—তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারব। আমরা পানিতে মারব। তোমরা আমার ভাই। তোমরা ব্যারাকে থাক। কেউ তোমাদের কিছু বলবে না।

কিন্তু আর আমার বুকের উপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দমাতে পারবে না।

আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে আমরা আওয়ামী লীগের থেকে যদ্দূর পারি তাদের সাহায্য করতে চেষ্টা করব। যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিতে সামান্য টাকাপয়সা পৌঁছিয়ে দিবেন। আর এই সাত দিন হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইরা যোগদান করেছেন, প্রত্যেকটা শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছায়ে দেবেন।

সরকারি কর্মচারীদের বলি—আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হবে খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো। কেউ দেবে না।

শোনেন। মনে রাখবেন শত্রুবাহিনী ঢুকেছে। নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে। লুটতরাজ করবে। এই বাংলায় হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি-অবাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই। তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপরে। আমাদের যেন বদনাম না হয়।

মনে রাখবেন রেডিও টেলিভিশনের কর্মচারীরা, যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনে তাহলে কোনো বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয় কোনো বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না।

দুই ঘণ্টা ব্যাংক খোলা থাকবে। যাতে মানুষ তাদের মায়নাপত্র নেবার পারে। কিন্তু পূর্ব বাংলার থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না।

টেলিফোন, টেলিগ্রাম আমাদের এ পূর্ব বাংলায় চলবে এবং বিদেশের সঙ্গে নিউজ পাঠাতে চান আপনারা পাঠাবেন। কিন্তু এ দেশের মানুষকে যদি খতম করার চেষ্টা করা হয়—বাঙালিরা বুঝে সুজে কাজ করবেন।

প্রত্যেক গ্রামে প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলো এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাক। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেব। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।

## ৮ মার্চ সোমবার ১৯৭১

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক গতকাল ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানের ঐতিহাসিক গণসমাবেশে 'স্বাধীনতার সংগ্রাম' ঘোষণার প্রেক্ষিতে সারাদেশে ছাত্র,

যুব ও পেশাজীবী সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। সংগ্রাম পরিষদ গঠনের ব্যাপারে মহল্লাবাসীদের মধ্যে ব্যাপক তৎপরতা লক্ষ করা যায়। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে মহল্লায় মহল্লায়, বাসভবনে, ছাত্রাবাসে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শীর্ষে কালো পতাকা উঠানো হয়। সরকারি ও বেসরকারি যানবাহন এবং প্রাইভেট মোটরগাড়ি কালো পতাকা লাগিয়ে চলাচল করে।

সকাল সাড়ে আটটায় ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর রেসকোর্স ময়দানে প্রদত্ত ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়ে সম্প্রচার কাজ শুরু হয়। বাংলার অন্যান্য বেতার কেন্দ্র থেকে তা রিলে করা হয়।

ছাত্রলীগের সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী ও সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সিরাজ এবং ডাকসুর সহ-সভাপতি আ. স. ম. আবদুর রব ও সাধারণ সম্পাদক আবদুল কুদ্দুস মাখন এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন বাংলার বর্তমান মুক্তি আন্দোলনকে 'স্বাধীনতা আন্দোলন' ঘোষণা করে স্বাধীন বাংলার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানের ঐতিহাসিক জনসভায় যে প্রত্যক্ষ কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন আমরা তার প্রতি সম্পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য বাংলার সংগ্রামী জনতার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

ছাত্র নেতৃবৃন্দ অপর এক বিবৃতিতে সশস্ত্র বাহিনীর গুলিতে বাংলাদেশের স্বাধিকার সংগ্রামের নিরস্ত্র বীর শহীদানের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে সমস্ত সরকারি-বেসরকারি ভবনে অনির্দিষ্টকালের জন্য কালো পতাকা উত্তোলনের আহ্বান জানান।

বাংলার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ৭ মার্চ ঘোষিত বঙ্গবন্ধুর শর্ত মেনে নেওয়ার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রতি আহ্বান জানান। পিডিপি সভাপতি নূরুল আমিন এক বিবৃতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বঙ্গবন্ধুর সাথে পরামর্শক্রমে নির্বাচিত গণ-প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সুষ্ঠু পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রতি আবেদন জানান। মুসলিম লীগ নেতা খান এ. সবুর এক বিবৃতিতে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তরের বঙ্গবন্ধুর দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়ে বলেন, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আকস্মিক স্থগিত ঘোষণার পর যা ঘটেছে এবং ভবিষ্যতে যা ঘটবার সম্ভাবনা রয়েছে—এ সবের জন্য পশ্চিমাঞ্চলের নেতারাই দায়ী। জাতীয় লীগ প্রধান আতাউর রহমান খান বঙ্গবন্ধু ঘোষিত স্বাধীনতার সংগ্রামের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বলেন, এ সংগ্রামে বাংলাদেশের মানুষ জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ। চরম লক্ষ্য হাসিল না হওয়া পর্যন্ত এ সংগ্রাম চলবে। ওয়ালীপন্থী ন্যাপের প্রাদেশিক সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ বিবৃতিতে বলেন, বঙ্গবন্ধু যে শর্ত দিয়েছে তা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত। অবিলম্বে সরকারের বঙ্গবন্ধুর শর্ত মেনে নিয়ে দেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করা উচিত।

গণঐক্য আন্দোলনের প্রধান এয়ার মার্শাল (অব.) এম. আসগর খান বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তাঁর বাসভবনে সাক্ষাৎ করেন। বেতার ও টিভিশিল্পীদের একটি প্রতিনিধি দলও বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করেন। তাঁরা বর্তমান মুক্তি আন্দোলনের অনুকূলে অনুষ্ঠান প্রচারের উদ্দেশে আগামী ১০ মার্চ থেকে বেতার ও টেলিভিশনে তাদের যোগদানের সিদ্ধান্ত বঙ্গবন্ধুকে অবহিত করেন। সরকারি, আধাসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মচারী সমিতি ও ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ মোতাবেক অফিসের কাজ বয়কটের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। নেতার আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা মুক্তি আন্দোলনে নিহতদের শোকার্ত পরিবারের সাহায্যের জন্য একদিনের বেতন সাহায্য তহবিলে দান করেন।

ইসলামাবাদে পিপলস পার্টির চেয়্যারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে আওয়ামী লীগের অংশগ্রহণের ব্যাপারে বঙ্গবন্ধুর দেওয়া শর্ত সম্পর্কে সাংবাদিকদের কাছে কোনো মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানান।

লাহোরে সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতা, কর্মী, ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের এক সভায় বাংলাদেশের জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলনের প্রতি সংহতি প্রকাশ করা হয়। করাচির বিভিন্ন মসজিদে ঢাকায় গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে নিহত বীর শহীদদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে গায়েবানা জানাজা আদায় ও ফাতেহা পাঠ করা হয়।

লাহোরে প্রাক্তন তথ্যমন্ত্রী নওয়াবজাদা শের আলী খান, পিডিপি'র পশ্চিম পাকিস্তান প্রধান নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান অবিলম্বে বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনায় মিলিত হবার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে ঢাকা যাবার অনুরোধ জানান। জামায়াতে ইসলামীর আমীর মওলানা মওদুদী ও প্রাক্তন আইনমন্ত্রী এস. এম. জাফর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের ঘোষণাকে স্বাগত জানান। বাওয়ালপুর ইউনাইটেড ফ্রন্টের নেতা ও জাতীয় পরিষদের সদস্য মিয়া নাজিমুদ্দিন এক বিবৃতিতে পরিষদে যোগদান প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধুর চার দফা দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়ে অবিলম্বে তা মেনে নেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

ব্রিটেন প্রবাসী প্রায় ১০ হাজার বাঙালি লন্ডনস্থ পাকিস্তানি হাইকমিশনের সামনে স্বাধীন বাংলার দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চ ঘোষিত কর্মসূচি সর্বস্তরের জনগণ কর্তৃক সক্রিয়ভাবে কার্যকর করায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। রাতে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ এক বিবৃতিতে বঙ্গবন্ধুর ঘোষিত নির্দেশের ব্যাখ্যা প্রদান করেন। এতে বলা হয়  ব্যাংকসমূহ সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত খোলা

থাকবে। ব্যাংকগুলো বাংলাদেশের ভেতরে নগদ জমা, বেতন ও মজুরি প্রদান, এক হাজার টাকা পর্যন্ত প্রদান এবং আন্তঃব্যাংক ক্লিয়ারেন্স ও নগদ লেনদেন করতে পারবে। স্টেট ব্যাংক বা অন্য কোনো মাধ্যমে বাংলাদেশের বাইরে টাকা পাঠানো যাবে না। কেবল উল্লিখিত ব্যাংকিং অপারেশন চালু রাখার প্রয়োজনীয় কাজের জন্য স্টেট ব্যাংক খোলা থাকবে। বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় বিভাগগুলো খোলা থাকবে। সার সরবরাহ ও পাওয়ার পাম্পের ডিজেল সরবরাহ অব্যাহত থাকবে। ইটখোলার জন্য কয়লা এবং পাট ও ধানবীজ সরবরাহ অব্যাহত থাকবে। খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা অক্ষুণ্ন থাকবে। এ উদ্দেশে চালান পাস করার জন্য ট্রেজারি ও এজি অফিস খোলা থাকবে। ঘূর্ণিদুর্গত এলাকায় সাহায্য ও পুনর্বাসন কাজ অব্যাহত থাকবে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে চিঠিপত্র, টেলিগ্রাম ও মনি অর্ডারের জন্য ডাক ও তার বিভাগ খোলা থাকবে। বাংলাদেশের বাইরে প্রেস টেলিগ্রাম পাঠানো যাবে। পোস্ট অফিস সেভিংস ব্যাংক খোলা থাকবে। সমগ্র বাংলাদেশে ইপিআরটিসি চলবে। পানি ও গ্যাস সরবরাহ অব্যাহত থাকবে। স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন সার্ভিস অব্যাহত থাকবে। পুলিশ আইনশৃঙ্খলার দায়িত্ব পালন করবে এবং প্রয়োজনে আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবকদের সহযোগিতা নেবে। উল্লিখিত অব্যাহতি ছাড়া অপর সব আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানে হরতাল অব্যাহত থাকবে। তবে এর আগে প্রদত্ত অব্যাহতিসমূহ কার্যকর থাকবে।

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমেদ অপর এক বিবৃতিতে বলেন, সরকারের সমস্ত বিভাগে কর্মরত বাঙালিসহ জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কর্মরত বাঙালি বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়েছেন এবং বিশ্বের জনসাধারণ ও ক্ষমতাসীনদের কাছে প্রমাণ করেছেন, জোর যার মুল্লুক তার নয়।

আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক পৃথক আরেকটি বিবৃতিতে সামরিক শাসন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত (৭ মার্চ) প্রেসনোটের প্রতিবাদে জানিয়ে বলেন, প্রেসনোটে হতাহতের সংখ্যা ব্যাপকভাবে কমিয়ে (প্রেসনোটে নিহত ১৭২ জন ও আহত ৩৫৮ জন উল্লেখ করা হয়) বলা হয়েছে। অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের ক্ষেত্রেই গুলিবর্ষণ করা হয়েছে বলে কথিত বক্তব্য সত্যির অপলাপ। নিজেদের অধিকারের সপক্ষে শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভরত নিরস্ত্র বেসামরিক অধিবাসীদের ওপরই নিশ্চিতভাবে গুলি চালানো হয়েছে। পুলিশ ও ইপিআর গুলিবর্ষণ করেছে বলে যে প্রচারণা করা হয়েছে তা বাঙালিদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে।

তিনি বলেন, আজ বাংলার মানুষ সম্পূর্ণভাবে ঐক্যবদ্ধ। ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টির এ ধরনের অপচেষ্টা সফল হবে না। সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে বলা হলেও এখনও বিভিন্ন এলাকায় তাদের দেখা যাচ্ছে। আমরা পুনরায় দাবি করছি, সমস্ত সৈন্যকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে।

## ৯ মার্চ মঙ্গলবার ১৯৭১

আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ন্যাপ প্রধান মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর মধ্যে সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়। মওলানা ভাসানী সকালে পল্টনের জনসভায় ভাষণদানের উদ্দেশে সন্তোষ থেকে ঢাকা পৌঁছার পরই বঙ্গবন্ধু তাঁকে টেলিফোন করেন। টেলিফোনে দুই নেতা আলোচনার পর আওয়ামী লীগ ও ন্যাপ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ প্রায় আড়াই ঘণ্টা এক বৈঠকে মিলিত হন। বিকেলে পল্টন ময়দানে এক জনসভায় তুমুল করতালির মধ্যে অশীতিপর বৃদ্ধ ন্যাপ নেতা মওলানা ভাসানী ঘোষণা করেন ইয়াহিয়া সাহেব অনেক হয়েছে, আর নয়। তিক্ততা বাড়িয়ে আর লাভ নেই। 'লাকুম দ্বীনুকুম অলইয়াদ্বীন' (তোমার ধর্ম তোমার আমার ধর্ম আমার) নিয়মে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা স্বীকার করে নাও।

আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু ঘোষিত আন্দোলনের কর্মসূচি অনুযায়ী সচিবালয়সহ সারাদেশে সমস্ত সরকারি ও আধাসরকারি অফিস, হাইকোর্ট ও জেলা কোর্ট প্রভৃতিতে সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। বঙ্গবন্ধু যেসব সরকারি অফিস খুলে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন কেবল সেসব চালু থাকে। বাস ট্যাক্সি রিকশা ও অন্যান্য যানবাহন চলাচল করে। দোকানপাট ও হাটবাজার খোলা থাকে। বাসগৃহে স্বাধীন বাংলাদেশের (সবুজ জমিনের মাঝে পূর্ণ সূর্যের ওপর বাংলাদেশের মানচিত্র) পতাকা উড়ে। সরকারি ও আধাসরকারি অফিস, ভবন ও যানবাহনে কালো পতাকা উড়ানো হয়। লঞ্চ ও ট্রেন স্বাভাবিক চলাচল করে তবে অভ্যন্তরীণ রুটে বিমান চলাচল বন্ধ থাকে। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে সারাদেশে ব্যাংকিং কাজকর্ম চলে। মুক্তি আন্দোলনে শহীদ ও আহতদের পরিবারবর্গের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা আওয়ামী লীগের সাহায্য তহবিলে অর্থদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

ইসলামাবাদে সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়, আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বাংলাদেশে আসবেন।

সামরিক কর্তৃপক্ষ রাত ৯টা থেকে রাজশাহী শহরে ৮ ঘণ্টার জন্য কারফিউ জারি করেন। রাজশাহীতে অনির্দিষ্টকালের জন্য প্রতিদিন নৈশ কারফিউ জারির পর আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়, সেনাবাহিনীকে ছাউনিতে ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে বলে ঘোষণার পর রাজশাহীতে হঠাৎ সান্ধ্য আইন জারির কারণ বোধগম্য নয়। এই সান্ধ্য আইন জারি জনসাধারণের জন্য উস্কানি ছাড়া আর কিছু নয়। বিবৃতিতে এ জন্য নিন্দা জানিয়ে অবিলম্বে কারফিউ প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়।

সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্জেন্ট জহুরুল হক হলো ক্যান্টিনে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সংসদের এক জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সভাপতি

নুরে আলম সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত রাজনৈতিক প্রস্তাবে, গত ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় অনুষ্ঠিত ছাত্রলীগ ও ডাকসুর নেতৃত্বে গঠিত 'স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ'-এ ছাত্র জনসভায় গৃহীত 'স্বাধীন বাংলাদেশ' ঘোষণার প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়।

অপর এক প্রস্তাবে 'বাঙালি জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বালাদেশে 'জাতীয় সরকার' গঠনের জন্য অনুরোধ জানানো হয় এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ওপর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

সকালে পিআইএ-র বাঙালি কর্মীরা তেজগাঁও বিমানবন্দর থেকে মিছিল করে ধানমন্ডিস্থ বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে এলে তিনি তাদের সাক্ষাৎদান করেন।

গভীর রাতে ইসলামাবাদে লে. জেনারেল টিক্কা খানকে 'খ' অঞ্চলের (বাংলাদেশ) সামরিক শাসক নিয়োগ করা হয়। এই নিয়োগ ৭ মার্চ থেকে কার্যকার করা হয়েছে বলে ঘোষণা করা হয়। আজ তার গভর্নর হিসেবে কার্যভার গ্রহণের কথা ছিল। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ঢাকা হাইকোর্টে হরতাল চলাকালে কোনো বিচারপতি নবনিযুক্ত সামরিক গভর্নরের শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে অস্বীকার করেন।

জাতিসংঘের মহাসচিব উ থান্ট প্রয়োজনে বাংলাদেশ থেকে জাতিসংঘের স্টাফ ও তাঁদের পরিবারবর্গকে প্রত্যাহারের জন্য ঢাকাস্থ জাতিসংঘের উপ-আবাসিক প্রতিনিধিকে নির্দেশ দেন। জাপানের পররাষ্ট্র দফতর বাংলাদেশে অবস্থিত তার দেশের নাগরিকদেরও প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেয়। পশ্চিম জার্মান সরকার তার দেশের নাগরিকদের ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য সামরিক বিমান পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়।

করাচিতে সাংবাদিকদের সাথে আলোচনাকালে ন্যাপ প্রধান ওয়ালী খান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনার জন্য ঢাকায় আসার কথা ঘোষণা করেন। জামায়াতে ইসলামীর বাংলাদেশ শাখার আমীর অধ্যাপক গোলাম আজম এক বিবৃতিতে দেশকে চরম বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষার জন্য সামরিক শাসক জেনারেল ইয়াহিয়ার প্রতি আবেদন জানান।

রাজধানীতে দিনের উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে ছিল পল্টন ময়দানে 'স্বাধীন বাংলা আন্দোলন সমন্বয় কমিটি'র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত জনসভা। জনসভায় ন্যাপ প্রধান মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও বাংলা লীগ প্রধান আতাউর রহমান খান বক্তৃতা করেন। মওলানা ভাসানী বলেন শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশ মতো আগামী ২৫ তারিখের মধ্যে কোনো কিছু না করা হলে আমি শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে মিলে ১৯৫২ সালের মতো তুমুল গণআন্দোলন শুরু করব।

মওলানা সাহেব বাংলাদেশের স্বাধীনতা স্বীকারের জন্য পাকিস্তানের সামরিক প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, পূর্ব পাকিস্তান

স্বাধীন হবে। পাকিস্তান অখণ্ড থাকবে না। অখণ্ড রাখবও না। ইয়াহিয়া, তোমার বাপেরও ক্ষমতা নেই, ঠেকায়। যদি পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষের ভালো চাও, তাহলে কালই বাংলার স্বাধীনতা স্বীকার করে নাও।

মজলুম নেতা তাঁর স্বভাবসুলভ কণ্ঠে বলেন, জালেমের সঙ্গে কোনো সহযোগিতা নাই। যে জুলুম করে সে যেমন পাপী, যে জুলুম সহ্য করে সেও তেমনি পাপী। কামানের গোলাকে বাঙালি ভয় করে না। বাঙালির হাতে তীর-ধনুক, দা-কুড়াল-বল্লম আছে। আমি সহিংসায় বিশ্বাস করি না। আল্লাহ ও তাঁর রসুল এই শিক্ষা দেয়নি।

মওলানা ভাসানী তুমুল করতালি ও হর্ষধ্বনির মধ্যে বলেন, কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেছে শেখ মুজিবুর রহমান আপস করতে পারে। খামাখা, কেউ মুজিবকে অবিশ্বাস করবেন না। শেখ মুজিবকে আমি খুব ভালো করে চিনি। তাকে আমি রাজনীতিতে হাতেখড়ি দিয়েছি। আমি শেখ মুজিবকে আমার তিন পুত্রের চেয়েও ভালোবাসি।

আতাউর রহমান খান বলেন, বঙ্গবন্ধু, আপনি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা। আপনি স্বাধীন বাংলার জাতীয় সরকার ঘোষণা করুন। আপনার হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে ষড়যন্ত্র চলছে।

## ১০ মার্চ বুধবার ১৯৭১

স্বাধীনতা সংগ্রামের কাণ্ডারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে সারাদেশে সরকারি ও আধাসরকারি অফিসের কর্মচারীরা কাজে যোগদানে বিরত থাকেন। বেসরকারি অফিস, ব্যাংক ও ব্যবসা কেন্দ্র খোলা থাকে। ঘরে ঘরে বাংলাদেশের মানচিত্রখচিত স্বাধীন বাংলার পতাকা ওড়ে।

সরকারি ও বেসরকারি ভবন, ব্যবসা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শীর্ষে কালো পতাকা ওড়ে। এমন কি রাজারবাগ পুলিশ লাইন, থানা ও হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির বাসভবনেও কালো পতাকা উড়ানো হয়। সরকারি, বেসরকারি ও ব্যক্তিগত যানবাহনের পাশাপাশি পুলিশ বাহিনীর গাড়ি-জিপগুলোও কালো পতাকা লাগিয়ে রাজপথে চলাচল করে।

সকালে নারায়ণগঞ্জ জেলখানা ভেঙে ৪০ জন কয়েদি পালিয়ে যায়। জেল পালাবার সময় কারারক্ষী ও কয়েদিদের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধে ২৭ জন আহত হয়। রাতে সামরিক কর্তৃপক্ষ রাজশাহী শহরে অনির্দিষ্টকালব্যাপী জারি করা আট ঘণ্টার নৈশ-কারফিউ প্রত্যাহার করে।

সকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বীয় বাসভবনে একদল বিদেশি সাংবাদিকের সাথে সাক্ষাৎকার বৈঠকে মিলিত হন। বঙ্গবন্ধু এ সময় বলেন, সাত

কোটি বাঙালি আজ নিজেদের অধিকার সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন। যে-কোনো মূল্যে তারা এই অধিকার আদায়ে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। তিনি বলেন, এ পর্যন্ত বাঙালিরা অনেক রক্ত দিয়েছে। এবার আমরা এই রক্ত দেওয়ার পালা শেষ করতে চাই।

বঙ্গবন্ধু আরও বলেন, সাত কোটি বাঙালি আজ তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি চায়। এ ব্যাপারে আমরা কোনো আপস করতে রাজি নই। গত তেইশ বছর ধরে শোষক ও শাসক শ্রেণী বাংলাদেশকে কলোনি হিসেবে ব্যবহার করে আসছে। বাঙালিরা আজ শোষণ ও শাসনের অবসান চায়। তিনি বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানের পুঁজিপতি ও শিল্পপতিদের বাজার রক্ষার জন্যই বাংলাদেশের তাঁত ও অন্যান্য কুটির শিল্প ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের খাদ্য সমস্যাসহ কোনো উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষমতা বাঙালিদের হাতে নেই। বাংলাদেশের মানুষ আজ অমানুষিক ও দুর্বিষহ জীবন যাপন করছে।

সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সার্জেন্ট জহুরুল হক হল প্রাঙ্গণে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের উদ্যোগে এক কর্মিসভা অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্রলীগ সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সিরাজ, ডাকসুর সহসভাপতি আ. স. ম. আবদুর রব ও সাধারণ সম্পাদক আবদুল কুদ্দুস মাখন বক্তৃতা করেন। পরে ছাত্রলীগ ও ডাকসু নেতৃবৃন্দের স্বাক্ষরিত স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এক বিবৃতিতে বাঙালি সৈন্য, ইপিআর ও পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের প্রতি পাকিস্তানি উপনিবেশবাদী সরকারের সাথে সহযোগিতা না করার জন্য আবেদন জানানো হয়। বিবৃতিতে বাংলাদেশের প্রতিটি দেশপ্রেমিক নাগরিককে স্বাধীনতা সংগ্রামের কাজে নিয়োজিত প্রতিটি মুক্তিসেনাকে সব ধরনের সাহায্য করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।

বিকেলে ওয়ালীপন্থী ন্যাপের উদ্যোগে শোষণমুক্ত স্বাধীন বাংলার দাবিতে ঢাকা নিউমার্কেট এলাকায় পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ সভাপতিত্ব করেন। 'লেখক-শিল্পী মুক্তিসংগ্রাম পরিষদ'-এর ব্যানারে লেখক ও শিল্পীরা রাজধানীতে বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। মতিয়া গ্রুপ ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সমাবেশ শেষে মিছিল বের করা হয়। ফরোয়ার্ড স্টুডেন্ট ব্লক বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে জনসমাবেশের আয়োজন করে। সিভিল সার্ভিসের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের প্রতিনিধিরা এক সভায় মিলিত হয়ে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ মেনে চলার আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

নিউইয়র্কে প্রবাসী বাঙালি ছাত্ররা জাতিসংঘ সদর দফতরের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। ছাত্ররা নিরস্ত্র বাঙালিদের হত্যা বন্ধের বিষয়ে জাতিসংঘের হস্তক্ষেপ দাবি করে জাতিসংঘ মহাসচিব উ থান্টের কাছে স্মারকলিপি পেশ করেন।

গণঐক্যের নেতা এয়ার মার্শাল আসগর খান কয়েক দিন বঙ্গবন্ধু ও নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা শেষে সন্ধ্যায় করাচির উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন।

করাচিতে সাংবাদিকদের সাথে আলোচনাকালে ন্যাপ প্রধান ওয়ালী খান বলেন, তিনি বঙ্গবন্ধুর সাথে মতবিনিময়ের জন্য আগামী ১৩ মার্চ ঢাকায় আসবেন। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, ক্ষমতা যাতে হস্তান্তর করা যায় সে জন্য আগে আমাদের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের চেষ্টা করতে হবে। করাচিতে ওয়ালী ন্যাপের পশ্চিম পাকিস্তান শাখার মহাসচিব মীর গাউস বখস বেজেঞ্জো এক বিবৃতিতে বলেন, আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের প্রস্তাবে কেবল বাংলাদেশের নয় বরং সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান ও পাঞ্জাবের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে।

লাহোরে সাবেক পিডিএম প্রধান নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খানের আহ্বানে পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের এক সভায় বঙ্গবন্ধু জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে যোগদানের জন্য যে পূর্বশর্ত দিয়েছেন তার প্রতি নীতিগতভাবে পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করা হয়। লাহোরে কাউন্সিল মুসলিম লীগের সভাপতি মিয়া মমতাজ মোহাম্মদ খান দৌলতানা এক বিবৃতিতে বলেন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার অবিলম্বে ঢাকায় গিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করা উচিত। অপরদিকে করাচিতে কাউন্সিল মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতা জেড. এইচ. লারী এক বিবৃতিতে বলেন, আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে গণহত্যার বিচার বিভাগীয় তদন্ত ও সেনাবাহিনীকে ছাউনিতে ফিরিয়ে নেওয়ার যে দাবি করেছে তা অবিলম্বে পূরণ করা উচিত, তবে শাসনতন্ত্র প্রণয়নসাপেক্ষে সামরিক আইন প্রত্যাহার ও জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্ত র সম্পর্কিত দাবি দুটির বিবেচনা স্থগিত রাখা উচিত।

ইসলামাবাদে পাঞ্জাব আওয়ামী লীগের সভাপতি এম. খুরশীদ আজ রাতে প্রেসিডেন্ট ইয়হিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

ঢাকায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক বিবৃতিতে বলেন, বাংলাদেশের জনগণের ইচ্ছা ও অনিচ্ছাই আজ শেষ কথা। তিনি বলেন, বাংলাদেশের জনগণের নামে আমি যে নির্দেশ দিয়েছি সচিবালয়সহ সরকারি ও আধাসরকারি অফিস-আদালত, রেলওয়ে ও বন্দরগুলোতে তা পালিত হচ্ছে।

বঙ্গবন্ধু বলেন, যারা মনে করেছিলেন যে, শক্তির দাপটে আমাদের ওপর তাদের মতামত চাপিয়ে দেবেন, বিশ্বের দরবারে তাদের চেহারা আজ নগ্ন হয়ে ধরা পড়েছে। তিনি বলেন, বিশ্ব-জনমতের কাছে কিংবা পশ্চিম পাকিস্তানের সৎ চিন্তাশীল মানুষের কাছে তারা বাংলার নিরীহ, নিরস্ত্র মানুষের ওপর শক্তির নগ্ন প্রয়োগের যুক্তি প্রমাণে ব্যর্থ হয়েছেন।

বঙ্গবন্ধু বলেন, তা সত্ত্বেও বিবেকবর্জিত সেই গণবিরোধী শক্তি তাদের বেপরোয়া পথই অনুসরণ করে চলেছেন। তাদের সমরসজ্জা সমানে অব্যাহত। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে প্রতিদিন সামরিক বাহিনীর লোকজন ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসা হচ্ছে। বিনাশী শক্তির এই সমাবেশ ঘটিয়েও তাদের মনোবাঞ্ছা পূরণ হয়নি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর বিবৃতিতে আরও বলেন, ক্ষমতাসীন চক্র প্রতিহিংসাপরায়ণ মনোবৃত্তি নিয়ে বাংলাদেশের জনগণের বিরুদ্ধে গভীর চক্রান্তে লিপ্ত। তারা বাংলাদেশের সর্বত্র এক ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে বিদেশি বিশেষজ্ঞদের ভীতসন্ত্রস্ত করে বাংলাদেশ ত্যাগে বাধ্য করছেন। সামরিক সজ্জা অব্যাহত রেখে তারা বাংলার বুকে এক জরুরি অবস্থা কায়েম রাখার প্রয়াসী।

বঙ্গবন্ধু বলেন, জাতিসংঘের মহাসচিব উ থান্ট বাংলাদেশ থেকে জাতিসংঘের কর্মচারীদের অপসারণের অনুমতি দিয়েছেন। সামরিক বাহিনীর সদস্যরা বাংলাদেশে বসবাসরত বিদেশিদের জীবন ও সম্পদ কতটা বিপন্ন করে তুলেছেন জাতিসংঘ মহাসচিবের এই নির্দেশে তারই স্বীকৃতি মেলে। জাতিসংঘ মহাসচিবের অনুধাবন করা উচিত কেবল জাতিসংঘের কর্মীদের অপসারণ করলেই এ ব্যাপারে তাঁর দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না।

বঙ্গবন্ধু বলেন, কেননা যে হুমকি আজ উদ্যত সে হুমকি গণহত্যার। সে হুমকি বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের জন্য জাতিসংঘ সনদে সংরক্ষিত মৌলিক মানবাধিকার অস্বীকৃতিরই নামান্তর।

বঙ্গবন্ধু বিবৃতিতে উল্লেখ করেন, মুক্তির লক্ষ্যে পৌঁছে স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে বসবাসের অধিকার অর্জনের জন্য বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ সর্বস্ব পণ করে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যেতে সংকল্পবদ্ধ। তাদের এই উচ্চ মনোবল বিশ্বের স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষ মাত্রেরই প্রেরণার উৎস।

বঙ্গবন্ধু বলেন, বাংলাদেশের মানুষ জানে ইতিহাসের রায় তাদেরই অনুকূলে। ধ্বংসকারী যত অস্ত্রেই সুসজ্জিত থাকুন না কেন কোনো শক্তিই আর বাঙালিদের চূড়ান্ত বিজয় থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না।

## ১১ মার্চ বৃহস্পতিবার ১৯৭১

স্বাধীন বাংলার দাবিতে অবিচল সর্বস্তরের মানুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশ অনুযায়ী সরকারের সাথে সবধরনের অসহযোগিতা অব্যাহত রাখেন। বঙ্গবন্ধু আহূত অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে শরিক হয়ে হাইকোর্টের বিচারপতি ও সচিবালয়ের সচিবসহ সারা বাংলায় সরকারি ও আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানের সর্বস্তরের কর্মচারী অফিস বর্জন করেন। জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে স্টেট ব্যাংক, তফসিলি ব্যাংক ও সরকারি ট্রেজারিতে স্বাভাবিক লেনদেন চলে। বাংলাদেশের ভেতরে ডাক, তার ও টেলিফোন যোগাযোগ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। অভ্যন্তরীণ বিমান চলাচল ছাড়া সড়ক, রেল ও নৌ চলাচল অব্যাহত থাকে। নগরীর বিপণিগুলো সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত খোলা থাকে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল,

ছাত্র সংগঠন ও পেশাজীবী প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে রাজধানীতে সভা, সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

সচিবালয়, মুখ্য সচিবের বাসভবন, প্রধান বিচারপতির বাসভবনসহ প্রভৃতি সরকারি ও আধাসরকারি ভবন, শিক্ষা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, বাসগৃহ ও যানবাহনে কালো পতাকা উড়ানো হয়। সারাদেশে বেসরকারি ভবন ও বাসগৃহের শীর্ষে স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়তে থাকে।

প্রেক্ষাগৃহগুলোতে প্রমোদ কর ছাড়া বাংলা ছায়াছবি দেখানো হয়। নারায়ণগঞ্জে ছায়াছবি প্রদর্শনীর আগে প্রেক্ষাগৃহগুলোতে পাকিস্তানের জাতীয় সঙ্গীতের বদলে 'জয় বাংলা, বাংলার জয়' গানটি পরিবেশন করা হয়।

বরিশালে জেলখানা ভেঙে ২৪ জন কয়েদি পালিয়ে যায়। এখানে পুলিশের গুলিতে ২ জন কয়েদি নিহত হয়। কয়েদি-কারারক্ষী সংঘর্ষে ২০ জন কয়েদি ২৫ জন রক্ষী আহত হয়।

কুমিল্লায় জেলখানা ভেঙে পালাবার সময় কারারক্ষীদের গুলিতে ৩ জন কয়েদি নিহত হয়। সংঘর্ষে পুলিশসহ শতাধিক আসামী ও কয়েদি আহত হয়।

ন্যাপ (ওয়ালী) বাংলাদেশ শাখার সভাপতি অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ, পাঞ্জাব আওয়ামী লীগ সভাপতি এম. খুরশীদ, কাউন্সিল মুসলিম লীগ প্রধান মমতাজ দৌলতানার বিশেষ দূত পীর সাইফুদ্দিন ও ঢাকায় নিযুক্ত জাতিসংঘের সহকারী আবাসিক প্রতিনিধি কে. উলফ বাংলাদেশের অনানুষ্ঠানিক রাষ্ট্রপ্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে তাঁর ধানমন্ডিস্থ বাসভবনে পৃথক পৃথক আলোচনা বৈঠকে মিলিত হন।

রাতে সামরিক কর্তৃপক্ষ ১১৪ নম্বর সামরিক আদেশ জারি করেন। সামরিক নির্দেশে বলা হয়, কেউ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সরকারি সম্পত্তির ক্ষতিসাধন করলে অথবা সশস্ত্র সেনাবাহিনীর রক্ষণাবেক্ষণে বা সেনাবাহিনীর গতিবিধিতে অন্তরায় সৃষ্টি করলে তাদের কার্যকলাপ আক্রমণাত্মক কাজের শামিল হবে, যা সংশ্লিষ্ট সামরিক বিধি অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য।

সেনাবাহিনীর রসদ ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর স্বাভাবিক সরবরাহের ক্ষেত্রে সংগ্রামী জনতা বাধা সৃষ্টি করে। সিলেটে রেশন নেবার সময় সেনাবাহিনীর একটি কনভয়কে বাধা দেওয়া হয়। যশোর ও অন্যান্য এলাকায়ও এ ধরনের ঘটনা ঘটে।

সামরিক কর্তৃপক্ষ অপর এক ঘোষণায় রংপুর শহরে আরোপিত রাত্রিকালীন কারফিউ প্রত্যাহার করে নেয়।

'ভিনটেজ হরাইজন' নামে গমবাহী একটি জাহাজের গতিপথ চট্টগ্রাম বন্দরের বদলে করাচি বন্দর অভিমুখে পরিবর্তনের নির্দেশ দেওয়া হয়। জাহাজটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশের জন্য ৩২ হাজার টন গম নিয়ে আসছিল।

টাঙ্গাইলে বিন্দুবাসিনী হাইস্কুল ময়দানে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় ন্যাপ প্রধান মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী বঙ্গবন্ধু ঘোষিত স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ঘোষণা করেন।

মওলানা ভাসানী তাঁর সমর্থকদের উদ্দেশে বলেন, শেখ মুজিবুর রহমান সাত কোটি বাঙালির  নেতা। নেতার নির্দেশ পালন করুন। লক্ষ্য অর্জনের জন্য সবাই এক সাথে হয়ে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম করুন। এ মুহূর্তে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে কোনো রকম বিভেদ থাকা উচিত নয়। জনগণ এখন নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়েছে।

জাতীয় লীগ প্রধান আতাউর রহমান খান পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের উদ্দেশে স্থানীয় সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি দেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন, জোর করে কৃত্রিম সম্প্রীতি রক্ষার প্রচেষ্টা হতে বিরত থাকুন। ভাবাবেগে বিহ্বল না হয়ে বাস্তব সত্যক উপলব্ধি করুন। আসুন আমরা ভাই ও বন্ধুর মতো কোলাকুলি করে পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নেই।

পিপলস পার্টি চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো করাচি থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে একটি তারবার্তা পাঠান। তারবার্তায় ভুট্টো বলেন, উদ্ভূত সাম্প্রতিক ঘটনাবলিতে আমি গভীরভাবে মর্মাহত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছি। আমরা আজ বিরাট সঙ্কটের মুখোমুখি। দেশের ভবিষ্যৎ আজ অনিশ্চিত। এ ব্যাপারে আমাদের উভয়ের অনেক দায়িত্ব রয়েছে। ধ্বংস এড়ানোর জন্য মানুষের সাধ্যায়ত্ত সবকিছুই আমাদের করতে হবে। দেশকে রক্ষা করতে হবেই এবং তা যে-কোনো মূল্যের বিনিময়ে।

পিপলস পার্টি প্রধান তারবার্তায় আওয়ামী লীগ প্রধানকে জানান, আমি শীঘ্র আবার ঢাকায় যেতে রাজি আছি এবং আপনার সাথে আলোচনা করে উদ্ভূত সমস্যার একটি সমাধান বের করার জন্যও তৈরি আছি। ইতিহাসে যেন বলতে না পারে, এ কাজে আমরা ব্যর্থ হয়েছিলাম।

মুসলিম লীগ (কাইয়ুম) প্রধান সকালে রাওয়ালপিন্ডিতে প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়ার সাথে বৈঠক করেন।

করাচিতে গণঐক্য আন্দোলনের নেতা এয়ার মার্শাল (অব.) আসগর খান সাংবাদিক সম্মেলন করেন। সাংবাদিকদের তিনি বলেন, খুব দ্রুত পটপরিবর্তন হচ্ছে। দেশকে বিচ্ছিন্নতার হাত থেকে রক্ষা করতে হলে যথাশীঘ্র ব্যবস্থা নিতে হবে। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানই এখন কার্যত ঢাকার সরকার। সেখানে সব সরকারি কর্মচারী ও সচিবরা তাঁর নির্দেশ পালন করছেন। ঢাকায় কেবল সামরিক সদর দফতরে পাকিস্তানি পতাকা উড়ছে। আর কোথাও পাকিস্তানের পতাকা দেখা যায় না। দেশের পূর্বাঞ্চল এখন একটি আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখে বসে রয়েছে। প্রেসিডেন্টের এখন উচিত আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ

মুজিবুর রহমানের দেওয়া শর্ত মেনে নিয়ে ক্ষমতা হস্তান্তর করা। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে অবিলম্বে ক্ষমতা ছাড়া না হলে দেশের দুঅংশকে এক রাখা কোনোভাবেই সম্ভব হবে না।

করাচি শিল্প ও বণিক সমিতি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কাছে একটি জরুরি তারবার্তা পাঠায়। বার্তায় অবিলম্বে উভয় অঞ্চলের মধ্যে স্বাভাবিক ব্যাংকিং সার্ভিস পুনরায় চালুর ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য আবেদন জানানো হয়। বার্তায় উল্লেখ করা হয়, বাংলাদেশ থেকে লেনদেন সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পশ্চিম পাকিস্তানের ব্যবসায়ীরা অর্থনৈতিক দুর্ভোগের মুখোমুখি হয়েছেন। শীঘ্র প্রতিকারের ব্যবস্থা না হলে পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনীতি ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে দুটি বিবৃতি দেওয়া হয়। পরিষদ নেতা নূরে আলম সিদ্দিকী, শাজাহান সিরাজ, আ. স. ম. আবদুর রব ও আবদুল কুদ্দুস মাখন যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, গত ১০ মার্চ ভোরে চট্টগ্রাম বন্দরের ১৭ নং জেটিতে এম. এন. সোয়াত নামে একটি অস্ত্রবাহী জাহাজ নোঙর করেছে। বন্দর শ্রমিকরা সেই জাহাজ থেকে সমরাস্ত্র খালাসের নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করেছেন। এই সমরাস্ত্র বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তানি সৈন্যদের কাছে পাঠানোর জন্য বন্দরের বাইরে রেল ওয়াগান প্রস্তুত রাখা হয়েছে। সামরিক বাহিনীর সদস্যদের দিয়ে এই সমরাস্ত্র জাহাজ থেকে খালাস ও রেল ওয়াগনে তোলার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

ছাত্র নেতৃবৃন্দ বলেন, স্বাধীন বাংলার নিরস্ত্র জনগণের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্যই এই সমরাস্ত্র বাংলাদেশে আনা হয়েছে। এ ব্যাপারে আমরা বাংলাদেশের জনসাধারণকে সজাগ করে দিচ্ছি। পাশাপাশি এই সমরাস্ত্র সরবরাহের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করছি। সমরাস্ত্র ও সৈন্যবোঝাই আরও পাঁচটি জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে নোঙর করবে বলে জানা গেছে। এসব সমরাস্ত্র ও সৈন্য যাতে বাংলাদেশে না নামতে পারে তা প্রতিহত করার জন্য আমরা সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের চার নেতা অপর এক যুক্ত বিবৃতিতে সরকার প্রদত্ত যাবতীয় খেতাব ও পদক বর্জনের জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। এই বিবৃতিতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর চলাচলের ব্যাপারে কোনো সহযোগিতা না করার জন্যও দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানানো হয়। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর জন্য খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করা থেকে বিরত থাকার জন্যও জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। বিবৃতিতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে আলোচনা বৈঠকের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য প্রেসিডেন্টকে তাঁর ৬ মার্চের ভাষণ প্রত্যাহার করার দাবিও জানানো হয়।

বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে আওয়ামী লীগ কর্তৃপক্ষ হরতালের ক্ষেত্রে অব্যাহতির আওতা আরও সম্প্রসারিত করেন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ এক বিবৃতিতে বলেন, বঙ্গবন্ধু নির্দেশ দিয়েছেন চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কঠোর শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হবে। বাংলাদেশের জনগণের নামে বঙ্গবন্ধু যে নির্দেশ দিয়েছেন বাংলাদেশের প্রতিটি জনগণ নিজ নিজ অবস্থানে থেকে সে নির্দেশ পবিত্রজ্ঞানে কার্যকর করে তুলছেন। জনগণের আন্দোলন নজিরবিহীন তীব্রতা লাভ করেছে। স্বাধীনতার সংগ্রাম অব্যাহত রাখার স্বার্থে আমাদের উৎপাদন অব্যাহত রাখতে হবে। আমাদের অর্থনীতিকে পূর্ণভাবে চালু রাখার জন্য নিজেদের সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে।

বাংলাদেশের দৃশ্যত সরকার প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষ থেকে এই বিবৃতির মাধ্যমে নির্দেশ জারি করা হয়

১. বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যে-কোনো অঙ্কের অর্থ ডিপোজিট হিসেবে গ্রহণ এবং যে-কোনো পরিমাণ অর্থের আন্তঃব্যাংক ক্লিয়ারেন্সসহ সব ধরনের ব্যাংকিং কাজ করতে পারবে। বাংলাদেশের ভেতরে আন্তঃব্যাংক স্থানান্তর ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে টি টি অথবা মেইল ট্র্যান্সফারের মাধ্যমে টাকা উঠানো যাবে।

    তবে মজুরি ও বেতন প্রদানের ক্ষেত্রে সমস্ত পে-বিল সংশ্লিষ্ট শ্রমিক সংস্থার প্রতিনিধিদের সার্টিফায়েড হতে হবে অথবা চেকের সাথে ওয়েজ রেজিস্টার জমা দিতে হবে। ব্যক্তিগত টাকা ওঠানোর পরিমাণ সপ্তাহে ১ হাজার টাকার বেশি হবে না। আখ ও পাটসহ শিল্পকারখানার কাঁচামাল কেনার পেমেন্ট অব্যাহত থাকবে।

    বাংলাদেশের জনসাধারণের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস ক্রয়সহ প্রকৃত বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে সপ্তাহে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত পেমেন্ট হবে। নগদে বা ক্যাশ ড্রাফটে এই টাকা ড্র করা যাবে।

    বাংলাদেশের মধ্যে যে-কোনো অ্যাকাউন্ট ক্রস চেক এবং ক্রস ডিম্যান্ড ড্রাফট ইস্যু ও ডিপোজিট করা যাবে। ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান সমগ্র বাংলাদেশে এর টি টি রি-ডিসকাউন্টিং ব্যবস্থা অব্যাহত রাখবে যাতে অন্যান্য ব্যাংক তাদের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়।

    যে-কোনো অনুমোদিত ডিলার ও বিদেশি পর্যটক চেক ক্যাশ করাতে পারবে।

    কূটনীতিকরা অবাধে তাদের অ্যাকাউন্ট চালাতে এবং বিদেশি নগরিকরা তাদের বৈদেশিক মুদ্রা অ্যাকাউন্ট চালু রাখতে পারবেন।

    লকারসমূহ বন্ধ থাকবে।

    স্টেট ব্যাংকের মাধ্যমে অথবা অন্য কোনোভাবে বাংলাদেশের বাইরে অর্থ পাঠানো যাবে না।

২. অন্যান্য ব্যাংকের মতো স্টেট ব্যাংকও উল্লিখিত বিধিনিষেধ মেনে বাংলাদেশের মধ্যে ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার উদ্দেশ্যে খোলা থাকবে। 'পি' ফরম অনুমোদন করা যাবে।

৩. ধান, পাটবীজ, সার ও কীটনাশক সংগ্রহ, পরিবহন ও বিতরণ অব্যাহত থাকবে। কৃষি খামার ও ধান গবেষণা কেন্দ্র এবং এর গবেষণা কাজ চালু থাকবে। পাওয়ারপাম্প ও কৃষির অন্যান্য যন্ত্রপাতি এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় তেল, জ্বালানি ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম পরিবহন ও বিতরণ প্রভৃতি কাজ অব্যাহত থাকবে। নলকূপ খনন ও চালু এবং খাল খননসহ অন্যান্য সেচব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে। প্রাদেশিক সমবায় ব্যাংক, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক এবং এদের সাথে সংশ্লিষ্ট এজেন্সিসমূহ ও থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি কর্তৃক ঋণ প্রদানের কাজ অব্যাহত রাখতে হবে। ঘূর্ণিদুর্গত এলাকায় সুদমুক্ত ঋণদান এবং কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ও অন্যান্য ব্যাংক কর্তৃক কৃষকদের জরুরি ঋণদান অব্যাহত থাকবে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও শহর রক্ষা, ই পি ওয়াপদা ও অন্যান্য সংস্থার বন্যা নিয়ন্ত্রণ, শহর রক্ষা ও পানি উন্নয়ন কাজ চলবে। ড্রেজার ও যন্ত্রপাতি পরিচালনা ও মেরামত কাজ এবং এর চলাচল ক্লিয়ারেন্স ও আনুষঙ্গিক কার্যক্রম চলবে।

৪. পাইলটেজসহ পোর্ট কর্তৃপক্ষ কাজ চালিয়ে যাবে। কিন্তু বহির্গামী ও বহিরাগত জাহাজসমূহের সুষ্ঠু বন্দোবস্তের জন্য পোর্ট কর্তৃপক্ষের কেবল প্রয়োজনীয় বিভাগ কাজ করবে। সেনাবাহিনীর চলাচল অথবা জনসাধারণের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হতে পারে এমন সামগ্রী খালাসের ব্যাপারে কোনো সহযোগিতা করা চলবে না।

৫. ই পি আই ডি সির সমস্ত কলকারখানায় কাজ চলবে এবং উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা চালাতে হবে।

৬. ঘূর্ণিদুর্গত এলাকায় বাঁধ নির্মাণ ও উন্নয়ন কাজসহ সমস্ত সাহায্য, পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন কাজ অব্যাহত থাকবে।

৭. পল্লী অঞ্চলে উন্নয়ন কাজ অব্যাহত থাকবে।

৮. সরকারি ও আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক ও কর্মচারীদের মজুরি ও বেতন পাওনা হলে তা পরিশোধ করতে হবে।

৯. প্রাইমারি স্কুল শিক্ষকদের বেতন সময় মতো প্রদান করতে হবে।

১০ বেতন ও বিল পরিশোধ এবং লেনদেন পরিচালনার জন্য এজি অফিসে আংশিক কাজ চলবে।

১১. জেলখানার ওয়ার্ডে ও অফিসে কাজ চলবে।

১২. আনসাররা যথারীতি কর্তব্য পালন করবে।

১৩. বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নিযুক্ত শাখাগুলো কাজ করবে।

১৪. সমস্ত ইনস্যুরেন্স কোম্পানি খোলা থাকবে।

## ১২ মার্চ শুক্রবার ১৯৭১

জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতার সঙ্গে আলোচনা না করে আকস্মিক জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার প্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষিত অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত থাকে। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে সরকারি—আধাসরকারি কর্মচারীরা স্বতঃস্ফূর্ত কর্মস্থল বর্জন করেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তালা ঝোলে। সরকারি ও বেসরকারি ভবন, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, বাসগৃহ এবং যানবাহনে কালো পতাকা উড়ে। সারাদেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ছাত্র, শ্রমিক ও পেশাজীবী সংগঠনের উদ্যোগে সভা, সমাবেশ ও শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। সারা বাংলায় সংগ্রাম পরিষদ গঠনের মাধ্যমে স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য দুর্জয় শপথ নেওয়া হয়।

বগুড়া জেলখানা ভেঙে ২৭ জন কয়েদি পালিয়ে যায়। এখানে কারারক্ষীদের গুলিতে ১ জন কয়েদি নিহত ও ১৫ জন আহত হয়।

জাতীয় পরিষদ সদস্য মোহাম্মদ জহিরউদ্দিন পাকিস্তান সরকার প্রদত্ত খেতাব বর্জন করেন।

রাওয়ালপিন্ডিতে এক সরকারি ঘোষণায় আগামী ২৩ মার্চ পাকিস্তান দিবসের নির্ধারিত সম্মিলিত সশস্ত্র বাহিনীর কুচকাওয়াজ, খেতাব বিতরণ ও অন্যান্য অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়।

জাতীয় লীগ প্রধান আতাউর রহমান খান ও পাঞ্জাবের কাউন্সিল মুসলিম লীগ নেতা পীর সাইফুদ্দিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে তাঁর ধানমন্ডিস্থ বাসভবনে পৃথক বৈঠকে মিলিত হন।

চলচ্চিত্র প্রদর্শকরা বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে ঢাকাসহ সারাদেশে অনির্দিষ্টকাল প্রেক্ষাগৃহ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেন।

পূর্ব রেলওয়ে কর্মচারীবৃন্দ এবং চারু ও কারুশিল্পীরা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করেন। জাতীয় শ্রমিক লীগের কার্যকরী সংসদের এক জরুরি সভায় কেন্দ্রীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয় এবং স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ঢাকা নগর আওয়ামী লীগের কার্যকরী কমিটির এক সভায় সকল ইউনিট ও ইউনিয়নকে সংগ্রাম পরিষদ গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়।

ময়মনসিংহে এক জনসভায় ন্যাপ প্রধান মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী সাত কোটি বাঙালির মুক্তিসংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের প্রতি তাঁর সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করে বলেন, আমি জানি শেখ মুজিবুর রহমান কখনোই জনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে না। আপনারা শেখ মুজিবের ওপর সম্পূর্ণ ভরসা রাখুন।

মওলানা ভাসানী পশ্চিম পাকিস্তানি প্রতিক্রিয়াশীল নেতাদের উদ্দেশে জনসভায় বলেন, আল্লাহর ওয়াস্তে আপনারা বাঙালিদের ব্যাপারে নাক গলাবেন না।

লাহোরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে গণঐক্য আন্দোলনের প্রধান এয়ার মার্শাল (অব.) আসগর খান বলেন, ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস, দোষ করা হলো লাহোরে কিন্তু বুলেট বর্ষিত হলো ঢাকায়। যারা শক্তিবলে বাঙালিদের দমিয়ে রাখার কথা বলছেন—তারা কি বলছেন নিজেরাই জানেন না। এ ধরনের কথা নিছক পাগলামি ছাড়া আর কিছু নয়। পূর্বাঞ্চলের জনসাধারণ সমান অধিকার নিয়ে থাকতে চায়, পশ্চিমাঞ্চলের দাস হিসেবে নয়। পাকিস্তানকে রক্ষা করার জন্য এখন একটিই মাত্র পথ খোলা রয়েছে, আর তা হচ্ছে শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর। তিনি বলেন, দেশের শাসনক্ষমতা অবিলম্বে হস্তান্তর করতে হবে এবং সেনাবাহিনীকে গণশক্তির সহায়ক শক্তি হতে হবে। দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে আপন পথে চলতে দিতে হবে। বাঙালিরা আজ নিরাপত্তা চায় এবং এ জন্যই তারা শ্রেণী ও মত নির্বিশেষে একজন মাত্র নেতার পেছনে কাতারবন্দী হয়েছে।

তিনি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে প্রথম ফ্লাইটে ঢাকা যাবার পরামর্শ দিয়ে বলেন, হাতে সময় খুবই কম। আপনি ঢাকা গিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে বৈঠকে বসুন।

লারকানা থেকে লাহোর যাবার পথে মুলতান বিমানবন্দরে পিপলস পার্টি চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো সমবেত জনতার উদ্দেশে বলেন, আমার দল এমন একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে চায় যাতে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটবে। আমি চাই জনগণের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হোক। পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও সংহতি রক্ষার জন্য আমার দল সব ধরনের সাহায্য করতে প্রস্তুত। আমি ক্ষমতালোভী নই।

লাহোরে ন্যাপের মহাসচিব সি. আর আসলাম এক বিবৃতিতে বলেন, দেশের বর্তমান সংকটের জন্য একচেটিয়া পুঁজিপতি ও আমরাই দায়ী। জনাব ভুট্টোও এ ব্যাপারে নিজেদের দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। জনাব ভুট্টোর হুমকিপূর্ণ মনোভাব ও ক্ষমতার লিপ্সাই রাজনৈতিক সংকটকে আরও মারাত্মক করে তুলেছে। প্রদেশের ক্ষমতা সংক্রান্ত প্রশ্নটির সাথে দেশের অস্তিত্বের কোনো বিরোধ নেই। শক্তি প্রয়োগের নীতি অব্যাহত থাকলে বিচ্ছিন্নতার মনোভাব শক্তিশালী হবে। শেখ মুজিবুর রহমানের চার দফাকে কোনো গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষই বিরোধিতা করতে পারে না। প্রেসিডেন্টের অবিলম্বে চার দফা দাবি মেনে নেওয়া উচিত।

লাহোরে স্থানীয় বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিকসহ ছাত্র, শ্রমিক ও পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এক যুক্ত বিবৃতিতে অবিলম্বে বঙ্গবন্ধুর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানান।

করাচিতে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক খলিল আহমদ তিরমিজি এক বিবৃতিতে পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনীতিকদের প্রতি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য বঙ্গবন্ধু আহূত গণআন্দোলনে শরীক হবার আহ্বান জানান।

রেডিও পাকিস্তান করাচি কেন্দ্রের খ্যাতনামা বাংলা খবর পাঠক সরকার কবীর উদ্দিন বেতারে বঙ্গবন্ধুর খবর প্রচারে নিয়ন্ত্রণ আরোপের প্রতিবাদে রেডিও পাকিস্তান বর্জন করেন।

প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগ দলের নেতা ক্যাপ্টেন মনসুর আলী এক বিবৃতিতে বাংলাদেশের জন্য পাঠানো খাদ্য বোঝাই মার্কিন জাহাজের গতিপথ বদল করে করাচি প্রেরণের ঘটনায় উৎকণ্ঠা ও নিন্দা প্রকাশ করেন।

চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে স্থানীয় কয়েকটি ব্যাংক ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রতি হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়, তারা অবিলম্বে চট্টগ্রাম থেকে পাকিস্তানে মুদ্রা পাচার বন্ধ না করলে এজন্য কোনো দুঃখজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে তার জন্য আওয়ামী লীগ দায়ী থাকবে না। স্বাধীন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এক বিবৃতিতে স্বাধীনতা সংগ্রাম বানচাল প্রয়াসী বৃহৎ ব্যবসায়ী ও মজুদদারদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের অপর এক বিবৃতিতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ব্যবহারের জন্য কোনো জ্বালানি সরবরাহ না করতে সংশ্লিষ্ট সরবরাহকারীদের নির্দেশ দিয়ে বলা হয়, গণদুশমনদের কোনোভাবে সাহায্য করা হলে তেল কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে চরম ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

## ১৩ মার্চ শনিবার ১৯৭১

বাংলার সার্বিক মুক্তিসংগ্রামের প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ৭ মার্চ রেসকোর্সের জনসমুদ্রে বাঙালি জাতির প্রতি যে আহ্বান জানান, নেতার সেই ডাকে সাড়া দিয়ে বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে-শহরে-বন্দরে গড়ে উঠছে সংগ্রাম কমিটি। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ অনুযায়ী সেই সংগ্রাম কমিটি বাংলার প্রতিটি গৃহকে একেকটি দুর্জয় দুর্গ হিসেবে গড়ে তুলছে। সারাদেশে সার্থকভাবে পরিচালিত হচ্ছে অসহযোগ আন্দোলন। দেওয়ানি-ফৌজদারি আদালতসহ সমস্ত সরকারি ও আধাসরকারি অফিস এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ। প্রতিটি গৃহে, ভবনের শীর্ষে উড়ছে কালো পতাকা। অবিরাম চলছে সভা-শোভাযাত্রা।

সামরিক শাসন কর্তৃপক্ষ ১১৫ নং সামরিক আইন জারি করে আগামী ১৫ মার্চ সকাল ১০টার মধ্যে প্রতিরক্ষা বিভাগের বেসামরিক কর্মচারীদের কাজে যোগদানের নির্দেশ দেন। এই সামরিক নির্দেশে বলা হয়, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজে যোগদানে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্টদের চাকরিচ্যুত ও পলাতক ঘোষণা করে সামরিক আদালতে বিচার করা হবে। নির্দেশ অমান্যকারীদের সর্বোচ্চ ১০ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হবে।

এই সামরিক নির্দেশ জারির পর পরই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি বিবৃতি দেন। বিবৃতিতে বঙ্গবন্ধু বলেন, যখন খোদ সামরিক শাসন প্রত্যাহারের

জন্য আমরা বাংলার জনগণের প্রচণ্ড দাবির কথা ঘোষণা করেছি ঠিক তখনই নতুন করে এ ধরনের সামরিক নির্দেশ জারি করা পক্ষান্তরে জনসাধারণকে উস্কানিরই শামিল।

বঙ্গবন্ধু বলেন, সামরিক কর্তৃপক্ষের এই সত্যটি উপলব্ধি করা উচিত, জনগণ আজ তাদের ইস্পাতদৃঢ় সংকল্পে ঐক্যবদ্ধ। সামরিক সরকারের এ ধরনের ভীতি প্রদর্শনের মুখে তারা কিছুতেই নতি স্বীকার করবে না।

বঙ্গবন্ধু সামরিক কর্তৃপক্ষের প্রতি উস্কানিমূলক তৎপরতা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন, জনগণকে যত ভয় দেখানো হোক না কেন, তারা তাদের সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। কেননা, জনগণ জানে ঐক্যবদ্ধ মানুষের শক্তির বিরুদ্ধে কোনো কিছুরই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির ক্ষমতা নেই।

ন্যাপের সভাপতি খান আবদুল ওয়ালী খান ও ন্যাপ নেতা গাউস বক্স বেজেঞ্জো সকালে করাচি থেকে বিমানে ঢাকায় আসেন। ঢাকা বিমানবন্দরে ন্যাপ প্রধান সাংবাদিকদের বলেন, বর্তমান সংকট উত্তরণের লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আলোচনার জন্য আমি খোলা মন নিয়ে ঢাকায় এসেছি। সামরিক শাসন প্রত্যাহার ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কিত শেখ মুজিবুর রহমানের দাবির প্রশ্নে আমি তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।

সকালে রমনা পার্কে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে জনসভা এবং শীতলক্ষ্যায় অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের উদ্যোগে দীর্ঘ নৌ-মিছিল বের করা হয়। চট্টগ্রামে বেগম উমরতুল ফজলের সভানেত্রীত্বে অনুষ্ঠিত মহিলাদের এক সমাবেশে বাংলাদেশের জনগণের পরিপূর্ণ মুক্তি অর্জন না হওয়া পর্যন্ত বিলাসদ্রব্য বর্জন ও কালো ব্যাজ ধারণের জন্য নারী-পুরুষ সবার প্রতি আহ্বান জানানো হয়। বিশিষ্ট শিল্পী জয়নুল আবেদীন ও সাবেক জাতীয় পরিষদ সদস্য আবদুল হাকিম পাকিস্তান সরকার প্রদত্ত খেতাব ও পদক বর্জন করেন। ঢাকাস্থ জাতিসংঘ ও পশ্চিম জার্মান দূতাবাসের কর্মচারী ও এঁদের পরিবারবর্গসহ ইতালি, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও কানাডার ২৬৫ জন নাগরিক বিশেষ বিমানে বাংলাদেশ ত্যাগ করেন।

লাহোরে জাতীয় পরিষদের সংখ্যালঘিষ্ঠ পাঁচটি দলের পার্লামেন্টারি পার্টির নেতারা এক সভায় মিলিত হয়ে অবিলম্বে সামরিক শাসন প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানান। সভায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে অবিলম্বে বাংলাদেশে গিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আলোচনা করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের অনুরোধ জানানো হয়। এ সভায় কাউন্সিল মুসলিম লীগ, কনভেনশন লীগ, জামায়াতে ইসলামী, জমিয়তে ইসলাম ও জমিয়তে ওলামায়ের নেতৃবৃন্দসহ কয়েকজন স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য অংশ নেন।

ভৈরবে এক জনসভায় ন্যাপ প্রধান মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী বলেন, বর্তমানে পূর্ব বাংলা আসলে স্বাধীন। আমরা একটি পূর্ণাঙ্গ সরকার গঠনের অপেক্ষায় আছি। তিনি বলেন, কিভাবে মুক্তিসংগ্রামে বুকের রক্ত দিতে হয় তা পূর্ব বাংলার মানুষ জানে। আজ সংগ্রামী মুক্তি পাগল মানুষের নজিরবিহীন ঐক্য সৃষ্টি হয়েছে। তিনি খাজনা প্রদান বন্ধ রাখার জন্য শেখ মুজিব যে নির্দেশ দিয়েছেন তা মেনে চলার আহ্বান জানান। তিনি দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও চোরাচালান রোধে সংগ্রাম কমিটি গঠন করতে বলেন। বিদেশি বস্ত্র, মদ ও গাঁজা ত্যাগ করার জন্যও তিনি অনুরোধ জানান।

স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সদস্য নূরে আলম সিদ্দিকী, শাজাহান সিরাজ, আ. স. ম. আবদুর রব ও আবদুল কুদ্দুস মাখন এক যুক্ত বিবৃতিতে বাংলাদেশ ত্যাগকারীদের বাড়ি-গাড়ি-সম্পদ কিনে বাংলার অর্থ বিদেশে পাচারে সহযোগিতা না করার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান।

সাবেক জাতীয় পরিষদ সদস্য আফাজউদ্দিন ফকির এক বিবৃতিতে 'লেটার অব অথরিটি'র মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তর করার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রতি আহ্বান জানান। তিনি অবিলম্বে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীর পরিচালনার দায়িত্ব একজন বাঙালি জেনারেলের কাছে হস্তান্তর, বেঙ্গল রেজিমেন্টের সবকটি ব্যাটালিয়নের পরিচালনা কর্তৃত্ব বাঙালি অফিসারদের হাতে অর্পণ এবং বিগত এক মাসে বাংলাদেশের যে অতিরিক্ত পাকিস্তানি সৈন্য আনা হয়েছে তাদের বাংলাদেশ থেকে প্রত্যাহারের দাবি জানান।

## ১৪ মার্চ রবিবার ১৯৭১

আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষিত অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ের কর্মসূচির শেষ দিন।

জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে যোগদানের প্রশ্নে বঙ্গবন্ধুর ৪ দফা পূর্বশর্ত মেনে নেওয়ার দাবিতে রাজধানী ঢাকায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও ছাত্র, শ্রমিক, পেশাজীবী সংগঠন এবং যুব, মহিলা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে সভা-সমাবেশ-শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।

রাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক বিবৃতির মাধ্যমে অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত রাখার আহ্বান জানিয়ে নতুন নির্দেশ ঘোষণা করেন।

বঙ্গবন্ধু তাঁর দীর্ঘ বিবৃতিতে বলেন, বাংলাদেশের জনগণের মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে নির্মূল করা যাবে না। আমরা অজেয়। কারণ আমরা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত। আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধররা যাতে স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে মর্যাদার সাথে বাঁচতে পারে তার নিশ্চয়তা বিধান করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

বঙ্গবন্ধু বলেন, জনগণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম এগিয়ে চলেছে। বল প্রয়োগের মাধ্যমে যারা শাসন করার চক্রান্ত করে, তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে কি রকম ঐক্যবদ্ধ ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন আমাদের জনগণ বিশ্ববাসীর কাছে তা প্রমাণ করেছে। বাংলাদেশে প্রতিটি নাগরিকই আজ মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

যারা নগ্ন বল প্রয়োগের মাধ্যমে বাংলার মানুষকে দমিয়ে রাখতে চেয়েছিল জনগণ চূড়ান্তভাবে তাদের পর্যুদস্ত করেছে।

বঙ্গবন্ধু বলেন, বাংলাদেশের সরকারি কর্মচারী, কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, জনতা অকুণ্ঠচিত্তে জানিয়ে দিয়েছেন, আত্মসমর্পণ নয়, তারা আত্মত্যাগের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

তিনি বলেন, অত্যন্ত দুঃখজনক এ অবস্থায়ও অবিবেচক সামরিক কর্তৃপক্ষ আইন জারি করে বেসামরিক কর্মচারীদের দমিয়ে দিতে চাচ্ছেন। কিন্তু তাদের জানা নেই, ঐক্যবদ্ধ আপামর জনগণ আজ সামরিক আইনের কাছে নতি স্বীকার না করার জন্য সংকল্পবদ্ধ। আওয়ামী লীগ প্রধান বেসামরিক কর্মচারীদের উদ্দেশে বলেন, আমার অনুরোধ আপনারা কোনো হুমকির কাছে মাথা নত করবেন না। অসহযোগ চালিয়ে যান। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ আপনাদের ও আপনাদের পরিবারবর্গের পেছনে রয়েছে।

বঙ্গবন্ধু বল প্রয়োগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে বিবৃতিতে বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা স্বাধীনতা অর্জন না করব ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম পূর্ণোদ্যমে চলবে। এই লক্ষ্যে আমি যে-কোনো আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকার এবং সম্ভাব্য সমস্ত উপায়ে যে-কোনো বল প্রয়োগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

সকালে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান ও ন্যাপ নেতা খান আবদুল ওয়ালী খান আলোচনা বৈঠকে মিলিত হন। বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে রুদ্ধদ্বার কক্ষে প্রায় দেড় ঘণ্টা এই আলোচনা চলে। বৈঠকে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির উপনেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান ও ওয়ালী ন্যাপের কেন্দ্রীয় নেতা গাউস বক্স বেজেঞ্জো উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক শেষে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনের লবিতে অপেক্ষমাণ সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে বঙ্গবন্ধু বলেন, স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে জীবনযাপনের জন্যই আমাদের সংগ্রাম। জনগণের সার্বিক মুক্তি অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত এ সংগ্রাম চলবেই। বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী ঐক্যবদ্ধ জনগোষ্ঠীকে পৃথিবীর কোনো শক্তিই দাবিয়ে রাখতে পারবে না।

সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ন্যাপ প্রধান ওয়ালী খান বঙ্গবন্ধুর পাশে ছিলেন। সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে ওয়ালী খান বলেন, আমি পাকিস্তানের ভাবী

প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করতে এসেছি। আমার দল ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে বসার পক্ষপাতি। কেননা, জাতীয় পরিষদই হচ্ছে শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা ও তার সমাধানের উপযুক্ত স্থান।

এ সময় একজন বিদেশি সাংবাদিক বঙ্গবন্ধুকে প্রশ্ন করেন, 'আপনি কি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করবেন?' জবাবে বঙ্গবন্ধু পাল্টা প্রশ্ন করেন, 'প্রেসিডেন্ট কি ঢাকায় এসেছেন?' প্রশ্নকর্তা জবাব দেন 'না।' তখন বঙ্গবন্ধু প্রশ্ন করেন, 'তাহলে কিভাবে দেখা হতে পারে?' প্রশ্নকর্তা নিরুত্তর থাকলে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'প্রেসিডেন্ট ঢাকা এলে আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলতে রাজি আছি।'

এর আগে বঙ্গবন্ধু তাঁর বাসভবনের সামনে সমবেত সংবাদপত্র প্রেস কর্মচারীদের উদ্দেশে বলেন, আমরা কারও ওপর অত্যাচার করতে চাই না। কিন্তু কেউ যদি আমাদের ওপর নির্যাতন চালাতে চেষ্টা করে তাহলে আমরাও তাকে সহজে ছেড়ে দেব না। বাংলার সাত কোটি মানুষ তাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে বসবাস নিশ্চিত করতে যে-কোনো চরম ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত রয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে সংবাদপত্র প্রেস কর্মচারী ফেডারেশনের উদ্যোগে সকালে বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে সমাবেশ শেষে প্রেস কর্মচারীরা মিছিল করে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে গেলে তিনি তাদের স্বাগত জানিয়ে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। এ সময় ফেডারেশনের সভাপতি এম. এ. করিম সংবাদপত্র প্রেস কর্মচারীদের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর হাতে একটি আবেদনপত্র দেন। তাতে নেতার যে-কোনো নির্দেশ পালনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে অবিলম্বে একটি জাতীয় সরকার গঠন ও স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ ঘোষণার জন্য বঙ্গবন্ধুর প্রতি অনুরোধ জানানো হয়।

বঙ্গবন্ধু শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন চালিয়ে যাবার আহ্বান জানিয়ে বলেন, বিশৃঙ্খলা ও হিংসাত্মক পন্থায় কোনো আন্দোলন সফল হয় না। এক শ্রেণীর দুষ্কৃতকারী জনতার সংগ্রামকে বানচালের অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। সংগ্রামী জনগণের বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত এদের অপতৎপরতা সম্পর্কে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। বঙ্গবন্ধু নিজেদের মুক্তির জন্য বাংলার প্রতিটি গৃহকে এক একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান। এ সময় সাবেক ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমদও বক্তৃতা করেন। পরে সংবাদপত্র প্রেস কর্মচারীরা শোভাযাত্রা করে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গিয়ে শপথ নেন।

করাচির নিশাত পার্কে পিপলস পার্টির উদ্যোগে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জনসভায় পিপিপি-র চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো পাকিস্তানের দুই অংশের দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করার প্রস্তাব দেন। তিনি পশ্চিম

পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতা হিসেবে তার সঙ্গে সংলাপ শুরু করার জন্য বঙ্গবন্ধুর প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণ চায় দেশের দুই অংশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দুটি দলই এক সাথে কাজ করুক। তিনি বলেন, ছয় দফার মাধ্যমে আওয়ামী লীগ প্রকৃত প্রস্তাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতাই দাবি করছে।

বরিশালে এক জনসভায় বাংলা জাতীয় লীগ প্রধান আতাউর রহমান খান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার গঠন করার আহ্বান জানান।

১১৫ নং সামরিক নির্দেশের প্রতিবাদে দেশরক্ষা বিভাগের বেসামরিক কর্মচারীরা সকালে নগরীতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। পরে তারা ধানমন্ডিতে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে গিয়ে তাঁর সাথে দেখা করে বর্তমান আন্দোলনের সাথে সংহতি ও কর্মস্থল বর্জনের কর্মসূচি অব্যাহত রাখার দৃঢ় অঙ্গীকার ঘোষণা করেন। সরকারি কর্মচারী সমন্বয় কাউন্সিলের এক বিবৃতিতে ১১৫ নং সামরিক নির্দেশ কার্যকর না করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। বিভিন্ন সংগঠন পৃথক বিবৃতির মাধ্যমে ১১৫ নং সামরিক নির্দেশ প্রত্যাহারের দাবি জানায়।

সন্ধ্যায় ছাত্রলীগের উদ্যোগে লালবাগ বালুরমাঠে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্রলীগের সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী, ডাকসুর সহ-সভাপতি আ. স. ম. আবদুর রব, সাধারণ সম্পাদক আবদুল কুদ্দুস মাখন ও ছাত্রনেতা শেখ শহীদুল ইসলাম বক্তৃতা করেন। বিকেলে সার্জেন্ট জহুরুল হক হলো ক্যান্টিন প্রাঙ্গণে ঢাকা নগর ছাত্রলীগের আঞ্চলিক শাখাসমূহের কর্মকর্তাদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে নগর ছাত্রলীগের সভাপতি মনিরুল হক সভাপতিত্ব করেন। ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সিরাজ ও নগর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক জাহিদ হোসেন বক্তৃতা করেন। ডিআইটি ভবন প্রাঙ্গণে টিভি নাট্যশিল্পীদের এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করা হয়। বাংলা একাডেমীতে লেখক সংগ্রাম শিবিরের উদ্যোগে লেখক সমাবেশ শেষে শোভাযাত্রা বের করা হয়। ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া গ্রুপ) বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে জনসভার আয়োজন করে। সভা শেষে দীর্ঘ মিছিল বের করা হয়। সদরঘাটে ফরোয়ার্ড স্টুডেন্টস ব্লকের উদ্যোগে জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যায় পল্টন ময়দানে কথাশিল্পী সম্প্রদায় কবিতা পাঠ ও গণসঙ্গীতের আসর বসায়।

বাংলাদেশের জন্য খাদ্যশস্যবাহী 'মন্টেসেলো ভিক্টরি' নামের আরেকটি জাহাজের গতিপথ পরিবর্তন করে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে করাচি নিয়ে যাওয়া হয়। ওসান এন্ডুরাস' নামের সমরাস্ত্রবাহী আর একটি জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরের ১০ নং

জেটিতে নোঙর করে। গত ৯ মার্চ চট্টগ্রাম বন্দরের ১৬ নং জেটিতে নোঙর করা অস্ত্রবাহী জাহাজ ‘সোয়াত’-এর সমরাস্ত্র খালাসের চেষ্টা করেও কর্তৃপক্ষ বন্দরকর্মী ও শ্রমিকদের অসহযোগিতার কারণে ব্যর্থ হয়।

প্রাদেশিক পরিষদের আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা ক্যাপ্টেন মনসুর আলী এক বিবৃতিতে গত ১১ মার্চ খাদ্যবাহী জাহাজ ‘ভিনটেজ হরাইজন’-এর গতিপথ চট্টগ্রাম বন্দরের পরিবর্তে করাচি বন্দরে পরিবর্তনের ঘটনা সম্পর্কে অবিলম্বে তদন্ত অনুষ্ঠানের দাবি জানান।

ঢাকায় নৌবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত লে. কমান্ডার ইমাম হোসেন এক বিবৃতিতে অবিলম্বে বাংলাদেশে অবস্থানরত সমস্ত অবাঙালি সৈন্যকে প্রত্যাহার করে বাঙালি সৈন্যদের তাদের স্থলাভিষিক্ত করার আহ্বান জানান।

স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ দেশ থেকে সম্পদ পাচার প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে ঢাকায় বিভিন্ন পয়েন্টে চেকপোস্ট স্থাপন করে। রাতে সংগ্রাম পরিষদের নেতা নূরে আলম সিদ্দিকী, শাহাজান সিরাজ, আ. স. ম. আবদুর রব ও আবদুল কদ্দুস মাখন এক যুক্ত বিবৃতিতে বর্তমানে বাংলাদেশে ছুটিতে অবস্থানকারী কেন্দ্রীয় সরকারের বাঙালি কর্মচারীদের পশ্চিম পাকিস্তানে গমন থেকে বিরত থেকে নিজ নিজ এলাকার সংগ্রাম পরিষদের সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ জানান। জাতীয় শ্রমিক লীগ কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় সংগ্রাম পরিষদ প্রতিটি শ্রমিক এলাকায় সংগ্রাম পরিষদ ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করে ট্রেনিং প্রদানের নির্দেশ দেয়।

করাচিতে পশ্চিম পাকিস্তানি শিল্পপতিরা প্রেসিডেন্টের কাছে একটি স্মারকলিপি দেন। এই স্মারকলিপিতে পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনীতির স্বার্থে অবিলম্বে বঙ্গবন্ধুর দাবি মেনে নেওয়ার জন্য প্রেসিডেন্টকে অনুরোধ করা হয়। শিল্পপতিরা বলেন, বাংলাদেশের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের সাম্প্রতিক অসহযোগ আন্দোলনের ফলে পশ্চিম পাকিস্তানি ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের সমুদয় অর্থ বাংলাদেশে আটকা পড়ে গেছে। এই অচলাবস্থা চলতে থাকলে শীঘ্রই পশ্চিম পাকিস্তানের কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাবে। অর্থনীতি পঙ্গু হয়ে পড়বে। কেননা, পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান বাজার বাংলাদেশ।

## ১৫ মার্চ সোমবার ১৯৭১

সামরিক প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান বিকেলে করাচি থেকে ঢাকায় আসেন। ঢাকা বিমানবন্দরে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে সামরিক গভর্নর লে. জেনারেল টিক্কা খান তাঁকে স্বাগত জানান। কোনো সাংবাদিক ও বাঙালিকে এ সময় বিমানবন্দরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি।

অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের চতুর্দশ দিবস। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে সারা বাংলায় অফিস ও আদালতে পূর্ণ কর্মবিরতি পালন করা হয়। দিনব্যাপী রাজধানী ঢাকায় সভা ও শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। সরকারি ও বেসরকারি ভবন শীর্ষে এবং যানবাহনে কালো পতাকা উড়ে। কালো পতাকার পাশাপাশি অনেক ভবন শীর্ষে স্বাধীন বাংলার পতাকাও তোলা হয়। সামরিক কর্তৃপক্ষ দেশরক্ষা বিভাগের বেসামরিক কর্মচারীদের কাজে যোগদানের নির্দেশ দিলেও তারা কর্মস্থলে যোগ দেওয়া থেকে বিরত থাকেন। সকালে বেসামরিক কর্মচারীরা নাখালপাড়ায় সভা শেষে রাজপথে বিক্ষোভ মিছিল করেন এবং একই সময়ে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সরকারি ও বেসরকারি চিকিৎসকরা সমাবেশ শেষে নগরীতে শোভাযাত্রা বের করেন। বিকেলে কবি সুফিয়া কামালের সভানেত্রীত্বে তোপখানা রোডে মহিলাদের এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বেতার ও টিভিশিল্পীবৃন্দ দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করেন। উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর শিল্পীরা ভ্রাম্যমাণ ট্রাকযোগে গণসঙ্গীত পথনাটক পরিবেশন করেন নগরীর বিভিন্ন স্থানে। নয়া সামরিক বিধি জারির প্রতিবাদে বিকেলে স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে এক ছাত্র জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা শেষে রাজধানীতে একটি বিরাট জঙ্গি মিছিল বের করা হয়। ছাত্রলীগ সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জনসভায় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সিরাজ, ডাকসুর সহ-সভাপতি আ. স. ম. আবদুর রব ও সাধারণ সম্পাদক আবদুল কুদ্দুস মাখন প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

এই জনসভায় গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়, বাংলাদেশে কেবল বাংলার সর্বাধিনায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই নির্দেশ জারি করতে পারেন। বাংলাদেশের জনসাধারণ একমাত্র বঙ্গবন্ধুর নির্দেশই মানবেন। অন্য কারও নয়। প্রস্তাবে অবিলম্বে বাংলাদেশ থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের জন্য প্রেসিডেন্টের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

খুলনায় শহীদ হাদিস পার্কে এক জনসভায় বাংলা জাতীয় লীগ প্রধান আতাউর রহমান খান বলেন, বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ আজ বঙ্গবন্ধুর পেছনে একতাবদ্ধ। রেডিও, ইপিআর ও পুলিশ বাহিনী, সেক্রেটারিয়েট প্রভৃতি আজ আওয়ামী লীগ প্রধানের আজ্ঞাবাহী। জনাব খান তাঁর ভাষণে অবিলম্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা এবং জাতীয় সরকার গঠনের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি আহ্বান জানান।

করাচিতে পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো নতুন দাবি উত্থাপন করেন। এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি ঘোষণা করেন, কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ ও পিপলস পার্টির সমন্বয়ে কোয়ালিশন সরকার গঠন করতে হবে।

ভুট্টো বলেন, পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে ভৌগোলিক দূরত্বের কারণে এ দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন প্রযোজ্য হতে পারে না। তিনি বলেন, কেন্দ্রে ক্ষমতা

হস্তান্তর করতে হলে অবশ্যই তা পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানের দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কাছে করতে হবে। দেশ শাসনের প্রশ্নে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে অবশ্যই পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের ইচ্ছার মূল্য দিতে হবে।

ভুট্টো সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেন, পিপলস পার্টি ক্ষমতা চায় না। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণ চান আমরা ক্ষমতায় আসি। আমি জাতীয় পরিষদে বিরোধী দলের নেতার ভূমিকা পালন করতে চাই না। কেননা, এতে দেশের বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিম পাকিস্তান সবসময়ই পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে বাঙালিদের দ্বারা শাসিত হতে থাকবে। ভুট্টো ঘোষণা করেন, পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সহযোগিতা ছাড়া বর্তমান অচলাবস্থার অবসান ঘটানো যাবে না।

১৪ মার্চ করাচির জনসভায় পিপলস পার্টি প্রধান ভুট্টো পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের যে দাবি করেন বাংলাদেশে ও পশ্চিম পাকিস্তানে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। ঢাকায় পিডিপি প্রধান নূরুল আমিন এ প্রসঙ্গে বলেন, একই পরিষদে দুটি মেজরিটি পার্টি থাকতে পারে না। জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগই একমাত্র মেজরিটি পার্টি।

প্রবীণ রাজনীতিক আবুল হাশিম বলেন, জনাব ভুট্টো পাকিস্তানের ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী, অন্যথায় পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে চান। কিন্তু জাতীয় পরিষদে তার স্থান বিরোধী দলের আসনে। ভুট্টোর কথা মতো প্রেসিডেন্ট চললে পাকিস্তানের বিভক্তি অনিবার্য। ঢাকায় ন্যাপ প্রধান ওয়ালী খান বলেন, ভুট্টো সাহেব পশ্চিম পাকিস্তানের কোনো অস্তিত্ব নেই।

ন্যাপ প্রধান ওয়ালী খান সকালে পিডিপি প্রধান নূরুল আমিনের সঙ্গে তাঁর বাসভনে বৈঠকে মিলিত হন।

করাচিতে জমিয়তে ওলামায়ের মহাসচিব মওলানা মুফতি মাহমুদ পিপিপি প্রধানের প্রস্তাবের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, দেশে দুটি নয়, একটি মাত্র মেজরিটি পার্টি আছে আর সেটি আওয়ামী লীগ। সুতরাং শেখ মুজিবুর রহমানের আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা উচিত। দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কে ভুট্টোর দাবি কেবল অযৌক্তিকই নয়, অত্যন্ত অগণতান্ত্রিক।

করাচিতে এক সভায় বেশ কয়েকজন প্রখ্যাত রাজনৈতিক নেতা বলেন, জনাব ভুট্টো পশ্চিম পাকিস্তানিদের পক্ষ থেকে অনেক কথাই বলছেন। কিন্তু তিনি ভুলে গেছেন তার পিপলস পার্টি এই অঞ্চলে শতকরা আটত্রিশটি ভোটও পায়নি। তাঁরা বলেন, ক্ষমতা লাভের জন্য আওয়ামী লীগই একমাত্র দল। দেশের বর্তমান রাজনৈতিক সংকটের জন্য একমাত্র ভুট্টোই দায়ী। ভুট্টো যদি সত্যিই বর্তমান সমস্যার সমাধান চান তাহলে তার উচিত অবিলম্বে ঢাকায় গিয়ে শেখ সাহেবের সাথে সাক্ষাতের জন্য প্রার্থনা জানানো।

রাতে ঢাকায় প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ এক বিবৃতির মাধ্যমে ১৪ মার্চ বঙ্গবন্ধু ঘোষিত অসহযোগ আন্দোলনের নতুন নির্দেশাবলি সম্পর্কে ব্যাখ্যা দান করেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু করার আহ্বান জানিয়েছেন তাতে জনসাধারণের মধ্যে নিরঙ্কুশ সাড়া পাওয়া গেছে।

বাংলাদেশের জনগণের ঐক্যবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল আন্দোলন এক নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করেছে। তিনি বলেন, সমস্ত সরকারি বিভাগসহ সর্বস্তরের মানুষ এই গণ-সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশ নিচ্ছেন। বাংলাদেশের জনগণের নামে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যেসব নির্দেশ দিচ্ছেন সেসব তারা মেনে চলার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করছেন।

## ১৬ মার্চ মঙ্গলবার ১৯৭১

বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী জনতার সর্বাত্মক অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমিতে ঢাকায় প্রেসিডেন্ট ভবনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও সামরিক প্রেসিডেন্ট জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের মধ্যে দেশ ও দেশবাসীর ভাগ্যনির্ধারণী গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক শুরু হয়।

সকাল এগারোটার আগে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান সাদা মোটর গাড়িতে বাংলার আপামর মানুষের শোকের প্রতীক কালো পতাকা উড়িয়ে প্রেসিডেন্ট ভবনে (বর্তমান ফরেন সার্ভিস ট্রেনিং একাডেমী) এলে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতাকে স্বাগত জানান।

সকাল পৌনে এগারোটায় বঙ্গবন্ধু তাঁর ধানমন্ডির বাসভবন থেকে রাষ্ট্রপতি ভবনের উদ্দেশে রওয়ানা হবার সময় সমবেত বিপুলসংখ্যক মানুষ জাতীয় নেতাকে 'জয় বাংলা', 'জয় বঙ্গবন্ধু', 'মহান জাতির মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব' প্রভৃতি ধ্বনি দিয়ে শুভেচ্ছা জানায়। বঙ্গবন্ধু তাঁর সহকর্মী, সমর্থক ও ভক্তদের 'জয় বাংলা' বলে প্রতি শুভেচ্ছা জানিয়ে নিজের গাড়িতে আরোহণ করেন। এসময় অপেক্ষমাণ দেশি-বিদেশি সাংবাদিকরাও বঙ্গবন্ধুকে 'জয় বাংলা' বলে শুভেচ্ছা জানান। বঙ্গবন্ধুকে তখন বেশ গম্ভীর দেখাচ্ছিল। জাতীয় নেতার পরনে ছিল সফেদ পায়জামা-পাঞ্জাবি আর হাতা কাটা গলাবন্ধ কালো কোট (মুজিব কোট)।

প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণে আলোচনা বৈঠকে অংশ নেওয়ার উদ্দেশে বঙ্গবন্ধু প্রেসিডেন্ট ভবনের প্রধান ফটকে পৌঁছুলে একদল দেশি-বিদেশি সাংবাদিক বাঙালি জাতির প্রতিনিধিকে স্বাগত জানান।

বঙ্গবন্ধু গাড়ি থেকে নেমে কয়েক মিনিট তাদের সঙ্গে আলাপ করেন। এ সময় প্রেসিডেন্ট ভবনের প্রধান ফটকের অদূরে সংরক্ষিত এলাকার বাইরে দাঁড়িয়ে

ছাত্র-জনতা 'জয় বাংলা', 'জয় বঙ্গবন্ধু' ধ্বনি দিয়ে প্রিয় নেতাকে অভিবাদন জানান।

বঙ্গবন্ধুর গাড়ি সদর দরজা পেরিয়ে কালো পতাকা উড়িয়ে প্রেসিডেন্ট ভবনের বারান্দায় এসে পৌঁছুলে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এসে বাঙালি জাতির নেতাকে স্বাগত জানিয়ে মূল আলোচনা কক্ষে নিয়ে যান। সকাল এগারোটায় রুদ্ধদ্বার কক্ষে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার দণ্ডধারী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ও সংসদীয় ক্ষমতার অধিকারী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে শুরু হয় একান্ত আলোচনা। বৈঠক চলে আড়াই ঘণ্টা ধরে।

বৈঠক শেষে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া তাঁর বাসভবনের বারান্দার সিঁড়ি পর্যন্ত এসে বঙ্গবন্ধুকে বিদায় জানান। বঙ্গবন্ধু প্রেসিডেন্ট ভবনের প্রধান ফটকে পৌঁছুলে দেশি-বিদেশি সাংবাদিক ও আলোকচিত্র শিল্পীরা তাঁর গাড়ি ঘিরে ধরেন। বঙ্গবন্ধু স্বেচ্ছায় গাড়ি থেকে নেমে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন। তিনি সাংবাদিকদের জানান, 'আমি রাজনৈতিক ও অন্যান্য সমস্যা সম্পর্কে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলোচনা করেছি। আরও আলোচনা হবে। এটি দু-এক মিনিটের ব্যাপার নয়। এজন্য সময়ের দরকার। আলোচনা চলবে। কাল সকালে আমরা আবার বসছি। এর চেয়ে বেশি কিছু আমার বলার নেই।'

প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে সরাসরি ধানমন্ডির বাসভবনে ফিরে বঙ্গবন্ধু দলের শীর্ষস্থানীয় সহকর্মীদের সাথে আলোচনায় বসেন। বিকেল পর্যন্ত এই বৈঠক চলে। রাত আটটায় বঙ্গবন্ধু পুনরায় সহকর্মীদের সাথে আলোচনায় বসেন। গভীর রাত পর্যন্ত এই বৈঠক চলে। দুদফা সহকর্মীদের সাথে আলোচনার ফাঁকে বিকেলে বঙ্গবন্ধু তাঁর বাসভবনে কনভেনশন মুসলিম লীগ প্রধান ফজলুল কাদের চৌধুরীকে সাক্ষাৎদান করেন। তাঁরা কিছুক্ষণ এক সাথে কাটান।

অসহযোগ আন্দোলনের পঞ্চদশ দিবস। সকালে যখন প্রেসিডেন্ট ভবনে মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনা চলছিল ঠিক তখন সারা বাংলায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের আহ্বানে পালিত হচ্ছে অসহযোগ আন্দোলন। বঙ্গবন্ধু যেসব সরকারি, আধাসরকারি ও স্বশাসিত অফিস চালু রাখার নির্দেশ দিয়েছেন কেবল সেসব ছাড়া সারা বাংলায় অন্যসব অফিস-আদালত ও প্রতিষ্ঠানে কর্মচারীদের অসহযোগিতা অব্যাহত থাকে। রাজধানী ঢাকায় একমাত্র প্রেসিডেন্ট ভবন ছাড়া সর্বত্র কালো পতাকা ওড়ে।

ঢাকা হাইকোর্ট প্রাঙ্গণে আইনজীবীদের এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে আসাদুজ্জামান খান সভাপতিত্ব করেন। চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকরা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সভা করেন। সভা শেষে মিছিল বের করা হয়। মিছিলে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন ও শিল্পী মর্তুজা বশীর নেতৃত্ব দেন। বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে ব্রতচারী আন্দোলনের অনুশীলন শুরু হয়। বিকেলে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শিল্পী ও সাহিত্যিকরা কবিতা পাঠ ও গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন।

বুলবুল ললিতকলা একাডেমীর শিল্পীরা ধানমন্ডিতে দেশগান পরিবেশন করেন। বিকেলে ডাক বিভাগের কর্মীরা বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে সমাবেশ শেষে রাজপথে শোভাযাত্রা বের করেন। টঙ্গীতে শ্রমিকরা একটি দীর্ঘ ও সুশৃঙ্খল জঙ্গী মিছিল বের করেন। নারায়ণগঞ্জে শীতলক্ষ্যায় ডকইয়ার্ড শ্রমিকরা নৌ-মিছিল বের করেন। সারাদেশে সভা ও শোভাযাত্রার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে যে-কোনো ত্যাগ স্বীকারের জন্য দৃঢ়সংকল্প ব্যক্ত করা হয়।

ভারত সরকার তার ভূখণ্ডের ওপর দিয়ে সমস্ত বিদেশি বিমানের পূর্ব পাকিস্তানে গমন নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিদেশি বিমানে পূর্ব পাকিস্তানে সৈন্য পরিবহন বন্ধ করার জন্যই এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

ভারতের সর্বোদয় নেতা জয় প্রকাশ নারায়ণ নয়াদিল্লিতে বলেন, জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকারে বিশ্বাসী বিশ্বের প্রতিটি মানুষ ও সরকারের উচিত শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশকে অকুণ্ঠ সমর্থন দেওয়া। তিনি এক বিবৃতিতে বঙ্গবন্ধুর অসাধারণ নেতৃত্বের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলেন, এই উপমহাদেশে গান্ধীজীর পর বাংলাদেশের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানই এতটা বিশাল আয়তনে অহিংস শক্তি প্রদর্শনের ক্ষমতা লাভ করলেন। বাংলাদেশের নেতা যেভাবে সাফল্যের সাথে জনসাধারণকে সর্বাত্মক ঐক্যে তাঁর পেছনে কাতারবন্দী করতে সক্ষম হয়েছেন, সমগ্র ইতিহাসে অন্য কোনো নেতার জীবনে এমন দৃষ্টান্ত খুঁজে বের করা খুবই দুষ্কর।

জয় প্রকাশ নারায়ণ আরও বলেন, শেখ মুজিবুর রহমান বিভিন্ন উস্কানির মুখেও নিজের পক্ষের সুবিশাল সমর্থনকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে যে ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন, তা অতুলনীয়। এই অশান্ত উন্মুক্ত পৃথিবীতে শেখ মুজিবের প্রেরণা-দীপ্ত দৃষ্টান্ত নিশ্চয়ই একটি গঠনমূলক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিতে সক্ষম হবে বলে আমার বিশ্বাস। তিনি মত প্রকাশ করেন, শেখ মুজিবুর রহমান সমগ্র বিশ্বের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি যে আহ্বান জানিয়েছেন তাতে প্রতিটি স্বাধীন ও মানবতাবাদী মানুষের সাড়া দেওয়া উচিত।

ময়মনসিংহে এক জনসভায় ন্যাপ প্রধান মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর পদ অলঙ্কৃত করার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি আহ্বান জানান। ন্যাপ প্রধান বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর ও পশ্চিম পাকিস্তানে জুলফিকার আলী ভুট্টোর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রতি আহ্বান জানান।

শাসনতন্ত্র প্রণয়নের আগে আওয়ামী লীগ ও পিপলস পার্টির সমন্বয়ে একটি কোয়ালিশন সরকার গঠন সংক্রান্ত পিপিপি চেয়ারম্যান ভুট্টোর প্রস্তাবের তীব্র সমালোচনা করে পশ্চিম পাকিস্তানি নেতারা পৃথক পৃথক বিবৃতি দেন। লাহোরে কাউন্সিল মুসলিম লীগ প্রধান মিয়া মোমতাজ মোহাম্মদ খান দৌলতানা বলেন, পাকিস্তান একটি, সুতরাং দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রশ্ন উঠতে পারে না।

বাহাওয়ালপুরে যুক্তফ্রন্টের নেতা মিয়া নিজামউদ্দিন হায়দার বলেন, ভুট্টো প্রকৃতপক্ষে দুই শাসনতন্ত্র, দুই সরকার ও দুই দেশ চাচ্ছেন। করাচিতে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি কাজী ফয়েজ মোহাম্মদ বলেন, গণতন্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ দল একটি, অতএব সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে, অন্যের কাছে নয়। করাচিতে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ খলিল আহমদ তিরমিজি বলেন, পাকিস্তানে পাঁচটি প্রদেশ। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান নামে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে দেশের ৫টি প্রদেশেরই অবিসংবাদিত জাতীয় নেতার স্বীকৃতি লাভ করেছেন। রাওয়ালপিন্ডি বারের ৩১ জন বিশিষ্ট আইনজীবী এক যুক্ত বিবৃতিতে মত প্রকাশ করেন, পিপিপি প্রধান ভুট্টোর প্রস্তাব গ্রহণ করা হলে এক দেশে চারটি কেন্দ্রীয় সরকারের সৃষ্টি হবে। এ ফর্মুলার প্রতিবাদে লাহোরে তিনটি ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ১২ ঘণ্টার প্রতীক অনশন ধর্মঘট পালন করেন।

এদিকে দুহাজারেরও বেশি অবাঙালিকে নিয়ে বিশেষ ব্যবস্থায় একটি যাত্রীবাহী জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দর থেকে করাচি রওয়ানা হয়। জাতীয় শিপিং করপোরেশনের দুজন বাঙালি পরিচালক সংস্থার ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কাছে শেয়ারহোল্ডারদের পক্ষ থেকে পাঠানো এক তারবার্তায় বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সংস্থার জাহাজে করে পূর্ব পাকিস্তানে সৈন্য ও সমরাস্ত্র আনার প্রতিবাদ জানান।

## ১৭ মার্চ বুধবার ১৯৭১

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৫২তম জন্মদিন। ভোর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত সমাজের সর্বস্তরের মানুষ মিছিল করে বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির ৩২ নম্বর রোডস্থ বাসভবনে গিয়ে তাদের প্রাণপ্রিয় নেতাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানান। সেই সাথে তাঁর প্রতি তাদের অকুণ্ঠ সমর্থনের কথা ঘোষণা করেন।

বঙ্গবন্ধু ঘোষিত বাংলার অসহযোগ আন্দোলনের ষষ্ঠদশ দিবস। সকাল ১০টায় বাংলাদেশের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সাথে দ্বিতীয় দফা বৈঠকে মিলিত হন। কড়া সামরিক প্রহরার মধ্যে রমনার প্রেসিডেন্ট ভবনে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক প্রায় এক ঘণ্টা স্থায়ী হয়। এই রুদ্ধদ্বার বৈঠকে তৃতীয় কেউ উপস্থিত ছিলেন না। বৈঠক শেষে প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে বেরিয়ে এলে প্রধান ফটকের সামনে অপেক্ষমাণ দেশি-বিদেশি সাংবাদিকরা বাঙালির প্রতিনিধিত্বকারী নেতাকে ঘিরে ধরেন। এ সময় স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ককে বেশ গম্ভীর দেখাচ্ছিল।

বঙ্গবন্ধু এখানে সাংবাদিকদের সাথে সংক্ষিপ্ত আলাপকালে বলেন, আলোচনা এখনও শেষ হয়ে যায়নি। তবে আলোচনার পরবর্তী সময়ও ঠিক হয়নি। আলোচনা চলছে। লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলনও চলবে। এর বেশি আর কিছু আমার বলার নেই।

সাংবাদিকদের সাথে আলোচনা শেষে বঙ্গবন্ধু সরাসরি তাঁর বাসভবনে ফিরে যান। নেতার গাড়ি বাসভবনের দিকে যাওয়ার সময় রাস্তার দুপাশে অপেক্ষমাণ জনতা ও পথচারীরা 'জয় বাংলা', 'জয় বঙ্গবন্ধু' ধ্বনি দিতে থাকেন। সাংবাদিকরাও বঙ্গবন্ধুকে অনুসরণ করে তাঁর বাসভবনে গিয়ে পৌঁছান।

বাসভবনে পৌঁছানোর পর দেশি-বিদেশি সাংবাদিকদের অনুরোধে বঙ্গবন্ধু তাঁদের সঙ্গে এক ঘরোয়া আলোচনায় মিলিত হন। এ সময় জনৈক বিদেশি সাংবাদিক বাংলাদেশের নেতাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে জানতে চান, আজ ৫২তম জন্মদিনে আপনার সবচেয়ে বড় কামনা কি?

বঙ্গবন্ধু বলেন, জনগণের সার্বিক মুক্তি।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমি জন্মদিন পালন করি না। আমার জন্মদিনে মোমবাতি জ্বালাই না, কেকও কাটি না।

বঙ্গবন্ধু বলেন, আমি জনগণেরই একজন। আমার জন্মদিনই কি, আর মৃত্যুদিনই কি! আমার জনগণের জন্যই আমার জীবন ও মৃত্যু। আপনারা আমাদের জনগণের অবস্থা জানেন। অন্যের খেয়ালে যে-কোনো মুহূর্তে তাদের মৃত্যু হতে পারে।

প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আজকের বৈঠক প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বলেন, আলোচনা চলবে।

বৈঠকে তাঁর চার দফা পূর্বশর্ত নিয়ে আলোচনা হয়েছে কি না জানতে চাওয়া হলে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, আমি বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করছি। আমি যখন আলোচনা করি অবশ্যই আমার দাবির কথাও বলি।

আলোচনা ফলপ্রসূ হচ্ছে কি না প্রশ্নের জবাবে বঙ্গবন্ধু বলেন, আলোচনা ফলপ্রসূ হচ্ছে, না নিরর্থক হচ্ছে জানি না। কেবল এটুকু বলতে পারি, আলোচনা চলছে।

জনৈক বিদেশি সাংবাদিক আজকের বৈঠক এত সংক্ষিপ্ত হলো কেন জানতে চাইলে বঙ্গবন্ধু নিরুত্তর থেকে মৃদুহেসে এ প্রশ্নের নীরব জবাব দেন। তখন প্রশ্নকর্তা পাল্টা প্রশ্ন করেন, আমরা কি এই হাসি থেকে কিছু অনুমান করে নিতে পারি? বঙ্গবন্ধু হাসতে হাসতেই বলেন, আপনার মুখেওতো মৃদুহাসির রেখা দেখা যাচ্ছে। আমি জাহান্নামে বসেও হাসতে পারি।

দু-একদিনের মধ্যে তাঁর তরফ থেকে কোনো ঘোষণা আশা করা যায় কি—জানতে চাওয়া হলে বঙ্গবন্ধু প্রত্যয়দীপ্তকণ্ঠে বলেন, সময় এলে সব বলব। আমার কাছে কোনো গোপন কারবার নেই।

বঙ্গবন্ধুর এই কথার পর আর একজন বিদেশি সাংবাদিক অনুযোগের সুরে বলেন, আপনি তো কিছুই বললেন না?

বঙ্গবন্ধুর তাৎক্ষণিক পাল্টা প্রশ্ন, সত্যিই কি কিছুই বলিনি? আমি কি আন্দোলন প্রত্যাহার করেছি?

বঙ্গবন্ধু স্বভাবসুলভ জলদগম্ভীর কণ্ঠে বলেন, আমাদের আন্দোলন চলছে। মূল লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।

একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলোচনায় আপনি কি হতাশ?

তিনি বলেন, হতাশা বা নিরুৎসাহের প্রশ্ন ওঠে না। আমাদের আন্দোলন চলছে। আমাদের জনসাধারণ যে-কোনো ত্যাগের বিনিময়ে নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য দৃঢ়ভাবে সংকল্পবদ্ধ। আমি নিশ্চিত, ত্যাগের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ গণশক্তির অবশ্যম্ভাবী বিজয়কে কেউই রুখতে পারবে না। বঙ্গবন্ধুকে প্রশ্ন করা হয়, প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলোচনায় আপনি সুখী, না অসুখী?

আজীবন সংগ্রামী নেতার জবাব, আমি তো বলেছি জাহান্নামে বসেও আমার চিত্তে সুখের অভাব ঘটবে না। আমার চেয়ে বড় সুখী আর কে আছে? সাত কোটি মানুষ আমার পেছনে। পাহাড়ের মতো অটল তাদের মনোবল। আমার জনগণ আমাকে যা দিয়েছে তার কোনো তুলনা নেই। আমার জীবনের সবচেয়ে বড় পাওয়া আমার দেশবাসীর ভালোবাসা।

এ সময় বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠ আবেগে আপ্লুত হয়ে ওঠে।

প্রেসিডেন্ট আপনার বাসভবনে আসার পরিবর্তে আপনি আলোচনার জন্য প্রেসিডেন্ট ভবনে গেলেন কেন? জনৈক বিদেশি সাংবাদিকের এই প্রশ্নের জবাবে বঙ্গবন্ধু বলেন, প্রেসিডেন্ট ভবনটি বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাতেই অবস্থিত। আর বাংলাদেশের সব ঘরই আমার ঘর।

প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান কি তাঁর জেনারেলদের সঙ্গে আলোচনার জন্য সময় নিচ্ছেন? বঙ্গবন্ধুকে এই প্রশ্ন করা হলে তিনি প্রশ্নকর্তা সাংবাদিককে বলেন, এ প্রশ্ন প্রেসিডেন্টকে করুন।

ঘোষিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য তিনি বিদেশি সাহায্যের প্রত্যাশী কি—জানতে চাওয়া হলে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, না, আমার কোনো বৈদেশিক সাহায্যের দরকার নেই।

দেশি-বিদেশি সাংবাদিকদের সাথে আলোচনাকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বেশ উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল। বঙ্গবন্ধু এ সময় বিদেশি সাংবাদিকদের উদ্দেশে বলেন, আমাদের কি নেই? সবকিছু আছে আমাদের। অবারিত ফসলের ক্ষেত, উদার আকাশ, উর্বর পলির নদী, সোনালি ফসল পাট, আখ, তামাক, চা, পানির মাছ, বিরাট জনশক্তি—সব আছে আমাদের। আমরা চাই শুধু ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের অবসান। আমরা স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে জীবনযাপন করতে চাই।

রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধুর ৫১তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়। এ উপলক্ষে সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। বায়তুল মোকাররম মসজিদে বাদ আছর মিলাদ শেষে নেতার দীর্ঘায়ু কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে অত্যন্ত অনাড়ম্বর পরিবেশে তাঁর জন্মদিন পালন করা হয়। এ উপলক্ষে রাত পর্যন্ত দলীয় নেতা-কর্মী ছাড়াও সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বঙ্গবন্ধুর সাথে শুভেচ্ছা সাক্ষাৎকারে মিলিত হন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সদস্যরা নেতাকে বিপুলভাবে মাল্যভূষিত করেন। শিশু ও মহিলাসহ বঙ্গবন্ধুর সর্বস্তরের শুভার্থীরা বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করে চলমান আন্দোলনে তাঁর সর্বাঙ্গীণ সাফল্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন। রাতে ন্যাপ প্রধান মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী চট্টগ্রাম থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতার কাছে একটি তারবার্তা পাঠান। তারবার্তায় মওলানা ভাসানী চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর গণহত্যা সম্পর্কে সরেজমিনে অবহিত হওয়ার জন্য বঙ্গবন্ধুকে তাঁর পক্ষ থেকে প্রতিনিধি পাঠানোর পরামর্শ দেন।

সন্ধ্যায় চট্টগ্রামে স্থানীয় সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে মওলানা ভাসানী বলেন, পূর্ব বাংলা এখন স্বাধীন, সাড়ে সাত কোটি বাঙালি এখন স্বাধীনতার প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ।

বয়োবৃদ্ধ মজলুম জননেতা বলেন, আমার ৮৯ বছরে অতীতের সবকটি আন্দোলনের সাথে আমি জড়িত ছিলাম। কিন্তু একটি সার্বজনীন দাবিতে জনগণের মধ্যে বর্তমান সময়ের মতো একতা ও সহযোগিতা আমি এর আগে আর কখনো দেখিনি।

মওলানা ভাসানী সাংবাদিকদের কাছে বলেন, পাকিস্তানের সম্পদ ও দায়ের হিসাব এবং জনসংখ্যার ভিত্তিতে দেশের দুই অংশের মধ্যে এই সম্পদ ভাগ-বাটোয়ারার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রে একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের জন্য প্রেসিডেন্টের উচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে আহ্বান জানানো।

ঢাকা সফররত ওয়ালী ন্যাপের প্রধান খান আবদুল ওয়ালী খান বিকেলে প্রেসিডেন্ট ভবনে জেনারেল ইয়াহিয়ার সাথে এক বৈঠকে মিলিত হন। আলোচনা শেষে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, বর্তমান শাসনতান্ত্রিক সংকট নিরসনের জন্য জাতীয় পরিষদই যোগ্য স্থান। তিনি জানান, জাতীয় পরিষদে যোগদানের বিষয়ে তিনি আয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের ৪ দফা পূর্বশর্তকে পূর্ণভাবে সমর্থন করেন।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টোকে ঢাকা আসার আমন্ত্রণ জানান। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হামুদুর রহমানকেও ঢাকায় ডেকে পাঠান। প্রেসিডেন্ট সাবেক আইনমন্ত্রী বিচারপতি এ. আর. কর্নেলিয়াসের সাথেও বৈঠক করেন।

সামরিক কর্তৃপক্ষ মার্চের প্রথম সপ্তাহে বাংলাদেশে কি পরিস্থিতিতে বেসামরিক প্রশাসনের সাহায্যার্থে সেনাবাহিনী তলব করা হয়েছিল সে সম্পর্কে তদন্তের জন্য ৫ সদস্যের একটি তদন্ত কমিশন গঠনের কথা ঘোষণা করেন।

অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ষষ্ঠদশ দিবসে রাজধানীতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে সভা ও শোভাযাত্রা বের করা হয়। হাজার হাজার মানুষ শহীদ মিনারে গিয়ে বঙ্গবন্ধু ঘোষিত স্বাধীনতা সংগ্রামকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য শপথ নেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতির অংশ হিসেবে ছাত্রছাত্রীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ময়দানসহ বিভিন্ন এলাকায় কুচকাওয়াজ ও রাইফেল চালনার প্রশিক্ষণ শুরু করেন। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে বিভিন্ন অফিস-আদালত-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে। বিভিন্ন সংগঠনের সদস্য ও প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা মিছিলসহ বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে গিয়ে নেতার সাথে দেখা করে তাঁকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা এবং তাঁর প্রতি তাদের অকুণ্ঠ সমর্থনের কথা ঘোষণা করেন।

বিকেলে মোহাম্মদপুরে এক জনসভায় ছাত্রলীগ সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে শরীক হওয়ার জন্য স্থানীয় অবাঙালি নাগরিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, আপনারা বাংলার মাটি ও মানুষের সাথে একাত্ম হয়ে যান।

স্বাধীন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আগামী ২৩ মার্চ পাকিস্তান দিবসকে 'প্রতিরোধ দিবস' হিসেবে পালনের কর্মসূচি ঘোষণা করে। এ উপলক্ষে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ নেতৃবৃন্দ ২৩ মার্চ সকাল ৬টায় সরকারি-বেসরকারি অফিস, আদালত, শিক্ষা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং সকল প্রকার যানবাহনে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন, প্রভাতফেরি, শহীদানের কবর জিয়ারত, শহীদ মিনারে পুষ্পমাল্য অর্পণ, 'জয় বাংলা' বাহিনীর কুচকাওয়াজ এবং বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বটতলায় ছাত্র-জনসভার কর্মসূচি ঘোষণা করেন। ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ আগামী ২৪ মার্চ আউটার স্টেডিয়ামে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সমাবেশ অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করে।

লাহোরে পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনীতিকবৃন্দ পৃথক পৃথক বিবৃতিতে জনাব ভুট্টোর দুই অংশের দুটি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রস্তাব প্রসঙ্গে বলেন, সাধারণ নির্বাচন গোটা দেশের জন্য হয়েছে। দুই অংশের জন্য পৃথক পৃথকভাবে নির্বাচন হয়নি। কাজেই জাতীয় পরিষদে একটি মাত্র মেজরিটি পার্টি থাকবে। ভুট্টোর প্রস্তাব পাকিস্তানকে বিভক্ত করার ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়। ভুট্টো দেশের বিচ্ছিন্নতা চান, তাই তিনি দুই অংশের মেজরিটি দলের কাছে ক্ষমতা দেওয়ার দাবি তুলেছেন। সরকার গঠনের জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে পিপি প্রধান জেড. ভুট্টোকে নয়, মেজরিটি পার্টির নেতা আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানকে আমন্ত্রণ জানাতে হবে।

## ১৮ মার্চ বৃহস্পতিবার ১৯৭১

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে চলমান অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সপ্তদশ দিবস। সরকারি-বেসরকারি ভবনের শীর্ষে কালো পতাকা উড়িয়ে, অফিস আদালতে অনুপস্থিত থেকে সর্বশ্রেণীর কর্মচারীরা নেতা ঘোষিত সংগ্রামের কর্মসূচিকে সফল করে তোলেন।

ঢাকার রাজপথ ছাত্র-শ্রমিক-জনতার পদচারণায় প্রকম্পিত হয়। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বিভিন্ন সংগঠন ও সমাজের সর্বস্তরের মানুষ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা সংগ্রামের কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য দীপ্ত শপথ গ্রহণ করেন। সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ছাত্র-জনতা অকুণ্ঠ চিত্তে এককণ্ঠ হয়ে বাংলাদেশের নেতার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালনের কথা ঘোষণা করেন।

গতকাল মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠকের পর পরবর্তী বৈঠকের কোনো সময় নির্ধারিত না হওয়ায় জনমনে উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়। ভোর থেকে রাত পর্যন্ত উৎসুক জনতা তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে ভিড় জমান। পয়লা মার্চ থেকে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনটি কেবল সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী যে জনগণ, তাদের পরিচালন কেন্দ্রেই পরিণত হয়নি, সেই সাথে হয়ে ওঠে মুক্তিকামী মানুষের মিলন ক্ষেত্রও। ১ মার্চ সামরিক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বাংলার মানুষের মৌলিক অধিকার অগণতান্ত্রিকভাবে খর্ব করার পর থেকে বঞ্চিত-নির্যাতিত-বিক্ষুব্ধ গণমানুষের ঢল নামে বাংলাদেশের জনগণের অবিসংবাদিত নেতার বাসভবনে। প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা সমাজের সর্বস্তরের হাজার হাজার মানুষ ছুটে আসে তাদের প্রাণপ্রিয় নেতার প্রতি সমর্থন জানাতে। নেতার জ্বালাময়ী বক্তৃতা শুনে, নির্দেশ নিয়ে, স্বাধীনতার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ফিরে যান তাঁর নিজ নিজ অবস্থানে। তারপর সংগঠিত করেন নিজেদের, গড়ে তোলেন সংগ্রাম পরিষদ, প্রস্তুতি নিতে থাকেন চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য, আর অপেক্ষায় থাকেন নেতার পরবর্তী নির্দেশের। বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা ঘোষণা করে দেশবাসীকে চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দেওয়ার পর থেকেই ৭ কোটি বাঙালির দৃষ্টি কেবল নয়, সারা বিশ্বের দৃষ্টি বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে নিবদ্ধ।

সারাদিন ধরে মিছিলের পর মিছিল করে বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষ স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়কের প্রতি তাদের অকুণ্ঠ সমর্থন জানাতে এলে বঙ্গবন্ধু প্রতিটি মিছিলের প্রতি 'জয় বাংলা' ধ্বনি দিয়ে সমবেত জনতার স্লোগান ও করতালির জবাব দেন। সহকর্মীদের সাথে আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে বঙ্গবন্ধু বার বার বৈঠক থেকে উঠে এসে শোভাযাত্রাকারীদের উদ্দেশে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। একের পর এক সমবেত মিছিলকারীদের প্রতি স্বাধীনতা সংগ্রামের সর্বাধিনায়ক বলেন, তোমরা চরম প্রস্তুতি নিয়ে ঘরে ঘরে সংগ্রামী দুর্গ গড়ে তোল। যদি তোমাদের ওপর আঘাত আসে তা প্রতিহত করে শত্রুর ওপর পাল্টা আঘাত হেনো।

জনতাকে চূড়ান্ত লড়াইয়ে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, মুক্তিসংগ্রামের পতাকা আরও ওপরে তুলে ধর। সাত কোটি শোষিত-বঞ্চিত বাঙালির সার্বিক মুক্তি না আসা পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাও। মনে রাখবা, চরম ত্যাগের বিনিময়ে হলেও আমরা মূল লক্ষ্যে পৌঁছাবই। প্রয়োজনে আমরা রক্ত দিয়েই আমাদের দাবি আদায় করব। তবু বীর শহীদদের রক্ত বৃথা যেতে দেব না।

বঙ্গবন্ধু প্রতিটি মিছিলের উদ্দেশে সুশৃঙ্খল ও ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন, দাবি আদায় করতেই হবে। এ জন্য ধৈর্য, শৃঙ্খলা ও ঐক্য চাই। শান্তিপূর্ণভাবে দাবি আদায় হয় তো ভালো, নইলে সংগ্রামের দুর্গম পথ ধরেই আমরা আমাদের ঈপ্সিত লক্ষ্যস্থলে পৌঁছাবো।

অনেক সময় মিছিলকারীরা স্বাধীনতার সপক্ষে স্লোগান দিতে থাকলে বাংলাদেশের স্বাধীনতার উদ্যোক্তা তাদের উদ্দেশে বলেন, তোমরা স্বাধীনতা পাবে, ধৈর্য ধরো।

বঙ্গবন্ধু তাঁর বাসভবনের সামনে সমবেত ব্যাংক কর্মচারীদের উদ্দেশে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন, প্রয়োজন হলে বাংলাদেশের সমস্ত ব্যাংক জনগণের নিয়ন্ত্রণে আনা হবে। বাংলাদেশে কার্যরত ব্যাংকগুলো জাতীয়করণের পর এগুলোর পরিচালন কাজ জনগণ নিয়ন্ত্রণ করবে।

বিপুলসংখ্যক দেশি-বিদেশি সাংবাদিক বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে এসে তাঁর সাথে দেখা করেন। বঙ্গবন্ধু বিদেশি সাংবাদিকদের দৃষ্টি তার বাসভবনে আসা জনতার ঢলের প্রতি আকর্ষণ করে বলেন, বন্ধুরা দেখুন, আমার দেশের মানুষ আজ মুক্তির প্রতিজ্ঞায় কী অটল-অবিচল। দেখুন, সংগ্রাম আর ত্যাগের মন্ত্রে তারা কেমন উজ্জীবিত। কার সাধ্য আছে এই উত্তাল জনসমুদ্রকে রোখে?

বঙ্গবন্ধু বিদেশি সাংবাদিকদের বলেন, আপনারা দেখুন, আমার দেশ আজ জেগেছে। আমার জনগণ স্বাধীনতার জন্য জীবন দিতে শিখেছে। স্বাধীনতার জন্য আত্মত্যাগের অগ্নিশপথদীপ্ত জাগ্রত জনতার এই জীবন জোয়ারকে, এই গণবিস্ফোরণকে স্তব্ধ করবে এমন শক্তি মেশিনগানেরও নেই।

বিদেশি সাংবাদিকদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকারকালে জনৈক সাংবাদিক জানতে চান, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশে আরও সৈন্য আনা হচ্ছে সে সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু কিছু জানেন কি না? জবাবে বাংলাদেশের নেতা বলেন, আমার দেশের মাটিতে যা কিছুই ঘটে সব খবরই আমি রাখি।

এর আগে সকালে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান ও ওয়ালী ন্যাপ প্রধান ওয়ালী খান এক বৈঠকে মিলিত হন। বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে রুদ্ধদ্বার কক্ষে এক ঘণ্টা স্থায়ী এ বৈঠকে পশ্চিম পাকিস্তান ন্যাপের সভাপতি গাউস বক্স বেজোঞ্জোও উপস্থিত ছিলেন।

রাতে বঙ্গবন্ধু সেনাবাহিনী তলব সংক্রান্ত তদন্ত কমিটি প্রসঙ্গে সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি দেন। বিবৃতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বলেন, আমরা এ ধরনের তদন্ত কমিশন চাইনি। আমরা চেয়েছিলাম সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও প্রকাশ্য তদন্ত। যে তদন্ত কমিশনের কথা ঘোষণা করা হয়েছে তা বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে আমার উত্থাপিত দাবির পরিপূরক নয়। তাই আমি এই কমিশন মেনে নিতে পারি না।

বঙ্গবন্ধু সামরিক তদন্ত কমিশনের সাথে সহযোগিতা না করার জন্য সবার প্রতি নির্দেশ দিয়ে বিবৃতিতে বলেন, বাংলাদেশের জনসাধারণ এ ধরনের ধোঁকাবাজ তদন্ত কমিশনের সাথে কোনো সহযোগিতা করতে পারে না। অতএব কেউ এই কমিশনের কোনো সদস্য মনোনীত হবেন না এবং কেউ এর অধীনে কাজ করবেন না।

রাতে সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়, আগামীকাল সকাল এগারোটায় প্রেসিডেন্ট ভবনে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান ও প্রেসিডেন্ট আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের মধ্যে বর্তমান রাজনৈতিক সঙ্কট সম্পর্কে তৃতীয় দফা আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে।

সকালে সেনাবাহিনীর সদস্যরা তেজগাঁওয়ে ও মহাখালীতে শ্রমিকদের ট্রাকে হামলা চালায়। সৈন্যরা এই দুই স্থানে নিরস্ত্র ট্রাক আরোহীদের নির্মমভাবে প্রহার করে এবং তাদের টাকা-পয়সা ছিনিয়ে নেয়। এসব ঘটনায় নগরীতে জনসাধারণের মধ্যে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। জনগণ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। শ্রমিকরা মিছিল করে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে এসে এসব ঘটনা সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করে।

রাতে এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির উপ-নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি দেন। বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়, আমাদের বারবার প্রতিবাদ সত্ত্বেও সেনাবাহিনীর দায়িত্বজ্ঞানহীন কার্যকলাপ অব্যাহত রয়েছে। ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় সৈন্যরা সম্পূর্ণ বিনা অজুহাতে নিরস্ত্র-নিরীহ-নিরপরাধ অসামরিক বাসিন্দাদের অপদস্থ, হয়রানি ও নির্যাতন করছে। ঢাকাসহ সারাদেশে সেনাবাহিনীর উস্কানিমূলক তৎপরতা অব্যাহত থাকায় জনগণ আজ বিক্ষুব্ধ। আমরা পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিতে চাই, এ ধরনের উস্কানিমূলক আচরণ তা যে-কোনো মহলেরই হোক না কেন, আর সহ্য করা হবে না। এর ফলাফলের দায়িত্ব উস্কানিদাতাদেরই সম্পূর্ণ বহন করতে হবে।

বাংলাদেশের জন্য খাদ্যশস্যবাহী 'ইরনা এলিজাবেথ' নামের আরেকটি জাহাজের গতিপথ বদল করে চট্টগ্রাম থেকে করাচি নিয়ে যাওয়া হয়।

চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর সাম্প্রতিক গুলিবর্ষণ ও অন্যান্য ঘটনা সম্পর্কে সরেজমিনে তদন্তের জন্য বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে তিন সদস্যের একটি দলীয় তদন্ত দল

ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম যান। ঢাকায় বিমান বাহিনীর প্রাক্তন বাঙালি সৈনিকরা স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে সংগ্রাম কমিটি গঠন করেন। প্রাক্তন বিমানসেনারা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে তাদের সর্বশক্তি ও সম্পদ নিয়োগ করে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে যে-কোনো ত্যাগ স্বীকারের শপথ নেন।

করাচিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে পিপলস পার্টি প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো বলেন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নে আলোচনার জন্য তাকে ঢাকায় আসার যে আমন্ত্রণ জানান তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

এ প্রসঙ্গে জনাব ভুট্টো বলেন, ঢাকা যাওয়ার ব্যাপারে তিনি প্রেসিডেন্টের কাছে কয়েকটি বিষয়ে ব্যাখ্যা চেয়েছিলেন। কিন্তু সে ব্যাপারে ঢাকা থেকে কোনো জবাব না আসায় তিনি ঢাকা না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

কাউন্সিল মুসলিম লীগ নেতা মিয়া মমতাজ দৌলতানা করাচিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, তার দল কেন্দ্র ও প্রদেশগুলোতে বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করতে রাজি আছে। তার দল মনে করে, আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের চার দফা পূর্বশর্ত মেনে নেওয়া উচিত। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের উচিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের জন্য উদ্যোগ নেওয়া। তবে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হলে তাতে অবশ্যই পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন দলেরও প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে।

## ১৯ মার্চ শুক্রবার ১৯৭১

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে অসহযোগ আন্দোলনের অষ্টাদশ দিবস। ঢাকার অদূরে জয়দেবপুরে জনতা ও সেনাবাহিনীর সদস্যদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষে কমপক্ষে ৫০ জন স্বাধীনতা সংগ্রামী নিহত ও দুশতাধিক আহত হন। সন্ধ্যায় জয়দেবপুর শহরে অনির্দিষ্টকালের জন্য সান্ধ্য আইন জারি করা হয়।

জয়দেবপুর রাজবাড়ীতে অবস্থানরত ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি জওয়ানদের সেনানিবাসে ফিরিয়ে নেওয়ার পূর্ব চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে সামরিক কর্তৃপক্ষ সকালে বাঙালি সৈন্যদের নিরস্ত্র করার উদ্দেশ্যে জনৈক পাঞ্জাবি ব্রিগেডিয়ারের নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর একটি দলকে ঢাকা থেকে জয়দেবপুরে পাঠান। সকাল এগারোটার দিকে সেনাবাহিনীর দলটি জয়দেবপুর বাজারে পৌঁছেই স্থানীয় লোকজনের ওপর চড়াও হয়। এরপর তারা জয়দেবপুর চৌরাস্তায় নিরস্ত্র ও নিরপরাধ লোকজনের ওপর হামলা চালায়। সকাল থেকেই বেসামরিক লোকজন জয়দেবপুর চৌরাস্তার ওপর ব্যারিকেড রচনা করেছিলেন। ঢাকা থেকে আসা সেনাবাহিনী চৌরাস্তায় জনসাধারণকে ব্যারিকেড ভাঙার নির্দেশ দিলে জনগণ তা প্রত্যাখ্যান করায় তাদের ওপর হামলা চালানো হয়। নিরস্ত্র জনতা সেনাবাহিনীর

হামলা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করলে তাদের ওপর নির্বিচার গুলিবর্ষণ শুরু হয়। সেনাবাহিনীর গুলিতে এখানে বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী হতাহত হয়। সেনাবাহিনীর গুলিবর্ষণের খবর ছড়িয়ে পড়লে সারা শহর উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। আশপাশের বিভিন্ন এলাকা থেকে দলে দলে লোকজন তীর-ধনুক, বল্লম-টোটা, দা-কুড়াল, বন্দুক প্রভৃতি নিয়ে শহরের দিকে ছুটে আসে। পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যাতে জয়দেবপুর রাজবাড়ীতে অবস্থানরত বাঙালি সৈনিকদের নিরস্ত্র করতে এবং সমরাস্ত্র কারখানা দখল করে সেখান থেকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঢাকা যেতে না পারে সে জন্য জনতা স্থানে স্থানে অসংখ্য ব্যারিকেড গড়ে তোলে। সৈন্যদের প্রতিরোধের জন্য জয়দেবপুর রেলগেটের ওপর রেলবগি ও অন্যান্য ভারী জিনিস দিয়ে সুদৃঢ় ব্যারিকেড তৈরি করা হয়।

দুপুর আড়াইটার দিকে রেলগেটের ওপর জনতা ও সেনাবাহিনী মুখোমুখি হয়। এ সময় শত শত লোক সেনাবাহিনীর গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রদর্শন করার সময় সৈন্যরা কোনো হুঁশিয়ারি ছাড়াই জনতার ওপর ফের গুলিবর্ষণ শুরু করে। এখানে জনতার পক্ষ থেকে সৈন্যদের প্রতি পাল্টা গুলিবর্ষণ করা হলে উভয় পক্ষে বন্দুকযুদ্ধ শুরু হয়। পরে এই সংঘর্ষ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। রাজবাড়ী এলাকায় বাঙালি ও পাকিস্তানি সৈন্যদের মধ্যে এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে গুলি বিনিময় হয়। পরে পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দলটি ঢাকা ফিরে যাবার সময় চৌরাস্তায় জনতা তাদের বাধা দিলে এখানে তুমুল সংঘর্ষ শুরু হয়। এ সময় সৈন্যরা আশপাশের গ্রামবাসীর ওপরও হামলা চালায়। তারা নারী ও শিশুদের ওপর নির্যাতন চালায়। সৈন্যরা ঢাকায় ফেরার পথে টঙ্গীর বোর্ডবাজারে জনতার প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়। এখানে তারা নিরস্ত্র জনতার ওপর বেয়নেট চার্জ করে।

সন্ধ্যায় সেনাবাহিনী জয়দেবপুরে সান্ধ্য আইন জারি করে তাদের খোয়া যাওয়া অস্ত্রশস্ত্র অনুসন্ধানের নামে নিরীহ ও নিরপরাধ লোকজনের ওপর পাশবিক অত্যাচার চালায়। বহু লোককে অজ্ঞাতস্থানে ধরে নিয়ে যায়।

জয়দেবপুরে নিরস্ত্র নাগরিকদের ওপর সেনাবাহিনীর গুলিবর্ষণের তীব্র নিন্দা জানিয়ে সন্ধ্যায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, যারা বুলেট বা শক্তি দিয়ে গণআন্দোলন স্তব্ধ করবেন বলে ভেবেছেন তারা বোকার স্বর্গে বাস করছেন। বাংলাদেশের মানুষ সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান চায়। কিন্তু এর অর্থ এই নয়, তারা শক্তি প্রয়োগকে ভয় পায়।

নিজ বাসভবনে বঙ্গবন্ধু সাংবাদিকদের বলেন, জয়দেবপুরে গুলিবর্ষণের ঘটনা উস্কানিমূলক। সামরিক বাহিনী ঘোষণা করেছে, সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফেরত নেওয়া হয়েছে। যদি তাই সত্যি হয়, তাহলে কিভাবে সেনাবাহিনীর লোকেরা জয়দেবপুরে নিরস্ত্র নাগরিকদের ওপর গুলি চালাল? প্রেসিডেন্ট ও সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে আমি এ প্রশ্নের জবাব চাই।

বঙ্গবন্ধু আরও ঘোষণা করেন, পরিণতি যাই হোক না কেন জনগণের সংগ্রাম চলবেই। বাঙালিরা রক্ত দিতে, প্রাণ দিতে শিখেছে, তাদের দাবায়ে রাখার সাধ্য আর কারও নেই।

এর আগে রাজধানীতে জয়দেবপুরে সেনাবাহিনীর গুলিবর্ষণের খবর এসে পৌঁছলে নগরবাসী বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় নেমে এসে সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। লাঠি-সোটা, বর্শা-বল্লম নিয়ে শোভাযাত্রা বের করা হয়। বিকেলে বিক্ষুব্ধ মিছিলকারীরা বঙ্গবন্ধুর বাসভবনের সামনে সমবেত হলে সেনাবাহিনীর গুলিবর্ষণের তীব্র নিন্দা করে বঙ্গবন্ধু বলেন, যত শক্তিই প্রয়োগ করা হোক, সাত কোটি বাঙালির দাবি নস্যাৎ করা যাবে না।

প্রত্যয়দৃপ্ত কণ্ঠে বঙ্গবন্ধু জনতার উদ্দেশে বলেন, আপনাদের স্বাধীকার অর্জনের জন্য কোনো ত্যাগকেই অসাধ্য বলে বিবেচনা করা হবে না।

বাঙালি জাতির নেতা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর উদ্দেশে বলেন, তোমরা আর কত রক্ত চাও? বাঙালির আর কত রক্ত পান করলে তোমাদের তৃষ্ণা মিটবে? তোমরা আর অস্ত্রের জোরে বাঙালিদের শাসন করতে চেও না। শক্তি প্রয়োগ করে আর বাঙালি জাতিকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যার সমাধান চাই।

একদিন বিরতির পর সকালে আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের মধ্যে তৃতীয় দফা আলোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। প্রেসিডেন্ট ভবনে দেড় ঘণ্টা স্থায়ী এই আলোচনা অনুষ্ঠানে তৃতীয় কেউ উপস্থিত ছিলেন না।

প্রেসিডেন্ট ভবনে যাওয়া-আসার পথে রাস্তার দুধারে অপেক্ষমাণ জনতা ও পথচারী তাদের প্রাণপ্রিয় নেতাকে 'জয়বাংলা', 'জয় বঙ্গবন্ধু' ধ্বনি দিয়ে স্বাগত জানায়। বৈঠক শেষে নিজ বাসভবনে দেশি-বিদেশি সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে বঙ্গবন্ধু বলেন, আগামীকাল সকালে আবার বৈঠক শুরু হবে। এ বৈঠকে দলের শীর্ষ নেতারা আমার সঙ্গে থাকবেন। তার আগে, আজ সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্ট ভবনে আমার দলের ও প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টারা আলোচনায় মিলিত হবেন।

সাংবাদিক সাক্ষাৎকারের সময় আগামীকালের উপদেষ্টা পর্যায়ের বৈঠক আজকের আলোচনার অগ্রগতির ইঙ্গিতবহ কি না প্রশ্ন করা হলে জবাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, এ ব্যাপারে আপনাদের খুশিমতো যা কিছু মনে করতে পারেন। দেশ ও বিশ্ববাসীর কাছে আমার ভূমিকা অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

বৈঠক চূড়ান্তের পথে কি না জানতে চাওয়া হলে বঙ্গবন্ধু বলেন, চূড়ান্ত কি না জানি না। তবে সমস্যার সমাধান যেমন সহজসাধ্য নয়, তেমনি সময় সাপেক্ষও বটে।

আলোচনার ধারা সম্পর্কে আওয়ামী লীগ প্রধান আশাবাদী কি না প্রশ্নের জবাবে বঙ্গবন্ধু বলেন, আমরা সবসময়ই ভালোটা আশা করি। তবে সবচেয়ে খারাপ কোনো কিছুর জন্যও আমরা সবসময় তৈরি থাকি।

বঙ্গবন্ধু পশ্চিম পাকিস্তানের নেতাদের সঙ্গে শাসনতান্ত্রিক সংকট সমাধানের ব্যাপারে আলোচনা-বৈঠকে মিলিত হবেন কি না জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, যিনিই আমার সঙ্গে আলোচনা করতে চান আমি তাঁকেই স্বাগত জানাবো। সবার জন্যই আমার দুয়ার খোলা।

জনগণের নেতা আরও বলেন, আপনারা নিশ্চয় লক্ষ করেছেন, পথের মানুষও যখন খুশি আমার বাসভবনে এসে আমার সঙ্গে দেখা করতে পারে, তার কথা আমাকে জানাতে পারে এবং আমি তাদের প্রতিটি কথাই মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করি।

এ সময় জনৈক বিদেশি সাংবাদিক বঙ্গবন্ধুকে প্রশ্ন করেন—আমরা দেখছি, আপনি সবসময় জনসাধারণকে 'জয় বাংলা' বলে সম্ভাষণ জানান। এই ধ্বনির মধ্যে বাংলার বিজয়ের কোনো সংকেত আছে কি?

জবাবে বঙ্গবন্ধু বলেন, আমি মুসলমান। সকালে ঘুম থেকে উঠে আল্লাহকে স্মরণ করার পরই আমি 'জয় বাংলা' বলি। মৃত্যুর সময় আমি আল্লাহর নাম নিয়ে 'জয় বাংলা' বলে ইহধাম থেকে বিদায় নিতে চাই।

রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে সরকারি-বেসরকারি ভবন ও বাসভবনে কালো পতাকা উত্তোলন করা হয়। সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মবিরতি চলে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে। সারা বাংলায় স্বাধীনতার দাবিতে সভা-শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্রছাত্রী ও তরুণ-তরুণীদের কুচকাওয়াজ ও অস্ত্র চালনা প্রশিক্ষণ চলে। বায়তুল মোকাররম মসজিদসহ সারা দেশের মসজিদে বাদ জুম্মা শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।

সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্ট ভবনে উপদেষ্টা পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে আওয়ামী লীগের পক্ষে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ ও ড. কামাল হোসেন এবং সরকারের পক্ষে বিচারপতি এ. আর. কর্নেলিয়াস, লে. জেনারেল পীরজাদা ও কর্নেল হাসান অংশ নেন। আলোচনা দুঘণ্টা স্থায়ী হয়।

সন্ধ্যায় চট্টগ্রামে ন্যাপ প্রধান মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া অহেতুক ঢাকায় এসে সময় নষ্ট করছেন। ইয়াহিয়া খানের বোঝা উচিত শেখ মুজিবের হাতে ক্ষমতা অর্পণ ছাড়া পাকিস্তানকে রক্ষা করা সম্ভব নয়। জেনারেল ইয়াহিয়ার মনে রাখা উচিত যে, তিনি জনগণের প্রতিনিধি নন। সুতরাং জনগণের ওপর কর্তৃত্ব করার কোনো অধিকার তার নেই।

প্রবীণ সংগ্রামী নেতা মাওলানা ভাসানী জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে শেখ মুজিবুর রহমানকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন

করতে দেওয়ার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, এ প্রস্তাব যদি অগ্রাহ্য করা হয় তাহলে বাংলাদেশের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান নতুন সরকার গঠনের মাধ্যমে ক্ষমতা গ্রহণ করবেন।

বেশ কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় পশ্চিম পাকিস্তানি নেতা করাচি থেকে ঢাকায় আসেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন কাউন্সিল মুসলিম লীগ প্রধান মিয়া মোমতাজ মোহাম্মদ দৌলতানা, মুসলিম লীগ নেতা সর্দার শওকত হায়াত খান ও জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের মহাসচিব মওলানা মুফতি মাহমুদ।

করাচিতে জাতীয় পরিষদের স্বতন্ত্র দলীয় সদস্যসহ সংখ্যালঘু দলসমূহের পার্লামেন্টারি পার্টির নেতারা এক বৈঠকে মিলিত হয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে একটি ভুট্টোবিরোধী যুক্তফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত নেন।

পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো করাচিতে পশ্চিম পাকিস্তানে একটি গণআন্দোলন শুরুর লক্ষ্যে তার দলের প্রস্তুতি গ্রহণের কথা ঘোষণা করেন। সাংবাদিক সম্মেলনে জনাব ভুট্টো বলেন, ক্ষমতার ব্যাপারে পিপলস পার্টিকে হিস্যা থেকে বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্র করা হলে আমি চুপ করে বসে থাকব না।

পিপলস পার্টি প্রধান সাংবাদিকদের বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের লোকদের শক্তি দেখেছেন। এবার আপনারা পশ্চিম পাকিস্তানিদের শক্তি দেখতে পাবেন।

## ২০ মার্চ শনিবার ১৯৭১

সকালে ঢাকার প্রেসিডেন্ট ভবনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও প্রেসিডেন্ট জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের মধ্যে চতুর্থ দফা আলোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তার ছজন শীর্ষস্থানীয় সহকর্মী উপস্থিত ছিলেন। সকাল ১০টায় কঠোর সামরিক প্রহরা পরিবেষ্টিত রমনার প্রেসিডেন্ট ভবনে আলোচনা শুরু হওয়ার পর বাইরে বিপুলসংখ্যক জনতা অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে থাকে। সোয়া দুঘণ্টা আলোচনা চলার পর প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে বের হয়ে এলে অপেক্ষমাণ জনতা সমস্বরে 'জয় বাংলা', 'জয় বঙ্গবন্ধু' ধ্বনি দিয়ে শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বাগত জানায়। এ সময় নেতাকে বেশ প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল। বৈঠক শেষে বঙ্গবন্ধু ধানমন্ডির বাসভবনে প্রত্যাবর্তন করলে দেশি-বিদেশি সাংবাদিকরা বাংলার নেতাকে ঘিরে ধরেন। সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বলেন, আলোচনায় কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে। কাল আবার বৈঠক হবে। এ মুহূর্তে এর চেয়ে বেশি আর কিছু বলব না। সময় এলে আমি অবশ্যই সবকিছু বলব।

এ সময় আওয়ামী লীগ প্রধানের সঙ্গে দলীয় শীর্ষনেতারা উপস্থিত ছিলেন। দেশি-বিদেশি সাংবাদিকরা বঙ্গবন্ধুর কাছে বিভিন্ন প্রসঙ্গে জানতে চান। একজন প্রশ্ন করেন, আপনি কি আলোচনায় সন্তুষ্ট?

বঙ্গবন্ধু আবার বলছি, কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে। আমার এই মন্তব্য থেকেই আপনারা বুঝে নিতে পারেন।

প্রশ্ন : কতদিন এই আলোচনা চলবে?

বঙ্গবন্ধু : আলোচনা অনির্দিষ্টকাল ধরে চলতে পারে। আমরা একটা সমাধানে পৌঁছানোর চেষ্টা করছি।

প্রশ্ন : জয়দেবপুরে সেনাবাহিনীর গুলিবর্ষণ নিয়ে কি আলোচনা হয়েছে?

বঙ্গবন্ধু : জয়দেবপুরে নিরস্ত্র জনতার ওপর সেনাবাহিনীর গুলিবর্ষণের ঘটনার প্রতি প্রেসিডেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি আমার বক্তব্যে বলেছি। প্রেসিডেন্ট ঘটনাটি তদন্ত করে দেখবেন বলে আমাকে কথা দিয়েছেন।

প্রশ্ন : বৈঠকে কি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে?

বঙ্গবন্ধু আমাদের আলোচনা এগিয়ে চলেছে। আলোচনা শেষ হলেই কর্মপন্থা স্থির হবে।

বঙ্গবন্ধু এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পৃথক পৃথকভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের সব প্রদেশের নেতাদের সাথে আলোচনা করবেন। যদি প্রয়োজন হয় পশ্চিম পাকিস্তানি নেতৃবৃন্দসহ আমরা এক সঙ্গে আলোচনা করতে পারি।

অহিংসা ও অসহযোগ আন্দোলনের ১৯তম দিবস। রাজধানী ঢাকায় বিকেলে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে নৌবাহিনীর প্রাক্তন সৈনিকদের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে প্রাক্তন নৌ-সেনারা বাঙালি সৈনিকদের কেবল বাংলাদেশে নিযুক্ত রাখার এবং অবিলম্বে বাংলাদেশ থেকে অবাঙালি সৈন্যদের অপসারণ করার জন্য দাবি জানান। সমাবেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষিত মুক্তিসংগ্রামের প্রতি সংহতি প্রকাশ করে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে স্বাধীনতা সংগ্রামে সার্বিক সহযোগিতা করার লক্ষ্যে একটি সম্মিলিত মুক্তিবাহিনীর কমান্ড গঠনের জন্য সশস্ত্র বাহিনীর প্রাক্তন বাঙালি সৈনিকদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। সমাবেশ শেষে বাঙালি নৌ-সেনারা কুচকাওয়াজ করে বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির বাসভবনে যান এবং বাংলার মুক্তিসংগ্রামের সর্বাধিনায়কের সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর নেতৃত্বে মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য শেষ রক্তবিন্দু দানের প্রতিশ্রুতি দেন।

সারাদিন বীর বাঙালির দৃপ্ত পদচারণায় রাজধানী টালমাটাল হয়ে ওঠে। মিছিলের পর মিছিল এগিয়ে চলে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার অভিমুখে। সেখানে শপথ অনুষ্ঠানের পর একের পর এক শোভাযাত্রা বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে গিয়ে সমবেত হয়।

নিজ বাসভবনে সমাগত জনতার উদ্দেশে একাধিক সংক্ষিপ্ত ভাষণদানকালে বঙ্গবন্ধু দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করেন, মুক্তিপাগল সাড়ে সাত কোটি বাঙালির চূড়ান্ত বিজয়কে পৃথিবীর কোনো শক্তিই রুখতে পারবে না। বাংলাদেশকে কলোনি করে

বাজার হিসেবে ব্যবহার করার দিন শেষ হয়ে গেছে। আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, বাংলাদেশের মানুষের সার্বিক মুক্তি অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত সত্যাগ্রহ চলবে।

আবেগজড়িত কণ্ঠে শেখ মুজিবুর রহমান সংগ্রামী জনতার মুহুর্মুহু 'জয় বঙ্গবন্ধু' অভিনন্দন ধ্বনির জবাবে বলেন, আমার আর কিছু পাওয়ার নেই। আমি যা পেয়েছি তার কোনো তুলনা নেই। বাংলার মানুষের এই বিশ্বাস ও ভালোবাসা নিয়েই আমি মরতে চাই। তবে তার আগে বাংলার মানুষের মুক্তি চাই।

অনুগামীদের বঙ্গবন্ধু বলেন, যত বাধাই আসুক বাংলার মানুষের স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রাম চলবে। আপনারা আন্দোলনে ভাটা পড়তে দেবেন না।

শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে তাঁর ধানমন্ডির বাসভবনে কাউন্সিল মুসলিম লীগ প্রধান মিয়া মমতাজ মোহাম্মদ খান দৌলতানা ও জমিয়াতে ওলামায়ে ইসলামের মহাসচিব মওলানা মুফতি মাহমুদ পৃথক পৃথক বৈঠকে মিলিত হন।

রাতে বঙ্গবন্ধু একটি বিবৃতিতে বলেন, মুক্তি অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চলবে।

বঙ্গবন্ধু জনগণের প্রতি আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশ আজ বিশ্ব-দরবারে একটি অনুপ্রেরণাদায়ী দৃষ্টান্ত। শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে নিজেদের আন্দোলন প্রতিটি গ্রাম-শহর-নগরের নারী-পুরুষ-শিশুকে বাংলাদেশের দাবির পেছনে সুসংগঠিত করেছে। বাংলাদেশের জনগণ সমগ্র বিশ্বের স্বাধীনতাপ্রেমী মানুষের হৃদয় জয় করেছে। শেখ মুজিবুর রহমান দীর্ঘ বিবৃতিতে সংগ্রামী জনতাকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, সর্বস্তরের মানুষ, মাঠের কৃষক, কারখানার শ্রমিক, ব্যাংক, অফিস, বন্দর ও সরকারি চাকরিতে নিযুক্ত কর্মচারী যারা আমাদের নির্দেশাবলির কাঠামোর মধ্যে অর্থনীতি রক্ষা করার জন্য নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন তাদের সবাইকে আমি অভিনন্দন জানাই। তিনি আরও বলেন, এসব নির্দেশ কার্যকর করার ব্যাপারে ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারী সংগঠনগুলোর সজাগ দৃষ্টির জন্য তারা বিশেষভাবে অভিনন্দনযোগ্য।

বঙ্গবন্ধু বলেন, আমাদের জনগণ প্রমাণ করেছেন তারা নিজেদের বিষয়গুলো অত্যন্ত আদর্শ পদ্ধতিতে পরিচালনা করতে সক্ষম। তারা স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে জীবন-যাপনের উদ্দেশ্যে সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকারে বদ্ধপরিকর। তিনি আরও ঘোষণা করেন, তাই মুক্তির লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলবে। আমি নাশকতামূলক কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের দুরভিসন্ধি ও উস্কানিমূলক তৎপরতার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করছি।

জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিবৃতিতে উল্লেখ করেন, আগামী ২৩ মার্চ 'লাহোর দিবস' উপলক্ষে সারা বাংলাদেশে ছুটি থাকবে। গত ১৪ মার্চ ঘোষিত কর্মসূচির পর যেসব নির্দেশ ও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে ও আগামীতে নির্দেশ দেওয়া হবে সেসব পালন সাপেক্ষে যাবতীয় সংগ্রামী কর্মসূচি চালু থাকবে।

গত সন্ধ্যায় জয়দেবপুরে বলবৎকৃত সান্ধ্য আইন অব্যাহত থাকে। গতকাল জয়দেবপুরে সেনাবাহিনীর গুলিবর্ষণে আহতদের মধ্যে কয়েকজনের হাসপাতালে মৃত্যু হয়।

সুপ্রিম কোর্টের প্রখ্যাত আইনজীবী ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম কৌঁসুলী এ. কে. ব্রোহি সকালে করাচি থেকে ঢাকায় আসেন। সন্ধ্যায় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে (বর্তমান হোটেল রূপসী বাংলা) কাউন্সিল মুসলিম লীগ প্রধান মিয়া মমতাজ মোহাম্মদ খান দৌলতানা, ন্যাপ প্রধান খান আবদুল ওয়ালী খান, জমিয়াতে ওলামায়ে নেতা মওলানা মুফতি মাহমুদ, পাঞ্জাব কাউন্সিল লীগ প্রধান সরদার শওকত হায়াত খান, বেলুচ ন্যাপের প্রধান গাউস বক্স বেজেঞ্জো, পীর সাইফউদ্দিন প্রমুখ পশ্চিম পাকিস্তানি নেতা এক ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হন।

করাচিতে পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, তিনি লন্ডন পরিকল্পনা মানবেন না। কেবল পাকিস্তান পরিকল্পনাই সবাইকে মানতে হবে। তিনি লন্ডন পরিকল্পনা প্রসঙ্গে বলেন, ১৯৬৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শেখ মুজিবুর রহমান, খান আবদুল ওয়ালী খান ও মিয়া মমতাজ মোহাম্মদ খান দৌলতানা লন্ডনে বসে লন্ডন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। তিনি উল্লেখ করেন, এই পরিকল্পনা আওয়ামী লীগ প্রধান ঘোষিত ৬ দফার ভিত্তিতে প্রণীত। ভুট্টো সাংবাদিকদের জানান, তিনি আগামীকাল ঢাকা আসছেন। তাকে ঢাকায় আসার আমন্ত্রণ জানানোর প্রেক্ষিতে তিনি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কাছে যে ব্যাখ্যা চেয়েছিলেন, ঢাকা থেকে সে সম্পর্কে সন্তোষজনক জবাব মেলায় ঢাকা বৈঠকে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

## ২১ মার্চ রবিবার ১৯৭১

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষিত মুক্তিসংগ্রামের বিংশতিতম দিবসে হাজার হাজার মানুষের দৃপ্ত পদচারণায় বিদ্রোহী বাংলার রাজধানী ঢাকা অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। নারী-পুরুষ-কিশোরের সম্মিলিত মিছিলে ঢাকা যেন মিছিলের নগরীতে পরিণত হয়। 'জয় বাংলা', 'জয় বঙ্গবন্ধু' স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত সেসব মিছিল দ্রুতপায়ে এগিয়ে চলে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার অভিমুখে। সেখানে মুক্তি অর্জন না করা পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করার পর মিছিল যায় বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে। সারাদিন ধরে ধানমন্ডির ৩২ নং রোডস্থ বঙ্গবন্ধুর বাসভবনের সামনে একের পর এক মিছিল আসতে থাকে। বঙ্গবন্ধু কোনো মিছিলকেই উপেক্ষা করেন না। ব্যস্ততার মাঝেও তিনি বার বার এসে মিছিলকারীদের স্বাগত জানিয়ে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। বঙ্গবন্ধু সমবেত জনতার উদ্দেশে বক্তৃতাকালে সুস্পষ্ট ঘোষণা করেন, মৌলিক প্রশ্নে কোনো আপস হতে পারে না। আপনারা চরম ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত হোন।

বঙ্গবন্ধু বলেন, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চলবে। আমরা অনেক রক্ত দিয়েছি। প্রয়োজন হলে চরম ত্যাগ স্বীকার করব। তবু দাবি আদায় করে ছাড়ব। বঙ্গবন্ধু বলেন, জনতার জয় অবধারিত। যত নির্যাতন-বুলেট চালানো হোক না কেন জনতাকে স্তব্ধ করা যাবে না। তিনি বলেন, বাংলাদেশের মানুষ বিশ্বে যে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে তা যাতে কলঙ্কিত না হয় সেজন্য অবশ্যই আন্দোলন সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ হতে হবে।

বিভিন্ন সংগঠন আগামী ২৩ মার্চ প্রতিরোধ দিবসের কর্মসূচির প্রতি সমর্থন ঘোষণা করে। মগবাজারে মহিলা সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক মহিলা সমাবেশে সেনাবাহিনীর প্রাক্তন বাঙালি সৈনিকদের নিয়ে একটি প্যারা মিলিটারি গঠনের আহ্বান জানানো হয়। নারায়ণগঞ্জে মহিলারা একটি নৌ-মিছিল বের করেন। সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বিক্ষুব্ধ লেখক ও শিল্পীরা সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। সারাদেশে যথারীতি সভা-সমাবেশ-শোভাযাত্রার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর কর্মসূচির প্রতি সমর্থন জানানো হয়। আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে সরকারি অফিস-আদালত-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে। সরকারি ও বেসরকারি ভবন শীর্ষে কালো পতাকা উড়ানো হয়।

সকালে ঢাকার প্রেসিডেন্ট ভবনে জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানের মধ্যে পঞ্চম দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ বঙ্গবন্ধুর সাথে ছিলেন। বৈঠক দেড় ঘণ্টা স্থায়ী হয়। এর আগে বঙ্গবন্ধু তাঁর বাসভবনে বিশিষ্ট আইনজীবী এ. কে. ব্রোহির সাথে এক সংক্ষিপ্ত বৈঠকে মিলিত হন।

পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো বিকেলে সদলবলে করাচি থেকে ঢাকায় আসেন। ভুট্টোর সঙ্গে এ. এইচ. কারদার, মমতাজ ভুট্টো, গোলাম মোস্তফা জাতোই, হায়াত মোহাম্মদ খান শেরপা, তালেবুল মওলা ও রউফ তাহের প্রমুখ দলীয় নেতা ঢাকায় আসেন। ভুট্টোর আগমন উপলক্ষে ঢাকার তেজগাঁও বিমানবন্দরে সেনা মোতায়েন করা হয়। সাংবাদিকদের বিমানবন্দরে প্রবেশে বাধা দেওয়া হয়। ভুট্টোর দলকে সামরিক বেষ্টনী দিয়ে বিমানবন্দর থেকে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে নিয়ে আসার সময় রাস্তার দুপাশের পথচারীরা ভুট্টো-বিরোধী শ্লোগান দেয়। ভুট্টো হোটেলে প্রবেশের সময় হোটেলের সামনে অপেক্ষমাণ জনতা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। সামরিক বাহিনীর লোকজন ও ভুট্টোর সশস্ত্র নিরাপত্তা রক্ষীরা তাকে ঘিরে হোটেলের ভেতরে নিয়ে যায়। এ সময় সাংবাদিকদের ভুট্টোর কাছে পৌঁছুতে দেওয়া হয় না। ভুট্টো হোটেল লাউঞ্জে প্রবেশের পর সেখানেও একদল বিক্ষোভকারী প্লাকার্ডসহ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ভুট্টোর অবস্থান উপলক্ষে হোটেলের চারপাশে কড়া সামরিক প্রহরার ব্যবস্থা করা

হয়। ভুট্টো যখন হোটেলে প্রবেশ করেন তখন হোটেলের শীর্ষে শোকের প্রতীক কালো পতাকা উড়ছিল। সৈন্যরা হোটেলে ঢুকেই সেই পতাকা নামিয়ে ফেলে। কিন্তু জনতার প্রতিবাদের মুখে তারা পুনরায় হোটেল ভবনে কালো পতাকা তুলতে বাধ্য হয়।

সন্ধ্যায় পিপলস পার্টি প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো কড়া সেনা প্রহরায় প্রেসিডেন্ট ভবনে যান। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে একান্ত বৈঠকে মিলিত হন। দুঘণ্টারও বেশি সময় তারা রুদ্ধদ্বার কক্ষে আলাপ-আলোচনা করেন।

প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠক শেষে হোটেলে ফিরেই জনাব ভুট্টো তার উপদেষ্টাদের নিয়ে বৈঠকে বসেন। এর আগে হোটেল লাউঞ্জে অপেক্ষমাণ সাংবাদিকদের পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান বলেন, এ মুহূর্তে আমি এটুকু বলতে পারি যে, সব ঠিক হয়ে যাবে। ভুট্টো সাংবাদিকদের আর কোনো সময় না দিয়ে সরাসরি লিফটে চড়েন। সাংবাদিকরা তাঁর সহগামী হতে চাইলে ভুট্টোর ব্যক্তিগত প্রহরীরা সঙ্গিন উঁচিয়ে বাধা দেয়

সন্ধ্যায় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে কাউন্সিল মুসলিম লীগ প্রধান মিয়া মমতাজ খান মোহাম্মদ দৌলতানার কক্ষে পশ্চিম পাকিস্তানি নেতৃবৃন্দ এক ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হন। এটি ছিল তাদের দ্বিতীয় দফা বৈঠক। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মিয়া মমতাজ খান মোহাম্মদ দৌলতানা, ন্যাপ প্রধান খান আবদুল ওয়ালী খান, জমিয়তে ওলামায়ের মহাসচিব মুফতি মাহমুদ, ন্যাপ নেতা গাউস বক্স বেজেঞ্জো ও সর্দার শওকত হায়াত খান প্রমুখ। এর আগে সকালে মিয়া মমতাজ দৌলতানা পিডিপি প্রধান নূরুল আমিনের সঙ্গে তাঁর বাসভবনে আলোচনা-বৈঠকে মিলিত হন।

ব্রিটিশ সরকার বাংলাদেশে আসা-যাওয়ার জন্য পাকিস্তানি বিমান ও জাহাজকে মালদ্বীপের ব্রিটিশ ঘাঁটি ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করেন।

গত ১৯ মার্চ জয়দেবপুরে জারিকৃত কারফিউ দুপুর ১২টায় ৬ ঘণ্টার জন্য প্রত্যাহার করা হয়। পরে সন্ধ্যা ৬টা থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য পুনরায় কারফিউ বলবৎ করা হয়।

ঢাকায় স্বাধীন বাংলাদেশ শ্রমিক সংগ্রাম পরিষদ আগামী ২৩ মার্চ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানি পণ্য বর্জন সপ্তাহ পালনের কর্মসূচি ঘোষণা করে এবং তা সার্থক করে তোলার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানায়।

ন্যাপ প্রধান মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী বিকেলে চট্টগ্রামের পোলো গ্রাউন্ডে এক বিশাল জনসভায় ঘোষণা করেন, আলোচনায় ফল হবে না। এদেশের হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি থেকে চাপরাসি পর্যন্ত যখন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে মানে না, তখন শেখ মুজিবুর রহমানকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের সুযোগ দেওয়া উচিত। তবে এ সরকার পাকিস্তান শাসন করার জন্য নয়, কেবল পশ্চিম পাকিস্তানের কাছ থেকে পূর্ব বাংলার পাওনা আদায়ের জন্য গঠিত হবে।

মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে শাসন ও সংবিধান প্রণয়নের সমস্ত দায়িত্ব অর্পণের জন্য প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানের প্রতি আহ্বান জানিয়ে আরও বলেন, বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ আজ তাদের মুক্তিসংগ্রামে শেখ মুজিবের পেছনে কাতারবন্দী। জেনারেল ইয়াহিয়ার বুদ্ধিমানের মতো কাজ হবে শেখ মুজিবের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে সরে পড়া।

মওলানা সাহেব পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর উদ্দেশে বলেন, ইসলামের ভাঁওতা দিয়ে আর আমাদের শাসন করো না। আমাদের ও তোমাদের ধর্ম এক হলেও ভাষা, সংস্কৃতি, বেশভূষা প্রভৃতিতে আমরা একটি সম্পূর্ণ পৃথক জাতি। তিনি বলেন, পূর্ব বাংলার মানুষ দেশকে স্বাধীন করার জন্য সমুদ্রের তরঙ্গের মতো আজ জেগেছে। নিজেদের মুক্তির আন্দোলনে তারা যে ঐক্য দেখিয়েছে দুনিয়ার ইতিহাসে তার কোনো তুলনা নেই। আমরা এ দেশকে স্বাধীন করবই।

## ২২ মার্চ সোমবার ১৯৭১

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সকালে আগামী ২৫ মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠেয় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। প্রেসিডেন্ট ভবনের জনৈক মুখপাত্র প্রেসিডেন্টের এই সিদ্ধান্তের কথা জানান। ঘোষণাপত্রে বলা হয় পাকিস্তানের উভয় অংশের নেতৃবৃন্দের মধ্যে আলোচনাক্রমে এবং রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্যের পরিবেশ সম্প্রসারণে সুযোগ সৃষ্টির জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ২৫ মার্চ আহূত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মুখপাত্র সাংবাদিকদের জানান, প্রেসিডেন্ট খুব শিগ্রী জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন।

সকালে রমনার প্রেসিডেন্ট ভবনে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও জুলফিকার আলী ভুট্টো আলোচনা-বৈঠকে মিলিত হন। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে এটা বঙ্গবন্ধুর ষষ্ঠ দফা বৈঠক। বৈঠক প্রায় সোয়া ঘণ্টা স্থায়ী হয়। বৈঠক চলাকালেই প্রেসিডেন্ট ভবনের মুখপাত্র পরিষদ অধিবেশন স্থগিতের সিদ্ধান্ত সাংবাদিকদের জানান।

অন্যদিনের তুলনায় প্রেসিডেন্টের ভবন এলাকায় একদিকে যেমন সামরিক প্রহরা জোরদার করা হয়, অন্যদিকে তেমনি সমাগম ঘটে বিপুলসংখ্যক উৎসুক লোকজনের। প্রেসিডেন্ট ভবনের প্রধান ফটকের অদূরে দাঁড়িয়ে জনতা বঙ্গবন্ধুর সমর্থনে ও ভুট্টোর বিপক্ষে স্লোগান দেয়। ভুট্টো প্রেসিডেন্ট ভবনে আসেন বঙ্গবন্ধু এখানে পৌঁছানোর এক ঘণ্টা আগে। বঙ্গবন্ধু ও ইয়াহিয়ার সাথে আলোচনার আগে ভুট্টো প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টাদের সাথে বৈঠকে বসেন। বঙ্গবন্ধু প্রেসিডেন্ট ভবন ত্যাগের পরেও ভুট্টো এক ঘণ্টা সেখানে অবস্থান করেন। ভুট্টো সন্ধ্যায়

আবার প্রেসিডেন্ট ভবনে নিজের উপদেষ্টাদের নিয়ে ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হন।

প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে নিজ বাসভবনে ফিরে আওয়ামী লীগপ্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাংবাদিকদের বলেন, আমরা আন্দোলনে আছি এবং লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। এক প্রশ্নের জবাবে বঙ্গবন্ধু বলেন, আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে নির্ধারিত বৈঠকে মিলিত হয়েছি। জনাব ভুট্টোও সেখানে ছিলেন। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে পরবর্তী বৈঠক কখন অনুষ্ঠিত হবে এ মুহূর্তে আমি জানি না। আগামীকাল অথবা পরশু হতে পারে। তবে আজ অথবা আগামী কাল আমার দলের ও প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টাদের মধ্যে আর এক দফা বৈঠক হতে পারে।

পুনরায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাবে জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বঙ্গবন্ধু বলেন, আমি তো আগেই ঘোষণা করেছি আমার দাবি (৪ দফা পূর্বশর্ত) পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আমরা জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে যোগ দিতে পারি না। আর সে অনুসারেই প্রেসিডেন্ট পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেছেন।

দুপুরে প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে কড়া সামরিক প্রহরায় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে ফিরেই ভুট্টো তাঁর উপদেষ্টাদের নিয়ে বৈঠকে বসেন। এই বৈঠক শেষে ভুট্টোর নেতৃত্বে পিপলস পার্টি নেতৃবৃন্দ সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্ট ভবনে যান। রাতে সেখান থেকে ফিরেই ভুট্টো হোটেল লাউঞ্জে এক অনির্ধারিত সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট ও আওয়ামী লীগ প্রধান বর্তমান রাজনৈতিক সঙ্কট নিরসনের জন্য একটি সাধারণ ঐকমত্যে পৌঁছেছেন। তবে এই ঐকমত্য অবশ্যই পিপলস পার্টির কাছে গ্রহণযোগ্য হতে হবে। পিপলস পার্টির অনুমোদন ছাড়া কোনো সিদ্ধান্ত পশ্চিম পাকিস্তানিরা মেনে নিতে পারে না।

পিপলস পার্টি প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো বলেন, আমরা চাই সর্বজনগ্রাহ্য একটি সমঝোতা। জাতীয় পরিষদ অধিবেশন বসার আগে আওয়ামী লীগ, পিপলস পার্টি ও সেনাবাহিনীর মধ্যে একটি ত্রিপক্ষীয় চুক্তির প্রয়োজন রয়েছে। কেননা, বর্তমান পরিস্থিতিতে সেনাবাহিনীও একটি পক্ষ। কারণ তারা ক্ষমতায় এবং তারাই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন।

তিনি জোর দিয়ে বলেন, দেশের দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগ ও পিপলস পার্টিকে অবশ্যই সমঝোতা ও ঐকমত্যে পৌঁছুতে হবে এবং এজন্যই পিপলস পার্টি আওয়ামী লীগের ৪ দফা পূর্বশর্ত বিবেচনা করছে। আমার দল দেশের জন্য একটি স্থায়ী ব্যবস্থার কথা মনে রেখে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কথা চিন্তাভাবনা করছে।

অসহযোগ আন্দোলনের একবিংশতিতম দিবস। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত রাজধানী ঢাকার রাজপথে নামে অবিচ্ছিন্ন মিছিলের স্রোতধারা। স্বাধীনতা অর্জনের বলিষ্ঠ শপথের বজ্রনির্ঘোষ 'জয় বাংলা' স্লোগানে মুখরিত শোভাযাত্রীদের গন্তব্যস্থল বঙ্গবন্ধুর বাসভবন। বঙ্গবন্ধু তাঁর বাসভবনে সমবেত জনতার উদ্দেশে বেশ কয়েকবার সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। বক্তৃতাকালে বঙ্গবন্ধু দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন, সাত কোটি মানুষের মুক্তি অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চলবে। এই সংগ্রামে আমরা অবশ্যই জয়ী হব।

সংগ্রামী জনতার গগনবিদারী 'জয় বাংলা', 'জয় বঙ্গবন্ধু' ধ্বনি ও করতালির মধ্যে জনগণের নেতা ঘোষণা করেন, বন্দুক, কামান, মেশিনগান কিছুই জনগণের স্বাধীনতা রোধ করতে পারে না।

তিনি জনগণকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে যে-কোনো ত্যাগ স্বীকারের জন্য তৈরি থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন, সাত কোটি মানুষ যখন ঐক্যবদ্ধ তখন আমি দাবি আদায় করে ছাড়বই। আমরা তেইশ বছর ধরে মার খেয়েছি, আর মার খেতে রাজি নই। প্রয়োজন হলে আরও রক্ত দেব, তবু শহীদের রক্ত বৃথা যেতে দেব না। এবার সুদে-আসলে বাংলার দাবি আদায় করে আনবই। মনে রাখবেন, সত্যের জন্য আমরা সংগ্রাম করছি। জয় আমাদের হবেই ইনশা আল্লাহ।

রাজধানীতে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সংগঠনের সভা ও শোভাযাত্রার মধ্যে বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে শিশু-কিশোরদের এবং পল্টন ময়দানে সশস্ত্র বাহিনীর প্রাক্তন বাঙালি সৈনিকদের সমাবেশ ও কুচকাওয়াজ সবার দৃষ্টি কাড়ে।

পল্টনে বাঙালি যোদ্ধাদের সমাবেশে বক্তারা বলেন, বাংলার নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যে অভূতপূর্ব ঐক্য গড়ে উঠেছে তাতে প্রাক্তন সৈনিকরা আর প্রাক্তন হিসেবে বসে থাকতে পারে না। আমাদের অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের মূল্যবান সম্পদ। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আমাদের এই সম্পদ কাজে লাগানোর দিন এসেছে।

সৈনিক-বক্তারা মুক্তিসংগ্রামের অগ্রনায়ক বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন ঘোষণা করে বলেন, আমরা বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ পালন করার জন্য প্রস্তুত।

এই সমাবেশ থেকে বিমান, নৌ ও স্থলবাহিনীর সকল অবসরপ্রাপ্ত সৈনিককে নিজ নিজ এলাকার আওয়ামী লীগ, সংগ্রাম পরিষদ ও স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে সহযোগিতা করে অসহযোগ আন্দোলনকে সফল করার আহ্বান জানানো হয়। অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল এম. আই. মজিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় অন্যান্যের মধ্যে কর্নেল এম. এ. জি. ওসমানী (পরে জেনারেল) বক্তৃতা করেন। প্রাক্তন সৈনিকদের কথা শোনার জন্য পল্টন ময়দানে বিপুল জনসমাগম ঘটে। উপস্থিত জনতা হর্ষধ্বনি ও হাততালি দিয়ে মুক্তিসংগ্রামে বাঙালি সৈনিকদের আনুষ্ঠানিক সমর্থনদানের ঘোষণাকে অভিনন্দিত করে। সভাশেষে বীর বাঙালি সৈনিকেরা কুচকাওয়াজ করে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে যান। সামরিক কায়দায়

শহীদ বেদিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা সংগ্রামকে সর্বাত্মকভাবে সফল করে তোলার শপথ নেন। পরে তাঁরা কুচকাওয়াজ করে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে যান এবং বঙ্গবন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করেন।

রাতে কাউন্সিল মুসলিম লীগ প্রধান মিয়া মমতাজ খান মোহাম্মদ দৌলতানা, ওয়ালী ন্যাপ প্রধান খান আবদুল ওয়ালি খান, জমিয়তে ওলামায়ে মহাসচিব মওলানা মুফতি মাহমুদ, ন্যাপ নেতা মীর গাউস বক্স বেজেঞ্জো ও সর্দার শওকত হায়াত খান প্রেসিডেন্ট ভবনে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে এক অনির্ধারিত বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠক দুঘণ্টা স্থায়ী হয়। গভীর রাতে পশ্চিম পাকিস্তানের উল্লিখিত নেতৃবৃন্দ এক বিবৃতিতে বলেন, তাঁদের সঙ্গে আলোচনা না করে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেছেন।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান রাতে ২৩ মার্চ 'পাকিস্তান দিবস' উপলক্ষে প্রদত্ত এক বাণীতে বলেন, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মিলেমিশে এক সঙ্গে কাজ করার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। পাকিস্তান এখন এক ক্রান্তিলগ্নে উপনীত। গণতন্ত্রে প্রত্যাবর্তনের পথে অনেক অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেছে। তবে আমরা যদি আমাদের লক্ষ্যে অবিচল থাকি তাহলে কোনো কিছুই আমরা হারাব না।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান আলোচনার জন্য মুসলিম লীগ সভাপতি খান আবদুল কাইউম খান ও জমিয়তে ওলামায়ে প্রধান মওলানা শাহ আহমদ নুরানীকে ঢাকায় আসার আহ্বান জানান।

## ২৩ মার্চ মঙ্গলবার ১৯৭১

স্বাধীনচেতা বীর বাঙালি নবসূর্যের নবপ্রভাতে নতুন পতাকার দিকনির্দেশনায় অখণ্ড পাকিস্তানের অবসান ঘটায়। মুক্তিসংগ্রামের সর্বাধিনায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সূর্যোদয়ের সময় ডিফ্যাক্টো আওয়ামী লীগ সরকারের সদর দফতর অর্থাৎ, ধানমন্ডির ৩২ নম্বর রোডস্থ স্বীয় বাসভবনে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন। পতাকা তোলার সময় 'জয় বাংলা, বাংলার জয়' গানটি সমবেত কণ্ঠে পরিবেশিত হয়। আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সদস্যরা সামরিক কায়দায় জাতীয় পতাকাকে অভিবাদন জানান। বঙ্গবন্ধু স্বেচ্ছাসেবকদের উদ্দেশে বক্তৃতা করেন। সূর্যাস্তের সময় স্বেচ্ছাসেবকরা আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা নামিয়ে নেন। বঙ্গবন্ধুর বাসভবন শীর্ষে যথারীতি কালো পতাকা তোলা হয়।

'পাকিস্তান দিবস'। বিক্ষুব্ধ বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গের আঘাতে দিবসটি বাংলাদেশে নতুন প্রেক্ষাপটে পালিত হয়। আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আগেই ২৩ মার্চকে 'ঐতিহাসিক লাহোর দিবস' হিসেবে পালন করার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। এ উপলক্ষে তিনি সারা বাংলায় সরকারি ছুটি ঘোষণা করেন।

'পাকিস্তান দিবসে' ঢাকার প্রেসিডেন্ট ভবন ও সেনাবাহিনীর সদর দফতর ছাড়া বাংলাদেশে আর কোথাও পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা উড়েনি। সারা বাংলায় অর্ধচন্দ্র তারকাখচিত সাদা-সবুজ পাকিস্তানি পতাকার পরিবর্তে উড়েছে সবুজ জমিনের মাঝে লাল সূর্যের ওপর বাংলাদেশের সোনালি রং মানচিত্রশোভিত স্বাধীন বাংলার জাতীয় পতাকা। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে 'লাহোর প্রস্তাব দিবস' পালনের নামে প্রকৃত প্রস্তাবে উদ্‌যাপন করে 'বাংলাদেশ দিবস'।

ঢাকায় সেক্রেটারিয়েট ভবন, হাইকোর্ট ভবন, পরিষদ ভবন, ইপিআর সদর দফতর, রাজারবাগ পুলিশ সদর দফতর, ঢাকা বেতার ভবন, ঢাকা টেলিভিশন ভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, টেলিফোন ভবন, হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল, প্রধান বিচারপতি ও মুখ্য সচিবের বাসভবনসহ সমস্ত সরকারি-বেসরকারি ভবন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন বাংলার পতাকা তোলা হয়। জাতীয় পতাকার পাশাপাশি তোলা হয় শোকের প্রতীক কালো পতাকাও। হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে স্বাধীন বাংলার পতাকা তোলার সময় সেনাবাহিনীর সদস্যরা বাধা দিলে ছাত্র-জনতা তা উপেক্ষা করে পতাকা তোলেন। ঢাকাস্থ ব্রিটিশ হাইকমিশন ও সোভিয়েট কনস্যুলেটে পাকিস্তানি পতাকার পরিবর্তে স্বাধীন বাংলার পতাকা তোলা হয়। চীন, ইরান, নেপাল ও ইন্দোনেশিয়ার দূতাবাস ভবনে প্রথমে পাকিস্তানি পতাকা তোলা হয়। পরে জনতা এসব দূতাবাসে সেই পতাকা নামিয়ে বাংলাদেশের পতাকা তোলে। মার্কিন দূতাবাসে কোনো পতাকাই তোলা হয় না।

অসহযোগ আন্দোলনের ২২তম দিবসে বীর বাঙালি নবজীবনের বার্তাবাহী নয়াপতাকা হাতে নিয়ে রাস্তায় নামে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত রাজধানী ঢাকার রাজপথ সংগ্রামী জনতার প্রত্যয়দীপ্ত মিছিলের পদভারে প্রকম্পিত হয়। ভোর থেকেই নগরীর বিভিন্ন স্থান ও শহরতলি থেকে দলে দলে মানুষ অভূতপূর্ব সুশৃঙ্খল মিছিল করে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনের সামনে আসতে থাকে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত নারী-পুরুষ-শিশুদের ছোট-বড় প্রায় ৭০টি মিছিল আসে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে। প্রতিটি মিছিলই 'জয় বাংলা', 'জয় বঙ্গবন্ধু', 'মহান জাতির মহান নেতা', বঙ্গবন্ধু লও সালাম' প্রভৃতি শ্লোগানের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর প্রতি তাদের অকুণ্ঠ সমর্থন ঘোষণা করে। শোভাযাত্রী সবার হাতে স্বাধীন বাংলার পতাকা। স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগ্রাম পরিষদ 'প্রতিরোধ দিবস' পালন করে। এ উপলক্ষে রাজধানীর গণজীবন গণআন্দোলনের প্রবল জোয়ারে পরিণত হয়। বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণ, পল্টন ময়দান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, নিউ মার্কেট থেকে আসাদ গেট পর্যন্ত মিছিলে মিছিলে ছেয়ে যায়। বঙ্গবন্ধুর বাসভবন এলাকা থেকে শুরু করে সুপ্রশস্ত মিরপুর সড়ক উত্তাল জনসমুদ্রে পরিণত হয়। সারাদিন রাজপথে লাঠি-

বর্শা-বন্দুকের মাথায় নতুন জাতি ও নতুন দেশের পতাকা উড়িয়ে হাজার হাজার মানুষ কোটি প্রাণের অমোঘ সঙ্গীত 'জয় বাংলা' মন্ত্রে গর্জে উঠতে থাকেন। জনতা ভুট্টো ও সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে শ্লোগান দেয়। হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের সামনে পাকিস্তানের 'কায়েদে-আজম' মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ছবি এবং জুলফিকার আলী ভুট্টো ও জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কুশপুত্তলিকা দাহ করে।

'প্রতিরোধ দিবস' পালন উপলক্ষে ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীন বাংলার পতাকা তোলার পর প্রভাতফেরি বের করা হয়। আজিমপুর কবরস্থানে স্বাধিকার আন্দোলনের বীর শহীদদের মাজার জিয়ারত শেষে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়। এরপর আউটার স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রসৈনিক ছাত্রছাত্রী ও প্রাক্তন বাঙালি সৈনিকদের সমন্বয়ে গঠিত 'জয় বাংলা বাহিনীর' আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজ ও মহড়া। সকাল সোয়া ৯ টায় হাজার হাজার মানুষের করতালি ও 'জয় বাংলা' ধ্বনির মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলার পতাকা তোলার পর জয় বাংলা বাহিনীর সদস্যরা সামরিক কায়দায় জাতীয় পতাকার প্রতি অভিবাদন জানান। এ সময় রেকর্ডে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' বাজানো হয়। রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় পতাকা তোলার পর কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃচতুষ্টয় নূরে আলম সিদ্দিকী, শাজাহান সিরাজ, আ. স. ম. আবদুর রব ও আবদুল কুদ্দুস মাখন 'জয় বাংলা বাহিনীর' গার্ড অব অনার নেন। মার্চ পাস্ট শেষে বাহিনীর সদস্যরা মনোজ্ঞ সামরিক মহড়া প্রদর্শন করেন। এরপর 'জয় বাংলা বাহিনীর' পাঁচ শতাধিক সদস্য প্যারেড করে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে যান। তারা সর্বাধিনায়ককে সামরিক কায়দায় অভিবাদন জানান। সালাম গ্রহণের পর বঙ্গবন্ধু বাম হাতে বাংলাদেশের পতাকা উর্ধ্বে তুলে ডান হাত মুক্তি সৈনিকদের দিকে বাড়িয়ে সাড়ে সাত কোটি মানুষের আত্মার স্পন্দন 'জয় বাংলা' ধ্বনি দিয়ে তাদের অভিনন্দিত করেন।

জয় বাংলা বাহিনীর উদ্দেশে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন, বাংলার মানুষ কারও করুণার পাত্র নয়। আপন শক্তির দুর্জয় ক্ষমতাবলেই আপনারা স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনবেন। জয় বাংলা। বাংলার জয় অনিবার্য।

সারাদিন দলে দলে মুক্তিপাগল জনতা বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে এসে তাঁর হাতে স্বাধীন বাংলার পতাকা তুলে দিয়ে নিজেরা অগ্নি শপথ নেয়। বঙ্গবন্ধু সমাগত জনতার উদ্দেশে স্বাধীন বাংলার পতাকা আন্দোলিত করে তাদের অভিনন্দিত করেন। তিনি মিছিলকারীদের উদ্দেশে একাধিক সংক্ষিপ্ত ভাষণ দান করেন। জনতার উদ্দেশে ভাষণকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পুনরায় ঘোষণা করেন, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম। যতদিন সাড়ে সাত কোটি বাঙালির সার্বিক মুক্তি অর্জিত না হবে, যতদিন একজন বাঙালি বেঁচে থাকবে—আমাদের সংগ্রাম চলবে।

বঙ্গবন্ধু বলেন, মুক্তি আন্দোলনের পটভূমিতে ঐতিহাসিক ২৩ মার্চ আমাদের জীবনে নতুন প্রেক্ষাপটে উপস্থিত হয়েছে। এ অবিস্মরণীয় দিনে আপনারা সংগ্রাম চালিয়ে যাবার শপথ নিন। আপনাদের প্রতি আমার নির্দেশ—শৃঙ্খলা বজায় রাখুন। সংগ্রাম চালিয়ে যান। আন্দোলনের কর্মপন্থা নির্ধারণের ভার আমার ওপর ছেড়ে দিন। বঙ্গবন্ধু বলেন, বাংলাদেশের দাবির প্রশ্নে কোনো আপস নেই। অনেক রক্ত দিয়েছি। প্রয়োজন হলে আরও রক্ত দেব। মুক্তির লক্ষ্যে আমরা পৌঁছবই।

জনতার উদ্দেশে তিনি বলেন, আপনাদের অতুলনীয় ঐক্য, নজিরবিহীন সংগ্রামী চেতনা ও শৃঙ্খলা দিয়ে আপনারা প্রমাণ করেছেন—শক্তির জোরে আর বাঙালিদের দাবিয়ে রাখা যাবে না। বাংলার মানুষকে আর পরাধীন করে রাখা যাবে না।

বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন আমরা সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান চাই। কিন্তু যদি তা সম্ভব না হয় স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে বেঁচে থাকার লক্ষ্য অর্জনের সংগ্রাম আমাদের চলতেই থাকবে। আপনারা প্রস্তুত থাকুন। শোষক, কায়েমি স্বার্থবাদীদের কিভাবে পর্যুদস্ত করতে হয় আমি জানি।

আওয়ামী লীগ নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ ও ড. কামাল হোসেন প্রেসিডেন্ট ভবনে জেনারেল ইয়াহিয়ার উপদেষ্টা বিচারপতি এ. আর. কর্নেলিয়াস, লে. জেনারেল পীরজাদা, এম. এ. আহমেদ ও কর্নেল হাসানের সঙ্গে দুদফা বৈঠকে মিলতি হন। বৈঠক দুপুরে এক ঘণ্টা ও সন্ধ্যায় দুঘণ্টা স্থায়ী হয়।

বিকেলে পশ্চিম পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের সংখ্যালঘু দলের নেতৃবৃন্দ বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তাঁর বাসভবনে এক বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে কাউন্সিল মুসলিম লীগ প্রধান মিয়া মমতাজ মোহাম্মদ খান দৌলতানা, ওয়ালী খান, জমিয়তে ওলামায়ের প্রধান শাহ আহমদ নূরানী, জমিয়তের মহাসচিব মওলানা মুফতি মাহমুদ, পাঞ্জাব কাউন্সিল লীগ প্রধান সর্দার হায়াত খান ও বেলুচিস্তান ন্যাপের সভাপতি গাউস বক্স বেজেঞ্জো উপস্থিত ছিলেন। আওয়ামী লীগ নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, খোন্দকার মুশতাক আহমদ, তাজউদ্দীন আহমদ ও ড. কামাল হোসেন সে সময় উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক শেষে পশ্চিম পাকিস্তানি নেতৃবৃন্দ বঙ্গবন্ধুর বাসভবনের সামনে অপেক্ষমাণ সাংবাদিকদের বলেন, আমরা চাই দেশের মঙ্গলের জন্য সবকিছু খুব তাড়াতাড়ি নিষ্পত্তি হয়ে যাক। এ সময় বঙ্গবন্ধু হাসতে হাসতে বলেন, আপনারা ভালো কামনা করুন, কিন্তু খারাপের জন্যও তৈরি থাকুন।

বিকেলে রংপুরের সৈয়দপুরে সেনাবাহিনী ও গ্রামবাসীদের মধ্যে সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন হতাহত হয়। সন্ধ্যায় সেনাবাহিনী জোরপূর্বক সৈয়দপুর শহরের কর্তৃত্ব

গ্রহণ করে কারফিউ জারি করে। রাতে স্থানীয় অবাঙালিদের নিয়ে সৈন্যরা শহরে বিভিন্ন বাঙালি বসতির ওপর হামলা চালায়। লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও গুলিবর্ষণের মাধ্যমে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে।

করাচিতে ভুট্টো সমর্থকরা বাঙালি কলোনিতে হামলা চালিয়ে অগ্নিসংযোগ, গুলিবর্ষণ ও লুঠতরাজ করে। দাঙ্গাকারীদের হামলায় বেশ কয়েকজন হতাহত হয়।

ঢাকায় প্রেসিডেন্ট হাউসের জনৈক মুখপাত্র বলেন, রাজনৈতিক সঙ্কট নিরসনের পথে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে দু-একদিনের মধ্যে উভয় প্রদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হতে যাচ্ছে। একই সাথে সামরিক শাসনও প্রত্যাহৃত হতে যাচ্ছে। আগামীকাল অথবা পরশু প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এ ব্যাপারে ঘোষণা দিতে যাচ্ছেন। অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসন ব্যবস্থা তিন মাসের জন্য কায়েম করা হচ্ছে। এ সময়ের মধ্যে জাতীয় পরিষদ সদস্যরা উভয় প্রদেশে প্রথমে পৃথকভাবে এবং পরে যৌথভাবে শাসনতান্ত্রিক ফর্মুলা প্রণয়ন করার জন্য বসবেন। এভাবে শাসনতন্ত্র রচিত হবার পর নতুন সংবিধানের অধীনে নয়া সরকার গঠন করা হবে। উল্লিখিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আইন উপদেষ্টারা প্রয়োজনীয় আইনানুগ বিধিবিধান প্রণয়নের কাজ ইতোমধ্যে শেষ করেছেন।

সকাল সাড়ে ১১টায় ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে সেনানিবাসে গিয়ে সেনা কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করেন। তিনি সৈনিকদের উদ্দেশেও ভাষণ দেন। প্রেসিডেন্টের যাওয়া-আসার সময় পথের দুপাশে জনতা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

পিপলস পার্টি প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো প্রায় সারাদিন দলীয় উপদেষ্টাদের নিয়ে বৈঠক করেন। সকালে তিনি প্রেসিডেন্ট ভবনে জেনারেল ইয়াহিয়া খান এবং প্রেসিডেন্টের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি জেনারেল পীরজাদার সঙ্গেও বৈঠক করেন।

কনভেনশন মুসলিম লীগের সভাপতি আব্দুল কাইয়ুম খান করাচি থেকে ঢাকায় আসেন। ঢাকায় পৌঁছেই তিনি জনাব ভুট্টোর সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন। বিকেলে তিনি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গেও আলোচনা করেন। কাইয়ুম খান সাংবাদিকদের বলেন, পূর্বাঞ্চলের জনসাধারণকেই বলতে হবে, দেশকে অখণ্ড রেখে তারা কতটুকু অটোনমি এবং আমাদের সঙ্গে কতটুকু সম্পর্ক বজায় রাখতে চান। যদিও তারা ভোটের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন তারা সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনই প্রত্যাশা করেন। সন্ধ্যায় ওয়ালী খান, মুফতি মাহমুদ, গাউস বক্স বেজেঞ্জো, মিয়া দৌলতানা, শাহ আহমদ নূরানী ও সর্দার শওকত প্রেসিডেন্ট ভবনে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠক শেষে মুফতি-ওয়ালী-বেজেঞ্জো এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, আমরা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিতে চাই যে, জেনারেল

ইয়াহিয়ার পরিকল্পনা অনুযায়ী পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিটের অবসানের পর 'এক ব্যক্তি এক ভোট' ভিত্তিতে গঠিত একটি সার্বভৌম পরিষদসহ পাঁচটি প্রদেশ নিয়ে একটি ফেডারেল রাষ্ট্র কায়েমের কথা ছিল। কিন্তু দেশের প্রথম গণতান্ত্রিক নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর জনসাধারণ যখন তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য অপেক্ষা করছিল তখন থেকেই সেই সর্বসম্মত পরিকল্পনাটি বানচাল করার জন্য ভণ্ডামিপূর্ণ প্রচেষ্টা শুরু হয়। জাতীয় পরিষদ কর্তৃক একটি জাতীয় সরকার গঠনের পরিবর্তে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনকে 'নির্বাচিত স্বৈরতন্ত্র' আখ্যা দিয়ে এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দেশের দুই অংশে দ্বিধাবিভক্ত করার পরিকল্পনার মাধ্যমে জাতীয় পরিষদকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। এক ইউনিটের সেই মৃত ঘোড়াকে পুনঃজীবিত করাই এর উদ্দেশ্য।

'প্রতিরোধ দিবস' পালন উপলক্ষে বিকেলে বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে স্বাধীন বাংলাদেশ শ্রমিক ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ যৌথভাবে জনসভার আয়োজন করে। গণসমাবেশে বক্তৃতাকালে নেতৃবৃন্দ সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য গ্রামে গ্রামে দুর্গ গড়ে তোলার আহ্বান জানান। শ্রমিক লীগের সহ-সভাপতি মোহাম্মদ শাহজাহানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জনসভায় তোফায়েল আহমদ, খালেদ মোহাম্মদ আলী, রুহুল আমিন ভুঁইয়া, আবদুল মান্নান, আ. স. ম. আবদুর রব, নূরে আলম সিদ্দিকী, আব্দুল কুদ্দূস মাখন ও সায়েদুল হক বক্তৃতা করেন। ন্যাপ ভাসানী স্বাধীন পূর্ববঙ্গ দিবস পালন করে। এ উপলক্ষে ন্যাপের উদ্যোগে পল্টন ময়দানে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জনসভায় ন্যাপ প্রধান মওলানা ভাসানীর ভাষণদানের কথা ছিল। কিন্তু তিনি অনুপস্থিত থাকেন। দলের মহাসচিব মশিয়ুর রহমান (যাদু মিয়া) সভায় জানান, অসুস্থতার কারণে মওলানা সাহেব পল্টনে আসতে পারবেন না। এ উপলক্ষে মওলানা ভাসানী সন্তোষ থেকে একটি বাণী পাঠান। বাণীতে তিনি স্বাধীন ও সার্বভৌম পূর্ব বাংলাকে সরল মনে স্বীকার করে নেওয়ার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানি নেতাদের প্রতি আহ্বান জানান।

জনসভায় প্রধান বক্তার ভাষণে ন্যাপ নেতা যাদু মিয়া বলেন, শেখ মুজিবুর রহমান ৭ মার্চ রেসকোর্সে ঘোষণা করেছেন 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। আমরা স্বাধীন হয়ে গেছি। এ স্বাধীনতাকে আজ আমাদের রক্ষা করতেই হবে।

তিনি বলেন, পাকিস্তানের পতাকা আজ কোথাও নেই। একদিকে সামরিক সরকার, অন্যদিকে আওয়ামী লীগ নির্দেশ জারি করছেন। জনগণ আওয়ামী লীগের নির্দেশই মেনে চলছে। সমস্ত সরকারি কর্মচারীও এ নির্দেশ পালন করছে।

ন্যাপ নেতা স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বামপন্থীদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে বলেন, জননেতা শেখ মুজিবুর রহমান কিছুতেই বাঙালিদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন করতে কিংবা বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারেন না। ন্যাপের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত পরিষ্কার অর্থাৎ আমরা বাংলাদেশের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি।

## ২৪ মার্চ বুধবার ১৯৭১

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন : আর আলোচনা নয়, এবার ঘোষণা চাই।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে সমাগত মিছিলকারীদের উদ্দেশে বিরামহীন সংক্ষিপ্ত ভাষণদানকালে বাঙালি জাতির নেতা প্রত্যয় দীপ্তকণ্ঠে আরও ঘোষণা করেন  আগামীকালের মধ্যে সমস্যার কোনো সমাধান না হলে বাঙালিরা নিজেদের পথ নিজেরা বেছে নেবে। আমরা সাড়ে সাত কোটি মানুষ আজ ঐক্যবদ্ধ। কোনো ষড়যন্ত্রই আমাদের দাবিয়ে রাখতে পারবে না। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চলবে।

আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু জনসাধারণকে যে-কোনো পরিণতির জন্য প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন  আমি চূড়ান্ত সংগ্রামের নির্দেশ দেওয়ার জন্য বেঁচে থাকব কি না জানি না। স্বাধীনতা আদায়ের জন্য আপনারা আপনাদের সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন। আমরা রক্ত দিয়েছি যখন, প্রয়োজনে আরও রক্ত দেব।

সরকারের প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বঙ্গবন্ধু বলেন, বাংলার জনগণের ওপর কোনো সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া হলে তা বরদাস্ত করা হবে না।

তিনি ঘোষণা করেন : কারও চোখ রাঙানির কাছে আমরা মাথানত করব না। আমাদের দাবি ন্যায্য। আমাদের দাবি মানতে হবে।

তিনি আরও বলেন, আপনারা চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকুন। আমার মাথা কেনার শক্তি কারও নেই। বাংলার মানুষের সঙ্গে, শহীদের রক্তের সাথে আমি বেঈমানি করতে পারব না।

বঙ্গবন্ধু জনগণকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, কিছু লোক আমাদের সংগ্রামকে নস্যাৎ করার ষড়যন্ত্র করছে। এদের সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকুন।

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে সরকারি অফিস, আদালত ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হরতাল পালিত হয়। সারা বাংলায় গৃহে গৃহে স্বাধীন বাংলার পতাকার পাশাপাশি কালো পতাকাও উত্তোলন করা হয়। চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানে আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী, রংপুর ও দিনাজপুরে সামরিক সরকারের এজেন্টরা বোমাবাজি করে। ঢাকার মিরপুরে উস্কানিমূলক কার্যকলাপ চালানো হয়। চট্টগ্রাম ও রংপুরে জনতা-সেনাবাহিনী সংঘর্ষ হয়। সৈয়দপুরে সেনাবাহিনীর ছত্রচ্ছায়ায় অবাঙালিরা বাঙালি নিধনযজ্ঞ চালায়।

রেলওয়ে শহর সৈয়দপুরে সেনাবাহিনীর গুলিবর্ষণে কমপক্ষে ১০০ জন নিহত হয়। আহত হয় ১০০০-এরও বেশি মানুষ। সারারাত পাকিস্তানি সেনাবাহিনী সৈয়দপুর সেনানিবাসের পার্শ্ববর্তী বোতলাগাড়ি, গোলাহাট ও কুন্দুল গ্রাম ঘেরাও

করে এই গণহত্যা চালায়। শহরে কারফিউ দিয়ে সেনাবাহিনী ও অবাঙালিরা সম্মিলিতভাবে বাঙালিদের বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ করে। নিরস্ত্র বাঙালিদের গুলি করে হত্যা করে।

রংপুর হাসপাতালের সামনে ক্রুদ্ধ জনতা ও সেনাবাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ হয়। পরে একে কেন্দ্র করে সেনারা রংপুর সেনানিবাস এলাকায় নিরস্ত্র অধিবাসীদের ওপর বেপরোয়াভাবে গুলিবর্ষণ করে। এতে কমপক্ষে ৫০ জন নিহত ও বহু আহত হয়।

চট্টগ্রামে পাকসেনারা নৌ-বন্দরের ১৭ নং জেটিতে নোঙর করা এম. ভি. সোয়াত জাহাজ থেকে সমরাস্ত্র খালাস করতে গেলে বীর চট্টলার ৫০ হাজার মানুষ তাদের ঘিরে ফেলে। বিকেলে সেনাবাহিনী অস্ত্র নামানোর জন্য বন্দর শ্রমিকদের নিয়োগ করতে চাইলে শ্রমিকরা তা অস্বীকার করে। পরে শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে হাজার হাজার ছাত্র-শ্রমিক-জনতা বন্দরে গিয়ে হাজির হয়। জনতা জেটি থেকে কদমতলী পর্যন্ত ৪ মাইল পথের বিভিন্ন স্থানে ব্যারিকেড রচনা করে। সেনাবাহিনীর সদস্যরা জাহাজ থেকে কিছু অস্ত্র নিজেরাই খালাস করে। সেসব অস্ত্রশস্ত্র ১২টি ট্রাকে তুলে নতুন পাড়া সেনানিবাসে আনার চেষ্টা করে। ১৭ নং জেটির পাশে ডবল মুরিং রোডের একটি ব্যারিকেডে দাঁড়িয়ে জনতা তাদের পথরোধ করে। রাত সাড়ে ১০টা পর্যন্ত পাকসেনা ও হাজার হাজার লোক ব্যারিকেডের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকার পর সেনাবাহিনী গুলিবর্ষণ শুরু করে। বেপরোয়া গুলির মুখেও নিরস্ত্র জনতা দুর্ভেদ্য ব্যারিকেড রচনা করে থাকে। এ রাতে সংঘর্ষে কমপক্ষে ২০০ জন শ্রমিক-জনতা শহীদ হন। ঢাকার মিরপুরে আবাঙালিরা সন্ধ্যায় সাদা পোশাকধারী পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর লোকদের সহযোগিতায় জোরপূর্বক বাঙালিদের বাড়িঘরের শীর্ষ থেকে স্বাধীন বাংলার পতাকা ও কালো পতাকা নামিয়ে তাতে অগ্নি সংযোগ করে এবং পাকিস্তানের পতাকা তোলে। রাতে বিহারীরা এখানে ব্যাপক বোমাবাজি করে আতঙ্কের সৃষ্টি করে। কয়েক স্থানে বাঙালিদের বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগও করা হয়। ছুরিকাঘাতে ও গুলি করে বেশ কয়েকজনকে আহত করে। বাঙালিদের অনেক মিরপুর ত্যাগ করতে বাধ্য করে।

চট্টগ্রাম, রংপুর, সৈয়দপুর ও মিরপুরের ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে গভীর রাতে আওয়ামী লীগের প্রাদেশিক সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, একটি রাজনৈতিক সমাধানে পৌঁছানোর প্রচেষ্টাকে নস্যাৎ করার উদ্যোগ নেওয়া হলে তার পরিণতি ভয়াবহ হবে। তিনি বলেন, যখন রাজনৈতিক সমাধানের প্রচেষ্টা চলছে তখন বিভিন্ন স্থানে সেনাবাহিনীর উস্কানিমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে অস্বাভাবিক ও উত্তেজনাকর অবাঞ্ছিত পরিবেশ সৃষ্টির ঘটনা খুবই দুঃখজনক বিষয়।

সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্ট ভবনে আওয়ামী লীগ ও সরকারের মধ্যে উপদেষ্টা পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে আওয়ামী লীগের পক্ষে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ ও ড. কামাল হোসেন উপস্থিত ছিলেন। দুঘণ্টা স্থায়ী এই বৈঠক শেষে তাজউদ্দীন আহমদ সাংবাদিকদের জানান, আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বক্তব্য শেষ হয়েছে। এখন প্রেসিডেন্টের উচিত তাঁর ঘোষণা দেওয়া। তিনি বলেন, প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টাদের সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, আলোচনা অনির্দিষ্টকাল চলতে পারে না। আওয়ামী লীগ আলোচনা আর দীর্ঘায়িত করতে প্রস্তুত নয়।

রাতে আওয়ামী লীগের এক বিবৃতিতে জানানো হয়   আর আলোচনা করে কালক্ষেপণ করা যাবে না। আওয়ামী লীগ চূড়ান্ত ও দ্ব্যর্থহীনভাবে তার মতামত ব্যক্ত করার পরও সরকার ইচ্ছাকৃত গড়িমসি করে কালক্ষেপণ করছে। এর ফলে পরিস্থিতি ক্রমে সঙ্কটতর পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। তাই সরকারকে অবিলম্বে তাদের ঘোষণা জানাতে হবে।

ওয়ালী ন্যাপ প্রধান খান আবদুল ওয়ালী খান, কাউন্সিল মুসলিম লীগ প্রধান মিয়া মমতাজ মোহাম্মদ খান দৌলতানা, কনভেনশন মুসলিম লীগ প্রধান কাইউম খান, জমিয়তে ইসলামের নেতা মওলানা শাহ আহমদ নূরানী ও মওলানা মুফতি মাহমুদ, ন্যাপ নেতা মীর গাউস বক্স বেজেঞ্জো, লীগ নেতা সরদার শওকত হায়াত খান এবং পিপলস পার্টির এ. এইচ, কারদার, মমতাজ ভুট্টো, গোলাম মোস্তফা জাতোই, হায়াত মোহাম্মদ খানসহ কয়েকজন প্রভাবশালী নেতা বিকেলে পি-আই-এর একই ফ্লাইটে ঢাকা ত্যাগ করেন। করাচি রওয়ানার আগে ন্যাপ নেতা ওয়ালী খান ও গাউস বক্স বেজেঞ্জো বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তাঁর বাসভবনে এক সংক্ষিপ্ত বৈঠকে মিলিত হন। ঢাকা ত্যাগের প্রাক্কালে মিয়া মমতাজ দৌলতানা প্রেসিডেন্টের সঙ্গে রাজনৈতিক শলাপরামর্শ সম্পর্কে সাংবাদিকদের বলেন, আমি আশা করি, সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। কাইয়ুম খান বলেন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া আন্তরিকভাবে সঙ্কট নিরসনের চেষ্টা করছেন। তবে পরিস্থিতি খুব জটিল। ওয়ালী খান বলেন, ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে দেশের সংহতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এমন কোনো ফর্মুলা ন্যাপ (ওয়ালী) প্রত্যাখ্যান করবে।

পিপলস পার্টি প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো দুপুরে প্রেসিডেন্ট ভবনে জেনারেল ইয়াহিয়া ও তাঁর উপদেষ্টাদের সাথে বৈঠকে মিলিত হন। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, পূর্বাঞ্চলের পরিস্থিতি অত্যন্ত করুণ ও দুর্ভাগ্যজনক। এ অঞ্চলের শোষিত জনগণের প্রতি আমার অনেক ভালোবাসা রয়েছে। আমি তাদের স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করছি। কিন্তু আমার একটি জাতীয় দায়িত্ব রয়েছে। আমি পাকিস্তান অখণ্ড রাখার জন্য জীবন দান করতে প্রস্তুত।

টিভি কেন্দ্রে প্রহরারত সৈন্যরা টিভি কর্মীদের সাথে দুর্ব্যবহার করলে সন্ধ্যা থেকে ঢাকা টিভির অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হয়।

স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ নেতৃবৃন্দ এক বিবৃতিতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে সশস্ত্র গণবিপ্লবকে আরও জোরদার করার জন্য সংগ্রামী বাংলার আপামর জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

সাংবাদিকরা এক জরুরি সভায় মিলিত হয়ে পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে সেনাবাহিনীর সদস্যদের হয়রানিমূলক আচরণের তীব্রনিন্দা জানান।

## ২৫ মার্চ বৃহস্পতিবার ১৯৭১

সেই কালোরাত যে রাতে বাংলার বুকে নেমে আসে মৃত্যুর ঘনতমসা। রাতের নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পাশব শক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে রাজধানী ঢাকার নিরীহ-নিরস্ত্র-অসহায় বাঙালি জনসাধারণের ওপর। মেশিনগান-মর্টার-ট্যাঙ্ক নিয়ে অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে হানাদাররা নির্মমভাবে হত্যা করে পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি ঘুমন্ত নাগরিককে।

রাতে ইয়াহিয়ার সেনাবাহিনী আওয়ামী লীগের নেতা ও কর্মীদের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রাবাস, শিক্ষক কলোনি, পুলিশ ও ইপিআর ব্যারাকসহ নতুন ও পুরনো ঢাকার আবাসিক এলাকা এবং বস্তির বাসিন্দাদের ওপর বর্বর আক্রমণ চালিয়ে সূচনা করে নমাসব্যাপী ইতিহাসের নজিরবিহীন গণহত্যা, অত্যাচার, নিপীড়ন, নারী ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ। পাকিস্তানি বাহিনী বিপ্লবী বাংলাদেশকে অগ্নিবলয়ে নিক্ষেপের মাধ্যমে শুরু করে মানবতার বহ্ন্যুৎসব।

নিরপরাধ বাঙালিদের ওপর কাপুরুষোচিত সশস্ত্র হামলার নির্দেশ দিয়ে প্রেসিডেন্ট ও সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খান রাতের অন্ধকারে শেষবারের মতো ঢাকা ত্যাগ করেন। আর সেই সাথে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান স্বয়ং স্বহস্তে সমাধি রচনা করে যান অখণ্ড পাকিস্তানের।

দিবাগত রাতে পাকিস্তানি সেনারা ছাউনি থেকে বের হয়ে নিরস্ত্র বাঙালির বিরুদ্ধে অঘোষিত যুদ্ধ শুরু করলে মধ্যরাতের পর ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে মুক্তিসংগ্রামের সর্বাধিনায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন "পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আমাদের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে। ছাত্র-জনতা-পুলিশ ইপিআর শত্রুর বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রাম শুরু হয়েছে। আমি ঘোষণা করছি, আজ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। সর্বস্তরের নাগরিকদের আমি আহ্বান জানাচ্ছি, আপনারা যে যেখানে যে অবস্থাতেই থাকুন যার যা আছে তাই নিয়ে দখলদার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলুন। সম্মিলিতভাবে শত্রুর মোকাবিলা করুন। এই হয়তো আপনাদের কাছে আমার শেষ বাণী হতে পারে। আপনারা শেষ শত্রুটি দেশ থেকে বিতাড়িত না করা পর্যন্ত সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যান। আল্লাহ আমাদের সহায়। জয় বাংলা।"

বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে সারা বাংলায় যথারীতি অসহযোগ পালিত হয়। সরকারি অফিস, আদালত ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে। সারা বাংলায় বেসরকারি ভবন শীর্ষে কালো পতাকার পাশাপাশি স্বাধীন বাংলার পতাকা তোলা হয়। সারাদিন সভা-শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে যথারীতি মিছিলকারীরা গিয়ে নেতার প্রতি তাদের সমর্থন ঘোষণা করে। ঢাকায় মতিঝিলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা সভা ও মিছিল বের করেন। বিকেলে পূর্ব বাংলা শ্রমিক ফেডারেশন ও বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে পল্টন ময়দানে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জনসভায় শ্রমিক নেতা কাজী জাফর আহমদ সভাপতিত্ব করেন। রাত আটটায় সার্জেন্ট জহুরুল হক হল ক্যান্টিনে ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় সংসদের জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়। রাত নয়টার পর ছাত্র-জনতা সারা ঢাকায় ব্যারিকেড রচনা শুরু করেন।

সকালে প্রেসিডেন্ট ভবনে ভুট্টো-ইয়াহিয়া এবং প্রেসিডেন্ট ও পিপলস পার্টির উপদেষ্টাদের মধ্যে আলোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

রাত নয়টায় গোটা ঢাকায় খবর ছড়িয়ে পড়ে ইয়াহিয়া খান ঢাকা ত্যাগ করেছেন। সেনানিবাসে সৈন্যরা যুদ্ধ সাজে তৈরি হচ্ছে।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বিকেলে প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে সেনানিবাসে যান। রাত ৮ টায় তিনি করাচি রওয়ানা হন। আর সেই সাথে সেনাদের দিয়ে যান বাঙালি নিধনের ঢালাও লাইসেন্স।

রাত নয়টার পর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে সাংবাদিকরা জনাব ভুট্টোকে প্রেসিডেন্টের ঢাকা ত্যাগের খবর দিলে তিনি বলেন, দুর্ভাগ্যবশত, পরিস্থিতি অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। আমি আগামীকাল করাচি ফিরে যাব।

বঙ্গবন্ধুর কাছে ইয়াহিয়ার ঢাকা ত্যাগের খবর আগেই পৌঁছেছিল। রাত ৯টার পর বঙ্গবন্ধু তাঁর বাসভবনে উপস্থিত দলীয় নেতা, কর্মী, সমর্থক, ছাত্র নেতৃবৃন্দ ও সাংবাদিকদের উদ্দেশে বলেন, আমরা সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছি। কিন্তু জেনারেল ইয়াহিয়া খান সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে চাচ্ছেন। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট অখণ্ড পাকিস্তানের সমাপ্তি টানতে চলেছেন।

বঙ্গবন্ধু আরও বলেন : আমাকে হয়তো ওরা হত্যা করতে পারে। কিন্তু আমি নিশ্চিত যে, আমার সমাধির ওপর একদিন স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করবেই।

## বঙ্গবন্ধু ঘোষিত স্বাধীনতার ফরমান

"পাকিস্তান সেনাবাহিনী অতর্কিতে পিলখানার ইপিআর ঘাঁটি রাজারবাগ পুলিশ লাইন আক্রমণ করেছে এবং শহরের লোকদের হত্যা করছে। ঢাকা, চট্টগ্রামের রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ চলছে। আমি বিশ্বের জাতিসমূহের কাছে সাহায্যের আবেদন

করছি। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা বীরত্বের সঙ্গে মাতৃভূমি মুক্ত করার জন্য শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করছে।"

"সর্বশক্তিমান আল্লাহর নামে আপনাদের কাছে আমার আবেদন ও আদেশ দেশকে স্বাধীন করার জন্য শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যান। আপনাদের পাশে এসে যুদ্ধ করার জন্য পুলিশ, ইপিআর, বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও আনসারদের সাহায্য চান।"

"কোন আপস নাই, জয় আমাদের হবেই। আমাদের পবিত্র মাতৃভূমি থেকে শেষ শত্রুকে বিতাড়িত করুন। সকল আওয়ামী লীগ নেতা, কর্মী এবং অন্যান্য দেশপ্রেমিক ও স্বাধীনতাপ্রিয় লোকদের এ সংবাদ পৌঁছে দিন। আল্লাহ আপনাদের মঙ্গল করুন। জয় বাংলা।"

—শেখ মুজিবুর রহমান
২৫শে মার্চ, ১৯৭১

রাত ১০টায় বঙ্গবন্ধু সত্যাগ্রহী বাংলার উদ্দেশে বিভিন্ন বিভাগের কার্যক্রমের ওপর কিছু নির্দেশ জারি করেন।

এর আগে সন্ধ্যায় বঙ্গবন্ধু এক বিবৃতিতে দেশের বর্তমান সঙ্কট সমাধানে দুঃখজনক কালক্ষেপণ এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে নিরস্ত্র জনগণের ওপর সেনাবাহিনীর গুলিবর্ষণ ও নির্যাতনের কঠোর নিন্দা করে সংশ্লিষ্ট মহলের প্রতি সামরিক বাহিনী ও নিরস্ত্র অসামরিক নাগরিকদের মধ্যে মোকাবিলার পরিস্থিতি সৃষ্টি থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান। বিবৃতিতে বঙ্গবন্ধু কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেন, এই আহ্বান অগ্রাহ্য করে রাজনৈতিক সমাধান বানচালের উদ্দেশে সামরিক মোকাবিলার নীতি অনুসরণ অব্যাহত রাখা হলে এর অবশ্যম্ভাবী ভয়াবহ পরিস্থিতির জন্য সংশ্লিষ্ট মহলই দায়ী হবেন।

বঙ্গবন্ধু বলেন, সেনাবাহিনীর এ কথা উপলব্ধি করা উচিত যে, সঙ্কটের রাজনৈতিক সমাধান চাইলে তাদেরকেই বিষয়টি চূড়ান্ত করতে হবে। এ ব্যাপারে বিলম্ব দেশ ও দেশবাসীকে ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখেই ঠেলে দেবে। তিনি বলেন, ঢাকায় প্রেসিডেন্টের উপস্থিতি ও তাঁর আলোচনায় গণমনে এই প্রত্যাশাই দানা বেঁধেছিল, যে সঙ্কট জাতিকে গ্রাস করেছে একমাত্র রাজনৈতিকভাবেই তার সমাধান সম্ভব। আর এ কারণেই আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে মিলিত হয়েছিলাম। ইয়াহিয়া সাহেবও এই অভিমতই ব্যক্ত করেছিলেন যে, সঙ্কটের কেবল রাজনৈতিক সমাধানই হতে পারে। আর সে প্রক্ষিতে এই সমাধানের ভিত্তিস্বরূপ কিছু মৌলিক নীতি প্রেসিডেন্ট স্বীকার করে নেন। এরপর এই নীতিমালা বাস্তবায়নের পন্থা নির্ধারণের উদ্দেশে আমার সহকর্মীরা প্রেডিন্টের উপদেষ্টাদের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন। এভাবেই আমরা আমাদের দায়িত্ব

সম্পাদন করে রাজনৈতিক সমাধানের মাধ্যমে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোর পর এখন আর বিলম্বের কোনো কারণ বা যুক্তি নেই।

জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বঙ্গবন্ধু বলেন, সংশ্লিষ্ট মহল যদি সঙ্কটের একটি রাজনৈতিক সমাধান চান তাহলে তাদের উপলব্ধি করা উচিত যে, বিষয়টি তাদের অবিলম্বে চূড়ান্ত করতে হবে।

বিকেলে সংবাদপত্রে পাঠানো অপর এক বিবৃতিতে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে সেনাবাহিনীর কর্তৃক গণহত্যার প্রতিবাদে আগামী ২৭ মার্চ সারা বাংলায় হরতাল পালনের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, নিরস্ত্র জনগণকে এভাবে অবাধে গুলি করে হত্যা ও তাদের ওপর নৃশংস নির্যাতন চালাতে দেওয়া হবে না।

সৈয়দপুর, রংপুর, জয়দেবপুর ও চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর গুলিবর্ষণের নিন্দা জানিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেন, বেসামরিক জনগণের ওপর বেপরোয়া গুলিবর্ষণ ও নৃশংস নির্যাতন চালানো হচ্ছে। পুলিশের ভূমিকাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হচ্ছে। সেনাবাহিনী বাংলাদেশের সর্বত্র সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। এমন এক সময় এসব ঘটনা ঘটেছে যখন প্রচণ্ড রাজনৈতিক সঙ্কট নিরসনের ঘোষিত উদ্দেশ্য নিয়ে প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সেনাপতি ইয়াহিয়া খান স্বয়ং ঢাকায় অবস্থান করছেন। আমি অবিলম্বে সামরিক তৎপরতা বন্ধের নির্দেশ দানের জন্য প্রেসিডেন্টের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। সেই সাথে আমি প্রেসিডেন্টকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই বাংলাদেশের নির্ভীক জনগণ মুক্তির চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে-কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে প্রস্তুত। বঙ্গবন্ধু বিবৃতিতে বীর জনতার প্রতি সংগ্রাম চালিয়ে যাবার আহ্বান জানান।

রাত ১১টায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী 'অপারেশন সার্চ লাইট'-এর প্রস্তুতি সম্পন্ন করে। রাত সাড়ে ১১টায় তারা ছাউনি থেকে বেরিয়ে আসে। ফার্মগেটের মুখে হানাদার বাহিনী প্রথম প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়। এখানে তারা লাউড স্পিকারে গোটা ঢাকায় কারফিউ জারির ঘোষণা দেয়। ছাত্র-জনতা সেনাবাহিনীকে বাধা দিলে তারা মেশিনগান ব্যবহার করে পাখির মতো স্বাধীনতা সংগ্রামীদের গুলি করে হত্যা করে। ডিনামাইট দিয়ে ব্যারিকেড উড়িয়ে দিয়ে শহরে প্রবেশ করে। রাস্তায় রাস্তায় শুরু হয় খণ্ড যুদ্ধ। সেনাবাহিনী প্রতিরোধকারী বাঙালি যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে ট্যাংক-মর্টার-রকেট ব্যবহার করে। শুরু হয় চারদিকে গুলি আর গোলার বিস্ফোরণ। মানুষের আর্তচিৎকার।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বাংলাদেশের জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার পর বাংলাদেশের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন : আজ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র। সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রাম শুরু হয়েছে। চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত সশস্ত্র সংগ্রাম চলবে। আমার এই ঘোষণা ঘরে ঘরে পৌঁছে দিন। শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলুন। বঙ্গবন্ধুর স্বকণ্ঠে এই ঐতিহাসিক ঘোষণা রাত ১২টার পর বেতারে একবার শোনা যায়। পিলখানা

ইপিআর ব্যারাক ও অন্যান্য স্থান থেকে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার লিখিত-বাণী ওয়ার্লেসের মাধ্যমে সারাদেশে ম্যাসেজ আকারে পাঠানো হয়। এই ওয়ার্লেস চট্টগ্রাম ইপিআর সদর দফতরে পৌঁছায়।

চট্টগ্রাম উপকূলে নোঙর করা একটি বিদেশি জাহাজও এই ম্যাসেজ গ্রহণ করে। চট্টগ্রামে অবস্থানকারী আওয়ামী লীগের শ্রম সম্পাদক জহুর আহমেদ চৌধুরী বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার বাণী সাইক্লোস্টাইল করে রাতেই শহরবাসীর মধ্যে বিলির ব্যবস্থা করেন। রাত একটার দিকে সেনাবাহিনীর একটি দল বঙ্গবন্ধুর বাস ভবনের অদূরে শুক্রাবাদে ব্যারিকেডের মুখোমুখি হয়। এখানে প্রতিরোধ বুহ্য ভেঙে হানাদাররা রাত দেড়টার দিকে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনের সামনে আসে। সেনারা বাসভবনে এলোপাতাড়ি গুলি নিক্ষেপ শেষে ভেতরে প্রবেশ করে। বঙ্গবন্ধুকে বন্দী করে শেরেবাংলানগরস্থ সামরিক বাহিনীর সদর দফতরে নিয়ে যায়। পরে সেখান থেকে বঙ্গবন্ধুকে সেনানিবাসে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁকে আদমজী কলেজের একটি কক্ষে আটক রাখা হয় পরদিন সকাল পর্যন্ত। মধ্যরাতেই সেনাবাহিনী পিলখানা রাজারবাগ, নীলক্ষেত আক্রমণ করে। সেনারা পিলখানা ও নীলক্ষেতে প্রচণ্ড প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়। রাত দুটোর সময় ট্যাঙ্ক, বাজুকা, মর্টারের মাধ্যমে নীলক্ষেত বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা দখল করে। প্রচণ্ড লড়াইয়ের পর পিলখানা ইপিআর ব্যারাকের পতন হয়। রাজারবাগ পুলিশ লাইন হামলাকারীদের কবজায় আসে রাত দুটায়। সেনাবাহিনীর মেশিনগানের গুলিতে, ট্যাঙ্ক মর্টারের গোলায়, আগুনের লেলিহান শিখায় একদিকে নগরীর রাত হয়ে ওঠে বিভীষিকাময়, অপরদিকে এই রাতের ওপর উপ্ত হয় নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশের। পরের দিন নব সূর্যোদয়ের মধ্যদিয়ে সূচিত হয় নতুন প্রতিজ্ঞার ইতিহাস। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ।

## ২৬ মার্চ শুক্রবার ১৯৭১

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষিত জাতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনা দিবসে স্বাধীন বাংলা অবরুদ্ধ রাজধানী ঢাকা ছাড়া সমগ্র বাংলাদেশে উত্তোলন করা হয় স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা। প্রায় সারা দেশের কর্তৃত্ব থাকে আওয়ামী লীগের নিয়ন্ত্রণে। দেশের সর্বত্র চলে সশস্ত্র প্রতিরোধের প্রস্তুতি। সশস্ত্র সংগ্রামের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয় বন্দরনগরী চট্টগ্রাম। বঙ্গবন্ধু ঘোষিত বাংলাদেশের স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা ইংরেজি ও বাংলায় হ্যান্ডবিল আকারে ছাপিয়ে চট্টগ্রামে বিলি করা হয়। আওয়ামী লীগের শ্রম সম্পাদক জহুর আহমদ চৌধুরী বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা চট্টগ্রামস্থ ইপিআর সদর দফতর থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে ওয়ার্লেস মারফত প্রেরণের ব্যবস্থা করেন। চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম. এ. হান্নান দুপুর ২টা ১০ মিনিটে এবং ২টা ৩০ মিনিটে

চট্টগ্রাম বেতার থেকে বঙ্গবন্ধুর 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' প্রথম পাঠ করেন। তিনি 'বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র' পরিচয়ে স্বনামে এ ঘোষণাপত্র পাঠ করে স্বাধীন বাংলাদেশকে সাহায্যের জন্য বিশ্বের মুক্তিকামী জনগণ ও রাষ্ট্রসমূহের প্রতি আবেদন জানান। রাত ৭টা ৪০ মিনিটে চট্টগ্রাম বেতারের কালুরঘাটস্থ ট্রান্সমিশন স্টেশন থেকে পুনরায় বঙ্গবন্ধুর নামে প্রথমে বাংলায় এবং পরে ইংরেজিতে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র প্রচার করা হয়। 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র' পরিচয়ে এ ঘোষণা পাঠ করা হয়। ঘোষণার পর চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের নেতা এম. এ. হান্নান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য সেনাবাহিনীর বাঙালি সদস্য, ইপিআর, পুলিশ, আনসার, ছাত্র, শ্রমিক, সর্বস্তরের মানুষের প্রতি আবেদন জানিয়ে একটি বিবৃতি পাঠ করেন। রাত ১০ টায় 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র' থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে ইংরেজিতে একটি আবেদন প্রচার করা হয়। এই আবেদনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষায় বিশ্বের গণতান্ত্রিক সরকার ও মুক্তিকামী জনগণকে এগিয়ে আসার অনুরোধ জানানো হয়। চট্টগ্রামের ছাত্র-যুবক-শ্রমিক-পুলিশ-ইপিআর ও বাঙালি সৈনিকদের সমন্বয়ে গঠিত বাংলাদেশ বিপ্লবী বাহিনীর সদস্যরা নগরীর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় দখলদার পাকিস্তানি সৈন্যদের পর্যুদস্ত করে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করেন। রাতে কুমিরায় কুমিল্লা থেকে চট্টগ্রাম অভিমুখী পাকবাহিনীর সাথে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়।

ঢাকায় বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সকালে ঢাকা সেনানিবাসের অভ্যন্তরের আদমজী স্কুল থেকে বন্দী অবস্থায় ফ্ল্যাগ স্টাফ হাউসে নিয়ে যাওয়া হয়। বঙ্গবন্ধুকে সেখানে সারাদিন আটক রেখে সন্ধ্যায় অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়।

দিনরাত কারফিউ দিয়ে দখলদার পাকসেনারা দলে দলে রাস্তায় নেমে ভবন, বস্তি ও আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের বাসভবনের ওপর ভারি মেশিনগান ও কামান দাগাতে থাকে। এলাকার উপর এলাকা আগুন লাগিয়ে ভয়ার্ত নর-নারী-শিশুকে অগ্নিদগ্ধ অথবা গুলি করে হত্যা করে। বিদেশি সাংবাদিকদের হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আটক রাখা হয়। শুক্রবার ঢাকার কোনো মসজিদে জুম্মার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়নি। পাকসেনারা দুপুরে পুরনো ঢাকা আক্রমণ করে এবং মধ্যরাত পর্যন্ত ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। তাদের সহযোগিতা করে স্থানীয় অবাঙালি বিহারী নাগরিকেরা। তারা দি পিপল, সংবাদ, ইত্তেফাক অফিস ও কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার ট্যাঙ্কের গোলায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় একাধিক গণকবর খুঁড়ে সেখানে শত শত লাশ মাটি চাপা দিয়ে তার ওপর বুলডোজার চালায়। নগরীর বিভিন্ন স্থানে সারারাত ধরে হাজার হাজার লাশ মাটিচাপা দেওয়া হয়। পুরনো ঢাকার লাশ বুড়িগঙ্গা নদীতে ভাসিয়ে দেয়।

সকালে পিপলস পার্টি প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো কড়া সামরিক প্রহরায় ঢাকা ত্যাগ করেন। করাচি বিমানবন্দরে পৌঁছে তিনি ঢাকায় ২৫ মার্চ রাতে

সেনাবাহিনীর অপারেশনের প্রশংসা করে বলেন, আল্লাহকে অশেষ ধন্যবাদ। সেনাবাহিনী পাকিস্তানকে রক্ষা করেছে।

রাত আটটায় প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান করাচি থেকে এক বেতার ভাষণে বলেন, পূর্ব পাকিস্তান সরকারের ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সেনাবাহিনীকে আদেশ দেওয়া হয়েছে। শেখ মুজিবুর রহমান অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে রাষ্ট্রদ্রোহিতার কাজ করেছেন। তিনি এবং তাঁর দল আওয়ামী লীগ তিন সপ্তাহ ধরে আইনসঙ্গত কর্তৃপক্ষকে প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ প্রদান করে সরকারি কাজকর্মে বাধা প্রদান করেন। তারা হাঙ্গামা সৃষ্টি করেছেন, ভীতি প্রদর্শন করেছেন এবং সাধারণ নাগরিকদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করেছেন। তারা পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা ও জাতির জনকের ছবির অবমাননা করেছেন। আইন অমান্য করে একটি সমান্তরাল সরকার গঠনের প্রয়াস চালিয়েছেন।

জেনারেল ইয়াহিয়া খান আরও বলেন, আমি শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর সহযোগীদের বিরুদ্ধে আগেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারতাম কিন্তু আমি শান্তি পূর্ণ উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তরের পক্ষপাতি বলে সবসময়ই চেয়েছি সম্ভাব্য যে-কোনো পন্থায় উদ্ভূত পরিস্থিতির একটি ন্যায়সঙ্গত সমাধান হোক। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান সব সময়ই গঠনমূলক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর ব্যাপারে সাড়া দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। অপরদিকে তিনি ও তাঁর অনুগামীরা আমার উপস্থিতিতেই সরকারি কর্তৃপক্ষের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছেন।

তিনি বলেন, শেখ মুজিবুর রহমানের একগুঁয়েমি, অনড় মনোভাব ও আলোচনা সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখান থেকে এটাই প্রতীয়মান হয়ে যে, লোকটি এবং তার দল পাকিস্তানের শত্রু। তারা পূর্ব পাকিস্তানকে একেবারেই বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে চান। শেখ মুজিবুর রহমান দেশের সংহতি ও সার্বভৌমত্বের ওপর আঘাত হেনেছেন। এ অপরাধের জন্য তাঁকে অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে।

ইয়াহিয়া খান আরও বলেন, আমি কতিপয় ক্ষমতালিপ্সু ও দেশপ্রেমবর্জিত ব্যক্তিকে দেশ ও ১২ কোটি মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে দিতে পারি না। সেজন্য আমি সেনাবাহিনীকে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের জন্য নির্দেশ দিয়েছি। সেই সাথে আমি বর্তমান পরিস্থিতিতে সারাদেশে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। একই সাথে রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ করেছি। প্রচার মাধ্যমের ওপরও পূর্ণ সেন্সরশিপ বলবৎ করেছি।

আজ চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহীসহ দেশের বিভিন্ন শহরে গত মধ্যরাতে বঙ্গবন্ধু ঘোষিত 'বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা' হ্যান্ডবিল আকারে জনসাধারণের মধ্যে বিলি করা হয়।

## ২৭ মার্চ শনিবার ১৯৭১

সকালে কয়েক ঘণ্টার জন্য ঢাকা শহরে কারফিউ তুলে নেওয়া হয়। বিদেশি সাংবাদিকদের কড়া সেনা প্রহরায় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল থেকে সরাসরি বিমানবন্দরে নিয়ে গিয়ে বিশেষ বিমানে ঢাকা ত্যাগে বাধ্য করা হয়। ঢাকায় সাময়িক কারফিউ প্রত্যাহারের পর পরই নাগরিকরা শহর ত্যাগ করা শুরু করে। গোটা শহরে বিক্ষিপ্তভাবে হতভাগ্য বাঙালিদের লাশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে দেখা যায়। বুড়িগঙ্গার ওপারে জিঞ্জিরায় মুক্তিযোদ্ধারা সমবেত হতে থাকেন। দেশের বিভিন্ন এলাকায় মুক্তিযোদ্ধারা দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। চট্টগ্রাম শহরের চারদিকে মুক্তিবাহিনীর সাথে হানাদার বাহিনীর বিক্ষিপ্ত লড়াই চলে। কুমিরায় তুমুল যুদ্ধ হয়। সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়াউর রহমান ইংরেজিতে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন।

ঘোষণাটি নিম্নে দেওয়া হলো :

"The government of the sovereign state of Bangladesh on behalf of our Great Leader, the Supreme Commander of Bangladesh Sheikh Mujibur Rahman, we hereby proclaim the independence of Bangladesh. And that the government headed by Sheikh Mujibur Rahman has already been formed. It is further proclaimed that Sheikh Mujibur Rahman is the sole leader of the elected representatives seventy five million people of Bangladesh, and the government headed by him is the only legitimate government of the people of the independent sovereign state of Bangladesh, which is legally and constitutionaly formed, and is worthy of being recognised by all the governments of the world. I therefore, appeal on behalf of our great leder Sheikh Mujibur Rahman to the governments of all the democratic countries of the world, specially the big powers and the neighbouring countries to recognise the legal government of Bangladesh and take effective setps to stop immediately the aweful genocide that has been carried on by the army of occupation from Pakistan.

"The guiding principle of the new state will be first neutrality, second peace and third friendship to all and enemity to none. May Allah help us. Joy Bangla."

('আমাদের মহান নেতা, বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে আমরা, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি। ইতোমধ্যে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বের সরকার

গঠিত হয়েছে। এই সঙ্গে আমরা আরও ঘোষণা করছি যে, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর নেতৃত্বাধীন সরকারই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের একমাত্র আইনসম্মত সরকার, যা বৈধ এবং সাংবিধানিকভাবে গঠিত হয়েছে। এ সরকার বিশ্বের সকল সরকারেরই স্বীকৃতি পাবার যোগ্য। সুতরাং আমাদের মহান নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে আমি বিশ্বের সকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, বিশেষত বৃহৎশক্তি ও প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সরকারের প্রতি বাংলাদেশের বৈধ সরকারকে স্বীকৃতি প্রদানের আবেদন জানাচ্ছি। একই সাথে অবিলম্বে দখলদার পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বীভৎস গণহত্যা বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানাই।

—নতুন রাষ্ট্রের মূলনীতি হবে প্রথমত নিরপেক্ষতা, দ্বিতীয়ত শান্তি ও তৃতীয়ত সকল দেশের সাথে বন্ধুত্ব, কারও সাথে শত্রুতা নয়। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। জয় বাংলা।')

ভারতীয় পার্লামেন্ট লোকসভায় ভাষণদানকালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের প্রতিরোধ যুদ্ধ প্রসঙ্গে বলেন, পূর্ববঙ্গের সমগ্র জনসাধারণ একবাক্যে গণতান্ত্রিক কর্মপন্থা গ্রহণ করেছে। একে আমার অভিনন্দন জানাই। শ্রীমতী গান্ধী বলেন, ভারত সরকার পূর্ববঙ্গের সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে সজাগ রয়েছে এবং যথা সময়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। তিনি আরও বলেন, আমরা কেবল এর তাত্ত্বিক দিকটাই দেখব না, আন্তর্জাতিক রীতি-নিয়ম মেনে চলতে হবে। যা হোক, আসল কথা হলো, পূর্ববঙ্গের নিরস্ত্র জনসাধারণকে ট্যাঙ্ক দিয়ে আক্রমণ করা হয়েছে।

পরে রাজ্যসভায় ভাষণদানকালে শ্রীমতী গান্ধী বলেন পূর্ববঙ্গে নিত্যনতুন ঘটনা ঘটছে। এক বাক্যে পূর্ববঙ্গের জনসাধারণ গণতান্ত্রিক কর্মপন্থা বেছে নিয়েছে। অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলানোর উদ্দেশ্যেও নয়, বরং যে মূল্যবোধ আমরা সর্বদা কামনা করি এবং নির্ভীকভাবে প্রচার করি, তারই জন্য আমরা তাদের অভিনন্দন জানিয়েছি। আমরা আশা করছি, আমাদের এ পদক্ষেপ প্রতিবেশী রাষ্ট্রে এমন এক নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে, যে পরিস্থিতিতে আমরা একে অপরের ঘনিষ্ঠ হব এবং সে নতুন পরিস্থিতি এদেশের জনসাধারণকে আরও ভালোভাবে সেবা করতে সাহায্য করবে।

## ২৮ মার্চ রবিবার ১৯৭১

পাকিস্তানি নৌবাহিনী বন্দরনগরী চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় গোলাবর্ষণ করে। শুভপুর ব্রিজে পাক বাহিনী ও মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে সারাদিন ধরে যুদ্ধ চলে। যুদ্ধে পাকিস্তানিরা বিপুল ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়। নৌবন্দর এলাকায় পাক নৌবাহিনী

বাঙালি নৌ-সেনাদের নিরস্ত্র করে হত্যা করে। পাক বাহিনী ঢাকার আশপাশে অপারেশন চালায়। ঢাকার ওপারে জিঞ্জিরা দখল নিয়ে পাকবাহিনীর সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের গোলাগুলি বিনিময় হয়। যশোর, দিনাজপুর, কুষ্টিয়ায় দখল প্রতিষ্ঠা নিয়ে দুদলের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ হয়। দেশের তিন-চতুর্থাংশ এলাকা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিয়ন্ত্রণে থাকে। রাতে চট্টগ্রামের স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে মক্তিযুদ্ধে সাহায্যের জন্য পুনরায় বিশ্ববাসীর প্রতি আহ্বান জানানো হয়। ঢাকায় কারফিউ সকাল সাতটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত শিথিল করা হয়।

পাকিস্তান মুসলিম লীগের সভাপতি খান আবদুল কাইয়ুম খান পেশোয়ারে বলেন, আওয়ামী লীগের ছয়দফা ছিল বিচ্ছিন্নতাবাদের কর্মসূচি এবং একটি সুস্পষ্ট দেশদ্রোহী কার্যকলাপ। তিনি বলেন, সম্প্রতি ঢাকা সফরকালে আমরা যা দেখেছি তা হলো উন্মুক্ত বিদ্রোহ। এ প্রেক্ষিতে সামরিক বাহিনীর গৃহীত ব্যবস্থা অত্যন্ত সঠিক ও সময়োপযোগী এবং ন্যায়সঙ্গত পদক্ষেপ।

## ২৯ মার্চ সোমবার ১৯৭১

বঙ্গবন্ধুকে ঢাকা থেকে করাচি নিয়ে যাওয়া হয়। সন্ধ্যায় সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টারে করে বঙ্গবন্ধুকে সেনানিবাস থেকে তেজগাঁও বিমানবন্দরে নিয়ে আসা হয় এবং রাতে সামরিক বাহিনীর একটি বিশেষ বিমানযোগে তাঁকে করাচি নিয়ে যাওয়া হয়।

## ৩০ মার্চ মঙ্গলবার ১৯৭১

সন্ধ্যায় চট্টগ্রামের স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি ও সাহায্যদানের জন্য বিশ্বের গণতান্ত্রিক সরকার ও জনগণের প্রতি আবেদন জানানো হয়। রাতে পাকিস্তান বিমান বাহিনী কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রের ওপর বোমাবর্ষণ করে। চট্টগ্রাম শহরকে শত্রু সেনারা ঘেরাও করে বোমাবর্ষণ শুরু করে। সারারাত নগরীর আশপাশে ছত্রীসেনা নামানো হয়। ভোর পর্যন্ত মুক্তিবাহিনী বীর বিক্রমে বীর চট্টলা রক্ষা করে।

## ৩১ মার্চ বুধবার ১৯৭১

চট্টগ্রাম নগরীর পতন হয়। মুক্তিবাহিনী গভীর অরণ্যে আশ্রয় নেয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে এক কিলোওয়াটের স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনী দেশের অধিকাংশ সেনা ছাউনির নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধার করে।

মুক্তিবাহিনী দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে সরে গিয়ে সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোতে সমবেত ও সংগঠিত হতে থাকে। তবে অধিকাংশ জেলা ও মহকুমা শহর থাকে মুক্তিবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে। এক লাখেরও বেশি মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে।

নয়াদিল্লিতে ভারতীয় পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের জনগণের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের প্রতি তাঁর নিজের, ভারতীয় জনগণ ও সরকারের পক্ষ থেকে একাত্মতা ও সংহতি ঘোষণা করেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা ও পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গণহত্যা প্রসঙ্গে লোকসভায় আনীত এক প্রস্তাবের ওপর পাঁচ দিনব্যাপী আলোচনা শেষে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর বিবৃতিতে বলেন, পূর্ববঙ্গের সমগ্র জনগণের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যে সর্বাত্মক আক্রমণ চালিয়েছে তাতে ভারতীয় পার্লামেন্ট উদ্বেগ প্রকাশ করছে। পাকিস্তান সেনাবাহিনী বেয়নেট, মেশিনগান, ট্যাঙ্ক, গোলান্দাজ নিয়ে যেভাবে পূর্ববঙ্গের নাগরিকদের ওপর নগ্ন হামলা চালিয়েছে, তাতে তারা (বাঙালিরা) ভীতসন্ত্রস্ত ও অসহায় অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে।

শ্রীমতী গান্ধী বলেন, আমাদের ভূখণ্ডের একেবারে সন্নিকটে নিরস্ত্র ও নিরপরাধ মানুষের ওপর যে নজিরবিহীন নির্যাতন চালানো হচ্ছে আমাদের জনগণ তার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন না করে পারে না। ভারত যেহেতু শান্তি বজায় ও মানবাধিকার সমুন্নত রাখার বিষয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ সেহেতু আমরা অবিলম্বে পূর্ববঙ্গের অসহায় জনগণের ওপর হত্যাযজ্ঞ ও শক্তি প্রয়োগ বন্ধের দাবি জানাচ্ছি। আমরা পূর্ববঙ্গে গণহত্যা বন্ধ করার জন্য পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে জরুরি ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সারা বিশ্বের জনগণ ও সরকারসমূহের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

তিনি বলেন, পূর্ববঙ্গের সাড়ে সাত কোটি জনগণের এই ঐতিহাসিক গণ-সংগ্রামের অনিবার্য বিজয়ের প্রতি ভারতীয় সংসদ দৃঢ় আস্থা জ্ঞাপন করছে এবং ঘোষণা করছে, পূর্ববঙ্গের জনগণের এই মহান সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের প্রতি ভারতের জনগণের সমর্থন ও সহৃদয় সহানুভূতি অব্যাহত থাকবে।

## ১ এপ্রিল বৃহস্পতিবার ১৯৭১

সারাদিন যুদ্ধের পর সন্ধ্যায় মুক্তিবাহিনী কৌশলগত কারণে টাঙ্গাইল শহরের নিয়ন্ত্রণ ত্যাগ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে ঘাঁটি করে। দেশের অধিকাংশ মহকুমা সদর মুক্তিবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে থাকে। দলে দলে লোক সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেয়।

পাকসেনারা বিভিন্ন এলাকায় দখল প্রতিষ্ঠার পর হত্যাযজ্ঞ চালায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটে এক বিবৃতিতে সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের পরিণতিতে সেখানে বিপুলসংখ্যক বেসামরিক নাগরিককে আত্মাহুতি দিতে হয়েছে। সেখানে অবর্ণনীয় গণহত্যা চলছে। পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান অবস্থা আমেরিকানদের কাছে অত্যন্ত বেদনাদায়ক। কেননা, সেখানে আমাদেরই সরবরাহকৃত সমরাস্ত্র বেসামরিক নাগরিকদের ওপর ব্যবহৃত হচ্ছে। আমাদের কামান, ট্যাঙ্ক, বিমান জনগণের দুঃখ-দুর্দশা বাড়িয়ে চলেছে। যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সাহায্য সংক্রান্ত চুক্তির শর্তাবলি লঙ্ঘন করেই এ কাজ করা হচ্ছে।

তিনি বলেন, কাউকে দোষারোপ করার জন্য অথবা পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও মানবিক সমস্যা বিস্ময়করভাবে সমাধানের কোনো সূত্র দেওয়ার জন্য আমি বক্তৃতা দিতে উঠিনি। উদ্বাস্তু বিষয়ক সিনেটের বিচার বিভাগীয় সাব-কমিটির সভাপতি হিসেবে আমি পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের দুঃখ-দুর্দশায় নিজের ব্যক্তিগত উদ্বেগ প্রকাশ করতে উঠেছি। বিশ্বের সর্বত্র যে অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত জনগণ রয়েছেন—এরাও তাদের দলভুক্ত হলেন বলে আমার মনে হয়।

তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তান থেকে পাওয়া খবরে যদিও বলা হয়েছে, হিংসাত্মক কার্যকলাপ ব্যাপকহারে হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু তবুও রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, জনগণ ও কেন্দ্রীয় সরকারের সেনাবাহিনীর মধ্যে উত্তেজনা যথেষ্ট রয়েছে। সেখানে যথেচ্ছ হত্যা, বিরোধী রাজনীতিকদের গুম, ছাত্র ও বেসামরিক নাগরিকদের হত্যা করার কাহিনী খবরের কাগজে আসছে।

তিনি বলেন, রিপোর্টে এ ইঙ্গিত পাওয়া যায়, পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই সম্ভবত চিরকালের জন্য পৃথক হয়ে গেছেন। রিপোর্টে এ ইঙ্গিতও পাওয়া যায়, সেনাবাহিনী শহর নিয়ন্ত্রণ করছে বটে, তবে পল্লী অঞ্চলের অধিকাংশ স্থানে সরকারি প্রশাসন বলতে কিছু নেই। তিনি বলেন, এ বেদনাদায়ক পরিস্থিতি শেষ পর্যন্ত ভারতে ছড়িয়ে পড়ছে। বলা হয়েছে, প্রতিদিন ৫০ হাজার উদ্বাস্তু পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতে প্রবেশ করছেন।

আমার বিশ্বাস, আমাদের সরকার ও জাতিসংঘ এ বিষয়ে উদ্যোগী হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও মানবিক সমস্যাগুলোর সমাধানে সাহায্য করতে পারেন। আর সে উদ্যোগ জাতিসংঘের মাধ্যমেই হওয়া উচিত।

যুক্তরাজ্যের কমন্সসভার সদস্য রাসেল জন স্টোন লন্ডনে এক বিবৃতিতে বলেন, পূর্ব পাকিস্তানে যাই ঘটুক না কেন, সেখানকার দুটি বিষয় উপেক্ষা করার মতো নয়। আর তা হচ্ছে, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা দাবি করছেন এবং পাকিস্তান সরকার তাদের ওপর হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে। আমি বিশ্বাস করি, ব্রিটেন বিষয়টিকে পাকিস্তানের ঘরোয়া ব্যাপার হিসেবে মেনে নিয়ে নিষ্ক্রিয়তা অবলম্বন করতে পারে না। কমনওয়েলথের প্রবীণ সদস্য হিসেবে ব্রিটেনের এ ব্যাপারে দায়িত্ব রয়েছে।

## ২ এপ্রিল শুক্রবার ১৯৭১

ঢাকার দক্ষিণে বুড়িগঙ্গার অপর তীরে জিঞ্জিরায় মুক্তিবাহিনী ও পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ হয়।

ঢাকায় সামরিক কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেন   অনুপস্থিত সরকারি কর্মচারীবৃন্দ অবিলম্বে কাজে যোগদান করলে তাদের বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। কোনো নাগরিক ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীদের (মুক্তিযোদ্ধা) আশ্রয় দিলে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ঢাকা শহরের সমস্ত বাড়ি ও গাড়ির নম্বর এবং বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের সাইন বোর্ড উর্দুতে লিখতে হবে।

অবরুদ্ধ ঢাকায় কারফিউ'র মেয়াদ সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত শিথিল করা হয়।

ভারতীয় পার্লামেন্টে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি ভারতীয় জনগণের পূর্ণ সমর্থন ও সহানুভূতি প্রকাশ করে সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব পাস করা হয়। গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়   পূর্ববঙ্গের সাম্প্রতিক ঘটনাবলিতে লোকসভা গভীর দুঃখ ও উদ্বেগ প্রকাশ করছে। পূর্ববঙ্গের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা দমন করার জন্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সেনাবাহিনী পাঠিয়ে সারাদেশের জনগণের ওপর নির্লজ্জ

ব্যাপক আক্রমণ শুরু করা হয়েছে। পূর্ববঙ্গের জনগণকে বেয়নেট, মেশিনগান, ট্যাঙ্ক, গোলন্দাজ বাহিনী ও বিমানের সাহায্যে নগ্নভাবে দমনের চেষ্টা চলছে। আমাদের সীমানার এত সন্নিকটে যে জঘন্য বিয়োগান্তক নাটক চলছে তার প্রতি লোকসভা উদাসীন থাকতে পারে না। নিরীহ, নিরস্ত্র জনগণের ওপর যে নির্মম অত্যাচার চলছে, আমাদের দেশের সর্বত্র জনগণ দ্বিধাহীন ভাষায় তার নিন্দা করছেন।

একটি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য পূর্ববঙ্গের জনগণ যে সংগ্রাম শুরু করেছেন, তাতে লোকসভার অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহানুভূতি রয়েছে।

অসহায় ব্যক্তিদের ব্যাপক হত্যা ও বলপ্রয়োগ অবিলম্বে বন্ধ করার জন্য লোকসভা দাবি জানাচ্ছে। গণহত্যার শামিল ও সুপরিকল্পিত হত্যা অবিলম্বে বন্ধ করার জন্য লোকসভা বিশ্ববাসী ও বিশ্বের বিভিন্ন সরকারের কাছে আবেদন জানাচ্ছে, তারা যেন আপৎকালীন এবং গঠনমূলক ব্যবস্থা হিসেবে তৎপর হয়ে পাকিস্তান সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করেন। লোকসভার স্থির বিশ্বাস, পূর্ববঙ্গের ৭৫ মিলিয়ন জনগণের এ ঐতিহাসিক অভ্যুত্থান সাফল্যমণ্ডিত হবে। লোকসভা তাঁদের এ আশ্বাস দিতে চায়, তাঁদের সংগ্রাম ও ত্যাগ স্বীকার ভারতের জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন এবং সহৃদয় সহানুভূতি লাভ করবে।

পাকিস্তান ভারতের কাছে তার দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ জানায়।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অত্যাচারে হাজার হাজার লোক ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ঠাকুরগাঁও, সুনামগঞ্জ ও চুয়াডাঙ্গা সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের শরণার্থী শিবিরে গিয়ে আশ্রয় নেয়।

ঢাকায় সামরিক কর্তৃপক্ষের এক হ্যান্ডআউটে বলা হয় পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের প্রতি ভারতীয় পার্লামেন্ট খোলাখুলি সমর্থন ঘোষণার পর ভারতীয় কর্তৃপক্ষ বিচ্ছিন্নতাবাদীদের অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ সরবরাহের ব্যবস্থা করেছেন।

ঢাকায় সকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কনসাল জেনারেল 'খ' অঞ্চলের সামরিক প্রশাসক লে. জেনারেল টিক্কা খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

ঢাকা হাইকোর্টের ৩৮ জন আইনজীবী এক যুক্ত বিবৃতিতে পাকিস্তানের ঘরোয়া বিষয়ে ভারতের হস্তক্ষেপকে 'নগ্ন ও নির্লজ্জ' অভিহিত করে এর প্রতিবাদ জানান এবং সম্ভাব্য সকল উপায়ে দুষ্কৃতকারীদের (মুক্তিযোদ্ধা) বাধাদানের জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান। বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন মৌলবী ফরিদ আহমদ, মঈনুল হক, এ. ডব্লিউ. চৌধুরী, সফিকুর রহমান, আহমেদুর রহমান খান, জুলমত আলী খান, মোদাব্বার হোসেন, এ. এম. এইচ. এ. জলিল, নাসির উদ্দিন, আবদুল ওদুদ মিয়া, ইউসুফ আলী খান, মোঃ গিয়াসউদ্দিন ভূঁইয়া, এ. কে. রফিকুল হোসেন, নাসির উদ্দিন চৌধুরী, নাসিম এ. রহমান, মহিতুর রহমান

চৌধুরী, আকরাম হোসেন আমিন, আবু সালেক, আবদুর রশীদ, সৈয়দ মোহাম্মদ আলী, মোঃ কুরবান আলী, মোজাম্মেল হক, মোঃ নূরুল হক, মশিউল ইসলাম, এম. এন. আলী, আনিসুর রহমান, নূরুল হুদা খন্দকার, ফজলুল হক, এ. কে. ফজলুল হক চৌধুরী, আহমদ আলী মণ্ডল, মমতাজউদ্দীন আহমেদ, শামসুল হক, সেরাইল ইসলাম, ফরমান উল্লাহ খান, আবু সাঈদ, এইচ কে আবদুল হাই এম. এস. ভুঁইয়া ও মাহবুবুর রহমান।

পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো করাচিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, দেশের সংহতির প্রশ্নে শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগের মনোভাবের প্রতি তার কোনো আস্থা ছিল না বলেই তিনি কেন্দ্রে আওয়ামী লীগের সাথে পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের ক্ষমতা ভাগাভাগির ওপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, ৬ দফা প্রকৃতপক্ষে শাসনতান্ত্রিকভাবে বিচ্ছিন্ন হবার পরিকল্পনা। তিনি আরও বলেন, ২৫ মার্চ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের কর্মতৎপরতা থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানকে একটি স্বতন্ত্র, স্বাধীন, সাম্প্রদায়িক ও ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রের পত্তন করতে চেয়েছিলেন। আওয়ামী লীগ চরমপন্থা গ্রহণ করে ২৩ মার্চ বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে। তারা সশস্ত্র কুচকাওয়াজে অংশ নেয়। ২৭ মার্চ সাধারণ ধর্মঘট ঘোষণা করে। প্রকৃতপক্ষে তারা ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার পরিকল্পনা নিয়েছিল।

## ৩ এপ্রিল শনিবার ১৯৭১

সিলেটের সমশের নগরে মুক্তিবাহিনী বীরত্বের সাথে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করে। ঠাকুরগাঁওয়ে মুক্তিযোদ্ধারা দুর্ভেদ্য প্রতিরোধ গড়ে তোলে। পাবনা, সিলেট, নরসিংদী রাজশাহী, লাকসাম, কক্সবাজার, চুয়াডাঙ্গা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, সাতক্ষীরা, বগুড়া, রংপুর, নোয়াখালী, সিরাজগঞ্জ, মৌলভীবাজারসহ অধিকাংশ থানা ও মহকুমা শহর বাংলাদেশ সরকারের নিয়ন্ত্রণে বেসামরিক প্রশাসন চালু থাকে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট নিকোলাই পদগর্নি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়ার কাছে পাঠানো এক চিঠিতে বলেন, ঢাকায় অনুষ্ঠিত আলোচনা ভেঙে গেছে এবং সামরিক কর্তৃপক্ষ ঢাকার ওপর চরম ব্যবস্থা গ্রহণকেই সম্ভাব্য পথ ভেবেছেন ও পূর্বপাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনীকে ব্যবহার করছেন—এ সংবাদে সোভিয়েত ইউনিয়নে গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য রাজনৈতিক নেতা যাঁরা সাম্প্রতিক সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের বিপুল সমর্থন লাভ করেছিলেন, তাঁদের প্রতি জুলুম ও গ্রেফতারের ঘটনায় সোভিয়েত ইউনিয়নের উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে।

চিঠিতে মি. পদগর্নি বলেন, জনাব প্রেসিডেন্ট, আমরা এখনও বিশ্বাস করি, সম্প্রতি পাকিস্তানে যে জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, শক্তি প্রয়োগ না করে রাজনৈতিকভাবে তার সমাধান করা যেতে পারে এবং তা অবশ্যই করতে হবে।

আমি মনে করি, অব্যাহতভাবে পূর্ব পাকিস্তানে রক্তপাত ও দমননীতি চালিয়ে গেলে নিঃসন্দেহে সমস্যার সমাধানের পথে আরও সমস্যার সৃষ্টি করবে। তাই অবিলম্বে পূর্ব পাকিস্তানে রক্তপাত ও দমননীতি বন্ধ করে শান্তিপূর্ণভাবে রাজনৈতিক পন্থায় সমস্যার সমাধানের জন্য আপনার কাছে বিশেষভাবে আবেদন জানাচ্ছি।

## ৪ এপ্রিল রবিবার ১৯৭১

হবিগঞ্জ মহকুমার তেলিয়াপাড়ায় বহু বাঙালি বিদ্রোহী উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসারের আগমন ঘটে। এরা হলেন, কর্নেল এম এ জি ওসমানী, লে. কের্নল আবদুর রব, লে. কর্নেল সালেহ্‌উদ্দিন মোহাম্মদ রেজা, মেজর জিয়াউর রহমান, মেজর কাজী নূরুজ্জামান, মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর নূরুল ইসলাম, মেজর শাফায়াত জামিল, মেজর মঈনুল হোসেন চৌধুরী।

সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, মুক্তিযুদ্ধ একটি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে পরিচালিত হবে এবং এর দায়িত্ব দেয়া হবে একজন প্রবীণ অফিসারকে। রাজনৈতিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে রাজনীতিবিদদের একটি সরকার গঠন করার প্রস্তাব দেওয়া হবে। সভা শেষ হওয়ার সাথে সাথে এমএনএ এবং এমপিএ-দের আগরতলায় একত্রিত করার কাজে সবাই লেগে যায়।

এ সভায় যুদ্ধ সম্পর্কিত এলাকার দায়িত্ব বণ্টন করা হয়। ব্রাহ্মণবাড়িয়া-সিলেট এলাকার  কমান্ড দেয়া হয় মেজর কে.এম. শফিউল্লাহকে। কুমিল্লা-নোয়াখালী এলাকার কমান্ড দেয়া হয় মেজর খালেদ মোশাররফকে। মেজর জিয়াউর রহমানের কমান্ডে আসে চট্টগ্রাম-চট্টগ্রাম পার্বত্য এলাকা। এবং সবাই "মুক্তি বাহিনী" পরিচয়ে আত্মপ্রকাশ করে।

ঢাকায় পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি (পিডিপি) প্রধান নূরুল আমিনের নেতৃত্বে ১২ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় প্রশাসক জেনারেল টিক্কা খানের সাথে সাক্ষাৎ করেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন—মৌলভী ফরিদ আহমদ, অধ্যাপক গোলাম আজম, খাজা খয়রুদ্দিন, শফিকুল ইসলাম ও মওলানা নূরুজ্জামান প্রমুখ। তারা জেনারেল টিক্কাকে পূর্ণ সমর্থন জানান এবং সহযোগিতার আশ্বাস দেন। এ ব্যাপারে সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে নাগরিক কমিটি গঠন করার প্রস্তাব দেন।

## ৫ এপ্রিল সোমবার ১৯৭১

ঢাকায় পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেন প্রদেশের পরিস্থিতি সশস্ত্র বাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে। সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারীদের (মুক্তিযোদ্ধা) বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে। পাকিস্তান বিরোধীদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

ঢাকায় কারফিউর মেয়াদ ভোর ৫টা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা পর্যন্ত শিথিল করা হয়। এ সময় নাগরিকরা দলে দলে নগরী ত্যাগ করে।

ঢাকায় পিডিপি প্রধান নূরুল আমিন এক বেতার ভাষণে বলেন, ভারতীয় পার্লামেন্টে প্রস্তাব গৃহীত হবার পর আমাদের দেশের পূর্বাঞ্চলে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য প্রকাশ্যে উস্কানি দেওয়া হয়েছে। আমি ভারতের আক্রমণাত্মক ও যুদ্ধবাজ অভিসন্ধির তীব্র নিন্দা জানাই এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিতে চাই, পূর্ব পাকিস্তানি জনসাধারণ ভারতের এ মনোভাবকে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখে এবং তারা তাঁদের দেশের সার্বভৌমত্বের ওপর এ ধরনের হস্তক্ষেপ বরদাশত করতে রাজি নয়।

কাইয়ুম মুসলিম লীগের প্রাক্তন মহাসচিব খান এ. সবুর ঢাকায় এক বিবৃতিতে বলেন, শেখ মুজিবের ৬ দফা এবং তার বেআইনি ঘোষিত আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের সরলমনা জনসাধারণকে ধোঁকা দেওয়ার ছদ্মাবরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। বাস্তবিকপক্ষে ৬ দফা ফ্যাসিস্ট পদ্ধতিতে পাকিস্তানকে খণ্ড-বিখণ্ড করার একটি অতিসূক্ষ্ম পদ্ধতি। ভারত দীর্ঘদিন ধরে আওয়ামী লীগ প্রধান এবং তার দলকে অস্ত্র ও অর্থ সরবরাহ করে আসছিল। জেনারেল ইয়াহিয়ার সময়োচিত হস্তক্ষেপে ভারতের বিরাট দুরভিসন্ধি ব্যর্থ হয়েছে।

তিনি বলেন, ভারত পূর্ব পাকিস্তানে সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারী প্রেরণ করছে এবং তথাকথিত বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারকে মদদ যোগাচ্ছে। মুজিবুর রহমানের অনুসারীদের দ্বারা কাল্পনিক প্রতিরোধের খবর প্রচার করছে। তিনি বলেন, আমি পূর্ব পাকিস্তানের দেশদরদী জনগণের প্রতি আকাশবাণী প্রচারিত মিথ্যা গুজবে কর্ণপাত না করার আহ্বান জানাচ্ছি। দেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সামরিক শাসন কর্তৃপক্ষের সাথে সর্বান্তকরণে সহযোগিতার আহ্বান জানাচ্ছি।

পিডিপি নেতা মৌলভী ফরিদ আহমদ ঢাকায় এক বেতার ভাষণে বলেন, জনগণের একটি অংশ যদি আইন ও শৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে আর কোনো নয়া সমস্যা সৃষ্টিতে উৎসাহিত না হতো তাহলে শক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে সামান্য পরিমাণ শক্তি প্রদর্শনের বেদনাদায়ক প্রয়োজন হয়েছে, তার দরকার হতো না। তিনি বলেন, গোড়ার দিকে দু-তিনদিন প্রদেশের বিভিন্ন এলাকায় কোনো গোলযোগ দেখা দেয়নি। কিন্তু ভারতীয় বেতার থেকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা করা হয়েছে এবং তথাকথিত মুক্তিবাহিনী যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে ও দেশের বহু অংশে

তারা প্রাধান্য লাভ করেছে প্রভৃতি মিথ্যা প্রচারণার মাধ্যমে জনসাধারণকে অস্ত্র ধারণের জন্য উৎসাহ ও উস্কানি দেওয়ায় পূর্ব পাকিস্তানিদের মনে বিভ্রান্তি ও সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ঘৃণার মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে।

করাচিতে পাকিস্তান পিপলস পার্টি প্রধান জুলফিলার আলী ভুট্টো এক বিবৃতিতে বলেন, শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান গঠন করতে চেয়েছিলেন। সেজন্যই তিনি (ভুট্টো) জাতীয় পরিষদের দুটি কমিটি গঠনের সুপারিশ করেছিলেন।

## ৬ এপ্রিল মঙ্গলবার ১৯৭১

চট্টগ্রামের দোহাজারীতে মুক্তিবাহিনীর সাথে পাক সেনাদের প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। পাকসেনারা পিছু হটে যায়। চট্টগ্রাম জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার স্বাধীন সরকারের কর্তৃত্বে থাকে। সৈয়দপুর ও দিনাজপুর শহর ছাড়া সমগ্র উত্তরবঙ্গ মুক্তিবাহিনীর করায়ত্তে। দলে দলে তরুণরা মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে যোগ দেয়।

জেনারেল ইয়াহিয়া খান সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট পদগর্নির ৩ এপ্রিলে পাঠানো চিঠির জবাবে বলেন, অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কারও হস্তক্ষেপ পাকিস্তান বরদাশত করবে না। ইয়াহিয়া বলেন, দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে নিজস্ব ধারায় চলতে দেওয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে তার চেয়ে সচেতন আর কেউ নেই। ভারত পাকিস্তানের বর্তমান ঘটনায় প্রকাশ্যে হস্তক্ষেপ করে কিছু লোকজনকে অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতা দিয়ে গোলমাল সৃষ্টি করার মাধ্যমে পরিস্থিতিকে আরও উত্তেজনাপূর্ণ করে তুলতে চাইছে। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ দেশকে ধ্বংস করার কোনো ম্যান্ডেট পায়নি। অথচ তারা জাতিবিরোধী গোষ্ঠীকে উৎসাহ যোগাচ্ছেন। তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্বমূলক নেতৃবর্গের সাথে তিনি আলাপ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

সিলেটের করিমগঞ্জ সীমান্তে মুক্তিবাহিনী ও পাকসেনাদের মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই শেষে পাকসেনারা পশ্চাদপসরণ করে বলে ঢাকায় সামরিক কর্তৃপক্ষ পরোক্ষভাবে স্বীকার করেন।

ঢাকায় পিডিপির সহ-সভাপতি মাহমুদ আলী এক বিবৃতিতে বলেন, পাকিস্তান যখন গণতন্ত্রের নতুন যুগে প্রবেশ করতে চাইছিল ঠিক সে সময় ভারত পাকিস্তানের ওপর এক সশস্ত্র বিদ্রোহ চাপিয়ে দিয়েছে।

জামায়াতে ইসলামীর আমীর মওলানা আবুল আলা মওদুদী লাহোরে এক বিবৃতিতে বলেন, খোদা না করুন, ভারতের সাহায্যে পূর্ব পাকিস্তান যদি বিচ্ছিন্ন হয় তাহলে সেখানকার মুসলমানরা তাদের স্বাধীনতা হারাবে। তারা হিন্দুদের

নিম্নস্তরের দাস হবে এবং ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে যে দাসত্বের শিকার হয়েছিল তার সাথে যুক্ত হবে। তিনি বলেন, তথাকথিত বাংলাদেশ আন্দোলন ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য দেশের সশস্ত্র বাহিনীকে পূর্ণ সমর্থনদানে এগিয়ে আসতে আমি পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানদের প্রতি আহ্বান জানাই।

পাকিস্তানের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরী, জামায়াতে ইসলামীর প্রাদেশিক প্রধান অধ্যাপক গোলাম আজম, পীর মোহসেনউদ্দিন আহমদ (দুদু মিয়া) ও আইনজীবী এ. টি. সাদী ঢাকায় জেনারেল টিক্কা খানের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তারা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতের হস্তক্ষেপের নিন্দা জানান এবং সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারীদের (মুক্তিযোদ্ধা) দমনে সশস্ত্র বাহিনীকে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। পরে এক বিবৃতিতে হামিদুল হক চৌধুরী বলেন, ভারত পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চায়। এজন্য ভারতীয় বেতার হাজার হাজার মানুষ হত্যা ও শহর ধ্বংসের ভিত্তিহীন প্রচারণা চালাচ্ছে। ভারত এ উদ্দেশে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সমর্থন দিয়ে চলেছে।

## ৭ এপ্রিল বুধবার ১৯৭১

নয়াদিল্লিস্থ পাকিস্তান দূতাবাসের দুজন কর্মকর্তা শাহাবউদ্দিন আহমদ ও আমজাদুল হক পাকিস্তানের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে বাংলাদেশের প্রতি তাঁদের আনুগত্য ঘোষণা করেন। তাঁরা হলেন বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ঘোষণাকারী প্রথম কূটনীতিক।

মুসলিম লীগ নেতা খান এ. সবুর ঢাকায় সামরিক আইন প্রশাসক লে. জেনারেল টিক্কা খানের সাথে সাক্ষাৎ করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

জামায়াতে ইসলামীর প্রাদেশিক আমীর অধ্যাপক গোলাম আজম, অধ্যাপক গোলাম সারওয়ার ও মওলানা নূরুজ্জামান ঢাকায় এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, আমরা বিশ্বাস করি পূর্ব পাকিস্তানের দেশপ্রেমিক জনসাধারণ ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীদের (মুক্তিযোদ্ধা) যেখানেই দেখবে সেখানেই তাদের ধ্বংস সাধন করবে। পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীরা কোনো অবস্থাতেই অনুপ্রবেশকারীদের পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব নিয়ে খেলা করতে দেবে না। আমরা সীমান্ত এলাকার স্বদেশবাসী ভাইদের প্রতি আবেদন জানাই, তারা যেন জাতীয় আজাদী সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীদের সব ধরনের তৎপরতা ব্যর্থ করে দেন। দুষ্কৃতকারীদের দমনে নিয়োজিত সশস্ত্র বাহিনীকে এ ব্যাপারে সহযোগিতার জন্য আমরা সবার প্রতি অনুরোধ জানাই।

জমিয়াতে ওলামায়ে ইসলামের প্রাদেশিক সভাপতি পীর মোহসেনউদ্দিন আহমদ (দুদু মিয়া) ঢাকায় বলেন, সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারীদের (মুক্তিযোদ্ধা) সহযোগিতার মাধ্যমে ভারত সরকার পাকিস্তানের ঘরোয়া ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে চলেছেন, যা আন্তর্জাতিক রীতিনীতির খেলাফ।

মুসলিম লীগের প্রাদেশিক সাধারণ সম্পাদক এ. এন. এম. ইউসুফ ঢাকায় এক বিবৃতিতে বলেন, দুষ্কৃতকারীদের (মুক্তিযোদ্ধা) মদদ ও তথাকথিত বাংলাদেশে সরকারকে সমর্থন দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণকে বিভ্রান্ত তথা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে চলেছেন।

ইসলামিক রিপাবলিক পার্টির সভাপতি মওলানা নূরুজ্জামান খান ঢাকায় এক বিবৃতিতে বলেন, পাকিস্তান সেনাবাহিনী দুষ্কৃতকারীদের (মুক্তিযোদ্ধা) দমনে নিয়োজিত। দেশপ্রেমিক নাগরিকরা দেশরক্ষায় তাদের সমর্থন ও সহযোগিতা করুন।

## ৮ এপ্রিল বৃহস্পতিবার ১৯৭১

ত্রিপুরায় বাংলাদেশের শরণার্থীদের জন্য ৯টি শিবির খোলা হয়। ঢাকায় জাতীয় পরিষদের সাবেক ডেপুটি স্পিকার এ. টি. এম. আবদুল মতিন এক বিবৃতিতে বলেন, পাকিস্তানের ঘরোয়া বিষয়ে ভারতের হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কসুর করবে না। প্রদেশের বর্তমান গোলযোগের জন্য ভারতই দায়ী।

জাতিসংঘে পাকিস্তানের স্থায়ী প্রতিনিধি আগা শাহী জাতিসংঘের মহাসচিব উ থান্টের কাছে পাঠানো এক নোটে বলেন, ভারত পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছে। ভারত বিচ্ছিন্নতাবাদীদের প্রত্যক্ষ মদদ যোগাচ্ছে। ভারতীয় পার্লামেন্টে পূর্ববঙ্গের জন্য সর্বান্তকরণে সমর্থন জানিয়ে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান একটি ব্যাপক রাজনৈতিক সমঝোতায় আসার বার বার চেষ্টা করার পর আলোচনার শেষ পর্যায়ে তাঁর আর কোনো সন্দেহ ছিল না, কতিপয় ব্যক্তির দেশকে বস্তুত বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্য রয়েছে। অতঃপর দেশকে বিচ্ছিন্নতার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য সরকারের কঠোর ব্যবস্থাবলম্বন করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না।

ঢাকায় সামরিক কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেন, পূর্ব পাকিস্তানে সশস্ত্র বাহিনী যে তৎপরতা চালাচ্ছে বিমানবাহিনী তাতে সাহায্য করছে। দুষ্কৃতকারীরা (মুক্তিবাহিনী) পূর্ব পাকিস্তানে সাধারণভাবে যানবাহন চলাচলে অন্তরায় সৃষ্টির জন্য রাস্তায় যে প্রতিবন্ধক তৈরি করেছে বিমানবাহিনী সেসব ধ্বংস করছে। বিমানবাহিনী সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারীদের আস্তানায় ও যানবাহনের ওপর আঘাত হানছে।

কৃষক শ্রমিক পার্টির সভাপতি এ. এস. এম. সোলায়মান ঢাকায় এক বিবৃতিতে বলেন, কালবিলম্ব না করে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে সমাজ ও রাষ্ট্রবিরোধীদের প্রতিরোধ করে দেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে।

প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি শামসুল হুদা ঢাকায় বিবৃতিতে বলেন, তথাকথিত স্বাধীন বাংলাদেশ আন্দোলন প্রসঙ্গে ভারতের মিথ্যা ও কল্পিত প্রচারণা যুদ্ধকালীন নাৎসি প্রচারণাকে শুধু হার মানায়নি বরং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তা মিথ্যা প্রচারের এক নয়া নজির স্থাপন করেছে।

প্রাদেশিক ইস্তেহাদুল উলেমার সাধারণ সম্পাদক মওলানা মিয়া মফিজুল হক ঢাকায় এক বিবৃতিতে বলেন, ভারত সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারীদের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে বিপথে পরিচালিত করছে। যারা ভারতের তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী হয়ে ভারতীয়দের সাহায্য লাভের আশায় আছেন তারা বোকার স্বর্গে বাস করছেন।

## ৯ এপ্রিল শুক্রবার ১৯৭১

ইসলামিক রিপাবলিক পার্টির সভাপতি মওলানা নূরুজ্জামান ঢাকায় ঘরে ঘরে পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা উত্তোলনের জন্য প্রদেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

সামরিক কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেন বন্দরনগরী চট্টগ্রাম থেকে রাষ্ট্রদ্রোহী ও সমাজবিরোধীদের (মুক্তিবাহিনী) বিতাড়িত করা হয়েছে। ফজলুল কাদের চৌধুরী, মৌলবী ফরিদ আহমদসহ কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা চট্টগ্রামের সামরিক কর্তৃপক্ষের সাথে দেখা করে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

ইসলামাবাদে ঘোষণা করা হয় শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর সহচররা যে একটি স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পূর্ব প্রস্তুতি নিয়েছিলেন নির্ভরযোগ্যসূত্রে সে সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সন্দেহজনক লোকজনের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত এক নতুন সামরিক বিধি জারি করেন।

ঢাকায় লে. জেনারেল টিক্কা খান পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে শপথ নেন। শপথ পরিচালনা করেন ঢাকা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বি. এ. সিদ্দিকী।

ঢাকা জেলা বারের ৫১ জন আইনজীবী এক যুক্ত বিবৃতিতে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতের নগ্ন হস্তক্ষেপের নিন্দা করে সম্ভাব্য সকল উপায়ে অনুপ্রবেশকারীদের (মুক্তিযোদ্ধা) প্রতিহত করার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন আবদুল মতিন, মোহাম্মদ ইদরিস, সৈয়দ আলতাফ হোসেন, জালালউদ্দিন আহমদ, কে. এ. এম. তৌফিকুল ইসলাম,

ফকরুদ্দিন আহমদ, এম. ইকবাল আহমদ, সৈয়দ শহীদুল হক, কলিমউদ্দিন আহমদ, সিরাজুল ইসলাম, এ. কিউ. এন. শফিকুল ইসলাম ও মেসবাহউদ্দিন প্রমুখ।

খেলাফত রব্বানী পার্টির চেয়ারম্যান এ. এস. এম. মোফাখখার, প্রাদেশিক মুসলিম লীগের (কাইয়ুম গ্রুপ) যুগ্ম সম্পাদক মাহবুবুল হক দোলন ও পাকিস্তান পার্টির আহ্বায়ক মোহাম্মদ আলী সরকার পৃথক বিবৃতিতে বলেন, সীমান্তের ওপার থেকে সশস্ত্র ব্যক্তিদের অনুপ্রবেশ মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। পাকিস্তানকে খণ্ডিত করার প্রচেষ্টায় জনগণের কোনো সাড়া পাওয়া যাবে না।

পাকিস্তান মুসলিম লীগের (কাইয়ুম) প্রধান সংগঠক কাজী আবদুল কাদের এক বিবৃতিতে বলেন, পূর্ব পাকিস্তানে অরাজকতার জন্য শেখ মুজিবুর রহমানই দায়ী। তিনি গোটা পরিস্থিতিকে সঠিকভাবে পরিচালিত না করার জন্যই পূর্ব পাকিস্তানে সাম্প্রতিক সঙ্কটের সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর রাজনীতি কেবল পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি ঘৃণার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। শেখ মুজিবুর রহমান গোটা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবার সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ভারতের পক্ষে কাজ করছিলেন এবং ভারতের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন বলেই তাঁর রাজনীতি পূর্ব পাকিস্তানে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। কাজী কাদের বলেন, কোনো দেশপ্রেমিক পূর্ব পাকিস্তানি দেশ ভাঙার স্বপ্ন দেখছে না। রাষ্ট্রবিরোধীদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী যে ব্যবস্থা নিয়েছে আমি তার সমর্থন জানাই। আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে ধন্যবাদ জানাই এ জন্য যে, তিনি আওয়ামী লীগ নেতাদের ষড়যন্ত্র অঙ্কুরেই বিনাশ করে তার রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেছেন।

বেনাপোল সীমান্তে মুক্তিবাহিনী ও পাকসেনাদের মধ্যে সারাদিন ধরে সংঘর্ষ চলে।

ঢাকায় খাজা খয়েরউদ্দিনকে আহ্বায়ক করে ১৪০ সদস্যের নাগরিক শান্তি কমিটির গঠন করা হয়। শান্তি কমিটির কেন্দ্রীয় সদস্যরা হচ্ছেন : এ. কিউ. এম. শফিউল ইসলাম, অধ্যাপক গোলাম আজম, মওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ মাসুম, আবদুল জব্বার খদ্দর, মাহমদু আলী, এম. এ. কে. রফিকুল হোসেন, ইউসুফ আলী চৌধুরী, আবুল কাসেম, মৌলবী ফরিদ আহমদ, অধ্যাপক গোলাম সারওয়ার, সৈয়দ আজিজুল হক (নান্না মিয়া), এ. এস. এম. সোলায়মান, পীর মোহসেন উদ্দিন আহমদ (দুদু মিয়া), এডভোকেট শফিকুর রহমান, মেজর (অব.) মুহঃ আফসার উদ্দিন, সৈয়দ মহসিন আলী, এডভোকেট ফজলুল হক চৌধুরী, আলহাজ্ব সিরাজউদ্দিন, এডভোকেট এ. টি. সাদী, এডভোকেট আতাউল হক খান, মকবুলুর রহমান, আলহাজ্ব মোঃ আকিল, অধ্যক্ষ রুহুল কুদ্দুস, নূরুজ্জামান (ইয়ং পাকিস্তান সম্পাদক), মওলানা মিয়া মফিজুল হক, এডভোকেট আবু সালেক ও এডভোকেট আবদুল নায়েম প্রমুখ।

ঢাকায় সামরিক কর্তৃপক্ষ ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশন থেকে বেতার ট্রান্সমিটার অপসারণের নির্দেশ দেন।

## ১০ এপ্রিল শনিবার ১৯৭১

মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের সহকারী পররাষ্ট্র সচিব জোসেফ সিসকো বলেন, চুক্তি অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে যে অস্ত্র দিয়েছে তা তারা অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য ব্যবহার করতে পারবে।

প্রাদেশিক জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আজম ঢাকায় এক বেতার ভাষণে বলেন, ভারত সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারী প্রেরণ করে কার্যত পূর্ব পাকিস্তানিদের দেশপ্রেমকে চ্যালেঞ্জ করেছে। আমি বিশ্বাস করি, এই অনুপ্রবেশকারীরা পূর্ব পাকিস্তানি মুসলমানদের কাছ থেকে কোনো সাহায্য পাবে না।

শেরে বাংলার পুত্র ও জাতীয় পরিষদ সদস্য (আওয়ামী লীগ) এ. কে. ফয়জুল হক ঢাকায় এক বিবৃতিতে বলেন, পূর্ব পাকিস্তানে সশস্ত্র ভারতীয়দের নগ্ন অনুপ্রবেশ ও অসাধু উদ্দেশ্যের নিন্দা জানানোর ভাষা আমার নেই। আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে দ্বিখণ্ডিত করার জন্য ভারতের স্থির প্রতিজ্ঞা আমাদের প্রতি তাদের শত্রুতামূলক মনোভাবের প্রমাণ। আমরা জনসাধারণের প্রতিনিধিরা তাদের সবরকম দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। আমাদের প্রতি জনসাধারণ যে আস্থা প্রকাশ করেছে আমরা তা থেকে তাদের বঞ্চিত করতে পারি না। আমরা প্রিয় দেশকে দ্বিখণ্ডিত করার কোনো পরিকল্পনার সাথে শরীক হতে পারি না।

শেরে বাংলার কন্যা ও জমিয়াতুস ইসলামীর সভানেত্রী রইসি বেগম ঢাকায় পৃথক এক বিবৃতিতে বলেন, ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ ছিল ইসলামি আদর্শ ও পাকিস্তানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী একটি শত্রুভাবাপন্ন জঙ্গিবাদের হাত থেকে পূর্ব পাকিস্তানের সাত কোটি মুসলমানের মুক্তির দিন। এদিন শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর মতাবলম্বীরা চিরদিনের মতো পূর্ব পাকিস্তানের দৃশ্যপট থেকে অপসারিত হয়েছেন। এজন্য আমাদের সশস্ত্র বাহিনীকে অভিনন্দন জানাই।

কেন্দ্রীয় ইসলামী সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি মওলানা সৈয়দ মোঃ মাসুম ও সাধারণ সম্পাদক মওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতি, ইসলামী ছাত্র সংঘ, জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের (এনএসএফ) সভাপতি আমিনুর রহমান জিন্নাহ ও সাধারণ সম্পাদক মাহবুব সিদ্দিক, সাবেক এম এন এ আবদুল আওয়াল ভুঁইয়া, ঢাকা হাইকোর্টের এডভোকেট মাহবুবুর রহমান ও ঢাকা শহর কনভেনশন মুসলিম লীগের সভাপতি মোহাম্মদ আলী বক্স পৃথক পৃথক বিবৃতিতে বলেন, পূর্ব পাকিস্তানে সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারী পাঠিয়ে ভারত প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেশপ্রেমের মূলে আঘাত হেনেছে। ভারতে মনে রাখা উচিত, স্বীয় অধিকার আদায়ের ব্যাপারে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ শত্রুরাষ্ট্রের কাছ থেকে কোনো সাহায্য চায় না।

## ১১ এপ্রিল রবিবার ১৯৭১

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে জাতির উদ্দেশে এক ভাষণে তাজউদ্দীন আহমদ বলেন, স্বাধীন বাংলাদেশ আর তার সাড়ে সাত কোটি সন্তান আজ চূড়ান্ত সংগ্রামে নিয়োজিত। আমাদের এ সংগ্রামে জয়লাভ করতেই হবে এবং আমরা যে জয়ী হব তা অবধারিত।

স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের প্রধানতম লক্ষ্য হলো বাংলাদেশকে শত্রুর কবল থেকে মুক্ত করা। মনে রাখবেন, আমরা আজ শত্রুর ওপর পাল্টা হামলায় নিয়োজিত আছি। আমাদের এই মুক্তিসংগ্রামে ধর্ম, মত, শ্রেণী বা দল নেই। আমাদের একমাত্র পরিচয় আমরা বাঙালি। আমাদের শত্রুপক্ষ আমাদের বাঙালি হিসেবেই হত্যা করছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার সকল রকমের অত্যাচার, অবিচার, অন্যায় ও শোষণের অবসান ঘটিয়ে এক সুখী, সমৃদ্ধ, সমাজতান্ত্রিক শোষণহীন সমাজব্যবস্থা কায়েমে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

বাংলার মানুষের কাছে আমাদের আবেদন, আপনারা নিজের ওপর বিশ্বাস হারাবেন না। আমাদের চূড়ান্ত বিজয় সম্পর্কে মনে এতটুকু সন্দেহ পোষণ করবেন না। আমাদের এ সংগ্রাম সত্য ও ন্যায়ের সংগ্রাম, এ সংগ্রাম আজাদী ও স্বাধীনতার সংগ্রাম। এ কথা বলেছেন আপনার আমার তথা সাড়ে সাত কোটি বাঙালির মহান নায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ভুলে যান আজ আপনার ধর্ম-বর্ণ-পেশা। আজ আপনার আমার একমাত্র কর্তব্য নিজের যথাসর্বস্ব দিয়ে বাংলাদেশ সরকার ও মুক্তিবাহিনীকে সহযোগিতা করা। আমাদের ঐক্য বজায় থাকলে পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কেন দুনিয়ার কোনো শক্তিই আমাদের পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখতে পারবে না।

ঝিকরগাছায় মুক্তিবাহিনী ও পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর মধ্যে যুদ্ধে পাক সেনাদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়।

চীন পাকিস্তানের ঘরোয়া ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার জন্য ভারতের প্রতি আহ্বান জানায়। চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কাছে পাঠানো এক চিঠিতে বলেন, চীন সরকার মনে করে বর্তমানে পাকিস্তানে যা ঘটছে তা পাকিস্তানের ঘরোয়া ব্যাপার। চীনা নেতা পাকিস্তানকে আশ্বাস দেন, ভারত পাকিস্তানের ওপর হামলা চালালে চীনা সরকার ও জনগণ সবসময় পাকিস্তান সরকার ও জনগণকে তাদের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ন্যায্য সংগ্রামে দৃঢ় সমর্থন দেবে।

## ১২ এপ্রিল সোমবার ১৯৭১

বাংলাদেশ সরকারের যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভার (ওয়ার ক্যাবিনেট) নাম ঘোষণা করা হয়। রাষ্ট্র প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক। উপ-রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ মুক্তিযুদ্ধের পরিচালনা ও সমন্বয় সাধন করবেন। অপর সদস্যরা হলেন খন্দকার মুশতাক আহমেদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী এবং এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান।

ঢাকায় সামরিক কর্তৃপক্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ছাড়া সরকারি বিভাগ, স্ব-শাসিত ও আধা-স্বশাসিত সংস্থাসমূহের সকল কর্মচারীকে সর্বশেষ ২১ এপ্রিলের মধ্যে কাজে যোগদানের নির্দেশ দেন। নির্দেশে বলা হয়, এরপর অনুপস্থিত কর্মচারীদের চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হবে।

প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি সামসুল হুদা, সাধারণ সম্পাদক এ. এস. এম. ইউসুফ, সাবেক পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি আবদুল আওয়াল ও মোহাম্মদ হোসেন ঢাকায় জেনারেল টিক্কা খানের সাথে সাক্ষাৎ করে প্রশাসনকে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

মুসলিম লীগের নেতা খান এ. সবুর ঢাকায় এক সভায় বলেন, বেআইনি ঘোষিত আওয়ামী লীগের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান কোনো অবস্থাতেই নিখিল পাকিস্তান ভিত্তিতে আহূত জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে বসতে রাজি ছিলেন না। তাই দেশের রাষ্ট্রপ্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খান কার্যকর পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছেন। এ ছাড়া দেশের অখণ্ডতা রক্ষায় প্রেসিডেন্টের আর কোনো বিকল্প পথ ছিল না।

সবুর খান কোনো রকম দয়া না দেখিয়ে অনুপ্রবেশকারীদের (মুক্তিযোদ্ধা) খতম করার জন্য দেশবাসীর প্রতি আবেদন জানান। তিনি সন্দেহজনক লোক দেখামাত্রই তাদের আটক করে সামরিক কর্তৃপক্ষের হাতে সমর্পণ করার আহ্বান জানান।

জনমনে আস্থা ফিরিয়ে আনার এবং অনুপ্রবেশকারীদের মোকাবিলা করার লক্ষ্যে জনগণকে প্রস্তুত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশে ঢাকায় মৌলবী ফরিদ আহমদের নেতৃত্বে শান্তি কমিটির নয় সদস্যের একটি স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হয়। ইসলামিক রিপাবলিক পার্টির সভাপতি মওলানা নূরুজ্জামান কমিটির সাধারণ সম্পাদক এবং ব্যারিস্টার কোরবান আলী, ওয়াজি উল্লাহ খান, আজিজুর রহমান, মোস্তাফিজুর রহমান, এডভোকেট কাজী ফিরোজ সিদ্দিকী (চট্টগ্রাম), এ. কে. নূরুল করিম (স্বতন্ত্র সদস্য প্রাদেশিক পরিষদ) ও মাহমুদ আলী সরকার কমিটির সদস্য মনোনীত হন।

হানাদার পাকিস্তানিদের সাথে চাঁদপুরে মুক্তিবাহিনীর সংঘর্ষ হয়। ঈশ্বরদী ও পাবনায় উভয় দলের মধ্যে গোলাগুলি বিনিময় হয়।

ঢাকায় নিযুক্ত একজন বিদেশি কূটনীতিকের বরাত দিয়ে 'টাইম' ম্যাগাজিনের এক প্রতিবেদনে বলা হয় কোনো সন্দেহ নেই যে পূর্ব পাকিস্তানে বিপুল ধ্বংসলীলা চালানো হয়েছে। এটি আক্ষরিক অর্থেই রক্তস্নান। চেঙ্গিস খানের সঙ্গে এর কোনো পার্থক্য ছিল না। সেনাদল এখন বিদ্রোহীদের দমন কাজে ব্যস্ত। ট্যাঙ্ক চড়ে বেড়াচ্ছে ঢাকার বুকে। ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে বিপুল বাড়িঘর।

টাইমের ভাষ্য গৃহযুদ্ধের প্রথম দফা শেষ হয়েছে গত সপ্তাহে। জয়ী দল এখনও পর্যন্ত শক্তিশালী পাক সেনাবাহিনী। তবে এই-বিজয়ের অর্থ এই নয় যে, ৫৮ মিলিয়ন পশ্চিম পাকিস্তানি অনির্দিষ্টকালের জন্য ৭৮ মিলিয়ন বাঙালিদের শাসন করতে পারবে। দ্বিতীয় দফার সংঘর্ষ ভিন্ন এক কাহিনীর জন্ম দিতে পারে। এই যুদ্ধ অব্যাহত থাকতে পারে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর।

টাইমের অভিমত পাকসেনারা কিছুদিন হয়তো ঢাকা ও অন্যান্য শহরে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারবে। কিন্তু ৫৫ হাজার বর্গমাইল গ্রামীণ অঞ্চল ও বিপুলসংখ্যক বিক্ষুব্ধ জনগণকে দীর্ঘস্থায়ী নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রত্যাশা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ২৯ জন বিশিষ্ট নাগরিক 'অ্যামেরিকান ফ্রেন্ডস অব পাকিস্তান' সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কাছে এক আবেদনে, অবিলম্বে পূর্ব বাংলার সমস্যা সমাধানের জন্য আইনগত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানান। তারা বলেন, কোনো সরকারেরই অস্ত্র ও বল প্রয়োগের মাধ্যমে জনসাধারণের ইচ্ছের বিরুদ্ধে তাদের ওপর সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়ার অধিকার নেই।

## ১৩ এপ্রিল মঙ্গলবার ১৯৭১

ঢাকায় শান্তি কমিটির উদ্যোগে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতীয় হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন খান এ. সবুর, খাজা খয়েরউদ্দিন, মাহমুদ আলী, গোলাম আজম, এ. কে. এম. শফিকুল ইসলাম, এ. টি. সাদী, আবুল কাসেম, আবদুল জব্বার খদ্দর, সৈয়দ আজিজুল হক, এ. এস. এম. সোলায়মান, মেজর আফসার উদ্দিন, এ. কে. রফিকুল হোসেন, আতাউল হক, এডভোকেট শফিকুর রহমান, জুলমত আলী খান, কবি বেনজির আহমদ, পীর মোহসেন উদ্দিন আহমদ প্রমুখ।

প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, নগর মুসলিম লীগের ডা. নূরুর রহমান, মোবারক হোসেন, দেওয়ান আবদুল কাদের, নগর কনভেনশন মুসলিম লীগের সভাপতি মোহাম্মদ ফয়েজ বখশ, জাতীয় যুব পরিষদের সভাপতি ও ঢাকা হাই কোর্টের এডভোকেট মাহবুবুর

রহমান, জমিয়তুল ইত্তেহাদের মওলানা মফিজুল হক, ইসলামী সংগ্রাম পরিষদের মওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ মাসুদ ও জুলফিকার আহমদ কিসমতি পৃথক পৃথক বিবৃতিতে বলেন, কোনো ভাষাগত বা ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদের প্রচারণার বা এই ভাবধারা অনুযায়ী কোনো রাষ্ট্র গঠনের সুযোগ এখানে নেই। জনসাধারণ আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছিল দেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের উদ্দেশ্যে, পাকিস্তান দিবসে প্রতিরোধ দিবস পালন করে তথাকথিত বাংলাদেশের পতাকা তোলার মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশ আন্দোলন পরিচালনার জন্য নয়।

সিনেটর ফ্রেড হেরিস মার্কিন সিনেটে এক বিবৃতিতে বলেন, পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক খুন ও অসামরিক লোকদের যথেচ্ছ হত্যার খবরে আমি আতঙ্কিত। পূর্ব পাকিস্তান থেকে বিদেশি সংবাদদাতাদের বহিষ্কারের যে নীতি পাকিস্তান সরকার অনুসরণ করছেন তার ফলে কংগ্রেসের সদস্যবর্গ ও বহির্বিশ্বের পক্ষে সেখানে কি ঘটছে তা জানা অসম্ভব। পূর্ব পাকিস্তানে বেসামরিক লোকদের পাইকারি হত্যা ও নির্বিচারে খুন-খারাপির খবরগুলো যদ্দিন পর্যন্ত না অসত্য প্রমাণিত হচ্ছে তদ্দিন পর্যন্ত পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক সাহায্য দান অবিলম্বে বন্ধ করার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি।

## ১৪ এপ্রিল বুধবার ১৯৭১

প্রচণ্ড যুদ্ধের পর মুক্তিবাহিনী কুমিল্লার কসবা পাকিস্তান সেনাদের কাছ থেকে পুনর্দখল করে। ভোর থেকে পাকশী সেতুর কাছে মুক্তিবাহিনী ও পাকসেনার মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। পাকবাহিনী ভেড়ামারা দখল করে।

বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে এক বেতার ভাষণে (স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে) আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চল সফরের জন্য বিশ্বের সকল বার্তাজীবী এবং রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক পর্যবেক্ষকদের আমন্ত্রণ জানান। বেতার ভাষণে তিনি সমস্ত বন্ধুরাষ্ট্রের সরকার ও জনগণ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা, যথা রেডক্রস ইত্যাদির প্রতি সরাসরি বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করার অনুরোধ জানান।

তিনি অবিলম্বে শত্রু সৈন্যদের বিতাড়িত করার জন্য অস্ত্র সাহায্যের আবেদন করেন এবং ঘাতক পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে কোনো প্রকার অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ না করার জন্য অনুরোধ জানান।

ঢাকায় নেজামে ইসলাম পার্টির প্রধান মৌলবী ফরিদ আহমদের সভাপতিত্বে শান্তি কমিটির স্টিয়ারিং কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গৃহীত প্রস্তাবে পাকিস্তানের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানিকে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানানো হয়।

নিউইয়র্ক টাইমস লেখে   ঢাকা, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লার মতো শহরে এখন সম্ভবত ২০ থেকে ২৫ শতাংশ লোক রয়েছে। সম্পূর্ণভাবে পশ্চিম পাকিস্তানিদের নিয়ে গঠিত সেনাদলের সামরিক আক্রমণে যারা বেঁচে গেছেন তারা প্রায় সবাই প্রতিরোধকারীদের দলে যোগ দিয়েছেন।

## ১৫ এপ্রিল বৃহস্পতিবার ১৯৭১

মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কাছ থেকে কুমিল্লার গঙ্গাসাগর পুনরুদ্ধার করে। ভৈরব সেতুর কাছে মেথিকান্দায় উভয় দলের মধ্যে দিনব্যাপী প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। পাকবাহিনী এখানে মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর বিমান ও কামান হামলা চালায়। মুক্তিবাহিনী চুয়াডাঙ্গা থেকে সরে এসে মেহেরপুরে নতুন প্রতিরক্ষা ব্যূহ গড়ে তোলে। কয়েকদিন ধরে প্রতিরোধ যুদ্ধের পর মুক্তিবাহিনী রাজশাহী ও ঠাকুরগাঁও শহরের অবস্থান ছেড়ে দেয়।

ঢাকায় নাগরিক শান্তি কমিটির নাম পরিবর্তন করে 'পূর্ব পাকিস্তান কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি' রাখা হয়। সামরিক কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কর ও খাজনা পরিশোধ করার জন্য জনসাধারণের প্রতি নির্দেশ দেয়।

করাচিতে পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, সরকার ন্যায়সঙ্গত কারণেই আওয়ামী লীগকে বেআইনি ঘোষণা করেছে।

সংবাদ সংস্থা এএফপি খবর দেয়   ঢাকা এখন মৃতপুরী। রাস্তায় খুবই কম লোক দেখা যায়। অনেক লোক শহর ছেড়ে গেছেন। যারা ঢাকা থেকে পালাতে চাচ্ছেন তাদের বাধা দেওয়া হচ্ছে। সৈন্যরা ঘরে ঘরে তল্লাশি চালাচ্ছে। তরুণদের আটক করে নিয়ে যাচ্ছে। অন্যান্যের সাথে খুব খারাপ ব্যবহার করছে।

নিউজিল্যান্ডের ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী মি. মার্শাল এক বার্তায় বলেন, আমরা আশা করি, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান অবিলম্বে পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান গৃহযুদ্ধ অবসানের ব্যবস্থা করবেন।

## ১৬ এপ্রিল শুক্রবার ১৯৭১

পঞ্চগড় দখলের মধ্য দিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনী দিনাজপুর জেলার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ করে জনপদের পর জনপদ অগ্নিসংযোগ, হত্যা, ধর্ষণ, লুটপাট চালায়। দুদিন ধরে প্রচণ্ড লড়াইয়ের পর মুক্তিসেনারা নিরাপদ আশ্রয়ে গেলে পাকবাহিনী কুষ্টিয়া ও লাকসাম শহরের কর্তৃত্ব লাভ করে।

কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের নাম ঘোষণা করা হয়। এরা হচ্ছেন খাজা খয়েরুদ্দিন-আহ্বায়ক, নূরুল আমিন, এ. কিউ. এম শফিকুল ইসলাম, অধ্যাপক গোলাম আজম, মাহমুদ আলী, আবদুল জব্বার খদ্দর, মওলানা সিদ্দিক আহমদ, আবুল কাশেম, ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া), মওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ মাসুম, আবদুল মতিন, অধ্যাপক গোলাম সরওয়ার, ব্যারিস্টার আফতাব উদ্দিন, পীর মোহসেন উদ্দিন আহমদ (দুদু মিয়া), এ. এস. এম. সোলায়মান, এ. কে. রফিকুল হোসেন, মাওলানা নূরুজ্জামান, আতাউল হক খান, তোয়াহা বিন হাবিব, মেজর (অব.) আফসার উদ্দিন, দেওয়া ওয়ারেসাত আলী ও হাকিম ইরতাজুর রহমান খান। সন্ধ্যায় নূরুল আমিনের নেতৃত্বে শান্তি কমিটির নেতৃবৃন্দ গভর্নর টিক্কা খানের সাথে দেখা করেন।

কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র পুনর্দখল নিয়ে সারাদিন মুক্তিবাহিনী ও পাকবাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ চলে। আশুগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দখল প্রতিষ্ঠা নিয়েও উভয় দলের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। কুমিল্লা-ত্রিপুরা সীমান্ত এলাকায় মুক্তিযোদ্ধারা পাকবাহিনীর হামলা প্রতিহত করে। কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, বেনাপোল ও কসবা সীমান্তে সারাদিন ধরে মুক্তিবাহিনী ও পাকসেনাদের মধ্যে সংঘর্ষ চলে।

ঢাকায় কারফিউ'র মেয়াদ সকাল ৫টা থেকে রাত সাড়ে ১০টা পর্যন্ত শিথিল করা হয়।

সামরিক কর্তৃপক্ষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মচারীদের অবিলম্বে কাজে যোগদানের নির্দেশ দেন।

লন্ডনের গার্ডিয়ান পত্রিকা খবর দেয় বাংলাদেশের পরিস্থিতি দিন দিন খারাপের দিকে যাচ্ছে। বিংশ শতাব্দীতে এ ধরনের মুক্তি আন্দোলন খুব কমই দেখা যায়, যার প্রতি সর্বশ্রেণীর জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন রয়েছে। আবার এ ধরনের আন্দোলন খুবই কম দেখা যায়, যেখানে অধিকার আদায়ের জন্য অস্ত্রশস্ত্রের এত অভাব। প্রতিটি জায়গায় পুরো প্রশাসন ব্যবস্থা একান্তভাবে মুক্তি আন্দোলনকে সমর্থন দিয়েছে। কয়েকটি শহরে মুক্তিসংগ্রামীরা এখনও প্রশাসন চালিয়ে যাচ্ছে।

## ১৭ এপ্রিল শনিবার ১৯৭১

কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার মুক্তাঞ্চল ভবেরপাড়ায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অস্থায়ী রাজধানী মুজিবনগরে বাংলাদেশ সরকার গঠন করা হয়। সকাল ১১ টার পর দেশি-বিদেশি সাংবাদিক ও হাজার হাজার স্থানীয় বাসিন্দার উপস্থিতিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সনদ পাঠ করেন আওয়ামী লীগের চিফ

হুইপ অধ্যাপক ইউসুফ আলী। এই আনুষ্ঠানিক ঘোষণাপত্র পাঠের মধ্য দিয়ে ২৬ মার্চ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের যে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, তা সাংগঠনিক রূপ নেয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত হয় ছয় সদস্যের বাংলাদেশ সরকার। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতি এবং সশস্ত্র বাহিনী ও মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক। সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্বপ্রাপ্ত উপ-রাষ্ট্রপতি। তাজউদ্দীন আহমদ প্রধানমন্ত্রী। ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান ও খন্দকার মুশতাক আহমদ মন্ত্রিসভার সদস্য। জেনারেল এম. এ. জি. ওসমানী মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি।

স্বাধীনতার সনদ ঘোষণা ও শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে মুক্তিবাহিনীর দুটি প্লাটুন সামরিক অভিবাদন জানায়। এই অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন গণপরিষদ সদস্য আবদুল মান্নান। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরান শরিফ থেকে তেলোওয়াত শেষে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়।

বাংলাদেশ গণপরিষদের পক্ষে চিফ হুইপ অধ্যাপক এম. ইউসুফ আলী পঠিত স্বাধীনতার সনদে বলা হয় :

"যেহেতু ১৯৭০ সনের ৭ ডিসেম্বর থেকে ১৯৭১ সনের ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশে অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হয়েছিল" এবং

"যেহেতু এই নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ ১৬৯টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ দলীয় ১৬৭ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত করেছিলেন" এবং

"যেহেতু জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সনের ৩ মার্চ শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে জাতীয় পরিষদ অধিবেশন আহ্বান করেন" এবং

"যেহেতু আহুত এই লোকসভা স্বেচ্ছাচার এবং বেআইনিভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেন" এবং

"যেহেতু পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ তাদের প্রতিশ্রুতি পালন করবার পরিবর্তে বাংলাদেশের জনপ্রতিনিধিদের সাথে পারস্পরিক আলোচনাকালে ন্যায়নীতি বর্হিভূত এবং বিশ্বাসঘাতকতামূলক যুদ্ধ ঘোষণা করেন" এবং

"যেহেতু উল্লিখিত বিশ্বাসঘাতকতামূলক কাজের জন্য উদ্ভূত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জনের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৭১ সনের ২৬ মার্চ ঢাকায় যথাযথভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং বাংলাদেশের অখণ্ডতা ও মর্যাদা রক্ষার জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান" এবং

"যেহেতু পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ বর্বর ও নৃশংস যুদ্ধ পরিচালনা করেছে এবং এখনও বাংলাদেশের বেসামরিক ও নিরস্ত্র জনগণের বিরুদ্ধে নজিরবিহীন গণহত্যা ও নির্যাতন চালাচ্ছে" এবং

"যেহেতু পাকিস্তান সরকার অন্যায় যুদ্ধ ও গণহত্যা এবং নৃশংস অত্যাচার চালানোর মাধ্যমে বাংলাদেশের গণপ্রতিনিধিদের দ্বারা শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ও জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা অসম্ভব করে তুলেছে" এবং

"যেহেতু বাংলাদেশের জনগণ তাদের বীরত্ব, সাহসিকতা ও বিপ্লবী কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশের ওপর তাদের কার্যকরী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে" এবং

"যেহেতু সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বাংলাদেশের জনগণ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রতি যে ম্যান্ডেট দিয়েছেন, সেই ম্যান্ডেট অনুসারে আমরা নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আমাদের সমন্বয়ে গণপরিষদ গঠন করে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা আমাদের পবিত্র কর্তব্য—

"সেহেতু আমরা বাংলাদেশকে রূপায়িত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি এবং তার মাধ্যমে পূর্বাহ্নে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা অনুমোদন করছি।"

"এতদ্বারা আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি যে, শাসনতন্ত্র প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপ-রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন।"

"রাষ্ট্রপতি প্রজাতন্ত্রের সশস্ত্র বাহিনীসমূহের সর্বাধিনায়ক পদেও অধিষ্ঠিত থাকবেন। রাষ্ট্রপতি সর্বপ্রকার প্রশাসনিক ও আইন প্রণয়নের ক্ষমতার অধিকারী হবেন। রাষ্ট্রপতির প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিয়োগ করার ক্ষমতা থাকবে। তাঁর কর নির্ধারণ ও অর্থ ব্যয়ের ক্ষমতা থাকবে। রাষ্ট্রপতির গণপরিষদের অধিবেশন আহ্বান ও অধিবেশন মুলতবি ঘোষণার ক্ষমতা থাকবে। বাংলাদেশের জনসাধারণের জন্য আইনানুগ ও নিয়মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় সকল ক্ষমতারও অধিকারী হবেন রাষ্ট্রপতি।"

"বাংলাদেশের জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি যে, কোনো কারণে যদি রাষ্ট্রপতি না থাকেন অথবা যদি রাষ্ট্রপতি কাজে যোগ দিতে না পারেন তাহলে তাঁর কর্তব্য ও তাঁকে প্রদত্ত সমস্ত ক্ষমতা ও দায়িত্ব উপ-রাষ্ট্রপতি পালন করবেন।"

"আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি যে, বিশ্বের একটি জাতি হিসেবে এবং জাতিসংঘের সনদ অনুযায়ী আমাদের ওপর যে দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পিত হয়েছে আমরা তা যথাযথভাবে পালন করব।"

"আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি যে, আমাদের এ স্বাধীনতার ঘোষণা ১৯৭১ সনের ২৬ মার্চ থেকে কার্যকর বলে গণ্য হবে।"

"আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি যে, আমাদের এ সিদ্ধান্ত ঘোষণা কার্যকর করার জন্য আমরা অধ্যাপক এম. ইউসুফ আলীকে যথাযথভাবে রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য দায়িত্ব অর্পণ ও নিযুক্ত করলাম।"

শপথ গ্রহণ শেষে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাজউদ্দীন আহমদের নাম ঘোষণা করেন। পরে তিনি সমবেত দেশি-বিদেশি সাংবাদিক, বিদেশি পর্যবেক্ষক, মুক্তিযোদ্ধা ও জনতার উদ্দেশে ভাষণে বলেন, সাড়ে সাত কোটি বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার ধারাবাহিকতা ধরে আজ সেই বাংলাদেশের সরকার গঠনের মধ্য দিয়ে এ আম্রকাননে একটি নতুন জাতি জন্ম নিল। তিনি বলেন, আমরা বিশ্বের সব রাষ্ট্রের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান চাই। পরস্পরের ভাই হিসেবে বসবাস করতে চাই। মানবতার, গণতন্ত্রের ও স্বাধীনতার জয় চাই।

সৈয়দ নজরুল বলেন, আমাদের রাষ্ট্রপতি জনগণনন্দিত ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ, নির্যাতিত মানুষের মূর্ত প্রতীক শেখ মুজিব চেয়েছিলেন বাংলার মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার। তিনি শান্তিপূর্ণভাবে এ অধিকার আদায় করতে চেয়েছেন। গত ২৩ বছর ধরে তিনি সব কিছু ত্যাগ করে আন্দোলন করেছেন। জাতির সঙ্কটের সময় আমরা তাঁর নেতৃত্ব পেয়েছি। তাই বলছি, পৃথিবীর মানচিত্রে আজ যে নতুন রাষ্ট্রের জন্মলগ্নের সূচনা হলো তা চিরদিন থাকবে। পৃথিবীর কোনো শক্তি তা মুছে ফেলতে পারবে না।

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ মুজিবনগরে এক দীর্ঘ বিবৃতিতে বলেন, বাংলাদেশে আজ যে ব্যাপক গণহত্যা চলছে পাকিস্তান সরকার তার সত্যতা গোপন ও বিকৃত করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। বাংলাদেশ আজ যুদ্ধে লিপ্ত। পশ্চিম পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে এ যুদ্ধ। এ সংগ্রাম আমাদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের সংগ্রাম, জীবনমৃত্যুর সংগ্রাম। এ ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় ছিল না।

তিনি বলেন, অখণ্ড পাকিস্তান আজ মৃত এবং অসংখ্য আদম সন্তানের লাশের নিচে তার কবর রচিত হয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশ আজ বাস্তব সত্য। সাড়ে সাত কোটি বাঙালি তাদের অজেয় মনোবল ও সাহসের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম দিয়েছে। দুনিয়ার কোনো শক্তি এ নতুন জাতিকে ধ্বংস করতে পারবে না। আজ হোক কাল হোক ছোট বড় সব রাষ্ট্রকেই স্বাগত জানাতে হবে এ নতুন জাতিকে। স্থান দিতে হবে জাতিসংঘে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, রাজনীতি ও মানবতার স্বার্থেই আজ বৃহৎ শক্তিবর্গের জেনারেল ইয়াহিয়ার ওপর চাপ সৃষ্টি করা উচিত। আমাদের সংগ্রামকে সোভিয়েত ইউনিয়ন, ভারত ও বিশ্বের অন্যান্য বহু দেশের স্বাধীনতাপ্রিয় জনগণ যে সমর্থন দিয়েছেন তা আমরা চিরকাল কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করব। তিনি বলেন, আমরা গণচীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, গ্রেট ব্রিটেন ও অন্যান্য দেশের কাছ থেকেও অনুরূপ সমর্থন আশা করি।

তাজউদ্দীন আহমদ বলেন, আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হবে জেনারেল ইয়াহিয়ার সেনাবাহিনী সৃষ্ট ধ্বংসস্তূপের ওপর একটি নতুন দেশ গড়ে তোলা।

এ উদ্দেশ্যেই আমাদের জনগণ ঐতিহাসিক সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। তারা প্রাণ দিচ্ছে অকাতরে। তাদের আশা আমরা ব্যর্থ করতে পারি না। আমার বিশ্বাস, যে জাতি নিজে রক্ত দিতে পারে, এত ত্যাগ স্বীকার করতে পারে—সে জাতি তার দায়িত্ব সম্পাদনে বিফল হবে না। সে জাতির অটুট ঐক্য স্থাপনের ক্ষেত্রে কোনো বাধা-বিপত্তি টিকতে পারে না।

তিনি বলেন, আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার এ সংগ্রামে আমরা বিশ্বের প্রতিটি ছোট-বড় জাতির বন্ধুত্ব কামনা করি। আমরা কোনো শক্তি, ব্লক বা সামরিক জোটভক্ত হতে চাই না। আমরা আশা করি, শুধুমাত্র শুভেচ্ছার মনোভাব নিয়ে সবাই নিঃসঙ্কোচে আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসবেন। আমাদের এ জাতীয় সংগ্রামে আমরা তাই রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও নৈতিক সমর্থনের জন্য বিশ্বের জাতিসমূহের কাছে আকুল আবেদন জানাচ্ছি। বিশ্ববাসীর কাছে আমাদের আবেদন, আর দেরি না করে আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসুন। বিশ্বের আর কোনো জাতি আমাদের মতো স্বীকৃতি লাভের দাবিদার হতে পারে না। কেননা আর কোনো জাতি আমাদের মতো কঠিন সংগ্রাম করেনি, এত ত্যাগ স্বীকার করেনি।

ঢাকায় সামরিক কর্তৃপক্ষের হ্যান্ডআউটে বলা হয় দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, চট্টগ্রাম, যশোর, খুলনা, কুমিল্লা, সিলেট, পাবনা, লালমনিরহাট, সৈয়দপুর, রংপুর ও রাজশাহী শহর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কার্যকর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

পাকিস্তানি বাহিনী সকালে বরিশাল শহরের ওপর বিমান হামলা চালায়। বহু বেসামরিক লোক হতাহত হয়।

পিডিপি-র ভাইস প্রেসিডেন্ট মৌলবী ফরিদ আহমদ ঢাকায় এক বিবৃতিতে বলেন, ভারতীয় এজেন্টরা তথাকথিত সাংস্কৃতিক বাঙালি জাতীয়তাবাদের নামে যে ষড়যন্ত্র শুরু করেছিল, আমি কর্তৃপক্ষকে ঘরে ঘরে তদন্ত চালিয়ে তার প্রমাণ সংগ্রহের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। যারা নিজেদের বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী বলে দাবি করছে তারা আসলে ভারতের সাহায্যপুষ্ট গুণ্ডা। এ গুণ্ডাদের হাত থেকে দেশবাসীকে রক্ষা করার জন্য সেনাবহিনী ত্রাণকর্তারূপে হাজির হয়েছে।

ভারতে উপস্থিত বাঙালি শরণার্থীর সংখ্যা দাঁড়ায় ১, ১৯, ৫৬৬ জন।

ঢাকায় শান্তি পরিষদের মহাসচিব মওলানা নূরুজ্জামান এক বিবৃতিতে দুষ্কৃতকারী ও দেশদ্রোহীদের (মুক্তিযোদ্ধা) গোপন খবর জানানোর জন্য ঢাকাবাসীর প্রতি আহ্বান জানান। তিনি জানান, এ জন্য নগরীতে ৯টি তথ্য কেন্দ্র খোলা হয়েছে। তথ্যকেন্দ্রের ঠিকানা ও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম অবসর প্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আলী সরকার (রামপুরা), মৌলবী ইদ্রিস আহমদ (২৭১ মালিবাগ), মোহাম্মদ আলী সরকার (ঢাকা স্টেডিয়াম), শান্তি পরিষদের সদর দফতর (১২ ধানমন্ডি, সড়ক নং ৫) মওলানা শাহ ইসলামুল্লাহ চিশতী (১২ গোবিন্দ দাস লেন, আরমানিটোলা), হাকিম মৌলবী তাসওয়ার হোসেন খান (বাসাবাড়ি লেন, ইংলিশ রোডের কাছে), আবদুল মজিদ (৬৬ পাতলা খান লেন), হাজী মোহাম্মদ ইসহাক (১৯ উর্দু রোড) এবং ১২ নবদ্বীপ বসাক লেন, ঢাকা।

## ১৮ এপ্রিল রবিবার ১৯৭১

অবরুদ্ধ ঢাকার গভর্নর লে. জেনারেল টিক্কা খান রাতে এক বেতার ভাষণে বলেন, বিচ্ছিন্নতার হাত থেকে দেশকে রক্ষা ও ভারতের দাসত্বের কবল থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে মুক্ত রাখার দায়িত্ব পালনের জন্যই সশস্ত্র বাহিনীকে ডাকা হয়েছে। যারা পাকিস্তানের শুভাকাঙ্ক্ষী তাদের ভয়ের কোনো কারণ নেই। এখন যেহেতু দুষ্কৃতকারী ও ফ্যাসিস্টদের দমন করা হয়েছে এবং শান্তি বিরাজ করছে, তাই সরকারি কর্মচারী যারা অফিসে যোগদান করতে পারেননি তাদের জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করা উচিত। সামরিক বাহিনী, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস ও পুলিশ বিভাগের কিছু সদস্য যারা পরিবার-পরিজনের চিন্তায় অথবা কতিপয় নীতিজ্ঞানহীন উর্ধ্বতন কর্মচারীর দ্বারা ভুল পথে পরিচালিত হয়ে কর্মস্থল ত্যাগ করে চলে যান, তাদের আমি দুষ্কৃতকারী ও দেশের শত্রুদের ত্যাগ করে নিকটতম সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট করার উপদেশ দিচ্ছি। অন্যথায় তাদের সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হবে। সেনাবাহিনী অনুপ্রবেশকারী ও দুষ্কৃতকারীদের ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর। আমি নাগরিকদের হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি তারা যেন এদের প্রশ্রয় না দেন। অন্যথায় তারা নিজেরাই বিপদে পড়বেন।

ঢাকায় সামরিক কর্তৃপক্ষ এক ঘোষণায় দুষ্কৃতকারীদের (মুক্তিযোদ্ধা) কোনো রকম আশ্রয় না দেওয়ার জন্য নাগরিকদের প্রতি পুনরায় নির্দেশ জারি করেন।

নেজামে ইসলাম পার্টির সহ-সভাপতি সৈয়দ মাহমুদ আল মোস্তফা আল মাদানীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল গভর্নর টিক্কা খানের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তারা সরকারের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করবেন বলে জেনারেল টিক্কা খানকে আশ্বাস দেন।

পাকিস্তানি বাহিনী কুমিল্লা সেক্টরে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও আখাউড়ায় এবং কুষ্টিয়া সেক্টরে চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুরে মুক্তিবাহিনীর প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়। চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে সারাদিন ধরে উভয় পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়।

ইসলামাবাদস্থ ব্রিটিশ হাইকমিশন থেকে ঘোষণা করা হয়, পূর্ব পাকিস্তানের দুঃখজনক পরিস্থিতির জন্য হাইকমিশন আগামী ২১ এপ্রিল রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের জন্ম দিবস উদ্‌যাপন না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ভারতস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত কেনেথ কিটিং বোম্বাইয়ে সাংবাদিকদের বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাপ্রবাহ আন্তর্জাতিক বিশ্বের উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং একে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে গ্রহণ করা যায় না।

সাবেক জাতীয় পরিষদের ডেপুটি স্পিকার এ. টি. এম. আবদুল মতিন বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য ভারত সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারীদের মাধ্যমে যে নাশকতামূলক কাজ শুরু করেছে, সে জন্য তার বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের উপায় উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে আমি অবিলম্বে মুসলিম দেশসমূহের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলন আহ্বান করার সুপারিশ করছি।

প্রাদেশিক সরকারের সাবেক মন্ত্রী নবাব খাজা হাসান আসকারীর বাসভবনে ঢাকার নেতৃস্থানীয় সরদারদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সরদারদের মধ্যে ব্যবসায়ী আবু নসর, ঢাকা হোটেলের মালিক আবদুল মাজেদ ও শিল্পপতি সিরাজুদ্দিন উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া মৌলবী ফরিদ আহমদ ও মওলানা নূরুজ্জামান বিশেষ নিমন্ত্রণে সভায় যোগ দেন।

পাকিস্তান পিপলস পার্টির ভাইস চেয়ারম্যান মিয়া মাহমুদ আলী কাসুরী লাহোরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, আওয়ামী লীগ আগেই পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য স্ট্র্যাটেজি স্থির করেছিল। শেখ মুজিবুর রহমান একতরফাভাবে স্বাধীনতা ঘোষণার উদ্দেশ্যে কাজ করছিলেন এবং এ জন্য তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। তিনি বলেন, এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয় ঢাকায় অকস্মাৎ কিছু ঘটেছে এবং পূর্ব পাকিস্তানিরা কেন্দ্রের ক্ষমতাকে অবজ্ঞা করে শেখ মুজিবুর রহমানকে বাংলাদেশের সার্বভৌম প্রধানরূপে প্রতিষ্ঠার জন্য রাতারাতি নিজেদের প্রস্তুত করেছে।

তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ অবশ্য মূল পরিকল্পনা পরিবর্তন করে। সে পরিকল্পনা অনুযায়ী বেআইনি আওয়ামী লীগের প্রথমে পাকিস্তানের কর্তৃত্ব গ্রহণ এবং পরে পশ্চিম পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন হতে বাধ্য করানোর কথা ছিল। দেশের রাজনৈতিক কার্যকলাপের প্রেক্ষিতে এ পরিকল্পনা পরিবর্তন করা হয় এবং ২৬ মার্চ শুক্রবার জুম্মার নামাজের পর বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার স্ট্যাটেজি গ্রহণ করা হয়।

তিনি বলেন, জাতিসংঘে বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে গ্রহণের জন্য আবেদন জানানোর উদ্দেশ্যে একটি খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছিল। এ

আবেদনের খসড়াটি মূলত শেখ মুজিবুর রহমানের নামে ছিল, কিন্তু পরে এ আবেদন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় বসবাসকারী পূর্ব পাকিস্তানিদের নামে করা হয় এবং বেসরকারি ও ব্যক্তিগত পর্যায়ের এ আবেদনটি জাতিসংঘের নিরাপত্তা সংক্রান্ত লিগ্যাল কমিটির কাছে জমা দেওয়া হয়।

তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ প্রধান যখন ১৫ মার্চ থেকে ২৪ মার্চ পর্যন্ত প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলাচনা অব্যাহত রাখেন, তখন ঢাকায় পাকিস্তানের প্রতিটি প্রতীক একই সাথে ধ্বংস করা হচ্ছিল। ২৩ মার্চ পুরো শহরে সরকারি ও বেসরকারি ভবনের শীর্ষে বাংলাদেশের পতাকা তোলা হয়। এ অবস্থা একদিনে করা সম্ভব হয়নি। ২৩ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর কুচকাওয়াজে অভিবাদন গ্রহণ করেন এবং বাংলাদেশের সার্বভৌম শাসকরূপে নিজেকে তুলে ধরেন।

কাসুরী বলেন, তার কাছে প্রমাণ আছে, সে সময় পরিস্থিতি সম্পূর্ণরূপে আওয়ামী লীগ প্রধানের নিয়ন্ত্রণে ছিল এবং তিনি নিজেই এসব নির্দেশ দেন, যার ফলে স্বাধীন বাংলাদেশ গঠিত হতে পারে।

কলকাতাস্থ পাকিস্তান মিশনের ডেপুটি হাইকমিশনার হোসেন আলীসহ দূতাবাসের ১১ জন বাঙালি কর্মকর্তা ও কর্মচারী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেন। কলকাতার পাকিস্তান মিশনে পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা নামিয়ে বাংলাদেশের পতাকা তোলা হয়।

## ১৯ এপ্রিল সোমবার ১৯৭১

কনভেনশন মুসলিম লীগের সভাপতি ফজলুল কাদের চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক মালিক মোহাম্মদ কাশেম গভর্নর হাউসে জেনারেল টিক্কা খানের সাথে সাক্ষাৎ করেন। নেতৃবৃন্দ গভর্নরকে দলের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো করাচিতে এক সভায় বলেন, যারা পাকিস্তানের অখণ্ডতার বিরুদ্ধে কাজ করছে তাদের সম্পর্কে সরকারের কাছে রিপোর্ট করুন। সঙ্কট নিরসনে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার হাতকে শক্তিশালী করার কাজে আত্মনিয়োগ করুন।

ঢাকা নগরীর বিভিন্ন মহল্লার শান্তি কমিটির লিয়াজোঁ অফিসার বা আহ্বায়কদের নাম ঘোষণা করা হয়। শান্তি কমিটির ৫ নং এলিফ্যান্ট রোড-মগবাজারস্থ কেন্দ্রীয় অফিসের সচিব হিসেবে এডভোকেট নূরুল হক মজুমদারকে নিযুক্ত করা হয়। শান্তি কমিটির লিয়াজোঁ অফিসাররা হলেন (১) এ. আই. আহমেদ শের, আহসান মঞ্জিল, ১৭ আহসানউল্লাহ রোড; (২) সাখী সুলতান,

কসাইটোলা; (৩) আলহাজ্ব নাজির হোসেন, চেয়ারম্যান লালবাগ ইউনিয়ন, ৫৩ নং জগন্নাথ সাহা রোড; (৪) এস. এম. হাবিবুল হক, হাউস নং ৬১২, রোড নং ১৮, ধানমন্ডি; (৫) এডভোকেট নোয়াব আলী, সেন্ট্রাল রোড; (৬) আলহাজ্ব সিরাজুদ্দীন (সাবেক এমপিএ), ৯১ নং হৃষিকেশ দাস রোড; (৭) মাহতাবুদ্দীন খান, ৫৪ নং আর. কে. মিশন রোড; (৮) ফজলুল হক, ১২ নং ফরাশগঞ্জ; (৯) তমিজ উদ্দিন, ৩১ জরিয়াতলি লেন; (১০) আবদুর রশিদ, ১৬ নং রথখোলা; (১১) ইকবাল ইদ্রিস, ৭৫ ইন্দিরা রোড; (১২) মাহবুবুর রহমান গুরহা; (১৩) মোহাম্মদ নোয়াব আলী, হেডমাস্টার, আই. পি. এইচ. স্কুল, মহাখালী; (১৪) নায়েক আহমদ সিদ্দিকী, ২৬ এ/সি মিরপুর প্রথম কলোনি; (১৫) এম. এ. বাকের, ৩০/৬ মোহাম্মদপুর কলোনি; (১৬) ডা. ওসমান, মোহাম্মদপুর; (১৭) সৈয়দ মোহাম্মদ ফারুক, মোহাম্মদপুর; (১৮) এডভোকেট শফিকুর রহমান, ৬৮ ঝিকাতলা; (১৯) আবদুল রহিম চৌধুরী, হাউস নং ৭৯০, রোড নং ১৮, ধানমন্ডি; (২০) এডভোকেট আতাউল হক খান, ১৯৭ বড় মগবাজার; (২১) এডভোকেট জি. এ. খান, ২৪ দিলু রোড; (২২) অধ্যাপক এ হাসেম; (২৩) এডভোকেট জুলমত আলী খান, ১ নং পুরানা পল্টন; (২৪) ডা. মোহাম্মদ আইউব আলী, চৌধুরী পাড়া, খিলগাঁও; (২৫) এ. ওয়াদুদ মিয়া, এডভোকেট, শান্তিনগর।

সিলেটের সালুটিকর বিমান ঘাঁটি দখল নিয়ে মুক্তিবাহিনী ও পাকসেনাদের মধ্যে দিনব্যাপী রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। পাক বিমানবাহিনী এ সময় সিলেটে বোমাবর্ষণ করে। দর্শনায় উভয় দলের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ শেষে পাকসেনারা পর্যুদস্ত বাঙালিদের ওপর গণহত্যা চালায়।

মুজিবনগরে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে ১৮ দফা নির্দেশনামা জারি করা হয়। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ সরকারের আদেশ মেনে চলার জন্য দেশবাসীর প্রতি আবেদন জানান। নির্দেশনা কটি নিম্নরূপ (১) কোনো বাঙালি কর্মচারী শত্রু পক্ষের সাথে সহযোগিতা করবেন না। প্রতিটি কর্মচারী স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশ অনুসারে কাজ করবেন। শত্রুকবলিত এলাকায় অবস্থা বিশেষে বিচার-বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করবেন। (২) সরকারি—আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা নিজ নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার ও মুক্তিফৌজকে সাহায্য করবেন। (৩) সকল কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর সদস্য অবিলম্বে নিকটতম মুক্তিসেনা শিবিরে যোগ দেবেন। শত্রুর সাথে সহযোগিতা করবেন না। (৪) বাংলাদেশ সরকার ছাড়া অন্য কারও বাংলাদেশ থেকে কর, খাজনা ও শুল্ক আদায়ের অধিকার নেই। (৫) যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিশেষ করে নৌ চলাচল সংস্থার কর্মচারীরা কোনো অবস্থায় শত্রুর সাথে সাহায্য করবেন না। (৬) নিজ নিজ এলাকায় খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদার ওপর লক্ষ্য রাখবেন। (৭) চুরি, ডাকাতি, কালোবাজারি, মজুদদারের ওপর কঠোর নজর রাখবেন। (৮) ধর্মের দোহাই দিয়ে

ও অখণ্ডতার বুলি আউড়ে এক শ্রেণীর দেশদ্রোহী মানুষকে বিভ্রান্ত করছে—এদের চিহ্নিত করে রাখুন। এদের সম্পর্কে সাবধানতা অবলম্বন করুন। তাদের মুক্তিফৌজদের হাতে অর্পণ করুন। (৯) গ্রামে গ্রামে রক্ষীবাহিনী গড়ে তুলুন এবং রক্ষীবাহিনীর স্বেচ্ছাসেবকদের মুক্তিবাহিনীর নিকটতম ক্যাম্পে পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন। (১০) শত্রপক্ষের গতিবিধির খবর সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে জানাবেন। (১১) মুক্তিবাহিনীর চলাচলের জন্য চাহিবামাত্র সরকারি যানবাহন হস্তান্তর করতে হবে। (১২) বাংলাদেশ সরকার বা মুক্তিবাহিনী ছাড়া জ্বালানি বিক্রি করা চলবে না। (১৩) কেউ পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনী অথবা তাদের এজেন্টদের সাহায্য করবেন না। যে করবে তাকে শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করা হবে। (১৪) গুজবে কান দেবেন না। চূড়ান্ত সাফল্য সম্পর্কে নিরাশ হবেন না। (১৫) সকল সুস্থ ও সবল ব্যক্তিকে নিজ নিজ আগ্নেয়াস্ত্রসহ নিকটতম মুক্তিবাহিনী শিবিরে রিপোর্ট করতে হবে। (১৬) শত্রুবাহিনী ধরা পড়া কিংবা আত্মসমর্পণকারী সৈন্যকে মুক্তিবাহিনীর কাছে সোপর্দ করতে হবে। (১৭) পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সকল প্রকার যোগাযোগ ও সরবরাহ ব্যবস্থা যাতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না হতে পারে সে ব্যাপারে লক্ষ রাখতে হবে এবং (১৮) তথাকথিত পাকিস্তান বেতারের মিথ্যা প্রচারণা আদৌ বিশ্বাস করবেন না।

## ২০ এপ্রিল মঙ্গলবার ১৯৭১

গভর্নর ও সামরিক আইন প্রশাসক লে. জেনারেল টিক্কা খান আওয়ামী লীগ নেতা তাজউদ্দীন আহমদ, এস. নজরুল ইসলাম, আবদুল মান্নান, তোফায়েল আহমদ ও দি পিপল সম্পাদক আবিদুর রহমানকে আগামী ২৬ এপ্রিল সকাল ৮টায় ঢাকার এক নম্বর সামরিক আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেন।

নেজামে ইসলাম পার্টির আলহাজ্ব সৈয়দ মোস্তফা আল মাদানী, হাজী আকিল সাহাব, এডভোকেট সৈয়দ আনিসুর রহমান, মওলানা আজিজুল হক ও হাফেজ আহমদ করিম ঢাকায় এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, ভারতের সহযোগিতায় সশস্ত্র হানাদারদের (মুক্তিযোদ্ধা) অনুপ্রবেশ পাকিস্তানের সার্বভৌমত্বের ওপর পরিষ্কার হামলাস্বরূপ।

পাক সেনাবাহিনীর দুটি ব্যাটালিয়ান ভারি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মিরেশ্বরাইয়ে মুক্তিবাহিনীর ওপর আক্রমণ চালায়। ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যুদ্ধে শতাধিক শত্রুসেনা প্রাণ হারায়। মুক্তিবাহিনীরও প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। রাতে মুক্তিযোদ্ধারা মিরেশ্বরাই ত্যাগ করে মাস্তান নগরে প্রতিরক্ষা ব্যূহ গড়ে তোলে। মধ্যরাতে পাকবাহিনী ট্যাঙ্ক নিয়ে মাস্তান নগর আক্রমণ করে। ভোর রাতে মুক্তিবাহিনী অবস্থান ত্যাগ করে হিংগুলিতে গিয়ে নতুন প্রতিরক্ষা ব্যূহ গড়ে তোলে।

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ মুক্তাঞ্চল থেকে এক বিবৃতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেন। তিনি বিবৃতিতে বাংলাদেশের একমাত্র বৈধ সাংবিধানিক সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য বিশ্বের মুক্তি ও গণতন্ত্রকামী রাষ্ট্র ও জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

## ২১ এপ্রিল বুধবার ১৯৭১

ঢাকায় মুসলিম লীগ নেতা খান এ. সবুর খান এক বিবৃতিতে বলেন, শত্রুর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার উদ্দেশে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীকে সব ধরনের সাহায্য প্রদান বর্তমানে প্রত্যেক নাগরিকের জন্য জরুরি হয়ে পড়েছে। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধুয়া তুলে পাকিস্তান সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্যকেই ধ্বংস করতে চেয়েছিল। জনাব সবুর সামরিক কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করার জন্য নিজ নিজ এলাকায় ভিজিলেন্স কমিটি গঠনের জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারীদের (মুক্তিযোদ্ধা) সম্পর্কে সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্যও জনগণকে উপদেশ দেন।

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী তনয়া বেগম আখতার সোলায়মান করাচিতে এক বিবৃতিতে বলেন, পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক অভিযান চালানো ছাড়া পাকিস্তান সরকারের অন্য কোনো উপায় ছিল না। তিনি বলেন, মার্চের প্রথম দিকে যখন ধারণা করা হচ্ছিল যে, শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষণা করতে পারেন, তখন তিনি ঢাকা গিয়ে তাঁর মরহুম পিতার দোহাই দিয়ে শেখ মুজিবুর রহমানকে এ ধরনের মারাত্মক কাজ থেকে বিরত থাকার অনুরোধে জানিয়েছিলেন।

সাবেক প্রাদেশিক শিক্ষামন্ত্রী আলহাজ্ব মফিজ উদ্দিন আহমদ ও প্রাক্তন স্বতন্ত্র এমপিএ আবদুল মতিন ঢাকায় পৃথক বিবৃতিতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

পাকিস্তান সেনাবাহিনী হিলি ও সাতক্ষীরা সীমান্তে এবং গোয়ালন্দে মুক্তিবাহিনীর প্রতিরোধ ব্যূহের ওপর আক্রমণ চালায়।

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী মুক্তাঞ্চল থেকে জাতিসংঘের মহাসচিব উ থান্ট, গণচীনের চেয়ারম্যান মাও সেতুং ও প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই, সোভিয়েত রাশিয়ার নেতা ব্রেজনেভ, প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন ও প্রেসিডেন্ট পদগর্নি, মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট পাম্পিডো, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ, যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট টিটো, মিসরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত, আরব লীগের মহাসচিব আবদেল খালেক

হাসুনা ও আরব ঐক্য সংস্থার মহাসচিব দায়লো টেলির কাছে পাঠানো পৃথক পৃথক বার্তায় অবিলম্বে বাংলাদেশের গণহত্যা বন্ধ করার লক্ষ্যে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানের ওপর চাপ প্রয়োগের জন্য আবেদন জানান। তিনি বাংলাদেশে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর বর্বরতা অবলোকনের জন্য নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক দল পাঠানোর আবেদন জানান। তিনি বাংলাদেশের জনগণকে তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জনের লড়াইয়ে সমর্থন ও সহযোগিতাদানের জন্যও বিশ্ব নেতৃবৃন্দের প্রতি আবেদন জানান।

লন্ডনে আইরিশ শ্রমিক দলের বৈদেশিক বিষয়ক কর্মকর্তা ড. কোনার ক্রুইজ বলেন, পূর্ববঙ্গের বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তান যে ব্যবস্থা নিয়েছে তা সাম্রাজ্যবাদী ও দমনমূলক যুদ্ধের এক দৃষ্টান্ত।

## ২২ এপ্রিল বৃহস্পতিবার ১৯৭১

ঢাকায় কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির আহ্বায়ক খাজা খয়রুদ্দিন এক বিবৃতিতে রাষ্ট্রবিরোধীদের (মুক্তিযোদ্ধা) কার্যকলাপ প্রতিরোধ ও পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করার জন্য প্রদেশের (বাংলাদেশ) দেশপ্রেমিক নাগরিকের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সশস্ত্র বাহিনীকে ভয় পাবার কোনো কারণ নেই। তিনি উপদেশ দেন, সেনবাহিনীর সদস্যরা যেখানে যাবে সেসব এলাকায় দেশপ্রেমিক নাগরিকরা যেন পাকিস্তানের পতাকা নিয়ে তাদের স্বাগত জানান এবং সর্বাত্মক সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসেন।

চট্টগ্রামের দোহাজারীতে দখল প্রতিষ্ঠা নিয়ে মুক্তিবাহিনী ও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়।

অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী উইলিয়াম ম্যাকমোহন ক্যানবারায় বলেন, জীবনহানির জন্য আমরা নিশ্চয়ই দুঃখিত। আমরা চাই পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করুন, যত শীঘ্র সম্ভব তিনি আসামরিক কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করবেন এবং তা প্রতিষ্ঠা করবেন। আমরা আশা করি, আর কোনো জীবনহানি হবে না এবং পাকিস্তানের পার্লামেন্টে জনগণের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য আওয়ামী লীগের নেতৃবর্গকে পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হবে।

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির প্রধান মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এক বিবৃতিতে বলেন, পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রাম পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার হতে পারে না। অবিভক্ত ভারতের ১০ কোটি মুসলমান যে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানিরা তাকে অবজ্ঞা করেছে। পাকিস্তান আন্দোলনের এই মৌলিক প্রস্তাবটিকে অবজ্ঞা করে বিগত ২৩ বছর ধরে তারা পূর্ব বাংলাকে তাদের কলোনি করে রাখে। এই সংগ্রাম বীর বাঙালি জাতির স্বাধীনতার সংগ্রাম। শোষণ থেকে মুক্তি ও হৃত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের লড়াই।

মওলানা ভাসানী নবগঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের স্বাধীন সরকারকে অবিলম্বে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য বিশ্বের সকল শান্তিকামী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সরকার ও জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষের প্রতি দলমত, পেশা, বয়স নির্বিশেষে সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক জান্তার এজেন্ট কতিপয় স্বার্থবাদী ব্যক্তি সম্পূর্ণ ব্যক্তিস্বার্থে ধর্ম ও অখণ্ডতার নামে মুক্তিসংগ্রামের বিরোধিতা করছে। তাদেরকে তিনি 'বাংলাদেশের মীরজাফর' হিসেবে অভিহিত করে বলেন, জনগণকে এসব দেশদ্রোহীর সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। বিজয় আমাদের অনিবার্য। সুখী ও সমৃদ্ধ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করবেই।

## ২৩ এপ্রিল শুক্রবার ১৯৭১

ময়মনসিংহ, জামালপুর, বগুড়া ও গাইবান্ধার ফুলছড়ি ঘাটে দখল প্রতিষ্ঠা নিয়ে মুক্তিবাহিনী ও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ হয়। সামরিক কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেন, এসব এলাকা পাকিস্তান সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রণে এনেছে। আরও বলা হয়, সেনাবাহিনী পুরো সীমান্ত এলাকা নিয়ন্ত্রণে এনে সীমান্ত সিল ও অনুপ্রবেশকারীদের পকেটগুলো ধ্বংস করে দিয়েছে।

পাকিস্তান সরকার আগামী ২৬ এপ্রিল রাত ১২টা থেকে কলকাতার পাকিস্তানি ডেপুটি হাইকমিশন বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং একই সময় ঢাকার ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশন বন্ধ করে দেওয়ার জন্য ভারত সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

মুক্তিবাহিনীর বিভিন্ন গ্রুপ যশোর, কুষ্টিয়া ও খুলনার অবস্থান ত্যাগ করে বেনাপোল সীমান্ত এলাকায় প্রতিরোধ ব্যূহ গড়ে তোলে।

কৃষক শ্রমিক পার্টির এ. এস. এম. সোলায়মান, নেজামে ইসলামের সাইদ মোঃ মোস্তফা আল মাদানী, প্রাক্তন এম. এন. এ. রহিমুল্লাহ চৌধুরী ও প্রাক্তন এম. পি. এ. আবদুস সোবহান ঢাকায় পৃথক পৃথক বিবৃতিতে বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতের হস্তক্ষেপের প্রচেষ্টা দেশপ্রেমিক জনগণ ও সেনাবাহিনী নস্যাৎ করে দিয়েছেন। আমরা আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর জন্য গর্বিত। তারা অনুপ্রবেশকারীদের নির্মূলে সশস্ত্র বাহিনীর সাথে সহযোগিতা করার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

যুক্তরাজ্যের কমন্সসভায় লেবার পার্টির সদস্য ও অর্থনৈতিক সাহায্য বিষয়ক কমিটির সাবেক সচিব পিটার সোর লিঙ্কন বলেন, পূর্ব বাংলায় পাকিস্তান সরকারের আচরণ সর্বপ্রকার নীতিবহির্ভূত বন্য আচরণ। এ অত্যাচার-উৎপীড়ন উপেক্ষা করা লজ্জাজনক হবে। আমি অনুরোধ করছি, লেবার পার্টি যেন এ বিষয়ে দৃঢ়তার সাথে কথা বলেন এবং পশ্চিম পাকিস্তানকে সর্বপ্রকার অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্যদান অবিলম্বে বন্ধ করার জন্য সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে।

## ২৪ এপ্রিল শনিবার ১৯৭১

পাকিস্তানি বাহিনী বেনাপোলে মুক্তিবাহিনীর ঘাঁটি আক্রমণ করে। মুক্তিযোদ্ধারা বীরত্বের সাথে সে হামলা প্রতিহত করেন। সারাদিন ধরে যুদ্ধ চলে। রাতে পাকবাহিনীর দ্বিতীয় দফা হামলার পর মুক্তিবাহিনী নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে অবস্থান ত্যাগ করেন। মুক্তিবাহিনী ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়কে করের হাটে পাকবাহিনীর হামলা প্রতিহত করে।

ভারতে শরণার্থীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৬,৫৫,৮৭৪ জন।

শান্তি কমিটির ১৮টি ইউনিট আহ্বায়কের নাম ঘোষণা করা হয়। আহ্বায়করা হচ্ছেন তেজগাঁও (পূর্ব)—মোঃ ফজলুর রহমান, ধানমন্ডি—এস. এম. হাবিবুল হক, নারায়ণগঞ্জ [শহর])—এ. এ. আই. সরদার, দিলখুশা—মোঃ মনসুর আলী, জোয়ারসাহারা—আলী আহসান, শরাফতগঞ্জ—গিয়াসউদ্দিন আহমদ, খিলগাঁও—ডা. আইয়ুব আলী, নবীনগর [কুমিল্লা]—মৌলভী সেকেন্দার আলী, জয়দেবপুর—আবদুল মজিদ সরকার, জয়দেবপুর [থানা]—মোঃ মস্তান খান, রেকাবী বাজার—ইদ্রিস বেপারী, মোহাম্মদপুর—দেওয়ান ওয়ারসাত আলী, দিলুরোডে—জি. এ. খান, নিউ ইস্কাটন—মজিবুর রহমান, ধানমন্ডি [পূর্ব]—এম. এ. খালেক, মহাখালী—এ. কে. এম. আবদুল্লাহ, মিরপুর—মোঃ সফিউদ্দিন খান ও শাজাহানপুর—এম. এ. খালেক।

ব্রিটিশ পার্লামেন্ট লেবার পার্টির সদস্য উড্রো ওয়াট বলেন, পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক হত্যার প্রতিবাদে আমরা সবাই এত চুপচাপ কেন? পূর্ব পাকিস্তানে যেসব ঘটনা ঘটছে তা অত্যন্ত জঘন্য। হিটলার ও স্ট্যালিনের পর এ ধরনের হত্যাকাণ্ডের কথা আর কখনো শোনা যায়নি। আমরা এ বিষয়ে কি করছি? জেনারেল ইয়াহিয়াকে এখনও আমরা সাহায্য দিচ্ছি। সারাদেশ উজাড় করার বিষয়টি মোটেই ঘরোয়া ব্যাপার নয়। আমরা বিষয়টি জাতিসংঘে উত্থাপন করছি না কেন?

## ২৫ এপ্রিল রবিবার ১৯৭১

সামরিক কর্তৃপক্ষ খ-অঞ্চলকে (বাংলাদেশ) তিনটি সামরিক সেক্টরে ও ১০টি সাব-সেক্টরে ভাগ করেন। সেক্টর তিনটি হচ্ছে ঢাকা, কুমিল্লা ও বগুড়া।

সিলেটের গোলাপগঞ্জ ও দিনাজপুর-রাধিকাপুর সীমান্ত এলাকায় মুক্তিবাহিনী ও পাক সেনাবাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ হয়। প্রচণ্ড লড়াই শেষে পাকসেনা বরিশাল শহর কব্জা করে। তুমুল যুদ্ধের মধ্যে করের হাট প্রতিরক্ষা ব্যূহের পতন হলে মুক্তিবাহিনী রামগড়ে গিয়ে চট্টগ্রাম সেক্টরের সদর দফতর স্থাপন করে।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের বিশেষ দূত হিসেবে সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিয়া আরশাদ হোসেন মস্কো যাত্রা করেন।

দশ জন মার্কিন সিনেটর ওয়াল্টার মন্ডেল, এডওয়ার্ড মাস্কি, হিউবার্ট হামফ্রে, বার্চ বে, জর্জ ম্যাকগভার্ন, ফ্রেড হ্যারিস, হ্যারল্ড হিউস, উইলিয়াম প্রক্সমায়ার, টমাস এগ্রেটন ও ক্লিফোর্ড কেস এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, পাকিস্তান সরকার যতদিন না বাংলাদেশের জন্য আপদকালীন ভিত্তিতে ত্রাণকাজের ব্যবস্থা করবে এবং আন্তর্জাতিক রেডক্রসকে সেখানে কাজ করতে দেবে, ততদিন পাকিস্তানকে সাহায্যদাতা পাশ্চাত্য দেশসমূহ ও জাতিসংঘের উচিত তাদের সমস্ত বৈদেশিক সাহায্য বন্ধ করে দেওয়া।

## ২৬ এপ্রিল সোমবার ১৯৭১

শান্তি কমিটির জেলা আহ্বায়কদের নাম ঘোষণা করা হয়। এরা হলেন বরিশাল—মওলানা বশিরউল্লাহ আতাহরী ও প্রাক্তন এম. এন. এ. নূরুল ইসলাম সিকদার এডভোকেট, দিনাজপুর—মৌলবী মতিউর রহমান চৌধুরী ও আহমদ জান মোক্তার, ঈশ্বরদী (পাবনা)—মমতাজুর রহমান, পটুয়াখালী—প্রাক্তন এম. এন. এ. কসিমউদ্দিন সিকদার এবং বগুড়া, খুলনা, মাদারীপুর ও পটুয়াখালী জামে মসজিদের ইমামবৃন্দ।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনী রংপুর পুনর্দখল করে। সামরিক কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করে, সশস্ত্র বাহিনী প্রদেশের সমগ্র উপকূলীয় এলাকায় দখল পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছে।

সামরিক কর্তৃপক্ষ আদেশ জারি করে, কেউ যোগাযোগ ব্যবস্থা, গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ও সরকারি সম্পত্তির ক্ষতিসাধন করলে তাকে সর্বোচ্চ মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। যেখানে ক্ষতিসাধন করা হবে তার আশপাশের অধিবাসীদের বিরুদ্ধে পাইকারি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সাবেক প্রাদেশিক শিক্ষামন্ত্রী ও মুসলিম লীগের (কাইয়ুম) সহ-সভাপতি মফিজুদ্দিন আহমদ, প্রাদেশিক মুসলিম লীগের (কনভেনশন) সাবেক সাধারণ সম্পাদক মওলানা আবদুল মান্নান ঢাকায় এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, পাকিস্তানের স্বাধীনতা রক্ষায় মাদ্রাসা শিক্ষক ও ওলেমারা গৌরববময় ভূমিকা পালন করবেন। তারা বলেন, পাকিস্তানকে রক্ষা এবং দুষ্কৃতকারী ও অনুপ্রবেশকারী (মুক্তিযোদ্ধা) সহ সমাজ ও রাষ্ট্রবিরোধীদের নিশ্চিহ্ন করে পূর্ব পাকিস্তানের দেশপ্রেমিক নাগরিকরা দেশের পশ্চিমাংশের সাথে একত্রিত হতে যে প্রস্তুত আছেন সে ব্যাপারে তাদের কোনো সন্দেহ নেই। তারা এ ব্যাপারে সরকারকে সহযোগিতা করার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান।

## ২৭ এপ্রিল মঙ্গলবার ১৯৭১

ইসলামাবাদে পাকিস্তান সরকারের জনৈক মুখপাত্র জানান, কলকাতায় ৫০ জন পূর্ব পাকিস্তানি কূটনীতিক তাদের দায়িত্ব ত্যাগ করে তথাকথিত বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্রের হাইকমিশন গঠন এবং কলকাতায় দায়িত্ব নেওয়ার জন্য একজন নতুন ডেপুটি হাইকমিশনার পাঠালে তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভের প্রেক্ষিতে ২৬ এপ্রিল থেকে কলকাতার পাকিস্তান মিশন বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। একই সাথে ঢাকাস্থ ভারতীয় মিশন বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র আরও বলেন, নিউইয়র্কে পাকিস্তানের ভাইস কন্সাল মাহমুদ আলী তাঁর চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করায় তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়েছে।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ জেনারেল আবদুল হামিদ খান ও পাকিস্তান বিমান বাহিনীপ্রধান এয়ার মার্শাল রহিম খান সামরিক ইউনিট পরিদর্শনের জন্য ঢাকায় আসেন।

অধিকৃত ঢাকার গভর্নর লে. জেনারেল টিক্কা খান পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস (ইপিআর)—এর নাম পরিবর্তন করে পূর্ব পাকিস্তান বেসামরিক বাহিনী (ইপিসিএফ) নামকরণ করেন।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনী চট্টগ্রামের মহালছড়িতে মুক্তিবাহিনীর ঘাঁটি আক্রমণ করে। প্রচণ্ড সংঘর্ষের পর পাকবাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থেকে নোয়াখালী, সান্তাহার, সিরাজগঞ্জ ও মৌলভীবাজার পুনর্দখল করে।

ব্রিটিশ এম.পি. জন স্টোনহাউস লন্ডনে বি. বি. সি.-র সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, পূর্ব বাংলায় মারাত্মক ও ভয়ঙ্কর সব ব্যাপার ঘটছে। ঢাকায় ঠাণ্ডা মাথায় মানুষ খুন করা হয়েছে। সেখানে সেনাবাহিনী যা করেছে নিঃসন্দেহে গণহত্যা। নির্বাচনে শতকরা ৯৮ ভাগ ভোটার যে রায় দিয়েছেন, সামরিক জান্তা সেই গণতান্ত্রিক রায়কে কেবল প্রত্যাখ্যানই করেননি তা ভেস্তে দেবার পরিকল্পনা এঁটেছেন। এ বিষয়টি কখনোই উপেক্ষা করা যায় না। এ ব্যাপারে আমাদের কর্তব্য রয়েছে। আমাদের নিষ্ক্রিয় থাকা উচিত নয়।

## ২৮ এপ্রিল বুধবার ১৯৭১

পার্বত্য চট্টগ্রামের মহালছড়িতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সাথে সম্মুখ সমরে মুক্তিবাহিনীর তরুণ অফিসার ক্যাপ্টেন কাদের শহীদ হন। ভোরে ঢাকার মিরপুর

ও মোহাম্মদপুরে গেরিলারা টহলদার পাক সেনাদের ওপর আক্রমণ চালালে বন্দুকযুদ্ধে ৭ জন গেরিলা শহীদ হন।

সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী আলেক্সি কোসিগিন পাকিস্তানি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের কাছে পাঠানো এক বার্তায় অবিলম্বে দেশের পূর্বাঞ্চলে গণহত্যা বন্ধ করার আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারকে বিনাশর্তে অস্ত্র সাহায্য ও স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের জন্য প্রতিবেশী দেশসমূহের সরকারের প্রতি আবেদন জানান।

বিশ্বশান্তি পরিষদের সম্মেলনে গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয়, বাংলাদেশে রক্তগঙ্গা বন্ধ করার জন্য বিশ্ব জনমত ও বিশ্বের সর্বত্র শান্তিকামী শক্তিগুলোকে অবিলম্বে তৎপর হতে হবে। আওয়ামী লীগ নেতৃবর্গ এবং জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের, বিশেষ করে শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন রক্ষা করতেই হবে। শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জনগণের নির্বাচিত নেতা।

## ২৯ এপ্রিল বৃহস্পতিবার ১৯৭১

চট্টগ্রামের রামগড়ের কাছে হিয়াকুতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী মুক্তিবাহিনীর ঘাঁটি আক্রমণ করে। প্রথম দফা আক্রমণে পাকবাহিনীদের প্রচুর জানমালের ক্ষয়ক্ষতি হয়। বিকেলে পাকবাহিনী দ্বিতীয় দফা আক্রমণ করে। দুঘণ্টা প্রচণ্ড লড়াইয়ের পর মুক্তিবাহিনী সরে গিয়ে চিকনছড়ায় নতুন ঘাঁটি গড়ে। উত্তরাঞ্চলের হিলি সীমান্তে মুক্তিযোদ্ধা ও পাকসেনার মধ্যে দিনব্যাপী গোলাগুলি বিনিময় হয়।

করাচি প্রেসক্লাবে মুসলিম লীগ (কাইউম) প্রধান খান আবদুল কাইউম খান এক সাংবাদিক সম্মেলনে দাবি করেন, যেসব রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তি আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য সাহায্য করার আশ্বাস দিয়েছিল এবং আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে শিগ্‌গিরই ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি করেছিল সেসব দলকে অবিলম্বে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা উচিত।

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের লেবার পার্টির সদস্য ব্রুস ডগলাসম্যান ভারতের বিভিন্ন শরণার্থী শিবির পরিদর্শন শেষে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে এক বিবৃতিতে বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকরা পূর্ববঙ্গের মাটি চায় কিন্তু জনগণকে নয়। তারা বাংলাভাষী জনগণের সংখ্যা হ্রাস করার নীতি হিসেবে সেখানে সামরিক তৎপরতা ও গণহত্যা শুরু করেছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশ সরকারের বৈধতা সম্পর্কে আমার লেশমাত্র সন্দেহ নেই।

## ৩০ এপ্রিল শুক্রবার ১৯৭১

মুক্তিবাহিনী চট্টগ্রামের রামগড়ে শক্ত প্রতিরোধ ব্যূহ গড়ে তোলে।

ঢাকায় সামরিক কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেন, স্বাভাবিক কৃষিকাজে হস্তক্ষেপ করা হলে কঠোর শাস্তিদান করা হবে। আগামী ৩০ জুনের মধ্যে বকেয়া খাজনা পরিশোধ করতে হবে।

সিলেট শান্তি কমিটির আহ্বায়ক নজমুল হোসেন ও যুগ্ম-আহ্বায়ক খন্দকার আবদুল জলিল সিলেট বেতার কেন্দ্র থেকে ভাষণে দেশপ্রেমিক জনগণের প্রতি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে সহযোগিতা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের খতম করার আহ্বান জানান।

নেপালের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বি. পি. কৈরালা কাঠমণ্ডুতে এক বিবৃতিতে বাংলাদেশের নিরস্ত্র জনসাধারণের অবস্থায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামীরা জয়ী হবেনই।

## ১ মে শনিবার ১৯৭১

পাকিস্তানি সেনাবাহিনী রামগড়ের ওপর গোলাবর্ষণ শুরু করে। ঢাকায় সামরিক কর্তৃপক্ষ নগরীর রেল লাইন ও সড়কের উভয় পাশের অননুমোদিত বাড়িঘর ও বস্তি সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেন।

ময়মনসিংহ থেকে নির্বাচিত প্রাদেশিক সদস্য এস. বি. জামান আওয়ামী লীগের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেন। তিনি পাকিস্তানের অখণ্ডতা বজায় রাখার লক্ষ্যে সশস্ত্র বাহিনীকে সহযোগিতা করার জন্য ময়মনসিংহবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

ভারতের শিল্পমন্ত্রী মইনুল হক চৌধুরী আগরতলায় শরণার্থী শিবির পরিদর্শনকালে বলেন, বাংলাদেশ একটি বাস্তব ঘটনা। এর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই। বাঙালিরা শেষ পর্যন্ত জয়ী হবেনই। বিশ্ববাসীর উচিত একে স্বীকার করে নেওয়া।

## ২ মে রবিবার ১৯৭১

সকালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কামান ও মর্টারের সাহায্যে রামগড়ের ওপর দুধারা আক্রমণ হানে। সারাদিন যুদ্ধের পর সন্ধ্যায় মুক্তিবাহিনী রামগড় ত্যাগ করে। পাকসেনারা রাতে রামগড়ে প্রবেশ করে হত্যা, ধর্ষণ ও অগ্নিসংযোগ করে।

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বাংলাদেশের আশ্রয়প্রার্থীদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৮ লাখ ৬৭ হাজার ৪২৮ জন।

মুসলিম লীগ নেতা খান এ. সবুর খান খুলনায় এক জনসভায় অনুপ্রবেশকারী (মুক্তিযোদ্ধা) ও তাদের সাহায্যকারীদের নির্মূলের কাজে নিয়োজিত পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে সহযোগিতা করার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান।

পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো লাহোরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, দেশের একাংশে সামরিক আইন বলবৎ রেখে অপরাংশে ক্ষমতা

হস্তান্তর করা যেতে পারে। পশ্চিম পাকিস্তানে ক্ষমতা হস্তান্তর হলে তা দেখে পূর্ব পাকিস্তানিরা সেখানে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য উন্মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির গভীর প্রেরণা অনুভব করবে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি সভার বৈদেশিক সাহায্য বিষয়ক কমিটির এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকা সংক্রান্ত সাব-কমিটির চেয়ারম্যান কর্নেলিয়াস গ্যালাঘর কলকাতায় বলেন, খোলা মন নিয়ে আমি এখানে এসেছিলাম। কিন্তু কয়েকজন শরণার্থীর সঙ্গে কথা বলার পর আমি এখন নিশ্চিত যে, পূর্ব বাংলায় অতি সাংঘাতিক মাত্রায় ত্রাস, বর্বরতা ও গণহত্যা চলেছে। আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, পূর্ব বাংলায় জনসাধারণকে ভীতসন্ত্রস্ত করা হয়েছে। কিছুদিন আগ পর্যন্ত এটি পাকিস্তানের ঘরোয়া বিষয় ছিল। কিন্তু পাঁচ লাখ লোক যখন দেশ থেকে বিতাড়িত হলেন তখন এটি একটি আন্তর্জাতিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এ বিষয়ে বিশ্ববাসী নিশ্চয় সচেতন হবেন। জাতিসংঘে, যেখানে আমার দেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে, তাদের উচিত পাকিস্তানের ওপর যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি করে তাকে পরিষ্কার বুঝিয়ে দেওয়া এ ধরনের পরিস্থিতি বরদাস্ত করা যায় না। এই মর্মান্তিক ইন্ধন জোগানো উচিত নয়। পাকিস্তান সরকারের কার্যকলাপে পূর্ব বাংলার জনমানসে অসন্তোষের বীজ ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

## ৩ মে সোমবার ১৯৭১

'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসক সাত জন ছাত্রনেতাকে আগামী ১০ মে সকাল ৮টার মধ্যে ঢাকার উপ-সামরিক আইন প্রশাসকের সামনে হাজির হবার নির্দেশ দেন। এরা হচ্ছেন (১) ডাকসুর সহ-সভাপতি আ. স. ম. আবদুর রব, (২) ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক—আবদুল কুদ্দুস মাখন, (৩) ছাত্রলীগের সভাপতি—নূরে আলম সিদ্দিকী, (৪) ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক—শাজাহান সিরাজ, (৫) কামরুল আনাম খসরু, (৬) মোস্তফা মহসিন মন্টু ও (৭) সেলিম মহসিন।

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক আবদুস সালাম মুক্তাঞ্চল থেকে এক বিবৃতিতে বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতিদানের জন্য প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক সরকারগুলোর প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সমর্থন ও সম্ভাব্য সব ধরনের সহযোগিতা দানের জন্য বিশ্বের গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের প্রতি আবেদন জানান।

হেলসিংকিতে সোস্যালিস্ট ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিলের সম্মেলনে গৃহীত বাংলাদেশ সম্পর্কিত এক প্রস্তাবে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি ও একটি মীমাংসার জন্য আলোচনা শুরু করার অনুরোধ জানানো হয়। প্রস্তাবে শেখ মুজিবুর রহমানসহ

রাজনৈতিক বন্দীদের অবস্থা সম্পর্কেও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। বাংলাদেশের জনগণের সাহায্যের লক্ষ্যে সম্ভাব্য সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য জাতিসংঘের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়।

সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটে বাংলাদেশের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য জাতিসংঘের প্রতি আবেদন জানান। তিনি বাংলাদেশের শরণার্থীদের সাহায্যের জন্য ভারত সরকার যে আবেদন জানিয়েছে তার প্রতি সাড়া দেওয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

## ৪ মে মঙ্গলবার ১৯৭১

জাতীয় পরিষদের সাবেক বিরোধীদলীয় উপনেতা শাহ আজিজুর রহমান ঢাকায় এক বিবৃতিতে বলেন, পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতের অযৌক্তিক হস্তক্ষেপ আন্তর্জাতিক বিধি ও জাতিসংঘ সনদের পরিপন্থী। আমি ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত নস্যাৎ করে দিতে পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনীকে সাহায্য করার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। কায়েদে আজম আমাদের কাছে পাকিস্তান আমানত রেখে গেছেন এবং আমাদের যে-কোনো মূল্যে তা রক্ষা করতে হবে।

শাহ আজিজ বলেন, পূর্ণ ও অবাধ গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া রাজনৈতিক দলগুলোকে সর্বাধিক সুযোগ-সুবিধা দিয়েছেলেন। পূর্ব পাকিস্তানের বৃহত্তম দল আওয়ামী লীগ জোর-জবরদস্তি ও প্রতারণার মাধ্যমে সাম্প্রতিক নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। এই দলটি প্রেসিডেন্টের দেওয়া সুবিধাকে ভুল বুঝেছিল। নিজেদের ইচ্ছামাফিক দেশ শাসন করার, পূর্ণ গণতন্ত্র এবং শান্তিপূর্ণ সামাজিক-অর্থনৈতিক জীবন পুনঃপ্রতিষ্ঠার যে সুবর্ণ সুযোগ এসেছিল, চরম গোঁয়ার্তুমি, অধৈর্য ও ঔদ্ধত্যের মাধ্যমে তারা নিজেরাই তা হারিয়েছে। আওয়ামী লীগের ছত্রচ্ছায়ায় সশস্ত্র ও স্লোগানমুখর উন্মত্ত তথাকথিত রাজনৈতিক কর্মীরা ত্রাস ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করে এবং সরকারি-বেসরকারি সংস্থাকে সম্পূর্ণরূপে তাদের আজ্ঞাবহ করে তোলে। গত ২৫ মার্চ অনুশোচনার বোধশূন্য অরাজক একনায়কত্ববাদের গ্রাস থেকে অচেতন দেশকে সশস্ত্রবাহিনী উদ্ধার করা পর্যন্ত এই অবস্থা বিরাজমান ছিল। সেনাবাহিনী কর্তৃত্ব গ্রহণ করার মুহূর্তটি পর্যন্ত অসহায় দেশবাসীর মাথা সম্পূর্ণরূপে নুয়ে পড়েছিল।

তিনি বলেন, পাকিস্তানকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে ২৫ মার্চ হস্তক্ষেপ করা ছাড়া সেনাবাহিনীর হাতে অন্য কোনো বিকল্প পথ ছিল না। আমাদের ঘরোয়া ব্যাপারে ভারতের নগ্ন হস্তক্ষেপ আন্তর্জাতিক আচরণ ও জাতিসংঘ সনদের লঙ্ঘন ছাড়া আর কিছু নয়। সেনাবাহিনীর সময়োচিত হস্তক্ষেপ

ও আল্লাহর অশেষ কৃপায় দেশের অর্থনৈতিক জীবনের অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহের ধ্বংস রোধ হয়েছে।

খুলনায় শান্তি কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত এক জনসভায় সাবেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী খান এ. সবুর বলেন, সামান্য কয়েকজন ভারতীয় দালাল ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ বাঙালি জাতীয়তাবাদের আদর্শ প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদে দৃঢ় আস্থা পোষণ করে গর্ববোধ করছেন। সভায় সাবেক প্রাদেশিক মন্ত্রী আমজাদ হোসেনও বক্তৃতা করেন।

যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক সম্পর্ক সংক্রান্ত কমিটি বাংলাদেশে যুদ্ধের অবসান না হওয়া পর্যন্ত পাকিস্তানকে সর্বপ্রকার সামরিক সাহায্য বন্ধ রাখা সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব অনুমোদন করে। প্রস্তাবে বলা হয় পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধ বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত পাকিস্তানকে সব ধরনের সামরিক সাহায্যদান বন্ধ রেখে পূর্ব পাকিস্তানে ত্রাণ কাজ শুরু করা হোক।

## ৫ মে বুধবার ১৯৭১

চট্টগ্রামের রামগড় সীমান্তে মুক্তিবাহিনীর সাথে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সংঘর্ষ হয়। চট্টগ্রামে সাবেক জাতীয় পরিষদের স্বতন্ত্র গ্রুপের নেতা আমিনুল ইসলাম এক বিবৃতিতে ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীদের (মুক্তিবাহিনী) বিরুদ্ধে যথাসময়ে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনীকে অভিনন্দন জানান।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ কমন্সসভায় বলেন, ব্রিটিশ সরকারের ধারণা ভারতে পূর্ব পাকিস্তানের আশ্রয়প্রার্থীদের সমস্যা ক্রমে দুরূহ হয়ে পড়ছে। আশ্রয় প্রার্থীদের সংখ্যা প্রতিদিন ২০ হাজার করে বাড়ছে।

আমি মনে করি, ঢাকার বর্তমান পরিস্থিতি দেখার জন্য সেখানে একটি আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক দল পাঠানো প্রয়োজন। পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্কট নিরসনে ব্রিটিশ সরকার প্রয়োজনে কমনওয়েলথের সাহায্য নিতে সঙ্কোচ করবে না। আমাদের সাহায্য সংস্থাগুলো আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য ভারতে সাহায্যসামগ্রী নিয়ে যেতে তৈরি রয়েছে। ভারতে নিযুক্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক রাষ্ট্রদূত চেস্টার বোলস্ 'নিউইয়র্ক টাইমস'-এ এক সাক্ষাৎকারে বলেন, কার বিরুদ্ধে এবং কি কারণে আমাদের দেওয়া অস্ত্র ব্যবহার করা হবে তা না জেনে বন্ধুভাবাপন্ন সরকারগুলোকে অস্ত্রশস্ত্র দেওয়া নির্বুদ্ধিতা। আমার মনে হয়, অবিলম্বে দুটি ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। এক. মার্কিন সামরিক সরঞ্জাম অপব্যবহারের জন্য আমাদের উচিত পশ্চিম পাকিস্তান সরকারকে কড়া প্রতিবাদ জানানো এবং সাহায্য দান অবিলম্বে বন্ধ করে দেওয়া। দুই. আমাদের উচিত নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক ডেকে এশিয়ায় শান্তি ক্ষুণ্ন হবার বিষয়টি আলোচনার মাধ্যমে উপযুক্ত ব্যবস্থা

নেওয়া। এটা খুবই স্পষ্ট এশিয়ায় শান্তি ক্ষুণ্ন হবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের লড়াই সেখানকার 'ঘরোয়া বিষয়' নয়। একটি সশস্ত্র সংখ্যালঘু কর্তৃক বিশাল সংখ্যাগুরুকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টায় যে 'অভ্যন্তরীণ সমস্যা' সৃষ্টি হয়েছে তা মীমাংসার জন্য জাতিসংঘের একটি বিশেষ ধরনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

জাতিসংঘের উদ্বাস্তু সংক্রান্ত হাইকমিশনার প্রিন্স সদরুদ্দিন আগা খান জেনেভায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, ভারতে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তুদের সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য ভারত সরকার জাতিসংঘের কাছে আবেদন জানিয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক সমস্যা থেকে পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগীদের নিয়ে ভারতে যে সমস্যার উদ্ভব হয়েছে তা মানবিক। ভারতের রাজ্যগুলোতে অসংখ্য উদ্বাস্তু মানবেতর জীবনযাপন করছে। আমরা এর স্থায়ী সমাধান প্রত্যাশী। আমরা উদ্বাস্তুদের সাময়িক খাদ্য ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে পারি, কিন্তু কেউ আশা করেন না এসব হতাভাগ্য স্থায়ী উদ্বাস্তুতে পরিণত হোক। আমরা চাই, পূর্ব পাকিস্তানে স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হোক—যাতে নতুন করে শরণার্থী ভারতে না আসে এবং দেশত্যাগীরা স্বদেশে ফিরে যান। আমাদের সংস্থা ইতোমধ্যে আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছে।

## ৬ মে বৃহস্পতিবার ১৯৭১

সিনেটর ওয়াল্টার মন্ডেল মার্কিন সিনেটে বলেন, সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড়ের পর গৃহযুদ্ধ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে ভয়ঙ্কর এক দুর্যোগের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। এ অবস্থায় একমাত্র যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য সরকারের গৃহীত জরুরি পদক্ষেপই লক্ষ লক্ষ মানুষকে আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারে।

রাওয়ালপিন্ডিতে একজন সরকারি মুখপাত্র তথ্য প্রকাশ করে বলেন, আওয়ামী লীগ ২৬ মার্চ শেষ রাতকে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ও আনুষ্ঠানিকভাবে 'স্বাধীন বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্র' ঘোষণার সময় নির্ধারণ করেছিল। তারা পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে সেনাবাহিনীর বিমান ও সমুদ্র পথের সংযোগস্থল ঢাকা ও চট্টগ্রাম দখলের পরিকল্পনা নিয়েছিল। কিন্তু সেনাবাহিনী আওয়ামী লীগের নির্ধারিত সময়ের মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে প্রেসিডেন্টের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সামরিক তৎপরতা শুরু করে এবং ২৫ ও ২৬ মার্চের মধ্যবর্তী মাঝরাতের আগেই ধারাবাহিকভাবে অভিযান চালিয়ে দেশকে রক্ষা করে।

মুখপাত্র আরও বলেন, এ সময় আওয়ামী লীগ বিচ্ছিন্নতার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। শান্তিপূর্ণ পন্থায় ক্ষমতা হস্তান্তরের সমস্ত পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় প্রেসিডেন্ট এ সময়

সেনাবাহিনীকে তাদের কর্তব্য পালন ও সরকারি কর্তৃত্ব সম্পর্ণভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান।

মুখপাত্র আরও বলেন, বেআইনি ঘোষিত আওয়ামী লীগের উদ্যোগ কত সুপরিকল্পিত ও সুসংগঠিত ছিল ২৫ ও ২৬ মার্চের রাতের ঘটনাবলি থেকেই তা বোঝা যায়। ২৫ ও ২৬ মার্চ রাতে জগন্নাথ হলো থেকে মর্টারের গোলা বর্ষিত হয়েছে। ২৫ মার্চ রাতে মাত্র তিন ঘণ্টার মধ্যে সমগ্র ঢাকায় অসংখ্য ব্যারিকেড রচনা করা হয়েছিল।

## ৭ মে শুক্রবার ১৯৭১

রাওয়ালপিন্ডিতে এক প্রেসনোটে বলা হয়, গত ২৬ মার্চ পর্যন্ত দেশের সংবাদপত্রগুলো প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ বাকস্বাধীনতা ভোগ করছিল। ঐ সময় থেকে দেশে এক উদ্বেগজনক জরুরি অবস্থার উদ্ভব ঘটে এবং পরিস্থিতি সম্পূর্ণভাবে পাল্টে যায়। জাতি আজ এক মহাসঙ্কটে পড়েছে। পরিস্থিতির অবনতি রোধের উদ্দেশ্যে সরকার ৭৭ নং সামরিক বিধি জারি করেছে। এতে পাকিস্তানের সংহতির পক্ষে ক্ষতিকর এবং জনগণের মধ্যে ভীতি বা হতাশা সৃষ্টি অথবা বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টি করবে—এমন কিছু ছাপা ও প্রকাশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সংবাদপত্রগুলোকে অক্ষরে অক্ষরে এ বিধি মেনে চলতে হবে। সংবাদ প্রকাশের আগে ও বিধি মোতাবেক নিয়োজিত সেন্সর কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তা বৈধ করিয়ে নিতে হবে। এ বিধি লঙ্ঘন করলে তাদের শাস্তি পেতেই হবে।

নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগের সাবেক সভাপতি ও প্রাক্তন প্রাদেশিক মন্ত্রী খান বাহাদুর সৈয়দ মোহাম্মদ আফজালকে প্রধান করে পিরোজপুর মহকুমা শান্তি কমিটি গঠন করা হয়।

## ৮ মে শনিবার ১৯৭১

ঢাকায় সামরিক কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেন, খুলনা থেকে নির্বাচিত আওয়ামী লীগের প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য পীরজাদা মোহাম্মদ সাঈদ সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। সামরিক কর্তৃপক্ষ জানান, জনাব সাঈদ পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতিতে বিশ্বাস স্থাপন করে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করেন। তিনি প্রেসিডেন্টের ব্যবস্থার প্রতি সমর্থন জানান এবং পাকিস্তানকে ধ্বংসের চেষ্টায় লিপ্ত রাষ্ট্রদ্রোহী শক্তিসমূহের নিন্দা করেন।

ভারতে বাংলাদেশের আশ্রয়প্রার্থীদের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫,৭২,২২০ জন।

## ৯ মে রবিবার ১৯৭১

জাতীয় পরিষদের সাবেক সদস্য জামায়াত নেতা মওলানা এ. কে. এম. ইউসুফের নেতৃত্বে খুলনা কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি গঠন করে প্রশাসনকে সাহায্য করার জন্য কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

কক্সবাজারে মুক্তিবাহিনী পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করে। সারাদিন তুমুল যুদ্ধ চলে।

## ১০ মে সোমবার ১৯৭১

শান্তি কমিটির আরও কয়েকটি জেলা ও মহকুমা শাখা গঠিত হয়। নবগঠিত কমিটির আহ্বায়করা হচ্ছেন কুমিল্লা—সাবেক এম. এন. এ. আজিজুর রহমান, খুলনা—মওলানা এ. কে. এম. ইউসুফ, যশোর—সৈয়দ শামসুর রহমান, রংপুর—সিরাজুল ইসলাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া—সাবেক এম. এল. এ আলহাজ্ব এম. আবদুস সালাম, নাটোর—মৌলবী গাউস উদ্দিন ও সাবেক এম. পি. এ. আবদুস সাত্তার খান চৌধুরী, নবাবগঞ্জ (ঢাকা)—ডা. শফিউদ্দিন আহমদ, বরিশাল—এডভোকেট নূরুল হক মজুমদার, পটুয়াখালী—এডভোকেট এ. কে. ফজলুল হক চৌধুরী, টাঙ্গাইল—এডভোকেট জুলমত আলী খান, ময়মনসিংহ—এ. কে. এম. মুজিবুল হক ও পাবনা—সাবেক এম. এন. এ. বেনজীর আহমদ।

কক্সবাজারের পতন ঘটে। হাতিয়ায় মুক্তিবাহিনীর ওপর পাক সেনাদলের আক্রমণ।

## ১১ মে মঙ্গলবার ১৯৭১

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার বিশেষ উপদেষ্টা এম. এ. আহমদ প্রেসিডেন্টের বিশেষ দূত হিসেবে ওয়াশিংটনে প্রেসিডেন্ট নিক্সনের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

ডেমোক্রেটিক পার্টির সভাপতি নূরুল আমিন সকালে রাওয়ালপিন্ডিতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সাথে সাক্ষাৎ করেন।

চট্টগ্রামের শুভপুর সেতুর দুপাড়ে মুক্তিবাহিনী ও পাক সেনাদল মুখোমুখি হয়।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনী হাতিয়া দখল করে হত্যাযজ্ঞ চালায়।

রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় শান্তি কমিটির ২৫টি ইউনিয়ন শাখা গঠিত হয়। কমিটির আহ্বায়কেরা হচ্ছেন পুরান মোগলটুলী—আবদুর রাজ্জাক, কেন্দান—আবদুল হোসেন, সুভাঢ্যা—হাজী আবদুল সামাদ বেপারী,

কালিন্দী—আবদুল ওয়াদুদ, যাত্রাবাড়ী—আব্বাস উদ্দিন আহমদ, দেওয়ান বাজার—চাঁদ মিয়া, সিদ্দিক বাজার—ইয়াকুব আলী, মৌলবীবাজার—মোঃ ইউসুফ, নারিন্দা—হাফিজুদ্দিন আহমদ, জিন্দাবাজার মোঃ সফি, ফরিদাবাদ—খন্দকার হাবিবুর রহমান, আজিমপুর—হাফেজ আবুল কাশেম, কন্দিয়া—আজিজুর রহমান, সাভার—আবদুল হালিম, শ্যামপুর—ফজলুল করিম, ওয়ারী—এ. রহিম, টঙ্গীবাড়ি—মজিবুর রহমান মল্লিক, আবদুল্লাহপুর—আলহাজ্ব তাহের আহমদ, টঙ্গীবাড়ি থানা—সিরাজুল ইসলাম মল্লিক, নবাবপুর—সৈয়দ মোহসেন আলী, ইসলামপুর—মোবারক হোসেন, টঙ্গী—আবদুল মজিদ সরকার, জিঞ্জিরা—মোঃ হোসেন, চকবাজার—মাহবুবুজ্জামান, চুরিহাটা—হাজী সলিমউল্লাহ মিয়া ও মুন্সীগঞ্জ—সাবেক এম. এন. এ. মৌলভী আবদুল হাকিম।

সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি যুক্তরাষ্ট্র সিনেটে বলেন, আমাদের সরকারের একাংশ নিরপেক্ষতার দোহাই দিয়ে বলেছেন, পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপারে আমাদের জড়িত হওয়া উচিত নয়। কিন্তু আমরা সেখানে জড়িয়ে পড়েছি। সেখানে সহিংসতার কাজে আমাদের দেওয়া অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহৃত হচ্ছে। আমি মনে করি, পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান রাজনৈতিক ও মানবিক সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব মুখ্যত পাকিস্তানের। এ পরিস্থিতির উত্তরণে আমি আমাদের সরকার, পাকিস্তানি নেতৃবৃন্দ ও বিশ্ব নেতৃবৃন্দের প্রতি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। একই সাথে শরণার্থীদের সাহায্য করার জন্য ভারত সরকার বিশ্বের প্রতি যে আবেদন জানিয়েছেন তাতে সাড়া দেওয়ারও অনুরোধ করছি। আমি মনে করি না, পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান সমস্যা অবজ্ঞা করার মতো একটি বিষয়। এব্যাপারে অবশ্যই যুক্তরাষ্ট্র সরকারের করণীয় আছে। নিরপরাধ লক্ষ লক্ষ আর্ত মানবের জীবন রক্ষার দায়িত্ব এ বিশ্বের প্রতিটি সরকারেরই এবং মানবজাতির স্বার্থে তা পালন করতেই হবে।

## ১২ মে বুধবার ১৯৭১

মার্কিন সিনেটের বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ক কমিটি বাংলাদেশ সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত পাকিস্তানে সাহায্য বন্ধ রাখার আহ্বান জানান। বাংলাদেশে মার্কিন বিমান ও ট্যাঙ্ক ব্যবহার সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্র সরকার পাকিস্তানের কাছে উদ্বেগ প্রকাশ করে।

মার্কিন কংগ্রেসম্যান কর্নেলিয়াস গ্যালাঘর প্রতিনিধি সভায় বাংলাদেশ সমস্যাটিকে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করার জন্য সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর প্রতি আহ্বান জানান।

জাতিসংঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি সমর সেন বাংলাদেশের শরণার্থীদের সাহায্যের আহ্বান জানিয়ে বলেন, পূর্ব বঙ্গের বাঙালিদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের সংগ্রামকে উপেক্ষা করার কোনো অবকাশ নেই।

এসোসিয়েটডে প্রেস অব আমেরিকার বিশেষ প্রতিবেদক ঢাকা সফর শেষে খবর দেন, শকুনের দল এত খেয়েছে যে, তাদের আর উড়ার শক্তি নেই। মার্চ থেকে প্রায় ৫ লাখ বাঙালির মৃতদেহ তারা খাদ্য হিসেবে পেয়েছে। তবে দায়িত্বশীল মহলের হিসেবে মৃত্যের সংখ্যা ১০ লাখের উপর।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনী সকালে চট্টগ্রাম-ঢাকা রোডের শুভপুর সেতু দখলের উদ্দেশ্যে ট্যাঙ্ক ও কামান নিয়ে মুক্তিবাহিনীর ওপর আক্রমণ করে। সারাদিন যুদ্ধের পর মুক্তিযোদ্ধারা সেতু ত্যাগ করে। ঢাকায় সামরিক শাসন কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করে, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী মুক্তিবাহিনীর কাছ থেকে সুনামগঞ্জ আয়ত্তে এনেছে।

পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রধান নূরুল আমিন বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতিতে কোনো রাজনৈতিক সমাধানের প্রশ্ন ওঠে না। প্রদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের উপযোগী না হওয়া পর্যন্ত অন্তর্বর্তী শাসন কোনো উপকারে আসবে না। এখন অন্তর্বর্তী শাসন জারি করা হলে পূর্ব পাকিস্তানে কার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে?

নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের আহ্বায়ক করে নারায়ণগঞ্জে শান্তি কমিটির বিভিন্ন শাখা গঠন করা হয়। আবদুল আজিজ সরদার—নারায়ণগঞ্জ শহর, আলতাফ হোসেন—গোদনাইল, এম. এ. বাসেত—হাজিগঞ্জ, লতিফ সরদার—খানপুর (পশ্চিম), সুলতান খান—খানপুর, গোলাম রব্বানী খান—চাষাড়া, জহির হোসেন—দেওভোগ, এস. এ. হালিম—নারায়ণগঞ্জ, লালমিয়া—শীতলক্ষ্যা, মোহাম্মদ আলী—বন্দর, হাজী এ. লতিফ—কদমরসুল, মহিউদ্দিন আহমদ—নবীগঞ্জ ও হাজী আবদুল রফিক—ধামগড়।

## ১৩ মে বৃহস্পতিবার ১৯৭১

সামরিক শাসনকর্তা লে. জেনারেল টিক্কা খান মুক্তিবাহিনীর সেনাপতি জেনারেল এম. এ. জি. ওসমানীকে ২০ মে সকাল ৮টায় ১নং সামরিক আদালতে হাজির হবার নির্দেশ দেন।

মুক্তিবাহিনীর সাথে কয়েক দফা সংঘর্ষের পর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী মুন্সীগঞ্জের লৌহজং ও টঙ্গীবাড়ি দখল করে।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের নেতৃত্বে সিলেটের বিভিন্ন স্থানে শান্তি কমিটির শাখাসমূহ গঠিত হয়। নাজমূল হোসেন—সিলেট, সাবেক এম. পি. এ. হাজী এনামউল্লাহ ও মিসিরউল্লাহ—মৌলভীবাজার, বদরুদ্দিন আহমদ ও মোঃ বাতির

মিয়া—কুলাউড়া, হাজী আফতাব উদ্দিন আহমদ ও আব্বাস আলী সরকার—বড়লেখা, আবদুল গফুর, হাজী আজমল খান ও আবদুল করিম—রাজনগর, মুন্সী মোঃ আরিফ—কমলগঞ্জ ও হাজী আবদুল রশীদ—শ্রীমঙ্গল।

পি.ডি.পি-র সহ-সভাপতি মৌলবী ফরিদ আহমদ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

## ১৪ মে শুক্রবার ১৯৭১

লে. জেনারেল এ. এ. কে. নিয়াজী অধিকৃত বাংলাদেশের সহকারী সামরিক শাসক নিযুক্ত হন। জাতিসংঘে পাকিস্তানের স্থায়ী প্রতিনিধি আগা শাহী বাংলাদেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে সামাজিক কমিটিতে বলেন, পূর্ব পাকিস্তান প্রশ্ন কোনো আন্তর্জাতিক বিরোধ নয়।

পি.ডি.পি-র সহ-সভাপতি মৌলবী ফরিদ আহমদ বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রতিক ঘটনাবলি ভারত ও অন্যান্য বিদেশি রাষ্ট্রের ষড়যন্ত্রের শেষ পরিণতি। পাকিস্তানের সেনাবাহিনী খালিদ-বিন-ওয়ালিদের সত্যিকার বংশধর। সেনাবাহিনী শুধু দেশকে নয়, পূর্ব পাকিস্তানিদের রক্ষা করার জন্য এগিয়ে এসেছে। শেখ মুজিবুর রহমান ২৬ মার্চ বাংলাদেশ ঘোষণার কর্মসূচি নিয়েছিলেন।

সাবেক এম. এন. এ. আবদুর রব ও খান চৌধুরী ফজলে রবের নেতৃত্বে বরিশাল জেলা শান্তি কমিটি গঠিত হয়।

## ১৫ মে শনিবার ১৯৭১

ঢাকায় সামরিক গভর্নর জেনারেল টিক্কা খান বলেন, প্রদেশের সকল স্থান থেকে সশস্ত্র প্রতিরোধ নির্মূল করা হয়েছে। তবে প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে সন্ত্রাস চলছে। দুষ্কৃতকারীদের (মুক্তিযোদ্ধা) নির্মূল করতে বেশিদিন লাগবে না।

মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সেনাবাহিনীকে সহযোগিতা করার জন্য 'রাজাকার বাহিনী' গঠন করা হয়।

সামরিক শাসন কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেন, তিন জন এম. পি. এ. যথাক্রমে যশোরের মঈনুদ্দিন মিয়াজী, খুলনার হাবিবুর রহমান খান ও মোহাম্মদ সাঈদ আওয়ামী লীগের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেছেন। পৃথক পৃথক বিবৃতিতে তারা পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও সংহতির প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করেছেন।

কৃষক শ্রমিক পার্টির সভাপতি এ. এস. এম. সোলায়মান এক বেতার বক্তৃতায় বলেন, পাকিস্তান টিকে থাকতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দুষ্কৃতকারীরা

(মুক্তিযোদ্ধা) সীমান্ত অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিনষ্ট করে প্রদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে বিধ্বস্ত করার চেষ্টা করছে।

মজদুর ফেডারেশনের সভাপতি কে. এ. হাই এক বেতার বক্তৃতায় শ্রমিক-কর্মচারীদের অবিলম্বে কাজে যোগদানের আহ্বান জানান। ঢাকায় কাজী আলতাফ হোসেন ও সাবেক পার্লামেন্ট সেক্রেটারি সিরাজুদ্দিন আহমদকে শান্তি কমিটির নির্বাহী সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করা হয়। সাবেক এম. পি. এ. ইজারউদ্দিন আহমদকে গোসাইরহাট থানার; কাজী আলতাফ হোসেন, ডা. আবদুল মুকিত ও দেলোয়ার হোসেনকে হিজলা থানার; কাজী আলতাফ হোসেনকে বরিশাল সদর মহকুমার এবং আবদুল্লাহ হারুন ও মওলানা আবদুল মজিদকে মুলাদি থানার কর্মকর্তা করে শান্তি কমিটির বিভিন্ন শাখা গঠন করা হয়।

ভারতে বাংলাদেশের শরণার্থীর সংখ্যা দাঁড়ায় ২৩ লাখ ৯৯ হাজার ৬শ ৬৭ জন।

ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার অ্যালেক ডগলাস হিউম কমন্সসভায় বাংলাদেশ প্রসঙ্গে আলোচনায় বলেন, বাংলাদেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে আমরা পাকিস্তান সরকারের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছি। আমরা পাকিস্তানের জনগণের বর্তমান সমস্যাসমূহের একটি রাজনৈতিক সমাধান চাই এবং বাইরে থেকে কেউ তা চাপিয়ে দিতে পারে না।

## ১৬ মে রবিবার ১৯৭১

ঢাকায় ৫৫ জন বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক, কলেজ শিক্ষক, লেখক, সাংবাদিক ও শিল্পী এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, গত মার্চে দেশের প্রতিষ্ঠিত বৈধ সরকারকে অমান্য করার কাজ পুরোদমে চলছিল। নির্বাচনে জনগণের কাছ থেকে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন আদায়ের ম্যান্ডেট পেয়ে চরমপন্থীরা স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণার দাবিতে সম্প্রসারিত ও রূপায়িত করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিল। যারাই জনতার অর্পিত আস্থার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতায় অনিচ্ছা প্রকাশ করেছে তাদের ওপর দুর্দিন নেমে এসেছিল। এ সময় ব্যাপকভাবে শিক্ষা অঙ্গনকে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির কাজে অপব্যাবহার করা হতে থাকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাকে বাংলাদেশ মুক্তিফৌজের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও সমরাস্ত্রের গোপন ঘাঁটিতে পরিণত করা হয়।

বিবৃতিতে বলা হয়, পাকিস্তানের শাসন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আমাদের নিজস্ব অভাব-অভিযোগ রয়েছে। আমাদের এই অসন্তোষ আমরা প্রকাশ করেছি একই রাষ্ট্র কাঠামোর আওতায় পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ব্যাপক স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে ভোট দিয়ে। কিন্তু আওয়ামী লীগের চরমপন্থীরা এই সহজ-সরল আইনসঙ্গত দাবিকে

একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণার দাবিতে রূপান্তরিত করায় আমরা মর্মাহত হয়েছি। আমরা কখনো এটি চাইনি, ফলে যা ঘটেছে তাতে আমরা হতাশ হয়েছি। পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু প্রদেশ হিসেবে সারা পাকিস্তানকে শাসন করার অধিকার আমাদের আছে। আর তা আমাদের আয়ত্তের মধ্যেই এসে গিয়েছিল। কিন্তু ঠিক তখনই চরমপন্থীরা জাতীয় অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলল। নেমে এলো জাতীয় দুর্যোগ। কিন্তু আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদী হবার সঙ্গতকারণ রয়েছে। পূর্ণাঙ্গ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত বর্তমান সরকার অবস্থা অনুকূল হবার সাথে সাথে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালু করার ইচ্ছা প্রকাশ করছেন। এ অবস্থায় আমরা আমাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোনো রকম হস্তক্ষেপের বিরোধিতা ও নিন্দা করছি।

বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন ড. সাজ্জাদ হোসেন, প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ, মীর ফখরুজ্জামান, ড. কাজী দীন মোহাম্মদ, নূরুল মোমেন, জুলফিকার আলী, আহসান হাবিব, খান আতাউর রহমান, আশকার ইবনে শাইখ, ড. মোহর আলী, ড. আশরাফ সিদ্দিকী, মুনির চৌধুরী, এ. এইচ. চৌধুরী, আবদুল্লাহ ইউসুফ ইমাম, শাহনাজ বেগম, ফরিদা ইয়াসমিন, আবদুল আলিম, খন্দকার ফারুক আহমদ, এম. এ. হামিদ, নীনা হামিদ, লায়লা আর্জুমান্দ বানু, শামসুল হুদা চৌধুরী, বেদারুদ্দিন আহমদ, সাবিনা ইয়াসমিন, ফেরদৌসী রহমান, মোস্তাফা জামান আব্বাসী, সরদার জয়েনউদ্দীন, সৈয়দ মুরতাজা আলী, কবি তালিম হোসেন, শাহেদ আলী, কবি আবদুস সাত্তার, ফররুখ সিয়ার, কবি ফররুখ আহমদ, সম্পাদক আবদুস সালাম, সম্পাদক বদরুদ্দিন, সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দিন, ফতেহ লোহানী, হেমায়েত হোসেন, বি. রহমান, মবজুলুল হোসেন, আকবর উদ্দিন, এ. এফ. এম. আবদুল হক, অধ্যক্ষ এ. কিউ. এম. আদমউদ্দিন, আলী মনসুর, কাজী আফসারউদ্দিন আহমদ, সানাউল্লাহ নূরী, সামশুল হক, সরদার ফজলুল করিম, বদিউজ্জামান, শফিক কবির, ফওজিয়া খান ও লতিফা চৌধুরী।

## ১৭ মে সোমবার ১৯৭১

অনুপ্রবেশকারী ও দৃষ্কৃতকারীদের (মুক্তিযোদ্ধা) রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ যাতে আর প্রসারলাভ করতে না পারে সে ব্যাপারে সরকারের সাথে সহযোগিতা করার জন্য সামরিক শাসন কর্তৃপক্ষ জনসাধারণের প্রতি নির্দেশ দেন।

সাবেক এম এন এ আবুল কাসেমের মোহাম্মদপুরস্থ বাসভবনে ঢাকার সর্বস্তরের নাগরিকদের প্রতিনিধিবৃন্দের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জামায়াতে ইসলামী নেতা মেজর জেনারেল (অব.) ওমরাহ খান সভাপতিত্ব করেন। খাজা

খয়রুদ্দিন, আবুল কাশেম, শফিকুল ইসলাম, অধ্যাপক গোলাম আজম, মেজর (অব.) আফসারউদ্দিন, দেওয়ান ওয়ারাসাত হোসেন খান ও তোহা বিন হাবিবুর বক্তৃতা করেন। সভায় দেশদ্রোহীদের (মুক্তিযোদ্ধা) বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সামরিক কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। পাকিস্তানের আদের্শে বিশ্বাসীদের রাজনৈতিক মতপার্থক্য বিসর্জন দিয়ে তাদের সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানানো হয়। পাকিস্তান বিরোধীদের নির্মূল করার কাজে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে সহযোগিতা করার জন্য জনসাধারণের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়।

শান্তি কমিটির নাম পরিবর্তন করে 'শান্তি ও সংহতি কমিটি' রাখা হয়। দেওয়ান ওয়ারাসাত আলী খান, সুলেমান ওসমানী, আনোয়ারুল হক, সাবির আলী, নইম মালিক এবং এ. এইচ. মালিককে কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির নির্বাহী পরিষদে কো-অপ্ট করা হয়। দেওয়ান ওয়ারাসাত হোসেন খান, সৈয়দ খাজা খয়রুদ্দিন, শফিকুল ইসলাম, অধ্যাপক গোলাম আজম, আফতার আহমদ খান, আবুল কাসেম, মোঃ সাব্বির আলী, জহুর আহমদ, মেজর (অব.) আফসার উদ্দিন, এ. কে. রফিকুল হাসান, মোজাফফর আহমদ, এ. এ. মল্লিক, এস. এম. জিয়াউল হক, আফতাব আহমদ সিদ্দিকী, এ. এইচ. মালিক, মোঃ নূরুল আঈন, আনকার মালিক, মকবুল ইকবাল, এস. এইচ. হাসান, এ. এন. মালিক, আশেয়ারুল হক, আখতার হামিদ খান, হাসান রাজা, সুলায়মান ওসমানী ও তোহা বিন হাবিবকে প্রাদেশিক শান্তি কমিটির জেনারেল বডির সদস্য মনোনীত করা হয়।

ঢাকায় একাধিক ঘরোয়া সভায় জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নেতা জেনারেল (অব.) ওমরাহ খান ঢাকাবাসীর উদ্দেশে বলেন, পাকিস্তানে এখন দুটি দল। একটি পাকিস্তানপন্থী, অপরটি পাকিস্তানবিরোধী। পাকিস্তানবিরোধীদের খুঁজে বের করার ব্যাপারে সেনাবাহিনীকে সহযোগিতা করুন। পাকিস্তানের শত্রু, রাষ্ট্রবিরোধী ব্যক্তি ও অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করুন। যদি তাদেরকে সামনে থেকে মোকাবিলা করতে না পারেন তবে পেছনে থেকে আঘাত করুন। এসব সভায় অধ্যাপক গোলাম আজম, আবুল কাসেম, খাজা খয়রুদ্দিন, মেজর (অব.) আফসারউদ্দিন বক্তৃতা করেন।

সামরিক শাসনকর্তা জেনারেল টিক্কা খান উপ-সামরিক শাসনকর্তাদের পুলিশ অফিসার বা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার প্রদান করেন।

জাতিসংঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি সমর সেন সামাজিক কমিটিতে বলেন, ভারতে বিপুলসংখ্যক শরণার্থী আগমনের ফলে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তা কেবল ভারত-পাকিস্তানের সমস্যা নয়, একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা। আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়া এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।

## ১৮ মে মঙ্গলবার ১৯৭১

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বলেন, পূর্ববঙ্গ থেকে ক্রমবর্ধমান উদ্বাস্তু আগমনের মুখে ভারত তার জাতীয় স্বার্থে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। আমাদের ওপর কোনো পরিস্থিতি চাপিয়ে দেওয়া হলে তা মোকাবিলা করতে ভারত পুরোপুরি প্রস্তুত। তিনি বলেন, ভারতে ক্রমবর্ধমানহারে উদ্বাস্তুদের আগমন এ অঞ্চলের শান্তির পক্ষে হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

ব্রিটিশ কমন্সসভায় বাংলাদেশ পরিস্থিতির ওপর আলোচনাকালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ ব্যবস্থা আরোপের আহ্বান জানানো হয়। সাবেক দেশরক্ষা সচিব মি. হেইলি বলেন, সাহায্য প্রদানের শর্ত হিসেবে পাকিস্তানের বর্তমান সমস্যা মীমাংসার অগ্রগতি সাধনে ব্রিটেন অবশ্যই চাপ দিতে পারে।

সিনেটের ফ্রাঙ্ক চার্চ মার্কিন সিনেটে এক বিবৃতিতে বলেন, পাকিস্তানের গৃহযুদ্ধে সত্যিই যদি নিরপেক্ষ থাকতে হয়, তাহলে যুক্তরাষ্ট্রকে পশ্চিম পাকিস্তানে সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য সরবরাহ বন্ধ করতে হবে। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র প্রদত্ত অস্ত্রশস্ত্র পাকিস্তান তার নিজের জনগণের ওপর ব্যবহার করছে। নির্বাচিত নেতৃবর্গকে হত্যা ও পূর্ব বাংলার জনসাধারণের ওপর অত্যাচার চালানোর ঘটনা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উদ্বেগের বিষয় নয় বলে পাকিস্তান সামরিক সরকার যে যুক্তি দেখিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অবশ্যই উচিত তা বাতিল করে দেওয়া।

মুজিবনগরে বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এক বেতার ভাষণে বলেন, মুক্তিসংগ্রামের অন্ধকার অধ্যায় কাটিয়ে আমরা শুভপ্রভাতের দিকে এগিয়ে চলেছি। সেদিন বেশি দূর নয় যেদিন স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার বহু বিদেশি রাষ্ট্রের স্বীকৃতি লাভ করবে।

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বলেন, মুক্তিফৌজের কঠোর প্রতিরোধ ও তীব্র পাল্টা আক্রমণে পাকিস্তান বাহিনী হিমশিম খাচ্ছে। বাংলাদেশের মানুষ ইতোমধ্যে অভাবিত ত্যাগ স্বীকার করেছে। লাখ লাখ লোক ইয়াহিয়ার বর্বর বাহিনীর গুলিতে প্রাণ দিয়েছে। গৃহহারা হয়ে পথের ভিখিরি হয়েছে। সন্তানহারা মায়ের অশ্রুতে বাংলার আকাশ-বাতাস আজ ভারাক্রান্ত। শহীদের রক্তে বাংলাদেশের পথ-প্রান্তর আজ রক্তগঙ্গা। তবু জাতি সংগ্রামী মনোবল হারায়নি।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম আরও বলেন, সাড়ে ৭ কোটি বাঙালির ত্যাগ বৃথা যেতে পারে না এবং তা বৃথা যেতে দেওয়া হবে না। বাঙালির এই অশ্রু একদিন তাদের মুখে হাসি ফোটাবেই। তিনি বাংলাদেশে ইতিহাসের বৃহত্তম গণহত্যার ঘটনায় মুসলিম রাষ্ট্রবর্গের নীরবতা অবলম্বনে গভীর দুঃখ প্রকাশ করেন। পশ্চিমা সামরিক বাহিনীর সহযোগী বিশ্বাসঘাতকদের প্রতি কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে মুক্তিসংগ্রাম বিরোধী ঘৃণ্য কাজ থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান। ধর্ম, বর্ণ ও মতাদর্শ নির্বিশেষে দেশের প্রতিটি মানুষকে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকাতলে

ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুক্তির লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করার আবেদন জানিয়ে তিনি বলেন, জয় আমাদের সুনিশ্চিত। কোনো শক্তিই তা ঠেকাতে পারবে না। বাঙালিরা মাতৃভূমিকে শত্রুমুক্ত করবেই করবে।

চিফ সেক্রেটারি, বিভাগীয় কমিশনার, পুলিশের আই. জি. বেশকিছু জেলা প্রশাসক ও এস. পি-সহ প্রাদেশিক সরকারের পদস্থ কর্মকর্তাকে পশ্চিম পাকিস্তানে বদলি করে তাদের স্থলে পশ্চিম পাকিস্তানি কর্মকর্তাদের নিয়োগ করা হয়।

পি. ডি. পি-র মৌলবী ফরিদ আহমদ আওয়ামী লীগ সদস্যদের প্রকাশ্য বিচার দারি করে বলেন, পাকিস্তানের সংহতির স্বার্থে তা করা প্রয়োজন। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ পাকিস্তানকে ধ্বংস করার জন্য ১৯৪৭ সাল থেকেই চক্রান্তে লিপ্ত ছিল।

নেজামে ইসলামীর মহাসচিব (প্রাদেশিক) মওলানা আশরাফ আলী বলেন, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী দেশকে ঐক্যবদ্ধ রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে। জনগণের উচিত সেনাবাহিনীর ওপর আস্থা রাখা।

## ১৯ মে বুধবার ১৯৭১

প্রাদেশিক জামায়াতে ইসলামীর মহাসচিব আবদুল খালেক ও শ্রম সচিব মোহাম্মদ শফিউল্লাহ এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, পাকিস্তানবিরোধী দুষ্কৃতকারী ও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ত্রাসের রাজত্ব শেষ হয়েছে। পাকিস্তানের বীর সেনাবাহিনী সময়মতো ব্যবস্থা নেওয়ায় সহজেই পরিস্থিতি আয়ত্তে এসেছে। সেনাবাহিনী বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করতে বদ্ধপরিকর। আমরা তাদের উৎখাত করতে সেনাবাহিনীকে সাহায্য করার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানদের এগিয়ে আসার আবেদন জানাচ্ছি। ইনশা আল্লাহ পাকিস্তান একটি ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র হিসেবে টিকে থাকবে।

জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের প্রাদেশিক প্রধান পীর মোহসেন উদ্দিন দুদুমিয়া লাহোরে বলেন, পূর্ব পাকিস্তানে স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ঢাকায় সামরিক শাসন কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেন রংপুর জেলার তিন জন জাতীয় পরিষদ সদস্য নূরুল হক আজিজুর রহমান ও ডা. আবু সোলায়মান আওয়ামী লীগের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করেছেন।

জাতিসংঘের মহাসচিব উ থান্ট নিউইয়র্কে বলেন, পূর্ব পাকিস্তান থেকে দলে দলে শরণার্থী ভারতে উপস্থিত হওয়ায় জাতিসংঘ বিশেষভাবে চিন্তিত। এখনও দলে দলে শরণার্থী ভারতে আসছে। এদের মধ্যে বহু শিশু ও মহিলা রয়েছে। তাদের দুঃখ-দুর্দশার অন্ত নেই। পূর্ব পাকিস্তান থেকে যে অসংখ্য লোক ভারতে চলে আসছে এবং তাদের আশু সাহায্যের যে খুবই প্রয়োজন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমি একান্তভাবে আশা করি, এসব হতভাগ্য লোককে যথা শীঘ্র স্বেচ্ছায় ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

এটা সুস্পষ্ট যে, যতদিন না তাদের ফিরিয়ে নেওয়া হচ্ছে ততদিন আপদকালীন ভিত্তিতে ব্যাপক বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন হবে। এ জন্য ভারত সরকার আমার ও জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার কাছে যত শিগ্‌গির সম্ভব শরণার্থীদের সাহায্য করার জন্য আবেদন জানিয়েছে। আমি জাতিসংঘের সমস্ত সংস্থার পক্ষ থেকে বিভিন্ন সরকার, আন্তঃসরকারি ও বেসরকারি সংস্থা এবং ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে আবেদন জানাচ্ছি, তারা যেন বর্তমান মর্মন্তুদ পরিস্থিতিতে মানবকল্যাণের কাজে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসে।

## ২০ মে বৃহস্পতিবার ১৯৭১

ঢাকায় সামরিক কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেন নগরীর বিভিন্ন এলাকায় হাত বোমা নিক্ষেপের ঘটনার সাথে জড়িত ১০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সন্ত্রাস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ভবিষ্যতে যারা এ কাজ করবে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হবে।

অপর এক ঘোষণায় বলা হয় : টাঙ্গাইলের সাবেক প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য এম. খোদাবক্স মোক্তার ও কেরানীগঞ্জের আওয়ামী লীগ নেতা আমজাদ হোসেন আওয়ামী লীগের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেছেন।

সেনা কর্তৃপক্ষ পয়লা জুলাইয়ের মধ্যে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের কাজে যোগদান এবং ২ আগস্ট থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্লাস শুরু করার নির্দেশ দেন।

এডভোকেট আফতাবউদ্দিন আহমদ ও প্রাদেশিক পরিষদের সাবেক ডেপুটি স্পিকার এডভোকেট আসগর হোসেনকে আহ্বায়ক করে শান্তি কমিটির যথাক্রমে মানিকগঞ্জ মহকুমা ও ধামরাই থানা কমিটি গঠিত হয়।

স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান ইউ এন আই-এর সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, আমরা ধর্মের বিরুদ্ধে নয় দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি। আমাদের স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে বেঁচে থাকার আইনগত অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, ইসলামের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম নয়। আমরা ইসলামসহ সকল ধর্মের মূল্যবোধ ও শিক্ষাকে রক্ষা ও সংরক্ষণ করব। আমরা শোষণমুক্ত, সুষম ও শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থা কায়েমে বদ্ধপরিকর, যেখানে ধর্ম-বর্ণ-গৌত্র নির্বিশেষে মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ থাকবে না। যারা বাংলাদেশকে নিজেদের মাতৃভূমি হিসেবে স্বীকার করেন এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে, তারা যে ধর্মাবলম্বীই হোন না কেন তারা আমাদের ভাই। যারা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে দখলদার বাহিনীর সহযোগিতা করছে, তারা যে ধর্মেরই হোক, আমাদের শত্রু, বাংলাদেশের শত্রু।

## ২১ মে শুক্রবার ১৯৭১

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান করাচিতে এক বিবৃতিতে বলেন, গোলযোগের সময় পূর্ব পাকিস্তান থেকে যেসব পাকিস্তানি নাগরিক দেশত্যাগ করেছেন আমি তাদের রাষ্ট্রবিরোধী ব্যক্তিদের মিথ্যা প্রচারণায় বিভ্রান্ত না হয়ে নিজ নিজ বাড়িঘরে ফিরে এসে স্বাভাবিক কাজকর্ম শুরু করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। আমার বিশ্বাস, পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে বিঘ্নিত করার উদ্দেশ্যে ভারত তাদের দেশত্যাগে প্রলুব্ধ করে। তিনি বলেন, দেশের পূর্বাংশে আইনশৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং জীবনযাত্রা দ্রুত স্বাভাবিক হয়ে আসছে।

ঢাকাস্থ চীনের কন্সাল জেনারেল মি. চ্যাং ইং বলেন, পূর্ব পাকিস্তানে যা ঘটেছে তা পাকিস্তানের ঘরোয়া ব্যাপার। খুলনায় প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী খান এ. সবুর, প্রাক্তন প্রাদেশিক মন্ত্রী এস. এম. আমজাদ হোসেন ও প্রাক্তন জাতীয় পরিষদ সদস্য এ. কে. এম. ইউসুফ বলেন, আমাদের সেনাবাহিনী আওয়ামী লীগের জাতীয় সংহতি বিরোধী কার্যকলাপ ব্যর্থ করে দিয়েছে। আমরা রাষ্ট্রদ্রোহীদের নির্মূলের কাজে নিয়োজিত পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে সহযোগিতা করার জন্য প্রদেশের জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানাই।

আবুল হোসেনকে সভাপতি ও আবদুল খালেককে সম্পাদক করে বরিশাল মহকুমা শান্তি কমিটি গঠন করা হয়। এছাড়া সাবেক মন্ত্রী ফখরুদ্দিন আহমদ ও সাবেক প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য এম. এ. হান্নান ময়মনসিংহ জেলা কমিটি, এডভোকেট ফজলুল হক নেত্রকোনা মহকুমা কমিটি, মওলানা মোসলেহউদ্দিন, আবদুল আওয়াল জান, সাবেক এম. এন. এ. শরিফ উদ্দিন, মওলানা আতাহার আলী কিশোরগঞ্জ মহকুমা কমিটি, হাকিম হাবীবুর রহমান টাঙ্গাইল জেলা কমিটি, সাবেক এম. পি. এ. আবদুল জলিল মিয়া ও আবদুল হান্নান দাদুমিয়া হালুয়াঘাট থানা কমিটি, এডভোকেট মইদুর রহমান, সাবেক এম. পি. এ. জাফর আলম চৌধুরী কক্সবাজার থানা কমিটি, পাস্তে আলী মিয়া ও এম. এ. খালেক ফতুল্লা থানা কমিটি এবং মোহাম্মদ ইসমাইল খান ও ডা. এ. মুকিত খানকে নিয়ে হিজলা থানা শান্তি কমিটি গঠিত হয়।

## ২২ মে শনিবার ১৯৭১

চট্টগ্রামের লালদীঘিতে এক জনসভায় নেজামে ইসলামের মহাসচিব মওলানা সিদ্দিক আহমদ বলেন, রাষ্ট্রবিরোধী ব্যক্তিদের তৎপরতা বন্ধ করার কাজে সেনাবাহিনীকে সাহায্য করা শুধু শান্তি কমিটির দায়িত্ব নয়, সে দায়িত্ব প্রতিটি নাগরিকের।

মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর থেকে ঘোষণা করা হয় : পাকিস্তানিদের উন্নয়ন কাজে অর্থনৈতিক সাহায্য অব্যাহত রয়েছে।

জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমীর মিয়া তোফায়েল নতুন করে জাতীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচন দাবি করেন।

রংপুরে সাবেক এম. এন. এ. সিরাজুল ইসলাম ও সাবেক এম. পি. এ. আবদুর রহমান এক যুক্ত বিবৃতিতে সেনাবাহিনীকে সমর্থনদানের জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

আবদুল গফুর বি. এ-কে আহ্বায়ক করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ওয়ার্ড শান্তি কমিটি গঠিত হয়।

সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গাফফার খান জালালাবাদে এক বিবৃতিতে বলেন, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের বক্তৃতা ও সামরিক আইন জারির ঘোষণা আমি শুনেছি। বাঙালিরা এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাদের ওপর এসেছে ত্রাসের শাসন। এটি ঘটলই-বা কেন? বাঙালিরা প্রকৃত মুসলমান। অন্য যে-কোনো ব্যক্তির চেয়ে তারা পাকিস্তানের প্রতিবেশি অনুরক্ত। তাদের চেষ্টাতেই পাকিস্তান সৃষ্টি হয়।

পাঠান নেতা বলেন, বাঙালিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। সংখ্যাগরিষ্ঠরা কখনো দেশ ভাঙতে চায় না। সুতরাং মুজিব সাহেব পাকিস্তানকে নষ্ট করতে চাননি। পাকিস্তান যদি ধ্বংস হয় তবে তা হবে জনাব ভুট্টো ও কাইয়ুম খানের ভুল নীতির জন্য। বাদশা খান বলেন, পাকিস্তান সরকার যদি সত্যিই দেশের অখণ্ডতা রক্ষা করতে চান তাহলে মুজিব সাহেব ও পাকিস্তান সরকারের মধ্যে এক শান্তিপূর্ণ বোঝাপড়া করার জন্য আমি মধ্যস্থতা করতে তৈরি আছি। পাকিস্তান সরকার যদি শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যা সমাধানের পথ বেছে নেন তাহলে আমি বাংলাদেশে যেতে প্রস্তুত।

পাখতুন নেতা বলেন, উপস্থিত যা চলছে তা পাকিস্তানকে সংঘবদ্ধ করার জন্য নয়, তা হলো ক্ষমতা লাভের লড়াই। পাঞ্জাবের পুঁজিপতি ও জান্তারা নিজেদের জন্য ক্ষমতা চান। হতভাগ্য বাংলার কোনো অপরাধ নেই। তার অপরাধ হলো সে নির্বাচনে জয়লাভ করেছে। আজ বাংলায় যে খেলা চলছে পাকিস্তান সৃষ্টি হবার পর পাখতুনদের সাথে একই খেলা চলেছিল।

গাফফার খান বলেন, বাঙালিরা জয়লাভ করেছে সারা পাকিস্তানের নির্বাচনে। এখন তাদের এই বলে দোষারোপ করা হচ্ছে, তারা পাকিস্তান ভেঙে দিতে চায়। আরও বলা হচ্ছে, আওয়ামী লীগের ৬ দফা কর্মসূচি পাকিস্তানের অখণ্ডতার পক্ষে বিপজ্জনক। ৬ দফা যদি পাকিস্তানের সংহতির পক্ষে বিপজ্জনকই হয়, তাহলে সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ কেন গোড়াতেই এর ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করেননি? বাংলাদেশে ৬ দফার ওপর ভিত্তি করে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে জয়লাভ করেছে। এ ছাড়া ইয়াহিয়া খান যখন বাংলায় যান এবং শেখ মুজিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, তখন তিনি মুজিব সাহেবকে পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী বলে ঘোষণা করেন। ৬

দফা যদি পাকিস্তানের সংহতির পক্ষে বিপজ্জনক হয় তাহলে এসব কথার অর্থ কি? আসল কথা হলো, মুজিব সাহেব নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেন এবং তারই পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবার কথা।

সীমান্ত গান্ধী আরও বলেন, পাকিস্তানি জনসাধারণের কাছে আমি এ বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ সবসময়ই ধর্মের নামে আমাদের সঙ্গে হঠকারিতা করেছেন। তারা ইসলামের কথা বলেন। আজ বাংলায় যা ঘটছে তা কি ইসলাম ও পাকিস্তানের কল্যাণের জন্য করা হচ্ছে?

পাঞ্জাবের পুঁজিপতি ও কর্তৃপক্ষের কাছে আমার আবেদন, বাংলাদেশ সম্পর্কে ভ্রান্ত ও মিথ্যা প্রচার বন্ধ করুন। বাংলায় যুদ্ধ বন্ধ করুন। অযথা বল প্রয়োগ করে পরিস্থিতির সুরাহা হবে না।

সীমান্ত পার হয়ে ভারতে আশ্রয় নেওয়া বাংলাদেশের শরণার্থীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৩ লাখ ৭১ হাজার ৯শ ৩১ জন।

## ২৩ মে রবিবার ১৯৭১

ভারতের বিশিষ্ট রাজনীতিক জয়প্রকাশ নারায়ণ বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিশ্ব সফর শুরু করেন। তিনি এক বিবৃতিতে বিশ্বের সকল নাগরিক ও সরকারের প্রতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরকারকে সমর্থনদানের আহ্বান জানান।

পিরোজপুরে এক জনসভায় বক্তৃতাকালে কে. এস. পি-র সভাপতি এ. এস. এম. সোলায়মান মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

জামায়াতে ইসলামীর মহাসচিব চৌধুরী রহমত এলাহী নয়া আদমশুমারির ভিত্তিতে নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি জানান।

রংপুরে প্রাদেশিক সরকারের পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি মৌলবী আবদুল হোসেন মিয়া দেশকে রক্ষা করার জন্য পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে অভিনন্দন জানান।

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান করাচিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, দুই-তিন সপ্তাহের মধ্যে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিকল্পনা ঘোষণা করা হবে। তিনি বলেন, নির্বাচনকে বিফলে যেতে দেওয়া হবে না। স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবার সাথে সাথে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। ইয়াহিয়া বলেন, আমি বিশৃঙ্খলার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চাই না। যদিও আমার লক্ষ্য একটাই, আর তা হচ্ছে ক্ষমতা হস্তান্তর। আমি বিশ্বাস করি, জনগণের প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা উচিত।

তিনি বলেন, সম্প্রতি পূর্ব পাকিস্তানে যা ঘটেছে তা একটি বিরাট রাজনৈতিক অভ্যুত্থান। এ অভ্যুত্থান দেশের পূর্বাংশে অহেতুক দুর্দশা সৃষ্টি করেছে। সুতরাং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় হাত দেওয়ার পূর্বে আমার প্রধান কর্তব্য হলো পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের স্বাবাবিক জীবনযাত্রা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। আমি বিশ্বাস করি এরা নিরপরাধ। তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানে দ্রুত শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সশস্ত্র বাহিনী কার্যকরভাবে চেষ্টা চালাচ্ছে। আমাদের অনেক জনসাধারণ সীমান্তের ওপারে পালিয়ে গেছে এজন্য আমি খুবই দুঃখিত। যে সব উদ্বাস্তু পাকিস্তানের অধিবাসী তাদের স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনকে স্বাগত জানানো হবে।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বলেন, ৬ দফা পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় পাকিস্তানের আদর্শের বিরোধী। প্রদেশ হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানের নামকরণ 'বাংলাদেশ' করার ব্যাপারে আমার কোনো আপত্তি ছিল না। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমানের এ নয়া নামকরণের অন্তরালে বাংলাদেশকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার পরিকল্পনা ছিল। ২৪ দিন ধরে শেখ মুজিবুর রহমান একটি পাল্টা সরকার পরিচালনা করেছেন। আমি খোলা মন নিয়ে শেখ মুজিবুর রহমানকে দেশের প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণের প্রস্তাব করেছিলাম। কিন্তু তিনি এতে আগ্রহ দেখাননি। তিনি দুই পরিষদ ও দুই শাসনতন্ত্রের দাবি করেন। তিনি আমাকে পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষমতা তার কাছে হস্তান্তর করার দাবি জানান। পূর্বাঞ্চলের বিচ্ছিন্নতা আইনসম্মত করাই ছিল তাঁর এ দাবির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য। শেখ মুজিবুর রহমান যখন এ উদ্দেশ্যসাধনে ব্যর্থ হলেন তখন তিনি হিংসাত্মক পন্থায় তা করতে চেয়েছিলেন। পাকিস্তানকে ধ্বংস করতে দিতে পারি না। তাই আমি সামরিক কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে পাকিস্তান রক্ষার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

ইয়াহিয়া খান বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট দুঃখিত হয়েছেন এবং তিনি আমাদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

## ২৪ মে সোমবার ১৯৭১

ভারতীয় পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এক বিবৃতিতে বলেন, আমি ১৫ ও ১৬ মে আসাম, ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গ সফরে যাই; বাংলাদেশের শরণার্থীদের দুঃখ-দুর্দশার অংশীদার হতে, তাদের প্রতি সংসদের ও দেশবাসীর সহানুভুতি-সমর্থন জানাতে এবং তাদের সেবা করার জন্য যেসব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা দেখতে। আমাদের আপ্রাণ ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমরা সব শরণার্থীকে আশ্রয় দিতে পারিনি। অনেকে এখনও খোলা জায়গায় রয়েছেন। কর্তৃপক্ষের ওপর ভীষণ চাপ পড়ছে। প্রতিদিন ৬০ হাজার করে শরণার্থী সীমান্ত পার হয়ে ভারতে আসছেন। গত ৮ সপ্তাহে প্রায় ৩৫ লাখ লোক বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসেছেন। এরা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী, সমাজের বিভিন্ন স্তরের ও বয়সের লোক। এরা যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে

সামরিক সন্ত্রাসের হাত থেকে বাঁচার জন্য সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে আশ্রয় নিতে এসেছেন। বহু শরণার্থী আহত। আমাদের জনগণ নিজেদের দুঃখ-কষ্টের ওপর স্থান দিয়েছেন শরণার্থীদের দুঃখ-কষ্ট। যে সাহস ও শৌর্যের সাথে বাংলাদেশের জনগণ তাদের দুঃখ-দুর্দশা বরণ করেছেন এবং ভবিষ্যতের জন্য তারা যে দৃঢ় মনোবল ও আশা রাখেন তা দেখে আমি মুগ্ধ।

শ্রীমতী গান্ধী বলেন, বাংলাদেশের ঘটনাবলি সম্পর্কে ভারতের হাত রয়েছে এ কথা বলা দুরভিসন্ধিমূলক, বালাদেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও তাদের স্বতঃস্ফূর্ত ত্যাগ স্বীকারের প্রতি অপমাননাকর। নিজেদের দুষ্কর্মের জন্য ভারতকে দায়ী করার একটি সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা নিয়েছেন পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী। বিশ্ববাসীকে প্রতারণা করার পাকিস্তানি এ প্রচেষ্টা বিশ্ব প্রেস ধরে ফেলেছেন।

তিনি বলেন, আমরা কোনোদিন পাকিস্তানের ঘরোয়া ব্যাপারে হস্তক্ষেপের চেষ্টা করিনি। আজও আমরা কোনো ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে চাই না। কিন্তু পাকিস্তান যাকে ঘরোয়া বিষয় বলে দাবি করেছে, ভারতের পক্ষেও সেটি একটি ঘরোয়া ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং ঘরোয়া ব্যাপারের নামে পাকিস্তান যেসব তৎপরতা চালাচ্ছে তা থেকে বিরত থাকতে বলার অধিকার আমাদের আছে।

আমাদের লাখ লাখ নাগরিকের কল্যাণ ও শান্তি এতে বিঘ্নিত হচ্ছে। ভারতীয় ভূমিতে পঞ্চাশ ষাট লাখ পূর্ব পাকিস্তানের নাগরিককে তাদের বাস্তুভিটা থেকে বিতাড়িত করার অধিকার কি পাকিস্তানের আছে? এসব হতভাগ্য ব্যক্তিদের আমরা আশ্রয় ও সাহায্য দিতে বাধ্য হয়েছি বলে তার সুযোগ নিয়ে আরও শরণার্থী পাঠাবার সুবিধা পাকিস্তানকে দেওয়া যায় না।

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বলেন, আমাদের দেশ, আমাদের জনগণ শান্তিতে বিশ্বাসী। তবে আমি আমাদের জনগণকে সতর্ক করে দিতে চাই, আমাদের হয়তো আরও অনেক বেশি বোঝা বহন করতে হতে পারে। আজ আমরা যেসব সমস্যার মুখোমুখি সেসব কেবল আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা নয়। সেসব জাতীয় সমস্যা। বস্তুত মূল সমস্যাটি হলো আন্তর্জাতিক। আমরা বিদেশে অবস্থিত আমাদের প্রতিনিধি ও ভারতে অবস্থিত বিদেশি সরকারগুলোর প্রতিনিধিদের মাধ্যমে বিশ্ব-বিবেক জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি। জাতিসংঘের কাছেও আমরা আবেদন জানিয়েছি।

শ্রীমতী গান্ধী বলেন, পাকিস্তানের সামরিক শাসকদের নির্বোধ কার্যকলাপের মাধ্যমে প্রতিবেশীদের প্রতি বন্ধুসুলভ মনোভাব এবং শান্তি ও মানবতার মৌল নীতিগুলো যথেচ্ছভাবে ধ্বংস করা হয়েছে। আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত, পূর্ববঙ্গের সমস্যার কোনো সামরিক সমাধান হতে পারে না। যাদের ক্ষমতা রয়েছে, তারা রাজনৈতিক সমাধান করতে পারেন এবং তাদের তা করতেই হবে। এ ব্যাপারে বৃহৎ শক্তিবর্গের একটি বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। তারা যদি শীঘ্র সঠিকভাবে তাদের শক্তি প্রয়োগ করেন তাহলেই কেবল আমাদের উপমহাদেশে আমরা স্থায়ী শান্তি দেখতে পাব।

## ২৫ মে মঙ্গলবার ১৯৭১

ঢাকায় সরকারি খবরে বলা হয় : ভোলা থেকে নির্বাচিত এম. পি. এ. মোশাররফ হোসেন ওরফে শাহজাহান বেআইনি ঘোষিত আওয়ামী লীগের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে পাকিস্তান সরকারের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন। তিনি প্রেসিডেন্টের কার্যক্রমকে যুক্তিসঙ্গ অভিহিত করে এ ব্যাপারে সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।

প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এক আদেশে প্রাদেশিক সরকারকে প্রয়োজনে স্থানীয় পরিষদ বা পৌরসভা কমিটি বাতিল করার ক্ষমতা প্রদান করেন।

ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার শরণ সিং পার্লামেন্টে বলেন, প্রতিদিন হাজার হাজার বাঙালির সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে আসার ফলে উদ্বাস্তু সমস্যা চরম আকার ধারণ করেছে। পূর্ববঙ্গে নিরাপত্তার পরিবেশ বিঘ্ন ঘটায় দলে দলে লোক গৃহত্যাগ করছে। এ সমস্যা ভারতের অর্থনীতি ও সামাজিক পরিবেশের ওপর প্রভাব ফেলছে। এ অবস্থা দিন দিন মারাত্মক হয়ে উঠেছে। পাকিস্তান যদি পূর্ববঙ্গে শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে রাজি না হয় তাহলে ভারত উদ্বাস্তু ও নিজ দেশের অর্থনীতির স্বার্থে বিবেচনা অনুযায়ী যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

নরসিংদীতে স্থানীয় মুসলিম লীগ নেতা আবদুল মজিদ গেরিলাদের আক্রমণে নিহত হন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে নির্বাচিত এম. এন. এ. রাজা ত্রিবিদ রায় পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করে বিবৃতি দেন।

## ২৬ মে বুধবার ১৯৭১

মার্কিন পররাষ্ট্র বিভাগের মুখপাত্র চার্লস ডব্লিউ ব্রে ওয়াশিংটনে বলেন, যুক্তরাষ্ট্র মনে করে পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি পাকিস্তানের একটি ঘরোয়া রাজনৈতিক ব্যাপার। যুক্তরাষ্ট্র আশা করে না এ থেকে উপমহাদেশের কোনো দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হোক। সে জন্য মার্কিন সরকার পূর্ব পাকিস্তান পরিস্থিতি সম্পর্কে সংযত মনোভাব গ্রহণ করার জন্য ভারত ও পাকিস্তানের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী কিথ হেলিয়র্ক সিঙ্গাপুর সফরকালে উপমহাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে সাংবাদিকের বলেন, নিউজিল্যান্ড পূর্ব পাকিস্তানের ট্রাজেডিতে নীরব ও নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে না। নিউজিল্যান্ড সরকার ও জনগণ মানবিক কারণে বাঙালি উদ্বাস্তুদের প্রতি সহানুভূতিশীল।

করাচিস্থ চীনা কনস্যুলেট জেনারেল নিয়েহ কুন চি বলেন, স্বাধীনতা রক্ষার ন্যায্য সংগ্রামে চীন সবসময় পাকিস্তানকে সমর্থন জানাবে। বৈদেশিক আক্রমণ ও হস্তক্ষেপ মোকাবিলায় চীন পাকিস্তানিদের পাশে দাঁড়াতে কুণ্ঠাবোধ করবে না।

মুসলিম লীগের সভাপতি খান আবদুল কাইয়ুম খান পেশোয়ারে বলেন, আওয়ামী লীগের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন ছিল একটি আন্তর্জাতিক চক্রান্ত।

জমিয়ত নেতা পীর মোহসেন উদ্দিন দুদুমিয়া বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম জনসাধারণ সাম্প্রতিক অভ্যুত্থানের বিরোধী ছিলেন এবং তারা এর নিন্দা করেন।

গেরিলা হামলায় খুলনার সাবেক এম. পি. এ. আবদুল হামিদ ও বাগেরহাটের মুসলিম লীগ নেতা আবদুস সাত্তার নিহত হন।

কবি বেনজির আহমদকে সভাপতি করে আড়াই হাজার থানা ও আবদুল মান্নানকে আহ্বায়ক করে ভৈরব থানা শান্তি কমিটি গঠন করা হয়।

## ২৭ মে বৃহস্পতিবার ১৯৭১

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী নয়াদিল্লিতে এক অনুষ্ঠানে বলেন, পূর্ববঙ্গ থেকে ব্যাপকভাবে বাঙালিদের ভারতে আগমনের ফলে আমাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে গুরুতর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে। উদ্বাস্তু পরিস্থিতি ভারতের পক্ষে একটি বিরাট বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাকিস্তান সরকার যেভাবে পূর্ববঙ্গের পরিস্থিতি মোকাবিলা করছেন তাতে কেবল ভারতের নয় এ অঞ্চলের শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে।

তিনি বলেন, উপমহাদেশের শান্তির প্রতি এই হুমকি সম্পর্কে সজাগ থাকার জন্য আমি বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহের প্রতি আবেদন জানাই। মনে হয়, পূর্ববঙ্গের পরিস্থিতি সম্পর্কে বৃহৎ শক্তিগুলোর প্রতিক্রিয়া যথেষ্ট নয়। যদি এ ব্যাপারে দৃষ্টি না দেওয়া হয় তাহলে আমাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো বজায় রাখার স্বার্থে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে আমরা বাধ্য হব।

যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত আগা হিলালী ওয়াশিংটনে বলেন, ভারত পাকিস্তানের একটি অভ্যন্তরীণ সমস্যাকে আন্তর্জাতিকীকরণের চেষ্টা চালাচ্ছে। মার্কিন সিনেটের উদ্বাস্তু সংক্রান্ত সাব-কমিটির চেয়ারম্যান এডওয়ার্ড কেনেডি বাংলাদেশের জনগণ ও ভারতে অবস্থানরত বাঙালি উদ্বাস্তুদের দুর্দশা লাঘবে ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত পক্ষগুলোর পাশে এসে দাঁড়ানোর জন্য মার্কিন সরকারের প্রতি আবেদন জানান।

## ২৮ মে শুক্রবার ১৯৭১

শর্ষিণার পীর সাহেব মওলানা শাহ আবু জাফর মোহাম্মদ সালেহ এক বিবৃতিতে যথাসময়ে পাকিস্তানকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসার জন্য সেনাবাহিনীর প্রতি অভিনন্দন জানান। তিনি রাষ্ট্রবিরোধীদের নির্মূল করতে সেনাবাহিনীকে সর্বাত্মকভাবে সহযোগিতা করার জন্য দেশপ্রেমিক পাকিস্তানিদের প্রতি আহ্বান জানান।

নারায়ণগঞ্জের আওয়ামী লীগ নেতা মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল দলের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করেন। তিনি এক বিবৃতিতে দেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে সেনাবাহিনীকে সহযোগিতা করার জন্য স্থানীয় জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির আহ্বায়ক খাজা খয়রুদ্দিন ঢাকায় এক সভায় বলেন, পাকিস্তানকে ধ্বংস করার কাজে লিপ্ত ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও দলকে নির্মূলে নিয়োজিত সশস্ত্র বাহিনীকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করা আমাদের ফরজ কাজ।

## ২৯ মে শনিবার ১৯৭১

ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং নয়াদিল্লিতে বলেন, অসংখ্য বাঙালি যখন দেশত্যাগ করে ভারতে এসে আশ্রয় নিচ্ছে তখন পাকিস্তান সরকার পূর্ববঙ্গের উদ্বেগজনক পরিস্থিতিকে তাদের ঘরোয়া বিষয় হিসেবে বিশ্ববাসীর দৃষ্টিগোচর করতে চাইছে। পাকিস্তানের সামরিক কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে বাঙালিদের সাহায্যদানের জন্য আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ করতে প্রয়াসী হয়েছেন। বিশ্ববাসী কি নিরস্ত্র, নিরপরাধী শিশু ও মহিলাদের হত্যা করার জন্য পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে অনুমতি দেবেন? নিশ্চয় কখনো তা হতে পারে না।

পাকিস্তান সরকারের জনৈক মুখপাত্র রাওয়ালপিন্ডিতে বলেন, দেশত্যাগী প্রকৃত পূর্ব পাকিস্তানিরা স্বদেশে ফিরে এলে তাদের স্বাগত জানানো হবে এবং পুনর্বাসন করা হবে।

নতুন এক সামরিক আদেশ জারি করে বলা হয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশে সরকারি কর্মচারীদের যে-কোনো সময় যে-কোনো স্থানে কাজ করতে হবে।

ঢাকার সামরিক গভর্নর লে. জেনারেল টিক্কা খান প্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পুনর্বিন্যাসকল্পে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসাইনকে চেয়ারম্যান নিযুক্ত করে ৭ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেন। সদস্যরা হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. মোহর আলী, এ. এফ. এম. আবদুর রহমান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. আবদুল বারি, ড. মকবুল হোসেন, ড. সাইফউদ্দিন জোয়ারদার ও জাতীয় পুনর্গঠন ব্যুরোর পরিচালক ড. হাসানুজ্জামান।

পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জেড. এ. ভুট্টো বলেন, আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ ঘোষণার পর এখন পিপলস পার্টিই দেশের বৃহত্তম সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। সেদিন খুব দূরে নয় যেদিন পিপিপি উভয় অংশের মানুষের সেবা করার সুযোগ পাবে।

এডভোকেট সাইদুল নোয়াখালী জেলা, গোলাম মোস্তফা নোয়াখালী মহকুমা, খায়েজ আহমদ ফেনী মহকুমা, এম. এ. আলম চাঁদপুর মহকুমা, আনোয়ার হোসেন হাজিগঞ্জ থানা, ডা. আবদুল হক মতলব থানা ও আবদুল মজিদ কচুয়া থানা শান্তি কমিটির আহ্বায়ক নিযুক্ত হন।

সীমান্ত পার হয়ে ভারতে আশ্রয়প্রার্থী বাঙালি শরণার্থীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৬ লাখ ৮৮ হাজার ৩শ ৫০ জন।

বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। বাংলাদেশ থেকে দখলদার সৈন্য প্রত্যাহার করার আগে পাকিস্তান সরকারের সাথে আমাদের কোনো আলোচনা হতে পারে না। একমাত্র বাংলাদেশ সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয় নিয়েই উভয় সরকারের মধ্যে আলোচনা হতে পারে, অন্য কোনো বিষয়ে নয়।

## ৩০ মে রবিবার ১৯৭১

পাকিস্তান সরকার ভারত থেকে প্রত্যাবর্তনকারী পাকিস্তানি উদ্বাস্তুদের জন্য অভ্যর্থনা শিবির খোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ঢাকায় সামরিক শাসন কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেন, জাতীয় পরিষদ সদস্য মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম আওয়ামী লীগের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে পাকিস্তানের অখণ্ডতার প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করেছেন।

বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সাম্প্রতিক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন, ইয়াহিয়া মিথ্যাবাদী ও প্রতারক। তার কোনো কথাই বিশ্বাসযোগ্য নয়। তিনি ঘোষণা করেও শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেননি। উল্টো বাঙালি নিধন ও নিপীড়নের জন্য তার সেনাবাহিনীকে নির্দেশ প্রদান করেছেন।

কামরুজ্জামান বলেন, ইয়াহিয়া আবারও অসামরিক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা বলেছেন। কিন্তু তিনি কার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন? সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগকে বেআইনি ঘোষণা করেছেন, হাজার হাজার নিরপরাধ লোককে হত্যা করা হয়েছে, অসংখ্য মহিলাকে ধর্ষণ করা হয়েছে—চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে আমাদের জাতীয়তাকে। বাংলাদেশের জনগণ আর পাকিস্তানের জনগণের সাথে একই ছাদের নিচে বসবাস করতে পারে না। আমরা

বাঙালি, ইয়াহিয়া ও তার দোসররা আমাদের জাতিসত্তার পরিচয়কে কখনোই মুছে ফেলতে পারবে না।

কামরুজ্জামান বলেন, আওয়ামী লীগের জাতীয় পরিষদ সদস্যদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের কোনো অধিকার পাকিস্তানি শাসকদের নেই। কেননা, আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের নিরঙ্কুশ সমর্থন পেয়েছি।

## ৩১ মে সোমবার ১৯৭১

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সভানেত্রীত্বে অনুষ্ঠিত সরকারের নীতিনির্ধারণী রাজনৈতিক কমিটির বৈঠকে বাংলাদেশের পরিস্থিতি সংক্রান্ত বিষয়াদি ও তার ফলে ভারতীয় সীমান্ত এলাকায় সৃষ্ট উত্তেজনাকর পরিস্থিতির বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়।

কৃষক শ্রমিক পার্টির প্রধান এ. এস. এম. সোলায়মান পাকিস্তান সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে জেনেভা যান।

কনভেনশন মুসলিম লীগের প্রাদেশিক সাধারণ সম্পাদক এ. এন. এম. ইউসুফ বলেন, ভারতীয় আক্রমণ থেকে পাকিস্তানকে রক্ষা করার জন্য পূর্ব পাকিস্তানিরা প্রস্তুত। তারা আওয়ামী লীগের দেশভাগের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে পেরে এখন দলটির ফ্যাসিবাদী কাজের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে।

## ১ জুন মঙ্গলবার ১৯৭১

ময়মনসিংহে পাকসেনারা মুক্তিবাহিনীর গোপন আস্তানা থেকে অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্য উদ্ধার করে। মুক্তিযুদ্ধের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকার অভিযোগে বহু তরুণকে গ্রেফতার করে হত্যা করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় : ড. এম. এন. হুদা, ড. এ. বি. এম. হাবিবুল্লাহ, ড. এম. ইন্নাস আলী, ড. এ. কে. নজমুল করিম, ড. মফিজুল্লাহ, অধ্যাপক আতিকুজ্জামান খান, অধ্যাপক মুনির চৌধুরী, ড. কাজী দীন মুহাম্মদ, ড. মুহম্মদ এনামুল হক, ড. নীলিমা ইব্রাহিম, ড. এস. এম. আজিজুল হক, ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, ড. এ. কে. রফিকুল্লাসহ প্রায় সকল শিক্ষক কাজে যোগদান করেন।

## ২ জুন বুধবার ১৯৭১

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির প্রধান মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী মুক্তাঞ্চলে স্থানীয় ও বিদেশি সাংবাদিকদের সাথে আলোচনাকালে বলেন, আমরা বাংলাদেশ ইস্যুর রাজনৈতিক মীমাংসার জন্য কোনো মধ্যস্থতা চাই না। হাজার হাজার নিরপরাধ ও নিরস্ত্র মানুষের হত্যাকারীদের সাথে রাজনৈতিক মীমাংসার কোনো প্রশ্ন উঠতে পারে না। আমাদের প্রধান লক্ষ্য, পৃথক জাতি হিসেবে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আলাদা হওয়া। এ জন্য আমরা শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করব। হয় আমরা বিজয় অর্জন করব নতুবা মৃত্যুবরণ করব।

তিনি স্বাধীন বাংলাদেশ প্রশ্নে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে গণভোট অনুষ্ঠানের জন্য পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে নির্দেশ দেওয়ার জন্য জাতিসংঘ মহাসচিব উ থান্টের কাছে আবেদন জানান।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ মুজিবনগরে অল-ইন্ডিয়া রেডিওর সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, বাংলাদেশ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র।

বাংলাদেশের জনগণ যে-কোনো মূল্যে এর স্বাধীন অস্তিত্বকে রক্ষা করবে। বাংলাদেশ সবার সাথে বিশেষ করে প্রতিবেশীদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিতে বিশ্বাসী।

তিনি পুনরুল্লেখ করেন, আমরা বিশ্ববাসীকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিতে চাই, পাকিস্তানি কাঠামো থেকে আমাদের মাতৃভূমিকে পৃথক করার জন্য আমরা মুক্তিযুদ্ধ করছি। এই কাঠামোর অধীনে আপস করার কোনো অবকাশ নেই।

ফাদার ষষ্ঠ পল এক বিবৃতিতে বাংলাদেশের জনগণের দুঃখ-দুর্দশায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং ভাগ্যাহত মানুষের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮৩ জন শিক্ষক এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, দেশপ্রেমিক পাকিস্তানি শিক্ষকরা প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের কাছ থেকে খুবই বিনয় ও সহানুভূতিশীল আচরণ পাচ্ছেন। আমরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় পাকিস্তানের ঘরোয়া ব্যাপারে ভারতের নির্লজ্জ হস্তক্ষেপের নিন্দা করছি। আমরা সুস্পষ্টভাবে বলতে চাই, বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের পেছনে প্রদেশের জনগণের কোনো সমর্থন ছিল না এবং নেই।

ঢাকায় সামরিক আইন প্রশাসক লে. জেনারেল টিক্কা খান এক সামরিক আদেশে বলেন, ঘোষিত তারিখের পর পনেরো দিনের মধ্যে শিক্ষকরা কাজে যোগদান না করলে তাদেরকে চাকরিচ্যুত এবং সামরিক আদালতে বিচার করা হবে।

ব্রিটিশ এমপি (লেবার পার্টি) মাইকেল বার্নস কলকাতায় বলেন, পূর্ব বাংলার সাম্প্রতিক ট্র্যাজেডি কখনোই পাকিস্তানের ঘরোয়া বিষয় হতে পারে না। বাঙালিদের রক্ষার্থে অবশ্যই বিশ্ববাসীকে এগিয়ে আসতে হবে।

## ৩ জুন বৃহস্পতিবার ১৯৭১

ঢাকায় এক সরকারি হ্যান্ডআউটে বলা হয়  কোনো ব্যক্তি অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্রের গোপন সন্ধান দিলে অথবা উদ্ধার করে দিলে কিংবা জমা দিলে তাকে উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া হবে।

মহিলা শিল্পপতি লায়লা খালেদের নেতৃত্বে শিল্পপতিদের একটি প্রতিনিধি দল সামরিক গভর্নর জেনারেল টিক্কা খানের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

মওলানা মুফতি দীন মোহাম্মদ খান, মওলানা মোহাম্মদ উল্লাহ, মওলানা সিদ্দিক আহমদ, মওলানা মোহাম্মদ ইউনূস, মওলানা মোস্তফা আল-মাদানী, মওলানা আনিসুর রহমান, আলহাজ্ব আবদুল ওয়াহাব, মওলানা আশ্রাফ আলী, মওলানা আমিনুল হক ও মওলানা নূর আহমদ এক যুক্ত বিবৃতিতে

বিচ্ছিন্নতাবাদীদের (মুক্তিবাহিনী) মোকাবিলা করার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের ইসলামপ্রিয় লোকদের সামরিক ট্রেনিংদানের ব্যবস্থা করার এবং দেশপ্রেমিক অনুগত নাগরিকদের নিয়ে 'মুজাহিদ বাহিনী' গড়ে তোলার জন্য পাকিস্তান সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

## ৪ জুন শুক্রবার ১৯৭১

ঢাকায় সামরিক শাসন কর্তৃপক্ষ এক ঘোষণায় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর ও পুলিশের দলত্যাগী সদস্যদের (মুক্তিযোদ্ধা) আত্মসমর্পণের আহ্বান জানিয়ে বলেন, স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণকারীদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা হবে।

জাতিসংঘ মহাসচিব উ থান্টের বিশেষ দূত ইসমত কিতানী রাওয়ালপিন্ডিতে প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে এক যুক্ত বিবৃতিতে বলা হয়, আমরা আমাদের প্রিয়ভূমি পাকিস্তানকে খণ্ড করার অভিসন্ধির তীব্র নিন্দা করছি। রাজনৈতিক চরমপন্থীদের একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণায় আমরা দুঃখ পেয়েছি ও হতাশ হয়েছি।

রাষ্ট্রবিরোধীদের সৃষ্ট গোলযোগের ফলে হাজার হাজার নির্দোষ লোক দুর্দশায় পতিত হয়েছে।

সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী বাঙালি উদ্বাস্তুর সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৯ লাখ ৮২ হাজার ৭শ ৯২ জন।

## ৫ জুন শনিবার ১৯৭১

পশ্চিমবঙ্গের মালদহ, বশিরহাট ও বনগাঁর বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে মহামারী আকারে কলেরা দেখা দেয় এবং বেশ কয়েকজনের প্রাণহানি ঘটে।

পাকিস্তান মুসলিম লীগের চেয়ারম্যান খান আবদুল কাইয়ুম খান এক বিবৃতিতে বলেন, পূর্ব পাকিস্তানি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের (মুক্তিযোদ্ধা) নিশ্চিহ্ন করে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী আবার প্রমাণ করেছে তারা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৈন্য।

## ৬ জুন রবিবার ১৯৭১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে জাতির উদ্দেশে এক ভাষণে বলেন, বাংলাদেশের

রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও আটক সকল গণপ্রতিনিধির অবিলম্বে মুক্তিদান, বাংলাদেশের মাটি থেকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী অপসারণ, স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদান এবং পশ্চিম পাকিস্তানি শোষকগোষ্ঠী কর্তৃক বাংলাদেশ থেকে অপহৃত ধনসম্পদ এবং বিগত আড়াই মাসে হানাদার বাহিনী বাংলাদেশের যে ক্ষতি করেছে—একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে তা নির্ণয় করে লুণ্ঠিত সম্পদ ফেরত ও পূর্ণ ক্ষতিপূরণের মাধ্যমেই কেবল রাজনৈতিক সমাধান আসতে পারে। অন্যথায় রাজনৈতিক সমাধানের কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ কোনো গোঁজামিলের সমাধান গ্রহণ করবে না।

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সকল বাঙালি—হিন্দু, মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান এক সাথে লড়ছেন, বুকের তপ্ত রক্ত ঢেলে দিয়ে বাংলার মাটি সিক্ত করে আমরা এটাই প্রমাণ করেছি, আমরা অসাম্প্রদায়িক, এদেশের প্রতিটি প্রাণ ঐক্যবদ্ধ, অভিন্ন। আমরা এক সাথে লড়ছি, জয়ী আমরা হবই।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাঁর ভাষণে প্রতিবেশী ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী বাঙালিদের সাহায্য করায় ভারত সরকারের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ইয়াহিয়ার হানাদার বর্বর সৈনিকদের নির্মম অত্যাচারে অসংখ্য মানুষ দেশত্যাগ করে প্রতিবেশী রাষ্ট্রে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। শত্রুকে পরাজিত করার পর মুক্ত স্বদেশে আমরা আবার তাদের আপন ভিটেমাটিতে প্রতিষ্ঠিত করবই।

মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বের প্রশংসা করে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বলেন, বিভিন্ন রণাঙ্গনে মুক্তিবাহিনীর বীর সৈনিকরা যে অসীম অটল মনোবলের পরিচয় দিয়েছেন সেজন্য আজ বাঙালি জাতি গর্বিত। মুক্তিযোদ্ধারা দেশমাতৃকার বীর সন্তান মুক্তিযুদ্ধে যেসব বীরযোদ্ধা শহীদ ও পঙ্গু হয়েছেন তাদের পরিবারবর্গের পুরো দায়িত্ব বাংলাদেশ সরকার গ্রহণ করছেন।

পৌঁছান ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং বাংলাদেশের শরণার্থীদের আন্তর্জাতিক সাহায্যের জন্য বিদেশ সফরের শুরুতে মস্কো গমন করেন।

হল্যান্ড বাংলাদেশের শরণার্থীদের জন্য ১৫ লাখ গিল্ডারের খাদ্য ও ঔষধ সাহায্য পাঠায়।

জাতিসংঘ উদ্বাস্তু দফতরের হাইকমিশনার প্রিন্স সদরুদ্দিন আগা খান ইসলামাবাদ আসেন।

জাতিসংঘ মহাসচিব উ থান্ট বলেন, জাতিসংঘ পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল।

জামায়াতে ইসলামীর প্রধান মওলানা সৈয়দ আবুল আলা মওদুদী মুসলিম বিশ্বের নেতৃবৃন্দের কাছে পাঠানো এক স্মারকলিপিতে বলেন, বাঙালি বিচ্ছিন্নতাবাদীরা (বাংলাদেশ সরকার) মুসলিম বিশ্বে পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি

সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর তথ্য পরিবেশন করছেন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী নিরীহ বাঙালি মুসলমানদের হত্যা করছে বলে যে প্রচারণা চালানো হচ্ছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট। এটা সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়ে গেছে, পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম জনসাধারণ কখনো বিচ্ছিন্ন হতে চায়নি। এ অঞ্চলের মুসলমানরা ১৯৭১ সালের ১ মার্চ যে বিদ্রোহ শুরু হয় তাতে শরীক হয়নি। বাস্তব কথা হলো, বিচ্ছিন্নতাবাদের এই আন্দোলন চরমপন্থীদের একটি অংশবিশেষই আরম্ভ করে—যারা ইসলামি ভাবাদর্শ সম্পর্কে কোনো শিক্ষা পায়নি এবং নাস্তিক।

ওয়াশিংটনে একজন সরকারি মুখপাত্র বলেন, বাংলাদেশের শরণার্থীদের স্থানান্তরের জন্য যুক্তরাষ্ট্র চারটি বড় আকারের বিমান দেবে। যুক্তরাষ্ট্র শরণার্থীদের জন্য সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করার বিষয় বিবেচনা করছে।

চট্টগ্রাম রণাঙ্গনে চাঁদগাজীতে মুক্তিবাহিনী পাকসেনাদের হামলা মোকাবিলা করে। এখানে সংঘর্ষে হানাদার বাহিনীর বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ধ্বংস হয় এবং ব্যাপক হতাহতের শিকার হয়।

## ৭ জুন সোমবার ১৯৭১

পাকিস্তান সরকার ৫০০ ও ১০০ টাকার নোট বাতিল ঘোষণা করে। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ইয়াহিয়া খান অর্থ সংক্রান্ত সামরিক বিধি জারি করেন। তাতে বলা হয়, যেসব পাকিস্তানি নোটে 'বাংলাদেশ' অথবা 'জয় বাংলা' লেখা অথবা মুদ্রিত থাকবে সেসব নোট অচল বলে ধরা হবে। ৫০০ ও ১০০ টাকার পাকিস্তানি নোট ৭ জুন মধ্যরাত থেকে অচল বলে গণ্য হবে।

ইসলামাবাদে জনৈক মুখপাত্র ঘোষণা করেন, পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় সংস্থাগুলোর জাতিসংঘের সাহায্যসামগ্রী বণ্টন করার পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত পাকিস্তান পরিত্যাগ করেছে। মুসলিম লীগ নেতা খান এ. সবুর ঢাকায় এক বিবৃতিতে বলেন, এক ব্যক্তির খামখেয়ালি ও ঔদ্ধত্যের ফলে আমাদের অস্তিত্ব বিলীন হতে চলেছিল। তিনি বলেন, যে-কোনো মূল্যের বিনিময়ে আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র পাকিস্তানকে রক্ষা করতে হবে।

## ৮ জুন মঙ্গলবার ১৯৭১

ঢাকায় এক নম্বর বিশেষ সামরিক আদালত আওয়ামী লীগের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দসহ ৫ জনের প্রত্যেককে ৪ বছর সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন এবং তাদের সম্পত্তির শতকরা ৫০ ভাগ বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করেন। তাদের অনুপস্থিতে বিচার করা হয়। তারা হলেন তাজউদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, আবদুল মান্নান, তোফায়েল আহামদ ও আবিদুর রহমান (সম্পাদক, দি পিপল)।

বগুড়ার জাতীয় পরিষদ সদস্য হাবিবুর রহমান এক বিবৃতির মাধ্যমে আওয়ামী লীগের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ঘটিয়ে বলেন, বিচ্ছিন্নতাবাদীদের (মুক্তিবাহিনী) সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। তিনি একজন খাটি পাকিস্তানি হিসেবে দেশের সেবা করে যাবেন। সময়মতো পূর্ব পাকিস্তানকে রক্ষা করায় তিনি জেনারেল ইয়াহিয়া খানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীকে অভিনন্দন জানান।

ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার আলেক ডগলাস হিউম লন্ডনে বলেন, নতুন অর্থনৈতিক সাহায্য প্রকল্পে সম্মত হবার আগে রাজনৈতিক সমাধানের জন্য ব্রিটেন পাকিস্তানের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। তবে আমরা একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের ওপর রাজনৈতিক সমাধান চাপিয়ে দিতে পারি না।

ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং-এর মস্কো সফরকালে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিতে বাংলাদেশের জনগণের মুক্তিসংগ্রামে নৈতিক সমর্থন ও সহযোগিতার বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

রয়েল কমনওয়েলথ সোসাইটির লন্ডন হেডকোয়ার্টারে প্রদত্ত ভাষণে বাংলাদেশের প্রতিনিধি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী বলেন, সংবাদপত্র খুললেই আপনারা দেখতে পাবেন পূর্ব বাংলার নাগরিকরা দেশ ছেড়ে পালাচ্ছে। ভারতে গিয়ে শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিচ্ছে। কিন্তু এসবের কারণ কি? কোথায় এই হত্যাযজ্ঞের সূচনা? এই মানবিক লাঞ্ছনার জন্য দায়ী কে? তিনি বলেন, আমি সুস্পষ্টভাবে বলতে চাই, পূর্ব বাংলার জনগণ তাদের প্রত্যাশা আর আকাঙ্ক্ষার অপূর্ণতা এবং রাজনৈতিক শাসন ও অর্থনৈতিক শোষণে দীর্ঘদিন ধরে জর্জরিত ছিল। ১৯৭০-এর ডিসেম্বরে জনগণ ভোটকেন্দ্রে গিয়েছিল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শোষণের কথা মনে রেখেই। তারা শেখ মুজিবুর রহমানের আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় বসানোর জন্য ভোট দেয়।

কারণ, তারা বৈদেশিক বাণিজ্য ও অন্যান্য বিষয়ে ৬ দফার দাবিতে প্রদেশের হাতে ক্ষমতা দিয়েছিল, যাতে অভিন্ন পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা নীতিকে স্বীকার করে দুটি অঞ্চলই হাতে হাত ধরে এক পাকিস্তানের শান্তি ও উন্নয়নের লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে পারে।

বাংলাদেশের প্রতিনিধি বলেন, ১৬৯টির মধ্যে ১৬৭টি আসনে আওয়ামী লীগের জয়লাভ করার ব্যাপারটাকে ইয়াহিয়ার মন্ত্রণাদাতারা ভালো চোখে দেখেনি। সামরিক একনায়কেরা বুঝতে পেরেছিল জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করার সময় এসে গেছে। এই উপলব্ধিতেই তারা মাত্র ৩০টি আসন পাওয়া জুলফিকার আলী ভুট্টোকে নিজেদের দলে টেনে নিল।

ভুট্টো ঘোষণা করলেন, ৩ মার্চের জাতীয় পরিষদ অধিবেশন তিনি বয়কট করবেন। চাপের মুখে ইয়াহিয়া পরিষদ অধিবেশন বাতিল করলেন। শেখ মুজিবুর

রহমান নিয়মতান্ত্রিকভাবে এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে হরতালের কর্মসূচি দিলেন। পূর্ব বাংলার সমগ্র জনগোষ্ঠী তাঁর আন্দোলনের সাথে যোগ দিল। কেননা, পূর্ব বাংলার জনগণ শেখ মুজিবুর রহমানকে তাদের আইনসম্মত শাসক হিসেবে গ্রহণ করেছিল।

বিচারপতি চৌধুরী বলেন, এই পরিস্থিতিতে ইয়াহিয়া শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁর সঙ্গে আলোচনায় বসার জন্য আমন্ত্রণ জানান। শেখ মুজিব তা গ্রহণ করেন। আর শেখ সাহেব যখন আলোচনায় অংশগ্রহণ করছেন, তখন জাহাজভর্তি অস্ত্র ও পাকসেনা পাঠানো হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে। তারপর ঘটল ইতিহাসের বর্বরতম ঘটনা। যার শুরু বৃহস্পতিবার ২৫ মার্চের রাতে। আমার ছাত্র ও অধ্যাপকরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হল-এ অ্যাপার্টমেন্টে ঘুমিয়ে আছে, পুরো ঢাকা শহর নিদ্রামগ্ন—সেনাবাহিনী নেমে এলো পথে, নির্বিচারে হত্যা করল ছাত্র আর অধ্যাপকদের।

তিনি বলেন, পূর্ব বাংলার জনগণ জেগে উঠেছে। আওয়াজ তুলেছে স্বাধীনতার। নতুন এক দেশের অভ্যুদয় হয়েছে—তা আজকের বাংলাদেশ। কোনো দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিক বা কৌশলগত কারণে না দিক, বাস্তবতা হলো ইয়াহিয়ার বাহিনী ঢাকাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে। এই বাহিনীকে প্রত্যাখ্যান করেছে সমগ্র জাতি। কারও পক্ষেই বাংলাদেশকে সেনাবাহিনীর কর্তৃত্বাধীন রাখা সম্ভব নয়। সাড়ে সাত কোটি মানুষকে এভাবে বন্দী রাখা যাবে না।

আবু সাঈদ চৌধুরী বলেন, 'পশ্চিম পাকিস্তানের সরকার ও পাকসেনা পূর্ব বাংলা নিয়ন্ত্রণ করছে' তা মোটেই সত্য নয়। সংখ্যালঘুর নিয়ন্ত্রণে জনগণকে আতঙ্কিত করে কখনো কোনো দেশ চালানো যায় না। পূর্ব বাংলার জনগণ জানে পাকিস্তানের এই শাসন, পাকসেনার এই আস্ফালন আর বেশি দিন টিকবে না। আমরা এখন ভালোভাবেই জানি, উপনিবেশ থেকে আমরা আমাদের স্বাধীনতার মর্যাদাকে আয়ত্ত করতে যাচ্ছি।

তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন, জীবনযাপন, সংস্কৃতি ও ভাষায় আমরা স্বতন্ত্র। আমাদের জনগোষ্ঠী আলাদা। জাতিসংঘ সনদের ভিত্তিতে নিজেদের আত্মরক্ষার অধিকার আমাদের আছে। সেই আত্মরক্ষার অধিকার আমরা আয়ত্ত করতে যাচ্ছি। আমরা অবশ্যই স্বাধীনতা চাই।

## ৯ জুন বুধবার ১৯৭১

মার্কিন সিনেটে সিনেটর (ডেমোক্র্যাট) ফ্যাঙ্ক চার্চ ও সিনেটর (রিপাবলিকান) উইলিয়াম সেক্সবি পাকিস্তানে মার্কিন অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য বন্ধ রাখার

জন্য একটি দ্বিপক্ষীয় সংশোধনী প্রস্তাব আনেন। প্রস্তাবে বলা হয় পূর্ব বাংলার শরণার্থীরা কেবল ভারতের বোঝা হয়ে দাঁড়ায়নি, পাশাপাশি এ সমস্যার ফলে এ এলাকার শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। আমরা মনে করি, উদ্বাস্তুদের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের উচিত সেখানে আন্তর্জাতিক সাহায্য পাঠানো এবং উদ্বাস্তুদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করা।

যুক্তরাষ্ট্র সরকার বাংলাদেশের শরণার্থীদের জন্য ভারতকে অতিরিক্ত দেড় কোটি ডলার সাহায্য মঞ্জুর করেন।

জাতিসংঘ উদ্বাস্তু সংক্রান্ত হাইকমিশনার প্রিন্স সদরুদ্দিন আগা খান ঢাকায় আসেন।

ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক অর্গানাইজেশনের মহাসচিব এইচ. এইচ. মার্জুকি জাতিম জাকার্তায় এক বিবৃতির মাধ্যমে ভারতে অবস্থানকারী বাংলাদেশের নাগরিকদের সাহায্য করার জন্য মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের সরকার প্রধানদের প্রতি আহ্বান জানান।

## ১০ জুন বৃহস্পতিবার ১৯৭১

প্রাদেশিক গভর্নর লে. জেনারেল টিক্কা খান যেসব নাগরিক, ছাত্র, শ্রমিক, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, সরকারি কর্মচারী, সশস্ত্র বাহিনী ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য, রাজনৈতিক কর্মী ও নেতা সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে চলে গিয়েছিলেন এবং এখন স্বদেশে ফিরে আসতে চান তাদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে বলেন, সরকার চান পূর্ব পাকিস্তানিরা ফিরে আসুক।

সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী আলেক্সি কোসিগিন মস্কোয় বলেন, ভারতীয় উপমহাদেশের পরিস্থিতিতে সোভিয়েত সরকার উদ্বিগ্ন। তিনি বলেন, আমরা মনে করি পাকিস্তান সরকারের অনতিবিলম্বে পূর্ব পাকিস্তানে এমন পরিবেশ সৃষ্টির পদক্ষেপ নেওয়া উচিত যার ফলে সেখানে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ফিরে আসে এবং উদ্বাস্তুরা সসম্মানে তাদের গৃহে প্রত্যাবর্তন করতে পারে।

মুক্তিবাহিনী কুমিল্লার কসবা, রাজাপুর এবং সিলেটের জয়ন্তিপুর সীমান্ত ফাঁড়ির ওপর আক্রমণ চালায়।

মার্কিন প্রতিনিধি সভায় কংগ্রেসম্যান কর্নেলিয়াস ই গালাঘের বলেন, পূর্ব পাকিস্তান সমস্যা পাকিস্তানের ঘরোয়া বিষয় হতে পারে না। বিষয়টি ক্রমে ভারতীয় উপমহাদেশের শান্তির জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এ পরিস্থিতি থেকে কমিউনিস্টরা সেখানে সুযোগ নিতে পারে।

## ১১ জুন শুক্রবার ১৯৭১

মস্কো সফররত ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং ও সোভিয়েত নেতৃবৃন্দের মধ্যে বৈঠক শেষে এক যুক্ত ইশতেহারে বলা হয়, অবিলম্বে পূর্ব বাংলায় এমন একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে সেখান থেকে ভারতে উদ্বাস্তু যাওয়া নিশ্চিতরূপে বন্ধ হয়। উভয়পক্ষই এব্যাপারে একমত পোষণ করেন, শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা এবং উদ্বাস্তুরা যাতে নিরাপদে তাদের মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তন করতে পারে তার সমস্ত ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

পূর্ব পাকিস্তান কাউন্সিল মুসলিম লীগের সভাপতি খাজা খয়রুদ্দিন ও পাকিস্তান কাউন্সিল মুসলিম লীগের সহ-সভাপতি শফিকুল ইসলাম প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সাথে সাক্ষাৎ করে প্রদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলির ব্যাপারে প্রেসিডেন্টের হস্তক্ষেপের জন্য তাকে অভিনন্দন জানান এবং আশ্বাস দেন, শান্তি কমিটি এক পাকিস্তানের আদর্শ রক্ষায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

ময়মনসিংহের দুর্গাপুর, সিলেটের এনায়েতপুর, পার্বত্য চট্টগ্রামের রামগড়, খুলনার বাইকারী ও নোয়াখালীতে মুক্তিবাহিনী ও পাকিস্তান বাহিনীর মধ্যে গোলাগুলি বিনিময় হয়। সংঘর্ষে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়।

## ১২ জুন শনিবার ১৯৭১

পাকিস্তান সফররত ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি প্রতিনিধি দলের সদস্য জেম কি ইর্ডার বলেন, এটা পরিষ্কার, উদ্বাস্তুদের প্রত্যাবর্তন সুগম করার জন্য পূর্ব পাকিস্তানে অবশ্যই স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা একান্ত আবশ্যক। ব্রিটিশ জনগণ ও সরকার পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতিতে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন

ঢাকা রেডিও থেকে এক ভাষণে মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কন্যা বেগম আখতার সোলায়মান গভর্নর জেনারেল টিক্কা খানের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার সুযোগ গ্রহণ করে নিজ নিজ এলাকায় প্রত্যাবর্তন করার জন্য সকল এম. এন. এ. এবং এম. পি. এ-এর প্রতি আহ্বান জানান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী লন্ডনে এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে বলেন, যারা আমাদের শিশু ও মহিলাদের খুন করছে তাদের আমরা কোনোদিন ক্ষমা করতে অথবা তাদের অপরাধ ভুলে যেতে পারব বলে কি মনে করেন? নিশ্চয় না। এই গণহত্যার পর দেশের দুই অংশের একসাথে থাকার আর কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তিনি বলেন, পূর্ব বাংলার জনগণ এখন একটিমাত্র সমাধান মেনে নিতে পারে, তা হলো পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য নির্বাচিত প্রতিনিধিকে মুক্তিদান এবং এক স্বাধীন

ও সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠনের জন্য তাদের একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে দেওয়া। তিনি বলেন, বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে নিশ্চয়ই টিকবে এবং বাংলাদেশ হবে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-পাকিস্তানের মতো ধর্মীয় রাষ্ট্র নয়। আমার বিশ্বাস, ধর্ম ব্যক্তিগত বিষয় হিসেবে গণ্য হবে এবং সরকার হবে ধর্মনিরপেক্ষ।

ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী বাংলাদেশের শরণার্থীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৭ লাখ ৬৭ হাজার ১শ ৭২ জন।

সিলেটের এনায়েতপুর ও নওগাঁয় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সাথে মুক্তিবাহিনীর প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়।

প্যারিসে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং ও ফ্রান্সের পররাষ্ট্র মন্ত্রী মি. শুমা বাংলাদেশ ও উদ্বাস্তু পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন।

## ১৩ জুন রবিবার ১৯৭১

জামায়াতে ইসলামীর আমীর মওলানা আবুল আলা মওদুদী যুক্তরাষ্ট্রের ভারতঘেঁষা নীতি ও পাকিস্তানের ওপর চাপ সৃষ্টির কৌশল অবলম্বন করার জন্য মার্কিন সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য গ্রহণে বিরত থাকতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, পাকিস্তানের পূর্ব অংশকে দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রে ব্যর্থ হয়ে যুক্তরাষ্ট্র এখন যারা পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করে চলে গেছে তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা শুরু করেছে। তিনি বলেন, পাকিস্তান সরকারের উচিত যুক্তরাষ্ট্রের সকল সাহায্য প্রত্যাখ্যান করে তাকে বুঝিয়ে দেওয়া যে, যুক্তরাষ্ট্রের ভারতঘেঁষা নীতি পাকিস্তানের জনগণ ঘৃণা করে।

পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী মোহাম্মদ আলী জাতীয় ঐক্যের রাজনীতির খাতিরে দুবছরের জন্য দলীয় রাজনীতি ও শাসনতান্ত্রিক বিতর্ক বন্ধ রাখার আবেদন জানান।

পাকিস্তানে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত জোসেফ এফ. ফারল্যান্ড ঢাকায় গভর্নর টিক্কা খানের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হন।

পশ্চিম পাকিস্তানে শুভেচ্ছা সফররত পূর্ব পাকিস্তান আইনজীবী প্রতিনিধি দলের নেতা জুলমত আলী খান করাচিতে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বলেন, বেআইনি আওয়ামী লীগ ৭০-এর নির্বাচনে জনগণের বিপুল ভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করেছে তা মোটেই ঠিক নয়। তিনি পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্নতার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে পাকিস্তানের মানচিত্র থেকে পূর্ব পাকিস্তান সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে যেত। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ পাকিস্তানের অখণ্ডতা বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর। বেআইনি আওয়ামী লীগের পেছনে কোনো জনসমর্থন নেই।

মুক্তিবাহিনী খুলনার সাদীপুর, শাখরা ও কুমিল্লার বিবির বাজারে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ঘাঁটির উপর আক্রমণ চালালে উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ হয়।

বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত এক ভাষণে বলেন, গণপ্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত সরকারের প্রশাসনিক কাজে সরাসরি অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে একটি আত্মমর্যাদাবান জাতি হিসেবে আমরা বাঁচতে চাই। এই উদ্দেশ্যে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে আমাদের মুক্তিবাহিনী মাতৃভূমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য জীবনপণ লড়াই করছে। প্রয়োজনীয় অস্ত্র পেলে ইনশা আল্লাহ আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধারা অচিরেই দেশ থেকে হানাদার বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করতে সক্ষম হবেন।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে জাতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধকে অধিকতর সুসংগঠিত ও জোরদার করার জন্য বৃহৎ শক্তিবর্গের কাছে প্রয়োজনীয় অস্ত্র সাহায্যের আবেদন জানান। তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির ব্যাপারে ইসলামাবাদের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্যও বৃহৎ শক্তিবর্গের প্রতি আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের জন্য পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রের জনগণ ও সরকারের কাছে আবেদন জানিয়ে বলেন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ পৃথিবীর মানচিত্রে স্থান করে নিয়েছে এবং ইনশা আল্লাহ সাড়ে সাত কোটি মানুষের ইচ্ছা বাস্তবায়িত হবেই। তিনি বলেন, বাংলাদেশের জনসাধারণের ইচ্ছার ভিত্তিতে গঠিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন সরকারই দেশের একমাত্র বৈধ প্রতিনিধি। পশ্চিম পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসন সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করে আমাদের জনগণ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছে। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশের এই সংগ্রাম রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্যের অবসান ঘটানোর জন্য জনসাধারণের ইচ্ছা থেকে উৎসারিত।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দখলদার শত্রুরা এক নিদারুণ অবস্থায় পড়েছে। আমাদের মুক্তিবাহিনী প্রতিদিন শত্রুর ওপর আক্রমণ চালিয়ে সরবরাহ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার গুরুতর বিপর্যয় ঘটাচ্ছে। পাকিস্তানি বাহিনী সুপরিকল্পিত হত্যা, লুণ্ঠন ও ধর্ষণের নীতি গ্রহণ করে তারা নিজেদের মানুষ ও সভ্যতার শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

তিনি বাংলাদেশ থেকে দখলদার সামরিক বাহিনী তুলে না নেওয়া পর্যন্ত ইসলামাবাদ সরকারকে কোনো সাহায্য না দেওয়ার জন্য বৃহৎ শক্তিবর্গের প্রতি আবেদন জানিয়ে বলেন, ইসলামাবাদকে সাহায্যদান মানেই পাকিস্তানের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি এবং সে শক্তি কেবল বাংলাদেশের মানুষকে দমন করার কাজেই ব্যবহৃত হবে।

প্রধানমন্ত্রী গণতান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধরত পাকিস্তান সরকারকে সাহায্য না করার জন্য মুসলিম বিশ্বের প্রতি আবেদন জানিয়ে বলেন, জনসাধারণের ইচ্ছা ও

মানবাধিকারকে বর্বরোচিতভাবে দমন করে জেনারেল ইয়াহিয়া ইসলামের দোহাই পাড়ছেন। তিনি বলেন, আমাদের মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতির স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা থেকে উৎসারিত। এ যুদ্ধে জয় আমাদের হবেই তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

## ১৪ জুন সোমবার ১৯৭১

পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ও সামরিক আইন প্রশাসক লে. জেনারেল টিক্কা খান করাচিতে বলেন, বর্ষা মওসুমে সীমান্ত এলাকায় অনুপ্রবেশের ফলে উদ্ভূত যে-কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য সরকার সম্পূর্ণ তৈরি। তিনি বলেন, ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রশ্ন সমাধানের আগে পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি বিবেচনা করে দেখতে হবে। প্রদেশের পরিস্থিতি বর্তমানে শান্ত এবং দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসছে। অনুপ্রবেশকারীরা সীমান্তে কিছু পুল উড়িয়ে দিয়েছে এবং ধ্বংসাত্মক কাজ করছে।

ঢাকা পৌর কর্তৃপক্ষ শহরের বিভিন্ন রাস্তা, গলি ও উপগলির পুরনো নাম বদল করে নতুন নামকরণ করেন।

জাতীয় পরিষদের সাবেক নেতা খান আবদুস সবুর ঢাকায় বলেন, বাংলাদেশ নামের প্রতিশ্রুত স্বর্গ এখন নরক যন্ত্রণা বৈ কিছু না। প্রতিশ্রুত স্বর্গের প্রলোভনে সীমান্ত পার হয়ে যাওয়া খাঁটি পাকিস্তানিরা এখন নরকযন্ত্রণা ভোগ করছে।

প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য এস. বি. জামান পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য জনগণকে সশস্ত্র বাহিনীর সাথে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান।

কুমিল্লার কসবা, ফকিরহাট ও খুলনার বাইকারী এলাকায় মুক্তিবাহিনী ও পাকবাহিনীর মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

পাকিস্তান জাতীয় লীগের সভাপতি আতাউর রহমান খান ধামরাই গ্রামের বাড়ি থেকে গ্রেফতার হন।

## ১৫ জুন মঙ্গলবার ১৯৭১

কুষ্টিয়ার হিজলী, বৈদ্যনাথতলা, রাজশাহীর গোদাগাড়ি, যশোরের বেনাপোল ও রংপুরের ভুরুঙ্গামারীতে মুক্তিবাহিনী ও পাকবাহিনীর মধ্যে গোলাগুলি বিনিময় হয়।

পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো রাওয়ালপিন্ডিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, পাকিস্তানের মনোভাব ব্যক্ত করতে বিদেশি রাষ্ট্র সফরের জন্য প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান তাকে

অনুরোধ করেছেন। তিনি বলেন, এ অবস্থায় তার দেশত্যাগ করা উচিত নয়, কিন্তু যেখানে প্রেসিডেন্ট অনুরোধ করেছেন তখন তা বিবেচনা করা তার কর্তব্য।

ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ সফরের উদ্দেশ্যে ঢাকা আসেন। প্রতিনিধি দলের সদস্যরা হলেন মিসেস জিল নাইট, জেমস এ. কিলফেডার ও জিমস টিন।

ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট ফার্দিনান্দ ই. মার্কোস ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর এক পত্রের জবাবে বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রতিক বিবাদের ফলে সেখানকার বাঙালি জনগণের দুঃখ-দুর্দশায় ফিলিপাইন সরকার ও জনগণ গভীরভাবে মর্মাহত।

## ১৬ জুন বুধবার ১৯৭১

পাকিস্তানি সেনাবাহিনী চট্টগ্রাম সেক্টরের চাঁদগাজীতে মুক্তিবাহিনীর প্রতিরক্ষা ব্যূহের ওপর আক্রমণ চালায়। মুক্তিবাহিনী কুমিল্লার কসবা, যশোরের বেনাপোল ও রংপুরের ভুরুঙ্গামারীতে পাকবাহিনীর চৌকির ওপর হামলা চালায়।

পাকিস্তানের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরী রাওয়ালপিন্ডিতে বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী রাজ্যসভায় বলেন, আমরা অবশ্যই বাংলাদেশ প্রশ্নে রাজনৈতিক মীমাংসা চাই, তবে বাংলাদেশকে কবর রচনার হাত থেকে রক্ষা কিংবা গণতন্ত্র ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যারা লড়াই করছে তাদের তা থেকে নিষ্ক্রিয় করার কোনো অধিকার আমাদের নেই। ভারত সে ধরনের মীমাংসার আশাও করে না। আমরা শরণার্থীদের সীমান্তের ওপারে বর্বরতার মুখে ঠেলে দিতে পারি না, যেখান থেকে প্রাণভয়ে তারা সীমান্ত অতিক্রম করে আমাদের দেশে এসে আশ্রয় নিয়েছে।

কানাডার অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী মিচেল শার্প তাঁর দেশের কমন্সসভায় বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের উদ্ভূত পরিস্থিতির রাজনৈতিক মীমাংসা ছাড়া শরণার্থীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পরিবেশ সৃষ্টির সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। আর এই রাজনৈতিক মীমাংসার একমাত্র উপায় হচ্ছে পাকিস্তান বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা।

বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম মুজিবনগরে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের সম্মেলনে বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার পর আমরা সবাই আজ এই প্রথম এক সঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ পেয়েছি। আমরা আজ যখন এই পরিষদ কক্ষে তখন আমাদের মুক্তিফৌজের বীর

নওজোয়ানরা অপূর্ব বীরত্বের সাথে শত্রুর মোকাবিলা করছে। মাননীয় সদস্যবৃন্দ, আমাদের মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দীর্ঘদিনের সহচর আমরা এবং আমাদের মহান নেতার জীবনব্যাপী আদর্শ আর সংগ্রামের আমরা ধারক ও বাহক। বন্ধুরা, আমরা রমনার রেসকোর্সে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, সেদিন আমাদের মহান নেতা আমাদের শপথ বাণী উচ্চারণ করিয়েছিলেন। সেদিন বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষকে সাক্ষী রেখে মহান নেতার হাত ধরে আমরা যে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম সে প্রতিজ্ঞায় আমরা অটুট ও অটল রয়েছি। বন্ধুরা, আপনারা জনগণের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে নির্বাচিত হয়েছিলেন, ৬ দফাভিত্তিক শাসনতন্ত্র রচনার জন্য আপনাদের নেতার কাছে যে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, সে দায়িত্ব পালন করতে আপনাদের নেতা কি প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন তা দেশবাসীর জানা আছে। একটা খসড়া শাসনতন্ত্র আপনাদের সামনে পেশ করা হয়েছিল। সেই খসড়া শাসনতন্ত্র পর্যালোচনা করার জন্য ৩০ সদস্যের একটি সাব-কমিটি গঠন করা হয়েছিল। ১ মার্চ সেই সাব-কমিটির বৈঠক যখন চলছিল তখন হঠাৎ করে জনাব ইয়াহিয়া খান ভুট্টো সাহেবের পরামর্শে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করে দেন। আমরা কি অপরাধ করেছি? আমরা নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে শোষণ থেকে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছি বলে আমরা নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলাম। আমাদের নেতা নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে একের পর এক চেষ্টা চালিয়েছিলেন। ১ মার্চের পর নেতার নির্দেশে জাতি শুরু করল অভূতপূর্ব অসহযোগ আন্দোলন। ১৫ মার্চের পর নেতার সাথে ইয়াহিয়া খানের আলোচনা শুরু হলো।

আলোচনায় সিদ্ধান্ত হলো ইয়াহিয়া খান ৬ দফার ভিত্তিতে একটি অন্তর্বর্তীকালীন শাসনতন্ত্র জারি করে আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। মার্শাল ল' উঠিয়ে দেবেন। ২৪ মার্চ ডকুমেন্ট তৈরি হলো। কিন্তু ২৫ মার্চ রাতের আঁধারে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী নিরস্ত্র মানুষের ওপর আক্রমণ শুরু করল। তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো বীর বাঙালি জাতি। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা। গ্রেফতারের পূর্বে নেতা আমাদের জন্য রেখে গেলেন স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনা করার নির্দেশ। ১৭ এপ্রিল গঠিত হলো স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার।

বন্ধুরা, আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধারা পরাজিত হবার জন্য রণক্ষেত্রে অস্ত্রধারণ করেনি। তারা জয়লাভ করার জন্যই অস্ত্রধারণ করেছে। জয় আমাদের হবেই।

যেখানে বিশ্বজনমত আমাদের পক্ষে, সেখানে বিশ্বের রাষ্ট্রগুলো একদিন আমাদের স্বীকৃতি দেবেই। প্রতিবেশী বন্ধুরাষ্ট্র ভারত কেবল আমাদের ৬০ লাখ শরণার্থীকে আশ্রয় দেয়নি—আমাদের দাবির ন্যায্যতা স্বীকার করে নিয়ে আমাদেরকে সাহায্য করার জন্য সারা বিশ্বের কাছে আবেদন করে যাচ্ছে। এজন্য ভারত সরকার ও জনগণের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

মাননীয় সদস্যবৃন্দ, মুক্তিবাহিনী যুদ্ধে জয়লাভ করবে এবং তারা আমাদেরকে স্বাধীনতা এনে দেবে। সেই স্বাধীনতাকে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পটভূমিকায় রূপ দেওয়ার দায়িত্ব আপনাদের। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ হচ্ছে আমাদের আদর্শ। সে আদর্শ হচ্ছে অসাম্প্রদায়িকতা। অসাম্প্রদায়িকতা অর্থ গণতন্ত্র। আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি বলেই অসাম্প্রদায়িক। নেতা বিশ বছর সংগ্রামের মধ্যদিয়ে বিশ্ববাসীর সামনে এই আদর্শ তুলে ধরেছেন। বন্ধুরা, বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির স্বার্থে যে দেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা প্রয়োজন তা আমরা করব। বিশ্বের কোনো রাষ্ট্রের কাছেই আমরা অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক কোনো দাসত্ব লিখে দিইনি। জাতীয় স্বাধীনতার প্রয়োজনে পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ সবার সাথেই আমরা নিজ স্বার্থ রক্ষা করে বন্ধুত্ব গড়ে তুলব।

## ১৭ জুন বৃহস্পতিবার ১৯৭১

ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সরদার শরণ সিং শরণার্থী সমস্যা নিয়ে ওয়াশিংটনে মার্কিন কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠকে মিলিত হন। যুগোশ্লাভ পররাষ্ট্র দফতরের একজন মুখপাত্র বলেন, শরণার্থীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির দায়িত্ব আর কারও নয়, পাকিস্তান সরকারের। পাকিস্তান সরকারের কার্যকলাপের দরুন আজ প্রায় ৬০ লাখ বাঙালি ভারতে আশ্রয় নিয়ে মানবেতরভাবে উদ্বাস্তু হিসেবে জীবনযাপন করছে।

সরদার শরণ সিং ওয়াশিংটন প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তিদান ও বাংলাদেশের জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি রাজনৈতিক সমাধানে উপনীত হবার লক্ষ্যে পাকিস্তান সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের প্রতি আহ্বান জানান।

## ১৮ জুন শুক্রবার ১৯৭১

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল দেশত্যাগী পাকিস্তানির প্রতি স্বদেশে ফিরে আসার আবেদন জানান।

প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরী, বিচারপতি নূরুল ইসলাম, ডেমোক্রেটিক পার্টির সহ-সভাপতি মাহমুদ আলী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. সাজ্জাদ হোসাইন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. কাজী দীন মোহাম্মদ 'পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধি' হিসেবে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সাথে রাওয়ালপিন্ডিতে সাক্ষাৎ করেন।

পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আজম লাহোরে বলেন, দুষ্কৃতকারীরা (মুক্তিযোদ্ধা) এখনও ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত। পাকিস্তানের প্রতি যারা অনুগত দুষ্কৃতকারীরা তাদের ওপর হামলা চালাচ্ছে। জনগণ পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে পূর্ণ সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক কিন্তু দুষ্কৃতকারীদের হুমকির দরুন তারা সাহায্য করতে পারছে না। পূর্ব পাকিস্তানের নিভৃত পল্লীগুলোতে দুষ্কৃতকারীদের আস্তানা। তাদের ধরতে পারলেই পরিস্থিতি সম্পূর্ণ করায়ত্ত করা সম্ভব হতো।

## ১৯ জুন শনিবার ১৯৭১

ঢাকার সামরিক গভর্নর লে. জেনারেল টিক্কা খান করাচিতে বলেন, পাকিস্তান জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল খাঁটি পাকিস্তানি উদ্বাস্তুকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত। তিনি স্বীকার করেন, দুষ্কৃতকারীদের (মুক্তিযোদ্ধা) ধ্বংসাত্মক কাজের ফলে ঢাকা-চট্টগ্রাম রেল লাইনের চারটি প্রধান সেতুর ক্ষতি সাধিত হয়েছে। সেতুগুলো মেরামত ও পুনঃনির্মাণের কাজ শেষ হলে ঢাকা-চট্টগ্রাম রেল যোগাযোগ পুনরায় চালু হবে। তিনি বলেন, সীমান্ত এলাকায় রেল লাইনগুলো সবসময় নাশকতাকারী ও অনুপ্রবেশকারীদের ধ্বংসাত্মক কাজের শিকার হচ্ছে। পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামের আমীর অধ্যাপক গোলাম আজম রাওয়ালপিন্ডিতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সাথে সাক্ষাৎ করে 'পূর্ব পাকিস্তান' প্রসঙ্গে পরামর্শ দেন।

অধ্যাপক গোলাম আজম রাওয়ালপিন্ডিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, পাকিস্তান শুধু টিকেই থাকবে না, শক্তিশালীও হবে। তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপ ছাড়া দেশকে বিচ্ছিন্নতার হাত থেকে রক্ষা করার বিকল্প কিছু ছিল না।

মুক্তিবাহিনী দিনাজপুর জেলার কিশোরগঞ্জ সীমান্ত ফাঁড়ি আক্রমণ করে। কুমিল্লা, যশোর, খুলনা ও সিলেট জেলার কয়েকটি এলাকায় পাকবাহিনীর সাথে মুক্তিবাহিনীর গোলা বিনিময় হয়। পাকবাহিনী চাঁদাবাজিতে মুক্তিবাহিনীর ওপর স্থল ও বিমান হামলা চালায়।

ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী জগজীবন রাম আসানসোলে এক জনসভায় বলেন, বাঙালি শরণার্থীরা অবরুদ্ধ পূর্ব পাকিস্তানে নয়, শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরতে আগ্রহী।

ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী বাংলাদেশের শরণার্থী সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৯ লাখ ২৩ হাজার ৪শ ৩৯ জনে।

## ২০ জুন রবিবার ১৯৭১

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী শ্রীনগরে এক জনসভায় বলেন, পূর্ববঙ্গ থেকে শরণার্থী আসার ফলে ভারত নতুন নতুন সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে। তিনি বলেন, পূর্ববঙ্গের বর্তমান পরিস্থিতি থেকে উদ্ভূত সমস্যা কেবল ভারত ও পাকিস্তানের সমস্যা নয়, এ সমস্যা বিশ্ববাসীরও। এ সমস্যা সমাধানে মানবিক কারণে বিশ্ববাসীর এগিয়ে আসা উচিত।

ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী জগজীবন রাম জলন্ধরে বলেন, পূর্ববঙ্গের সঙ্কটের ফলে ভারতের ওপর হয়তো জোর করে যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হতে পারে। তিনি সামরিক বাহিনীকে যে-কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান। তিনি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্ত লঙ্ঘনের অভিযোগ করে বলেন, আমরা শান্তিপ্রিয় দেশ। আমরা সবসময় যুদ্ধ এড়িয়ে যেতে চাই। কিন্তু পাকিস্তান এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে যার ফলে জোর করে আমাদের ওপর হয়তো যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হতে পারে।

পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো কোয়েটায় সাংবাদিকদের বলেন, দেশের পূর্বাঞ্চলের সাম্প্রতিক দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাবলির জন্য তিনি গভীরভাবে উদ্বিগ্ন।

পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামের আমীর অধ্যাপক গোলাম আজম লাহোরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, পূর্ব পাকিস্তানিরা রাজনৈতিকভাবে অনুভব করেন, প্রশাসনে তাঁদের সমানাধিকারকে অস্বীকার করা হয়েছে এবং যারা পাকিস্তানের আদর্শে বিশ্বাসী নয় তারা এই মনোভাবকে কাজে লাগিয়েছে। এছাড়া যুক্ত নির্বাচন প্রবর্তনের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের বহু অমুসলিম থাকার জন্য রাজনৈতিক দলগুলো ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের সুযোগ লাভ করে। বেআইনি আওয়ামী লীগ তার অন্যতম। গোলাম আজম বলেন, শেখ মুজিবুর রহমানের বিচ্ছিন্ন হবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু তিনি কখনো তা উত্থাপন করেননি। তবে তাঁর ৬ দফা স্বাধীনতার পথ সুগম করে দিত। তিনি বলেন, মওলানা ভাসানী প্রকাশ্যে বিচ্ছিন্নতার দাবি তোলেন। অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ ও আতাউর রহমান খানের দল তাঁকে সমর্থন জানায়। এরা এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন যার ফলে শেখ মুজিবুর রহমানের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের পথ সুগম হয়। বিচ্ছিন্নতার অপরাধে শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়েছে কিন্তু তাদের আটক করা হয়নি। বর্তমানে এসব নেতা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন চালাচ্ছেন।

তিনি বলেন, দুষ্কৃতকারীরা এখনও পূর্ব পাকিস্তানে তৎপর রয়েছে। তাদের মোকাবিলা করার জন্য জনগণকে অস্ত্র দেওয়া উচিত।

তিনি বলেন, থিওরি অনুযায়ী জাতীয় পরিষদ বিলুপ্ত না হলেও বর্তমানে এর কোনো অস্তিত্ব নেই। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে পূর্ব পাকিস্তানে নতুন করে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব নয়।

সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরী রাওয়ালপিন্ডিতে বলেন, আমরা এখনও সঙ্কটের মধ্যে আছি। সাম্প্রতিক ঘটনাবলি থেকে প্রমাণিত হয়েছে, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বানোয়াট ছিল না। বহুদিন আগেই এই ষড়যন্ত্রের সূচনা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত নগ্নভাবে তার প্রকাশ ঘটে। ঢাকার সামরিক গভর্নর টিক্কা খান ঘোষণা করেন, বিদেশিদের কাছে ভারতীয় প্রচারনার মুখোশ তুলে ধরার জন্য পূর্ব পাকিস্তানিদের সমন্বয়ে একটি প্রতিনিধি দল বিদেশ সফর করবেন। সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরীর নেতৃত্বে এই প্রতিনিধি দলে থাকবেন পি. ডি. পি-র মাহমুদ আলী, বিচারপতি নূরুল ইসলাম ও উপাচার্য ড. সাজ্জাদ হোসাইন।

## ২১ জুন সোমবার ১৯৭১

বাংলাদেশ সরকারের অর্থমন্ত্রী এম. মনসুর আলী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে এক ভাষণে বলেন, আমাদের এ সংগ্রাম সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রাম। বাঙালির এই অর্থনৈতিক মুক্তির দাবিতে প্রণীত হয়েছিল ৬ দফা কর্মসূচি। এই ৬ দফাই আমাদের মুক্তির একমাত্র সনদ।

পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আজম লাহোরে জামায়াত কর্মীদের এক সভায় বলেন, দেশকে খণ্ড-বিখণ্ডিত হবার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়া আর কোনো বিকল্প ব্যবস্থা ছিল না।

তিনি বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন ধ্বংস করার জন্য পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, বেআইনি আওয়ামী লীগের সাম্প্রতিক গোলযোগ ১৮৫৭ সালে সংঘটিত বাংলার বিদ্রোহ-আন্দোলনের চেয়ে ১০ গুণ শক্তিশালী ছিল।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ জেনারেল আবদুল হামিদ খান ঢাকায় আসেন।

## ২২ জুন মঙ্গলবার ১৯৭১

পাকিস্তান মুসলিম লীগের সভাপতি খান আবদুল কাইয়ুম খান শক্তিশালী কেন্দ্রের গ্যারান্টি দিয়ে প্রেসিডেন্ট কর্তৃক একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ও শেখ মুজিবুর রহমানের ৬ দফা সমর্থনকারী অথবা বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাবসম্পন্ন সমস্ত দল বা গ্রুপের প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপের দাবি জানান।

খুলনা বৈকরি, যশোরের বেনাপোল ও বগুড়ার পাঁচবিবিতে মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সীমান্ত ঘাঁটির ওপর আক্রমণ চালায়।

পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্দলীয় সদস্য এস. বি. জামান ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিদ্রোহ দমনে পাক সেনাবাহিনীর ভূয়সী প্রশংসা করে এ জন্য আরও শান্তি কমিটি ও ভিজিলেন্স কমিটি গঠন করার সুপারিশ করেন।

বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ পরিষদ সদস্যদের উদ্দেশে ভাষণদানকালে বলেন, আমাদের আজ বড় লক্ষ্য হবে মাতৃভূমিকে সম্পূর্ণ শত্রুমুক্ত করে আমাদের ৬০ লাখ মানুষকে স্বদেশে ফিরিয়ে আনা। দলমত নির্বিশেষে আজ বন্ধু রাষ্ট্র ভারতের প্রতিটি মানুষ বাংলার স্বাধীনতাকামী মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। তারা বুকে তুলে নিয়েছেন ৬০ লাখ ছিন্নমূল মানুষকে। বাংলার সাড়ে ৭ কোটি মানুষ এই বন্ধুত্বের কথা চিরদিন মনে রাখবেন। চিরকাল আমরা বন্ধুত্বের হস্ত প্রসারিত করে রাখব।

## ২৩ জুন বুধবার ১৯৭১

ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী নয়াদিল্লিতে এক অনুষ্ঠানে বলেন, শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের নেতা। বাংলাদেশ প্রশ্নে রাজনৈতিক মীমাংসার জন্য অন্য কোনো পক্ষের সাথে নয়, তাঁর সাথেই আলোচনা করা উচিত। মিসেস গান্ধী এ ব্যাপারে আওয়ামী লীগপ্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আলোচনা করার জন্য পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানের প্রতি আহ্বান জানান।

বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান এক বিবৃতিতে বাংলাদেশ প্রশ্নে একটি রাজনৈতিক সমঝোতা না হওয়া পর্যন্ত পাকিস্তানকে সাহায্যদানকারী কনসোর্টিয়াম কর্তৃক পরবর্তী সাহায্য ও ঋণ স্থগিত রাখার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানান। তিনি বলেন, বাংলাদেশের জনগণ আশা করে দখলদার সেনাবাহিনীকে প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত কনসোর্টিয়াম পাকিস্তানকে সাহায্য প্রদান বন্ধ রাখবেন।

পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো কোয়েটায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য পিপলস পার্টি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের কাছে কতিপয় সুপারিশ সংবলিত একটি প্রস্তাব পেশ করেছে।

পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টির সহ-সভাপতি মাহমুদ আলী পাকিস্তান সরকারের বিশেষ দূত হিসেবে ‘পূর্ব পাকিস্তান’ পরিস্থিতি সম্পর্কে বিশ্বকে অবহিত করার উদ্দেশ্যে মাসব্যাপী বিদেশ সফর শুরু করেন।

মুক্তিবাহিনী কুষ্টিয়ার মহেশকান্দি ও যশোরের বেনাপোলে পাকিস্তান বাহিনীর ঘাঁটির ওপর আক্রমণ চালায়।

যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্র ও কমনওয়েলথ বিষয়ক মন্ত্রী এ্যালেক ডগলাস হিউম কমন্স সভায় বলেন, পাকিস্তানে পুরনো প্রকল্পগুলোর জন্য ব্রিটিশ অনুদান অব্যাহত

থাকবে তবে সেখানে কোনো রাজনৈতিক সমাধান না হওয়া পর্যন্ত নতুন করে সাহায্যদান বন্ধ থাকবে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এ. আর. মল্লিক কলকাতায় স্থানীয় বুদ্ধিজীবীদের এক সমাবেশে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নৈতিক সমর্থনদানের জন্য ভারতীয় জনগণ ও বুদ্ধিজীবীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে এই সাহায্য-সহযোগিতা চিরভাস্বর হয়ে থাকবে।

## ২৪ জুন বৃহস্পতিবার ১৯৭১

সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী আলেক্সি কোসিগিন ও ইরানের শাহানশাহ রেজা শাহ্ পাহলভী বাংলাদেশ প্রসঙ্গে নিজ নিজ সরকারের অভিমত ব্যক্ত করে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর কাছে বার্তা পাঠান।

পাকিস্তান বাংলাদেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনসহ বিশ্বনেতৃবৃন্দের কাছে জরুরি বার্তা পাঠায়।

যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের শরণার্থীদের সাহায্যের জন্য ভারতকে অতিরিক্ত ৭ কোটি ডলার মঞ্জুরি প্রদানের কথা ঘোষণা করে।

পাকিস্তান মুসলিম লীগের সভাপতি খান আবদুল কাইউম খান লাহোরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে ক্ষমতা হস্তান্তরের কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

জামায়াতে ইসলামীর প্রাদেশিক নেতা আব্বাস আলী খানের নেতৃত্বে জয়পুরহাট মহকুমা শান্তি কমিটি গঠন করা হয়।

মুক্তিবাহিনীর সাথে কুষ্টিয়া, খুলনা, যশোর, সিলেট ও কুমিল্লা সেক্টরে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গোলাগুলি বিনিময় হয়।

বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনের কাছে পাঠানো এক তারবার্তায় পাকিস্তানে নতুন করে যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র সরবরাহের সিদ্ধান্তে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহ না করার জন্য প্রেসিডেন্ট নিক্সনের প্রতি আহ্বান জানান। সৈয়দ নজরুল তারবার্তায় বলেন, বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাংলাদেশের জনগণের ওপর তাদের অস্ত্র ব্যবহার করছে। সরবরাহকৃত অস্ত্র এখানে গণহত্যার কাজেই ব্যবহৃত হবে।

মেক্সিকোর প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ফোর্ট জিল, বিশ্বশান্তি ও মানবাধিকার পরিষদের মহাসচিব ড. রিচার্ডো মলিনা মার্টি পৃথক বিবৃতিতে বাংলাদেশে পাকবাহিনীর গণহত্যা বন্ধের উদ্দেশ্যে পাকিস্তান সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগের জন্য বিশ্বশক্তির প্রতি আহ্বান জানান।

দামেস্কে (সিরিয়া) অনুষ্ঠিত আফ্রো-এশীয় গণসংহতি পরিষদের দশম নির্বাহী কমিটির বৈঠকে বাংলাদেশের জনগণের মুক্তিসংগ্রামের প্রতি সংহতি প্রকাশ করা হয়।

ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সরদার শরণ সিং ভারতীয় পার্লামেন্টে বলেন, বাংলাদেশের নিরস্ত্র ও অসহায় জনগণের ওপর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নিপীড়নের ফলে সেখানে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তাতে যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে নতুন করে অস্ত্র সরবরাহ করলে কেবল বাংলাদেশের অবস্থার অবনতি ঘটবে না—সেই সাথে গোটা উপমহাদেশের তথা এ অঞ্চলের শান্তি ও নিরাপত্তা হুমকির মুখোমুখি হবে।

## ২৫ জুন শুক্রবার ১৯৭১

বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম জেদ্দায় ইসলামি সম্মেলন সংস্থার মহাসচিব টেংকু আবদুর রহমানের কাছে পাঠানো এক তারবার্তায় বাংলাদেশে চলমান গণহত্যা বন্ধের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান।

জেদ্দায় অনুষ্ঠিত ২২ জাতি ইসলামি সম্মেলনে পাকিস্তানের জাতীয় ঐক্য ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষার প্রচেষ্টার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়।

ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং লোকসভায় বক্তৃতাকালে বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক সেনাবাহিনী প্রেরণের আহ্বান জানান।

খুলনা, কুমিল্লা ও কুষ্টিয়া সীমান্তে মুক্তিবাহিনীর সাথে পাকবাহিনীর সংঘর্ষ হয়।

## ২৬ জুন শনিবার ১৯৭১

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৩ জন অধ্যাপক এক যুক্ত বিবৃতিতে দেশের সংহতি ও অখণ্ডতা রক্ষায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সময়োচিত ব্যবস্থা গ্রহণের গভীর প্রশংসা করেন। দেশের অখণ্ডতা বিপন্ন করার জন্য চরমপন্থীদের (আওয়ামী লীগ ও মুক্তিবাহিনী) অপপ্রয়াসের তীব্র নিন্দা করেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান। বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য ও আইন ফ্যাকাল্টির ডিন ইউ. এন. সিদ্দিকী, ইতিহাস বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ড. আবদুল করিম, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ড. এম. বদরুদ্দোজা, ইসলামি ইতিহাসের মোহাম্মদ ইনামুল হক, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রধান ড. রফিকুল ইসলাম চৌধুরী, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের রিডার মোঃ আনিসুজ্জামান, ইংরেজির খোন্দকার রেজাউর

রহমান, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সৈয়দ কালাম মোস্তফা ও এম. এ. জিন্নাহ, ইতিহাসের রফিউদ্দিন, রসায়নের প্রধান অধ্যাপক এ. কে. এম. আহাদি, সমাজবিজ্ঞানের রুহুল আমিন, বাণিজ্যের প্রধান এম. আলী ইমদাদুল খান, ইতিহাসের হোসেন মোঃ ফজলে দাইয়ান, বাংলার মোঃ দিলওয়ার হোসেন, সংখ্যাতত্ত্বের আবদুর রশিদ, ইতিহাসের রিডার মুকাদ্দাসুর রহমান, ইতিহাসের আহসানুর কবির, অর্থনীতির শাহ মোঃ হুজ্জাতুল ইসলাম, ইংরেজির প্রধান মোহাম্মদ আলী, পদার্থবিদ্যার রিডার এজাজ আহমদ, গণিতের এস. এম. হোসেন, গণিতের রিডার জেড. এইচ. চৌধুরী, সংখ্যাতত্ত্বের হাতিম আলী হাওলাদার, বাংলার রিডার ড. মোঃ আবদুল আওয়াল, বাংলার মোঃ মনিরুজ্জামান ও মনিরুজ্জামান হায়াৎ, ইতিহাসের আবদুস সায়ীদ, অর্থনীতির মোঃ মুস্তফা, ইতিহাসের সুলতানা নিজাম, ইতিহাসের রিডার ড. জাকিউদ্দিন আহমদ এবং ফাইন আর্টসের আবদুর রশিদ হায়দার।

চিলির প্রেসিডেন্ট ড. সালভেদর আলেন্দে জাতিসংঘের মহাসচিব উ থান্টের কাছে পাঠানো এক পত্রে ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী বাংলাদেশের নাগরিকদের দুঃখ-দুর্দশার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে অবিলম্বে শরণার্থীদের সম্মানজনক স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের জন্য ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানান।

ভারতে আশ্রয়প্রার্থী বাংলাদেশের শরণার্থীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৩ লাখ ২৫ হাজার ৯শ ৯৮ জন।

## ২৭ জুন রবিবার ১৯৭১

ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সরদার শরণ সিং নয়াদিল্লিতে বলেন, ভারত সবসময়ই বাংলাদেশ সঙ্কটের একটি সন্তোষজনক রাজনৈতিক সমাধান আশা করে আসছে। শরণার্থী আগমনের ফলে ভারতে যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তার জন্য শরণার্থীদের নির্বিঘ্নে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের জন্য ভারতকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হতে পারে। এয়ার মার্শাল (অব.) আসগর খান করাচি থেকে ঢাকায় আসেন।

সাবেক প্রাদেশিক মন্ত্রী ডি. এন. বাড়োড়ী এক বিবৃতিতে পাকিস্তানের অখণ্ডতার প্রতি তার আস্থার কথা পুনর্ব্যক্ত করে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করতে ভারতকে রাজি করানোর জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানান।

ওয়াশিংটনে জনৈক মার্কিন কর্মকর্তা বলেন, প্রধান সাহায্যদাতা দেশগুলো পাকিস্তানে নতুন অর্থনৈতিক সাহায্যের বিবেচনা কয়েক মাসের জন্য স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে যুক্তরাষ্ট্র রাজনৈতিক কারণে পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক সাহায্য দেওয়া বন্ধ রাখছে না।

## ২৮ জুন সোমবার ১৯৭১

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান রেডিও পাকিস্তান থেকে এক ভাষণে বলেন, দেশকে রক্ষা করার জন্য ইতিপূর্বে ঘোষিত জাতীয় পরিষদে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে নতুন পদ্ধতিতে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নির্বাচিত নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে শাসনতন্ত্রের চূড়ান্ত রূপদান করার পর তা জাতীয় পরিষদে পেশ করা হবে। পরিষদে তা সংশোধন করা যাবে।

তিনি ঘোষণা করেন, কেন্দ্র ও প্রদেশে জনগণের সরকার কায়েম হবার পর একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত দেশে সামরিক শাসন বলবৎ থাকবে। আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ করা হলেও নির্বাচিত প্রতিনিধিরা ব্যক্তিগত পর্যায়ে সদস্যপদে বহাল থাকবেন। নতুন করে নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রশ্ন ওঠে না। তবে অযোগ্য বিবেচিত সদস্যদের আসনে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। যারা রাষ্ট্রবিরোধী কাজে অংশ নিয়েছেন তাদের পরিষদ সদস্যপদ থাকবে না।

ইয়াহিয়া খান বলেন, দেশে পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত পাকিস্তান সামরিক ছত্রচ্ছায়ায় থাকবে, তবে ৪ মাসের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তরের একটি পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে।

তিনি আওয়ামী লীগপ্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে বিশ্বাস ভঙ্গ, কপটতা ও পৃথক বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ করে বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ দেশকে খণ্ড-বিখণ্ড করার জন্য ভোট দেয়নি, ভোট দিয়েছিল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন লাভের জন্য।

ইয়াহিয়া খান বলেন, সেনাবাহিনীর অভিযানের সময় পূর্ব পাকিস্তানে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য ও সশস্ত্র বিদ্রোহের পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতের হস্তক্ষেপ পূর্ব পরিকল্পিত। আওয়ামী লীগের চরমপন্থী, বিদ্রোহী ও ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীদের মধ্যে যোগসাজশ ছিল। তিনি বলেন, সেনাবাহিনী পাকিস্তানের আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

ডেমোক্রেটিক পার্টির সভাপতি নূরুল আমিন, প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সভাপতি খাজা খায়রুদ্দিন, প্রাদেশিক জামায়াতের প্রধান অধ্যাপক গোলাম আজম, মুসলিম লীগ নেতা খান এ. সবুর ও নেজামে ইসলামী পার্টির মহাসচিব মওলানা আশরাফ আলী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ভাষণকে স্বাগত জানান। গোলাম আজম বলেন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঘোষিত কর্মসূচিই জাতির জন্য একমাত্র পথ, যা অবশিষ্ট রয়েছে।

## ২৯ জুন মঙ্গলবার ১৯৭১

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির প্রধান মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এক বিবৃতিতে বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে কোনো আপস হতে পারে না। বাংলাদেশের জনগণ রাজনৈতিক মীমাংসার নামে কোনো আপস করবে না। আমরা মুক্তিযুদ্ধ করছি এবং মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমেই আমাদের স্বাধীনতাকে ছিনিয়ে আনব। বিজয় আমাদের হবেই।

বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান এক বিবৃতিতে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঘোষিত আওয়ামী লীগ দলীয় পরিষদ সদস্যদের আসনে উপনির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখ্যান করে বলেন, অখণ্ড পাকিস্তান এখন মৃত এবং ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে ঠাঁই নিয়েছে। বাংলাদেশে ইয়াহিয়া খান সবচেয়ে ঘৃণিত ব্যক্তি। স্বআরোপিত একনায়ক ইয়াহিয়ার বাংলাদেশ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার নেই। ইয়াহিয়া নয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি। ইয়াহিয়া সরকার নয়, শেখ মুজিবুর রহমানের সরকারই বাংলাদেশের জনগণের একমাত্র বৈধ প্রতিনিধি। আমরাই বৈধ রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ। বাংলাদেশের জনগণ আমাদের ছাড়া কোনো বিদেশি সরকারের চাপিয়ে দেওয়া শাসনতন্ত্র মেনে নেবে না। আমরা দেশ শত্রুমুক্ত করার জন্য মুক্তিসংগ্রাম করছি এবং আমাদের মুক্তিবাহিনী শত্রুকে দেশ থেকে বিতাড়িত করতে সক্ষম। জনগণ আওয়ামী লীগের পেছনে রয়েছে। মুক্তাঞ্চল বাংলাদেশ সরকারের কেবল পূর্ণ নিয়ন্ত্রণেই নেই, সেখানে বেসামরিক প্রশাসন স্বাভাবিক কাজকর্ম পরিচালনা করছে।

## ৩০ জুন বুধবার ১৯৭১

বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত এক বিবৃতিতে বলেন, আমাদের মুক্তিযুদ্ধ চলছে এবং প্রিয় মাতৃভূমি থেকে দখলদার বাহিনীর শেষ সৈনিকটিকে বিতাড়িত না করা পর্যন্ত তা চলবে। তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধ এখন মাঝপথে রয়েছে। মুক্তিফৌজের বীর যোদ্ধারা রণাঙ্গনেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ঔদ্ধত্যপূর্ণ বেতার ভাষণের জবাব দেবে। বাংলাদেশের জনগণ ইয়াহিয়ার ভাষণকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে। ইয়াহিয়ার শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা সাড়ে সাত কোটি বাঙালির সাথে একটি নিষ্ঠুর রসিকতা ছাড়া কিছু নয়।

ওয়াশিংটনে জনৈক সরকারি মুখপাত্র বলেন, ২৫ মার্চের পর মার্কিন সরকার পাকিস্তানকে সামরিক অস্ত্রের জন্য কোনো নতুন লাইসেন্স দেয়নি কিংবা মেয়াদ

উত্তীর্ণ কোনো লাইসেন্স নবায়নও করেনি। তবে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ যুক্তরাষ্ট্র অস্ত্র বিক্রি নিষিদ্ধ করার আগে পাকিস্তানকে যে লাইসেন্স দেওয়া হয়েছিল তার একটি চালান নিয়ে আগামী এক বা দুমাসের মধ্যে অস্ত্র ও গোলাবারুদ বোঝাই পাঁচটি জাহাজ পাকিস্তানের পথে রওনা দেবে।

জাতিসংঘের উদ্বাস্তু দফতরের হাইকমিশনার প্রিন্স সদরুদ্দিন লন্ডনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতের উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধানে বিশ্বের বিভিন্ন সরকার ও জাতিসংঘ সংস্থাগুলোকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসার আবেদন জানান। তিনি বলেন, পাকিস্তানের পূর্বাংশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য বিশ্বাস ও সমঝোতার পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক সমাধানের প্রয়োজন রয়েছে।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ জেনারেল আবদুল হামিদ খান দশ দিন অধিকৃত বাংলাদেশ সফর শেষে রাওয়ালপিন্ডি ফিরে যান।

প্রাক্তন প্রাদেশিক মন্ত্রী হাশিম উদ্দিন আহমদ ময়মনসিংহে এক জনসভায় বলেন, সীমান্তবর্তী শহরগুলোতে ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীরা (মুক্তিযোদ্ধা) অশুভ কর্মতৎপরতা চালাচ্ছে। তাদের এই তৎপরতা গভীর উৎকণ্ঠার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর বিশেষ দূত পররাষ্ট্রমন্ত্রী সরদার শরণ সিং বেলগ্রেডে প্রেসিডেন্ট টিটোর সাথে বাংলাদেশ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। যুগোশ্লাভ প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশের শরণার্থীদের দূরবস্থায় তাঁর সমবেদনা প্রকাশ করেন এবং সহযোগিতা ও সমর্থন দানের নিশ্চয়তা দেন।

## ১ জুলাই বৃহস্পতিবার ১৯৭১

পাকিস্তান সরকার বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য না করার জন্য ভারতের ওপর তাদের প্রভাব বিস্তার করার উদ্দেশ্যে জাতিসংঘের মহাসচিব উ থান্ট, উদ্বাস্তু কমিশনার প্রিন্স সদরুদ্দিন আগা খান এবং অন্যান্য বন্ধু সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত শিল্পমন্ত্রী মইদুল হক ইরানের শাহের সাথে সাক্ষাৎ শেষে তেহরানে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, পাকিস্তান বাংলাদেশের সত্যিকার জনপ্রতিনিধিদের সাথে সমঝোতায় পৌঁছার পর ভারত উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে প্রস্তুত।

ঢাকায় সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয় চট্টগ্রাম থেকে নির্বাচিত এমপিএ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী আওয়ামী লীগের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে শক্তিশালী পাকিস্তানের জন্য কাজ করার অঙ্গীকার ঘোষণা করেছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পাকিস্তানে অস্ত্র বিক্রির প্রতিবাদে বাংলাদেশের কয়েক হাজার শরণার্থী কলকাতাস্থ মার্কিন দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

জেনেভায় জাতিসংঘের উদ্বাস্তু কমিশনার অফিস থেকে ঘোষণা করা হয় বাংলাদেশের উদ্বাস্তুদের জন্য জাতিসংঘ, বিভিন্ন সরকার ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এ পর্যন্ত ভারতকে নগদ অর্থ ও সামগ্রী বাবদ ১৬ কোটি ডলার সাহায্য দিয়েছে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী লন্ডনের 'টাইমস' পত্রিকার সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের নয়া পরিকল্পনা পূর্ববঙ্গের পরিস্থিতিকে ভয়াবহ করে তুলবে।

খুলনা জেলা শান্তি কমিটির আহবায়ক মওলানা এ. কে. এম. ইউসুফ এক বিবৃতিতে পাকিস্তান রক্ষার জন্য প্রশংসনীয় উদ্যোগ নেওয়ায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ও গভর্নর টিক্কা খানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর সাধারণ সম্পাদক এ. খালেক এক বিবৃতিতে পাকিস্তানবিরোধী দুষ্কৃতিকারীদের (মুক্তিযোদ্ধা) 'দুষ্কর্ম' প্রতিরোধে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসার জন্য দেশপ্রেমিক নাগরিকদের প্রতি আবেদন জানান। তিনি প্রত্যেক গ্রামে ডিফেন্স পার্টি গঠনের আহ্বান জানান।

জাতিসংঘের উদ্বাস্তু সংক্রান্ত হাইকমিশনার প্রিন্স সদরুদ্দিন আগা খান শরণার্থীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে ভারতের বাধা প্রদান সংক্রান্ত পাকিস্তানের অভিযোগ খণ্ডন করে বলেন, স্বদেশ প্রত্যাবর্তনেচ্ছু শরণার্থীদের বাধাদানের পেছনে ভারতের কোনো স্বার্থ রয়েছে এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

কংগ্রেসম্যান কর্নেলিয়াস গ্যালঘর মার্কিন প্রতিনিধি সভায় পাকিস্তানে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ রাখার উদ্দেশ্যে একটি বিধিনিষেধ জারির জন্য প্রশাসনের প্রতি অনুরোধ জানান।

## ২ জুলাই শুক্রবার ১৯৭১

বাংলাদেশের পক্ষে প্রচারণা চালানোর সুযোগ করে দেওয়ার প্রতিবাদে পাকিস্তান রয়াল কমনওয়েলথ সমিতির সাথে সম্পর্কচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেয়।

পাকিস্তান সরকার বাণিজ্য সংক্রান্ত ছাড়া সকল প্রকার বেসরকারি পর্যায়ের বিদেশ ভ্রমণ বন্ধ করে দেয়।

সিরিয়া ও গাম্বিয়া পাকিস্তানের অখণ্ডতার সপক্ষে তাদের পূর্ণ সমর্থনের কথা ঘোষণা করে।

পাকিস্তান সশস্ত্র ব্যক্তিদের (মুক্তিযোদ্ধা) সীমান্ত লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে ভারতের কাছে প্রতিবাদ জানায়।

সিনেটর চার্লস এ্যাথিয়ান ও সিনেটর বেডফোর্ড মোর্সে পাকিস্তানে নতুন করে সমরাস্ত্র সরবরাহের লাইসেন্স প্রদান বন্ধ এবং মঞ্জুরিকৃত লাইসেন্স বাতিল করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র সরকারের উভয় পরিষদে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

তাহরিক-ই-ইশতেকলাল পার্টি প্রধান এয়ার মার্শাল (অব.) আসগর খান সপ্তাহব্যাপী সফর শেষে ঢাকা ত্যাগ করেন। ঢাকা ত্যাগের প্রাক্কালে তাহরিক প্রধান বলেন, পাকিস্তানের ভবিষ্যতের জন্য আগামী তিন মাস সঙ্কটপূর্ণ। সরকারকে জনগণের ন্যায্য দাবি-দাওয়া মিটিয়ে দিতে হবে। কে সরকার গঠন করবে তা বড় সমস্যা নয়, সমস্যা হচ্ছে আদৌ কোনো সরকার গঠন করা যাবে কি না এবং দেশে গণতন্ত্র টিকবে কি না।

ভারতে আশ্রিত বাংলাদেশের শরণার্থীদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৫ লাখ ৪১ হাজার ৪শ ৪৬ জন।

## ৩ জুলাই শনিবার ১৯৭১

ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং পার্লামেন্টে বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদান প্রসঙ্গে জনৈক সদস্যের উত্থাপিত প্রস্তাবের ওপর আলোচনাকালে বলেন, ভারত সরকার

এ মুহূর্তে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিচ্ছে না। এখনও স্বীকৃতি দেওয়ার উপযুক্ত সময় আসেনি বলে সরকার মনে করে। তবে বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে।

রাজশাহীর কামালপুরে মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানি বাহিনীর ওপর আক্রমণ চালালে তুমুল সংঘর্ষ হয়।

## ৪ জুলাই রবিবার ১৯৭১

ঢাকায় ঘোষণা করা হয়  সাতক্ষীরা থেকে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্য এডভোকেট আবদুল গাফফার ভারত থেকে ফিরে এসে নিজেকে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের কাছে সোপর্দ করেছেন। ফেনী থেকে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্য ওবায়দুল্লাহ মজুমদার বর্তমানে সপরিবারে ঢাকায় অবস্থান করছেন।

পাকিস্তান ব্রিটেনের কাছে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট, বিবিসি ও সংবাদপত্রে বাংলাদেশের পক্ষে ও পাকিস্তানের বিপক্ষে প্রচারণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। প্রতিবাদলিপিতে লন্ডনে বাংলাদেশ সংগ্রাম কমিটির মাধ্যমে দায়িত্বপূর্ণ ব্রিটিশ নাগরিক ও প্রবাসীরা (বাঙালিরা) যে কর্মতৎপরতা চালাচ্ছেন তার প্রতি ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। লিপিতে বলা হয়  গ্রেট ব্রিটেনে বাংলাদেশের জন্য অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ কেনার উদ্দেশ্যে তহবিল সংগ্রহ করা হচ্ছে। লিপিতে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার এ্যালেক ডগলাস হিউমের ২৩ জুনের বিবৃতিকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ বলে উল্লেখ করা হয়।

মি. হিউম বিবৃতিতে বলেছিলেন, রাজনৈতিক সমাধানের দিকে প্রকৃত উন্নতির জোরালো প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত পাকিস্তানকে নতুন করে কোনো ব্রিটিশ সাহায্য দেওয়া হবে না। রংপুরের গড্ডিমারীতে মুক্তিবাহিনী ও পাকবাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ হয়।

## ৫ জুলাই সোমবার ১৯৭১

পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো করাচিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, দেশের বর্তমান সঙ্কট অতিক্রমের জন্য এখন প্রয়োজন জনপ্রিয় নেতৃত্ব ও সত্যিকার রাজনৈতিক পদক্ষেপ।

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত কৃষিমন্ত্রী ফখরুদ্দিন আলী আহমদ সংযুক্ত আরব আমিরাত সফর শেষে কায়রোয় পৌঁছান এবং প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতের সাথে আলোচনা করেন। তিনি শরণার্থী সমস্যা সম্পর্কে ভারত সরকারের মনোভাব ব্যাখ্যা করেন।

পাকিস্তান সরকার ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সরদার শরণ সিং ও ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার এ্যালেক ডগলাস হিউম প্রদত্ত যুক্ত বিবৃতির প্রতিবাদ করে। শরণ সিং-এর ব্রিটেন সফরকালে দুপক্ষের আলোচনা শেষে এক যুক্ত বিবৃতিতে বলা হয়, শরণার্থীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করার জন্য একটি রাজনৈতিক সমাধান অবশ্যই খুঁজে বের করতে হবে এবং সে সমাধান অবশ্যই বাঙালিদের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে হবে।

অধিকৃত বাংলাদেশের গভর্নর ও সামরিক প্রশাসক লে. জেনারেল টিক্কা খান রাজশাহী, চুয়াডাঙ্গা ও নাটোরস্থ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ব্যারাকসমূহ পরিদর্শন করেন এবং স্থানীয় শান্তি কমিটির সদস্যদের উদ্দেশে ভাষণ দেন।

দুই সদস্যের একটি পশ্চিম জার্মান পার্লামেন্টারি প্রতিনিধি দল করাচি থেকে ঢাকায় এসে পৌঁছান। সন্ধ্যায় তারা জেনারেল টিক্কা খানের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

## ৬ জুলাই মঙ্গলবার ১৯৭১

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার বিশেষ দূত হিসেবে পিপলস পার্টির প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো ইরান ও আফগানিস্তান সফরের প্রথম পর্যায়ে তেহরানের উদ্দেশে করাচি ত্যাগ করেন।

পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার লে. জেনারেল এ. এম. কে. নিয়াজী সিলেট এলাকার সীমান্ত ঘাঁটিসমূহ পরিদর্শন করেন এবং জোয়ানদের মনোবল অটুট রাখার পরামর্শ দেন।

## ৭ জুলাই বুধবার ১৯৭১

মার্কিন প্রেসিডেন্টের জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা ড. হেনরি কিসিঞ্জার নয়াদিল্লিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী সরদার শরণ সিং-এর সাথে পৃথক পৃথক বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে বাংলাদেশ প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা হয়।

পশ্চিম পাকিস্তান পিডিপি-র সভাপতি নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান লাহোরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে যত শীঘ্র সম্ভব আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার অনুষ্ঠানের দাবি জানান।

জাতীয় যুব কাউন্সিলের সভাপতি ও ঢাকা হাইকোর্টের এডভোকেট মাহবুবুর রহমান এক বিবৃতিতে পাকিস্তানের অখণ্ডতা বিনষ্টের জঘন্য চক্রান্তের বিরুদ্ধে দৃঢ় ও সাহসিকতাপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য পাকিস্তান সরকারকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রয়োজনে ব্রিটেনের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার আহ্বান জানান। তিনি

দেশপ্রেমিক ও স্বাধীনতাপ্রিয় নাগরিকদের প্রতি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের (মুক্তিযোদ্ধা) বিরুদ্ধে সাহসিকতাপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান।

সিনেটর ফ্রাঙ্ক চার্চ মার্কিন সিনেটে নিক্সন প্রশাসনের সমালোচনা করে অবিলম্বে পাকিস্তানে পাঠানো অস্ত্রবাহী জাহাজ ফেরত আনার জন্য আহ্বান জানান।

## ৮ জুলাই বৃহস্পতিবার ১৯৭১

মার্কিন প্রেসিডেন্টের জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা ড. হেনরি কিসিঞ্জার সকালে নয়াদিল্লি থেকে রাওয়ালপিন্ডি আসেন। সন্ধ্যায় পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সাথে একান্ত বৈঠকে মিলিত হন। এর আগে ড. কিসিঞ্জার ও পাকিস্তানে মার্কিন রাষ্ট্রদূত জোসেফ ফারল্যান্ড, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার উপদেষ্টা এম. এম. আহমদ ও যুক্তরাষ্ট্রে পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত আগা হিলালী এক বৈঠকে বসেন।

পাকিস্তান শান্তি ও জনকল্যাণ কাউন্সিলের সভাপতি মৌলবী ফরিদ আহমদ পাকিস্তান সরকারের বিশেষ দূত হিসেবে মিসর ও সৌদি আরব সফর শেষে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করে এক বিবৃতিতে বলেন, তিনি দেশের বর্তমান গুরুতর সঙ্কটের সমাধান না হওয়া পর্যন্ত রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর থেকে ঘোষণা করা হয় মার্কিন সরকারের বিধিনিষেধ আরোপ সত্ত্বেও মার্কিন সামরিক সাজসরঞ্জাম পাকিস্তানে পাঠানো হবে। এর মূল্য এক থেকে দেড় কোটি ডলার।

## ৯ জুলাই শুক্রবার ১৯৭১

ড. হেনরি কিসিঞ্জার উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ জেনারেল আবদুল হামিদ খানের সাথে সাক্ষাৎ করেন। পরে ড. কিসিঞ্জার প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সাথে এক বৈঠকে মিলিত হন। মধ্যরাতে ড. কিসিঞ্জার গোপনে পিকিং যাত্রা করেন।

নেজামে ইসলামের যুগ্ম-সম্পাদক মওলানা আব্দুল মতিন ও দলের পার্লামেন্টারি বোর্ডের সভাপতি সৈয়দ মঞ্জুরুল আহসান এক যুক্ত বিবৃতিতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ভাষণকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সাথে কোনো রকম আপস হতে পারে না। পাকিস্তান স্থায়ী হবার জন্যই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তাঁরা আশা প্রকাশ করেন, পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য যথাবিহিত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তাঁরা এ উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্টের গৃহীত পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়ে তার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন ও সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

## ১০ জুলাই শনিবার ১৯৭১

একটি কানাডীয় পার্লামেন্টারি প্রতিনিধি দল নয়াদিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে বাংলাদেশ ও শরণার্থী প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করে।

পূর্বাঞ্চলের কমান্ডার লে. জেনারেল এ. এ. কে. নিয়াজী চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের পাক সেনাবাহিনীর অবস্থানসমূহ পরিদর্শন করেন।

## ১১ জুলাই রবিবার ১৯৭১

বাংলাদেশ বাহিনীর সদর দফতরে সেনাবাহিনীর সেক্টর কমান্ডারদের আনুষ্ঠানিক সম্মেলনের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ। প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রথম অধিবেশনে লে. কর্নেল এম. এ. রব ও গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে. খন্দকারকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর যথাক্রমে চিফ অব স্টাফ ও ডেপুটি চিফ অব স্টাফ নিযুক্ত করা হয়।

সভায় সারা বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়। সে সব সেক্টরের বিবরণ হচ্ছে নিম্নরূপ

**সেক্টর নম্বর-১ : সেক্টর কমান্ডার**

১. মেজর জিয়াউর রহমান পি এস সি–জুন ১৯৭১ পর্যন্ত।
২. ক্যাপ্টেন রফিক–জুলাই ১৯৭১ থেকে পরবর্তীকাল পর্যন্ত।

**সেক্টর নম্বর-২ : সেক্টর কমান্ডার**

১. মেজর খালেদ মোশাররফ পি এস সি–১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত।
২. মেজর এটিএম হায়দার–১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে পরবর্তীকাল পর্যন্ত।

**সেক্টর নম্বর-৩ : সেক্টর কমান্ডার**

১. মেজর কে এম সফিউল্লাহ পি এস সি–সেপ্টেম্বর ১৯৭১ পর্যন্ত।
২. ক্যাপ্টেন এ এন এম নূরুজ্জামান–অক্টোবর ১৯৭১ থেকে পরবর্তীকাল পর্যন্ত।

**সেক্টর নম্বর-৪ : সেক্টর কমান্ডার**

১. মেজর সি. আর. দত্ত।

**সেক্টর নম্বর-৫ : সেক্টর কমান্ডার**

১. মেজর মীর শওকত আলী পিএসসি।

**সেক্টর নম্বর-৬ : সেক্টর কমান্ডার**

১. উইং কমান্ডার এম.কে বাশার।

**সেক্টর নম্বর-৭ : সেক্টর কমান্ডার**

১. মেজর নাজমুল হক–জুলাই ১৯৭১ পর্যন্ত।
২. মেজর কাজী নূরুজ্জামান, পিএসসি–আগস্ট ১৯৭১ থেকে পরবর্তীকাল পর্যন্ত।

**সেক্টর নম্বর-৮ : সেক্টর কমান্ডার**

১. মেজর আবু ওসমান চৌধুরী (আগস্ট ১৯৭১ পর্যন্ত)

২. মেজর আবুল মঞ্জুর, পিএসসি (সেপ্টেম্বর ১৯৭১ থেকে পরবর্তীকাল পর্যন্ত।)

**সেক্টর নম্বর-৯ : সেক্টর কমান্ডার**

১. মেজর এম.এ জলিল।

**সেক্টর নম্বর-১০** সেক্টরটিকে স্পেশাল নেভার কমান্ডো অপারেশন এলাকা হিসাবে ঘোষণা করা হয়।

**সেক্টর নম্বর-১১ : সেক্টর কমান্ডার**

১. মেজর এম.এ তাহের। (শেষ-আগস্ট থেকে নভেম্বর ১৯৭১ পর্যন্ত।)

২. উইং কমান্ডার হামিদুল্লাহ খান (নভেম্বর ১৯৭১ পরবর্তীকাল পর্যন্ত।)

পূর্ব পাকিস্তান রেডক্রসের চেয়ারম্যান বিচারপতি এ. কে. এম. নূরুল ইসলাম জেনেভা সফর শেষে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন।

পশ্চিম পাকিস্তান পিপিপি-র সভাপতি নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান লাহোরে এক বিবৃতিতে বলেন, একটি ইরানি দৈনিকের সাথে সাক্ষাৎকারে পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো বেআইনি ঘোষিত আওয়ামী লীগ ও তার নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে বর্তমান সরকারের একটি মীমাংসাভিত্তিক ফর্মুলার ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করা উচিত বলে যে পরামর্শ দিয়েছেন তা দুঃখজনক। জনাব খান বলেন, বেআইনি আওয়ামী লীগের সাথে পাকিস্তানের যে কেউই আলোচনা করতে যাবেন তিনিই জাতীয় স্বার্থবিরোধী কাজ করবেন। জনাব ভুট্টো সাক্ষাৎকারে বলেছেন, সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান সমস্যা সমাধান করতে পারে না, সেখানে যথাশীঘ্র সম্ভব বেসামরিক শাসন কায়েম করা উচিত। নসরুল্লাহ খান ভুট্টোর এ মন্তব্যের সাথে দ্বিমত প্রকাশ করে বলেন, ভুট্টোর এ উক্তি পাকিস্তানের শত্রুদের মনোবলকে দৃঢ় করবে।

ড. কিসিঞ্জার চীন থেকে পাকিস্তান প্রত্যাবর্তন করেন এবং প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সাথে একান্ত বৈঠকে মিলিত হন। পরে তিনি প্যারিসের পথে তেহরান রওয়ানা হন।

## ১২ জুলাই সোমবার ১৯৭১

পিপলস পার্টি প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো তেহরান থেকে আকস্মিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। তেহরান থেকে তাঁর কাবুল রওয়ানা হবার কথা ছিল।

জামায়াতে ইসলামীর আমীর মওলানা আবুল আলা মওদুদী এক বিবৃতিতে জনাব ভুট্টো পাকিস্তান সরকারকে শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগের সঙ্গে

আপস-মীমাংসার যে পরামর্শ দিয়েছেন তা 'রাজনৈতিক হঠকারিতা ও দুরভিসন্ধিমূলক' বলে অভিহিত করেন।

কনভেনশন মুসলিম লীগের সভাপতি ফজলুল কাদের চৌধুরী লাহোরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, তবে ভারতের দালালরা সেখানে সক্রিয় রয়েছে। এদের হুমকি মোকাবিলা করার জন্য দেশপ্রেমিক নাগরিক আজ ঐক্যবদ্ধ।

## ১৩ জুলাই মঙ্গলবার ১৯৭১

পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো করাচিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, তিনি তেহরানে বলেছিলেন বেআইনি ঘোষিত আওয়ামী লীগের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সাথে নয়, যেসব সদস্য বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না তাদের সাথে সরকারের আলোচনা করা উচিত। ঢাকায় আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে কয়েক দফা আলোচনার কথা উল্লেখ করে ভুট্টো বলেন, শেখ মুজিবুর রহমান আলোচনার প্রথম থেকেই অবাস্তব মনোভাব পোষণ করে আসছিলেন। আলোচনায় শেখ মুজিবুর রহমান যখন জাতীয় পরিষদকে দুটো কমিটিতে বিভক্ত করার কথা বলেছিলেন তখনই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ জন্যই পরে সরকার আওয়ামী লীগ বেআইনি ঘোষণা করেন এবং শেখ সাহেবকে গ্রেফতার করা হয়। তিনি বলেন, জাতীয় পরিষদ ঠিকই থাকবে। আওয়ামী লীগের যেসব সদস্য বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে যোগদান করেছেন কেবল তাঁরাই পরিষদের সদস্যপদ হারিয়েছেন।

ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জগজীবন রাম পার্লামেন্টে বলেন, বাংলাদেশ বাহিনী ভারত সরকারের কাছে আনুষ্ঠানিক সাহায্যের আবেদন জানিয়েছে।

## ১৪ জুলাই বুধবার ১৯৭১

ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী জগজীবন রাম লোকসভায় বলেন, একটি জিনিস আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে, আর তা হলো মুক্তিফৌজের সাহসিকতার ফলে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ একদিন স্বাধীন হবেই।

ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সরদার শরণ সিং লোকসভায় বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকচক্র বাংলাদেশের জনগণের ভাবাবেগের ওপর জঘন্য সামরিক হস্তক্ষেপের ফলে তার ঔপনিবেশিক চক্রান্তের মুখোশ খুলে পড়েছে। তিনি বলেন, ভারত সরকার মনে করে, বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে যারা পাকিস্তানকে অস্ত্র

সরবরাহ করেছেন তারা পক্ষান্তরে পাকিস্তানের সামরিক শাসকবর্গকে বাঙালি জনগণের ওপর নির্যাতন চালিয়ে যাবার উৎসাহ দিচ্ছেন। পাকিস্তানের সামরিক শাসকবর্গ বাংলাদেশের জনগণের ব্যাপারে অযথা হস্তক্ষেপ করছেন বলে সরকার মনে করছে।

ওয়াশিংটনে মার্কিন পররাষ্ট্র বিভাগের জনৈক মুখপাত্র বলেন, পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তানে বিরাজিত পরিস্থিতি বিবেচনা করে উন্নয়ন পরিকল্পনার একটি নয়া তালিকা পেশ না করা পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানে আর্থিক ও কারিগরি সাহায্যদান বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে পূর্ব পাকিস্তানে মানবিক সাহায্য প্রেরণ অব্যাহত থাকবে। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে পাকিস্তানে সকল রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে একটি সন্তোষজনক রাজনৈতিক সমঝোতার জন্য পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানিয়ে আসছে। অবশ্য পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে রাজনৈতিক সমঝোতায় পৌঁছানোর ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র এখন পর্যন্ত কোনো ফর্মুলার প্রস্তাব দেয়নি।

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ডা. এ. এম. মালিককে তার বিশেষ সহকারী নিযুক্ত করেন। পাকিস্তানের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরী ও পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টির সহ-সভাপতি মাহমুদ আলী ওয়াশিংটনে বিশ্বব্যাংক প্রেসিডেন্ট রবার্ট ম্যাকনামারার সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে বিশ্বব্যাংকের রিপোর্ট পর্যালোচনা করার আবেদন জানান।

## ১৫ জুলাই বৃহস্পতিবার ১৯৭১

ইসলামাবাদে জনৈক সরকারি মুখপাত্র বলেন, পাকিস্তান সরকার কমনওয়েলথের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার প্রশ্নটি বর্তমানে বিবেচনা করছে।

জামায়াতে ইসলামীর অস্থায়ী আমীর মিয়া তোফায়েল কুষ্টিয়ায় এক সমাবেশে সমাজবিরোধী কার্যকলাপ দমন ও প্রদেশব্যাপী দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য সেনাবাহিনীর প্রশংসা করে বলেন, এক ব্যক্তি এক ভোট নীতি প্রবর্তনের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া চিরদিনের জন্য পাকিস্তানে বাঙালিদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছেন। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর দল আওয়ামী লীগ নিশ্চিত ক্ষমতা দখল করে দাবি প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে বাঙালিদের এক অস্থায়ী দুর্ভোগের মুখে ঠেলে দিয়েছেন।

পাকিস্তানের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরী ও পিডিপি নেতা মাহমুদ আলী জাতিসংঘ মহাসচিব উ থান্টের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ আওয়ামী লীগের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের উদ্দেশে ভাষণদানকালে ঘোষণা করেন, সামরিক

বিজয়ই বাংলাদেশে সমস্যার একমাত্র সমাধান। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের একমাত্র উপায় দেশকে শত্রুমুক্ত করা। বৈঠকে পরিষদ সদস্যরা বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাবার শপথ গ্রহণ করেন। বৈঠকে মুক্তিবাহিনীর নৌ ও বিমান শাখা গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

## ১৬ জুলাই শুক্রবার ১৯৭১

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসাইন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুল বারি ও ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. আমিরুল ইসলামকে যথাক্রমে ঢাকা, রাজশাহী ও ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত করা হয়।

মুন্সিগঞ্জ মহকুমা শান্তি কমিটির সদস্য খলিলুদ্দিন শিকদার গেরিলা হামলায় নিহত হন।

পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আজম রাজশাহীতে বলেন, পাকিস্তানের সংহতি রক্ষা করার জন্যই কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি গঠন করা হয়েছে। দেশ থেকে রাষ্ট্রবিরোধীদের নির্মূল করার জন্য এখন দেশপ্রেমিক জনসাধারণকে একত্রিত হতে হবে।

তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পর্কে বলেন, বিচ্ছিন্নতাবাদীদের নিজেদের শক্তি নেই, তারা হিন্দুস্তানের সাহায্যের ওপর নির্ভর করে স্বাধীন হতে চায়। হিন্দুস্তানি ফৌজ এদেশ দখল করলে তাদের অধীনতা থেকে স্বাধীনতা লাভ করা কীভাবে সম্ভব?

মুক্তাঞ্চলে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের এক সমাবেশে বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম বলেন, ১৭৫৭ সালে পলাশীর আম্রকাননে আমাদের স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়েছিল আর ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের আরেকটি আম্রকাননে দাঁড়িয়ে আমরা বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানে পক্ষ থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছি। পরিষদ সদস্যদের উদ্দেশে তিনি বলেন, আপনারা মনে রাখবেন আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধারা পরাজিত হবার জন্য রণক্ষেত্রে অস্ত্র ধারণ করেনি। আমাদের বীর সন্তানেরা জয়লাভ করার জন্যই অস্ত্র ধারণ করেছে। জয় আমাদের হবেই। আপনারা জেনে রাখুন, যেখানে বিশ্বের জনমত আপনাদের পক্ষে সেখানে বিশ্বের রাষ্ট্রগুলো বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবেই। আমাদের মহান বন্ধু প্রতিবেশী ভারতবর্ষ আমাদের ৬০/৭০ লাখ শরণার্থীকে কেবল আশ্রয়ই দেয়নি, আমাদের দাবির ন্যায্যতাকে স্বীকার করে নিয়ে আমাদের সাহায্য করার জন্য স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসেছে। সে জন্য ভারত সরকারের কাছে আমি বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

## ১৭ জুলাই শনিবার ১৯৭১

রাজশাহীর সীমান্ত গ্রাম গোগরাবিলে পাকবাহিনীর সাথে সংঘর্ষে ২ জন গেরিলা নিহত ও ১ জন গ্রেফতার হন। ইস্টার্ন কমান্ডার লে. জেনারেল এ. এ. কে. নিয়াজী টাঙ্গাইল, শেরপুর ও হালুয়াঘাটস্থ সেনাবাহিনীর ঘাঁটিসমূহ পরিদর্শন করেন।

পিপলস্ পার্টির চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সাথে বৈঠকে মিলিত হন।

মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদে পাকিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য বন্ধের সুপারিশ গৃহীত হয়।

## ১৮ জুলাই রবিবার ১৯৭১

জাতিসংঘ উদ্বাস্তু হাইকমিশনার প্রিন্স সদরুদ্দিন আগা খান জেনেভায় বলেন, ভারতে পূর্ব পাকিস্তানের শরণার্থীদের জন্য আরও বিপুল পরিমাণ সাহায্য প্রয়োজন। কিন্তু তাদের স্বেচ্ছায় স্বদেশ প্রত্যাবর্তন হবে এ সমস্যার সর্বোৎকৃষ্ট সমাধান।

হামিদুল হক চৌধুরী ও মাহমুদ আলী নিউইয়র্কে এক সাংবাদিক সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তানের (বাংলাদেশ) পরিস্থিতি সম্পর্কে বিশ্বব্যাংকের রিপোর্টকে 'ভয়ঙ্কর অতিরঞ্জিত' বলে অভিহিত করে বলেন, এ রিপোর্ট লোকমুখে শোনা কাহিনীর ওপর ভিত্তি করে রচিত। তারা বলেন, পূর্ব পাকিস্তানি হানাদারদের (মুক্তিবাহিনী) আশ্রয় দেওয়ার ভারতীয় নীতি পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে সংঘর্ষ সৃষ্টির ইন্ধন হিসেবে কাজ করবে।

নরওয়ের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কেপলেন অসলোতে বলেন, নরওয়ে পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপারে কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করবে না এবং বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবে না কারণ এতে ত্রাণ কাজে জটিলতার সৃষ্টি হবে।

## ১৯ জুলাই সোমবার ১৯৭১

কাউন্সিল মুসলিম লীগ প্রধান মিয়া মমতাজ মোহাম্মদ খান দৌলতানা রাওয়ালপিন্ডিতে বলেন, জাতীয় জীবনের এ সঙ্কটকালে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি দেশদ্রোহিতামূলক।

পাকিস্তান মুসলিম লীগের সভাপতি খান আবদুল কাইউম খান বলেন, দেশের রাজনৈতিক দল হিসেবে শুধুমাত্র পাকিস্তান মুসলিম লীগই প্রথম থেকে ৬ দফার বিরোধিতা করে এসেছে, ৬ দফাকে একটি 'টাইম বোম' হিসেবে বর্ণনা করেছে।

ভারত সরকারের তথ্যানুযায়ী ভারতে বাংলাদেশের শরণার্থীদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৭০ লাখ ২১ হাজার ৪শ ৯০ জন।

ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সরদার শরণ সিং রাজ্যসভায় বলেন, বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহের ফলে কেবল বাংলাদেশের জনগণের দুর্ভোগ বৃদ্ধি পাবে না, সেইসাথে এই উপমহাদেশের শান্তি ও স্থিতিশীলতা হুমকির সম্মুখীন হবে। ভারত-মার্কিন বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ওপর তা প্রভাব ফেলতে পারে।

## ২০ জুলাই মঙ্গলবার ১৯৭১

ইসলামি সেক্রেটারিয়েটের মহাসচিব টুঙ্কু আবদুর রহমান প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সাথে ইসলামাবাদে সাক্ষাৎ করেন।

পাকিস্তানের নৌবাহিনী প্রধান ভাইস এডমিরাল মোজাফফর হাসান প্রদেশের নেভি ইউনিটগুলো পরিদর্শনের জন্য ঢাকায় আসেন।

কাউন্সিল মুসলিম লীগ সভাপতি মিয়া দৌলতানা বলেন, তাঁর দল পাকিস্তানের অস্তিত্বের বিনিময়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী নয়। তাঁর দল দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার ব্যাপারে সরকারের যে-কোনো পদক্ষেপকে স্বাগত জানাবে।

লাহোরে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে পিপলস পার্টি প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো বলেন, পূর্ব পাকিস্তানে এখানে-সেখানে কিছু বিস্ফোরণ ঘটছে কিংবা সীমান্ত এলাকায় গোলাগুলি চলছে যা মোটেই সহনীয় নয়। কিন্তু তাই বলে পুরোপুরি স্বাভাবিকতা ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বশর্ত হতে পারে না। তাঁর দল ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য আর তিন মাস ধৈর্য ধরবে, এর বেশি নয়।

ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সরদার শরণ সিং রাজ্যসভায় বক্তৃতাকালে বাংলাদেশের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ থেকে বিরত থাকার জন্য পাকিস্তান সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, শেখ মুজিবুর রহমান সাড়ে ৭ কোটি মানুষের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নেতা। তিনি বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা, বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি। একটি দেশের রাষ্ট্রপতি ও সরকার প্রধানের বিচার করার অধিকার অপর কোনো রাষ্ট্রের নেই।

## ২১ জুলাই বুধবার ১৯৭১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থমন্ত্রী এম. মনসুর আলী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও সাহায্য সংস্থা পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক সাহায্য বন্ধ করায় তাদের অভিনন্দন

জানান। তিনি বলেন, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আজ দুটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। সুতরাং বাংলাদেশের জন্য অর্থনৈতিক সাহায্য চাওয়ার কোনো অধিকার ইসলামাবাদ সরকারের নেই। তিনি বলেন, একমাত্র সাড়ে সাত কোটি বাঙালির নির্বাচিত প্রতিনিধিদের গঠিত স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ সরকারের মাধ্যমেই বাংলাদেশে বৈদেশিক সাহায্য আসতে পারে।

অর্থমন্ত্রী বলেন, ইয়াহিয়া সরকারকে সাহায্য করার অর্থই হচ্ছে বাংলাদেশে গণহত্যায় সক্রিয় অংশ নেওয়া। তিনি বলেন, যেহেতু বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র সেহেতু ২৫ মার্চের পর থেকে বাংলাদেশের যাবতীয় খাজনা ও ট্যাক্স একমাত্র বাংলাদেশ সরকারেরই প্রাপ্য। কোনো বিদেশি সরকারের এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই।

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ফাইনানসিয়াল টাইমসের সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ভারত যদি পূর্ব পাকিস্তানের যে-কোনো অংশে আক্রমণ চালায় বা এর যে-কোনো অংশ দখল করতে চেষ্টা করে তাহলে পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে এবং সে পরিস্থিতিতে পাকিস্তান একা থাকবে না। চীন ও যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য বন্ধু রাষ্ট্র পাকিস্তানের পক্ষ অবলম্বন করবে।

পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতা নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ জাতীয় পরিষদ সদস্য দেশত্যাগ করায় এই পরিষদের গুরুত্ব ও প্রয়োজন শেষ হয়ে গেছে। বর্তমানে জাতীয় পরিষদ আঞ্চলিক পরিষদে পরিণত হয়েছে।

ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং পার্লামেন্টে বলেন, পাকিস্তান যদি আক্রমণাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে তাহলে ভারত নিজেকে রক্ষার জন্য প্রস্তুত রয়েছে।

ইসলামি সেক্রেটারিয়েট মহাসচিব টুঙ্কু আবদুর রহমান ঢাকায় আসেন।

কুমিল্লা শহরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অবস্থানের ওপর মুক্তিবাহিনীর গোলাবর্ষণে সাত জন হতাহত হয়।

ঢাকায় গেরিলাদের গোপন আস্তানায় হামলা চালিয়ে সেনাবাহিনী ৬ জনকে গ্রেফতার করে এবং এন্টি পার্সোনাল মাইনসহ বিস্ফোরক দ্রব্য আটক করে।

## ২২ জুলাই বৃহস্পতিবার ১৯৭১

বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের উদ্দেশে এক ভাষণে বলেন, আমাদের মুক্তিযুদ্ধে কেবল ভারত সরকার নয়, এই মহান বন্ধু রাষ্ট্রের প্রতিটি মানুষ আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। দলমত নির্বিশেষে তারা বিনাদ্বিধায় আমাদের লাখ লাখ ছিন্নমূল মানুষকে বুকে তুলে নিয়েছেন। বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের পক্ষ থেকে আজ আমরা

ভারতের জনগণ, সরকার ও রাজ্য সরকারসমূহকে জানিয়ে দিতে চাই—আপনারা যে বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করেছেন তার প্রত্যুত্তরে বাংলাদেশের জনগণ চিরদিনের জন্য আপনাদের বন্ধুত্বের কথা স্মরণ করবেন এবং চিরকাল বন্ধুত্বের হাত আপনাদের দিকে প্রসারিত করে রাখবেন।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ সরকার যেসব পরিকল্পনা নিয়েছে তার মূল লক্ষ্য দেশ উদ্ধার। সেদিন দূরে নয় যেদিন আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি সম্পূর্ণ শত্রুমুক্ত হবে।

জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমীর মিয়া মোহাম্মদ তোফায়েল করাচিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সরকারের প্রতি এই মর্মে দাবি জানান, আওয়ামী লীগের যেসব সদস্য গোলযোগে অংশ নিয়েছিলেন, সেসব সদস্যের আসন বাতিল করে গত নির্বাচনে যারা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন সেসব শূন্য আসনে তাদের নির্বাচিত বলে ঘোষণা করতে হবে।

## ২৩ জুলাই শুক্রবার ১৯৭১

মার্কিন সিনেটে ডেমোক্র্যাট দলীয় সিনেটর স্টুয়ার্ট সিমিংটন প্রশাসনের বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃতভাবে পাকিস্তানে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ বন্ধ না করার অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, পাকিস্তানে যে অস্ত্র পাঠানো শুরু হয়েছে তা আইনসঙ্গত অধিকার বলেই বন্ধ করা যেত। কিন্তু প্রশাসন ইচ্ছা করেই সে সিদ্ধান্ত নেয়নি।

## ২৪ জুলাই শনিবার ১৯৭১

ঢাকায় সামরিক কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেন আগামীকাল (২৫ জুলাই) বেআইনি ঘোষিত আওয়ামী লীগ নেতা তাজউদ্দীন আহমদ, আবদুল মান্নান ও দি পিপল সম্পাদক আবিদুর রহমানের সম্পত্তি প্রকাশ্য নিলামে বিক্রি করা হবে।

মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন আর উইন ভারতে বাংলাদেশের শরণার্থী প্রসঙ্গে সিনেটের বিচারবিভাগীয় সাব-কমিটিতে বলেন, শরণার্থীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য পূর্ব পাকিস্তান-ভারত সীমান্তে জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক দল মোতায়েনের প্রস্তাবকে পাকিস্তান স্বাগত জানিয়েছে কিন্তু ভারত তা গ্রহণ করেনি।

## ২৫ জুলাই রবিবার ১৯৭১

প্রধান নির্বাচনি কমিশনার বিচারপতি আবদুস সাত্তার ইসলামাবাদ থেকে ঢাকায় এসে পৌঁছান।

'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসক ও গভর্নর লে. জেনারেল টিক্কা খান কুমিল্লায় বলেন, আমরা শান্তি চাই কিন্তু ভারত সীমান্ত এলাকায় উত্তেজনা জিইয়ে রেখেছে। ভারত কখনো পূর্ব পাকিস্তানি জনসাধারণের বন্ধু হতে পারে না। তিনি বলেন, শান্তিরক্ষা ও দুষ্কৃতকারীদের (মুক্তিবাহিনী) নির্মূল করার কাজে জনসাধারণকে সহযোগিতা করার উদ্দেশ্যেই শান্তি কমিটি ও রাজাকার বাহিনী গঠন করা হয়েছে।

## ২৬ জুলাই সোমবার ১৯৭১

দুই দেশের সীমান্তে অব্যাহত উত্তেজনা সম্পর্কে আলোচনার জন্য জাতিসংঘ মহাসচিব উ থান্ট ভারতীয় ও পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূতের সাথে পৃথক পৃথক বৈঠকে মিলিত হন।

মুক্তিবাহিনী কুমিল্লা শহরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অবস্থানের ওপর গোলাবর্ষণ করে। ন্যাপ প্রধান মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এক বিবৃতিতে বাম শক্তিসমূহকে মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আমরা বাম, ডান কিংবা মধ্য—যে পন্থীই হই না কেন আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত মাতৃভূমির স্বাধীনতা। তিনি বলেন, কিছু লোক সম্পূর্ণ ব্যক্তিস্বার্থে আমাদের মধ্যে বিভেদের চেষ্টা চালাচ্ছেন। আমাদের সবাইকে এসব মীর জাফর সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে।

## ২৭ জুলাই মঙ্গলবার ১৯৭১

সিনেটর প্রক্সমায়ার ও সিনেটর উইলিয়াম ম্যাক্সবি মার্কিন সিনেটে বলেন, বাংলাদেশ সংকটের অবসান হওয়া উচিত। গণহত্যা, তা যে ভূখণ্ডেই সংঘটিত হোক না কেন কখনোই সমর্থন পেতে পারে না। ধর্মীয় বিশ্বাসবোধের কারণে হাজার হাজার নরনারী-শিশু বর্বরতার শিকার হবে, তাদের ওপর ধ্বংসযজ্ঞ চলবে, কোনো সভ্য মানুষ তা মেনে নিতে পারে না। পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের রায়ের প্রতিই কেবল বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করেননি, লাখ লাখ অধিবাসীকে মাতৃভূমি ত্যাগে বাধ্য করেছে। এসব হতভাগ্য মানুষের সামনে এখন অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। পূর্ব পাকিস্তানে এখনও বেসামরিক নাগরিকদের ওপর নিপীড়ন-নির্যাতন চলছে। অধিকাংশ মানুষ সেখানে সন্ত্রস্ত অবস্থায় রয়েছে। যে-কোনো মুহূর্তে তাদের ওপর চরম ব্যবস্থা নেমে আসতে পারে বলে তারা মনে করছেন। মাতৃভূমিকে মুক্ত করার জন্য ইতোমধ্যে হাজার হাজার তরুণ গেরিলা বাহিনীতে যোগ দিয়েছে। তারা প্রশিক্ষণ নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে শুরু করেছে। এদের সংখ্যা ৩০ হাজারের কম নয়। পাকিস্তান সরকার এ মুহূর্তে প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বীদের সাথে সত্যিকার রাজনৈতিক মীমাংসার উদ্যোগ না নিলে কেবল পাকিস্তানের নয়, গোটা অঞ্চলের ভাগ্য অনিশ্চিত হয়ে পড়তে পারে।

## ২৮ জুলাই বুধবার ১৯৭১

ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার এ্যালেক ডগলাস হিউম লন্ডনে বলেন, পকিস্তানের পূর্ব অংশের জনসাধারণ যে ধরনের রাজনৈতিক সমাধানের ব্যাপারে উদগ্রীব তা একমাত্র পাকিস্তান সরকারই করতে পারেন। তিনি বলেন, পাকিস্তানে সাহায্য পাঠানোর আগে পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কাঠামোর প্রতিষ্ঠা অবশ্যই প্রয়োজন।

সিনেটর জে. ডাবলিউ. ফুলব্রাইট মার্কিন সিনেটে বলেন, যতদিন পর্যন্ত না পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে একটি সন্তোষজনক রাজনৈতিক সমঝোতা হচ্ছে এবং ভারতে অবস্থানরত শরণার্থীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির উদ্যোগ গৃহীত না হবে ততদিন পর্যন্ত পাকিস্তানে মার্কিন অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ রাখা উচিত।

ভারত সরকারের জনৈক মুখপাত্র নয়াদিল্লিতে বলেন, বাংলাদেশ থেকে প্রতিদিন ৪০ থেকে ৫০ হাজার শরণার্থী সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে আসছেন। স্বদেশে ফিরে যাওয়ার জন্য পাকিস্তান সরকারের আহ্বানের পরে ৩০ থেকে ৪০ লাখ শরণার্থী দেশত্যাগ করে ভারতে এসেছেন। ভারতে এখন প্রায় ৭০ লাখ শরণার্থী রয়েছে।

## ২৯ জুলাই বৃহস্পতিবার ১৯৭১

পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো করাচির প্রেসিডেন্ট ভবনে ইয়াহিয়া খানের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

অধিকৃত বাংলাদেশের সামরিক প্রশাসক ও গভর্নর টিক্কা খান মুক্তিবাহিনীর মোকাবিলা করার জন্য পাকিস্তানের আদর্শে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলের কর্মীদের প্রতি মুজাহিদ বাহিনী গড়ে তোলার আহ্বান জানান। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং নয়াদিল্লিতে বলেন, নিরাপত্তা পরিষদে বাংলাদেশ সমস্যা উত্থাপন করার কোনো ইচ্ছা বর্তমানে ভারতের নেই। তিনি জানান, বাংলাদেশ সঙ্কট সম্পর্কে বিবেচনা করার উদ্দেশ্যে জাতিসংঘ মহাসচিব নিরাপত্তা পরিষদের কোনো আনুষ্ঠানিক বা ঘরোয়া বৈঠক আহ্বানের পরামর্শ দেননি।

জামায়াতে ইসলামীর প্রাদেশিক আমীর অধ্যাপক গোলাম আজম ভবিষ্যৎ বংশধরদের খাঁটি পাকিস্তানি করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তক থেকে অবাঞ্ছিত অংশ বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণে গভর্নর লে. জেনারেল টিক্কা খানকে অভিনন্দন জানান। তিনি আশা করেন, জাতীয় আদর্শভিত্তিক নতুন সিলেবাস ভবিষ্যৎ নাগরিকদের খাঁটি মুসলিম হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়ক হবে।

## ৩০ জুলাই শুক্রবার ১৯৭১

ঢাকার এক নম্বর সামরিক আদালত বিশিষ্ট চলচ্চিত্র শিল্পী (চিত্রনায়িকা) কবরী চৌধুরী ও কণ্ঠশিল্পী আব্দুল জব্বারকে ১৩ আগস্টের মধ্যে এবং ছাত্রনেতা ও মুক্তিযোদ্ধা মোস্তফা মহসীন মন্টু, কামরুল আনাম খান খসরু ও আব্দুল গনি মনুকে ১৬ আগস্টের মধ্যে আদালতের সামনে হাজির হবার নির্দেশ দেয়। নির্দিষ্ট সময়ে মধ্যে উপস্থিত না হলে তাদের অনুপস্থিতিতেই বিচার অনুষ্ঠিত হবে বলে ঘোষণা করা হয়।

সামরিক আদালত মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ১৩ জন তরুণকেও আদালতে হাজির হবার নির্দেশ দেয়। আদেশে নির্দিষ্ট সময়ে হাজির না হলে তাদের অনুপস্থিতিতেই বিচার করা হবে বলে উল্লেখ করা হয়।

এরা হচ্ছেন মোহাম্মদ ইদ্রিস (চাঁদপুর), আব্দুল ওহাব (দাউদকান্দি), আব্দুর রহমান (বেগমগঞ্জ), ভুলু (সেনবাগ), মুজিবুর রহমান (দেবীদ্বার), কালু গাজী, নবী, শফি, কাফী, সাদী, মান্নান, বারেক, খালেক ও শরাফত (সবাই ঢাকার রায়পুরার বাসিন্দা)।

## ৩১ জুলাই শনিবার ১৯৭১

গেরিলা আক্রমণের আশঙ্কায় সামরিক বাহিনী ঢাকা শহর ও শহরতলীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করে।

রাওয়ালপিন্ডিতে জনৈক সরকারি মুখপাত্র ঘোষণা করেন, পাকিস্তান সরকার শিগ্‌গির বেআইনি ঘোষিত আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের দেশদ্রোহিতামূলক কর্মকাণ্ডের ওপর একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করবে। শ্বেতপত্রে শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য যে পরিকল্পনা করেছিলেন এবং তা কার্যকর করার জন্য বিদেশি রাষ্ট্রের সাথে যে ষড়যন্ত্র করেছিলেন তার ফিরিস্তি থাকবে। শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানে একটি রাজনৈতিক আন্দোলন চালানোর নামে যে মারাত্মক অপরাধ সংঘটিত হয়েছে এই সরকারি দলিলে তারও বিবরণ থাকবে।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অত্যাচারে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী বাংলাদেশের শরণার্থীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৭১ লাখ ৩৩ হাজার ৪ জন।

জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে পাঠানো এক বার্তায় বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মুশতাক আহমদ বলেন, দেশের জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে পাশ কাটিয়ে শরণার্থী সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।

## ১ আগস্ট রবিবার ১৯৭১

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান করাচিতে এক টিভি সাক্ষাৎকারে বলেন, পাকিস্তান ও ভারত সীমান্তে সংঘর্ষ চলতে থাকলে পরিণতিতে যুদ্ধ বাধতে পারে। তিনি বলেন, আমি আমার সৈন্যকে বলতে পারি না গোলাগুলি বন্ধ কর এবং নীরবে সহ্য কর। দেশরক্ষার জন্য আমি আরেক গাল পেতে দিতে পারি না। আমরা ইতোমধ্যেই পূর্ব পাকিস্তানে অভ্যন্তরীণ ও বিদেশি ধ্বংসাত্মক শক্তির বিরুদ্ধে আমাদের আদর্শগত এবং আঞ্চলিক সীমারেখা রক্ষার জন্য সংকল্প ও শক্তি প্রয়োগ করেছি।

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের প্রেস সেক্রেটারি আমিনুল হক বাদশাকে আগামী ৬ আগস্ট বেলা ১০টার মধ্যে ঢাকার সামরিক আইন আদালতে হাজির হবার নির্দেশ দেওয়া হয়। অন্যথায় তাঁর অনুপস্থিতিতে বিচার করা হবে বলে ঘোষণা করা হয়।

## ২ আগস্ট সোমবার ১৯৭১

ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার এ্যালেক ডগলাস হিউম পুনরায় উল্লেখ করেন, আমরা পূর্ব পাকিস্তানে, যেখান থেকে প্রতিদিন লোকজন দেশত্যাগ করছেন, শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সমাধান আশা করছি। তিনি বলেন, এই রাজনৈতিক সমাধানের প্রচেষ্টা পাকিস্তান সরকারকেই নিতে হবে। আমরা যত শিগ্‌গির সম্ভব একটি সমাধান দেখার জন্য অপেক্ষা করছি। কেননা, সেখানকার জনগণের অনবরত দেশত্যাগ আমাদের গভীর উদ্বিগ্ন করে তুলছে।

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বলেন, সমগ্র দেশের প্রতিনিধিত্বশীল জাতীয় পরিষদ গঠিত বেসামরিক সরকার প্রতিষ্ঠার আগে কোনো ব্যক্তি বা দলবিশেষের কাছে তিনি ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন না। তিনি তেহরানের দৈনিক কায়হান ইন্টারন্যাশনালের সাথে এক সাক্ষাৎকারে আরও বলেন, পাকিস্তানে

গোলযোগের শুরু থেকেই সোভিয়েত ও মার্কিন সরকার সঠিক নীতি অনুসরণ করে আসছেন কিন্তু ব্রিটিশ সরকার তা করছেন না। ব্রিটিশ সরকার পাকিস্তানের প্রতি অত্যন্ত বৈরীভাব পোষণ করছেন এবং পাকিস্তানের ঘরোয়া ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করছেন।

## ৩ আগস্ট মঙ্গলবার ১৯৭১

জাতিসংঘের উদ্যোগে ঢাকায় ১৫৬ জনের একটি আন্তর্জাতিক বেসামরিক প্রতিনিধি দল মোতায়েনের বিষয়ে পাকিস্তান ও জাতিসংঘের মধ্যে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত। ভারত পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্ত এলাকায় জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক দল মোতায়েন সংক্রান্ত জাতিসংঘ মহাসচিবের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে।

প্রাদেশিক মুসিলম লীগের সাধারণ সম্পাদক এ. এন. এম. ইউসুফ ঢাকায় এক দলীয় কর্মী সমাবেশে দলের সদস্যদের প্রতি রাজাকার বাহিনীতে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, জনসাধারণ বুঝতে পেরেছে, দুষ্কৃতিকারীদের ফ্যাসিস্ট তৎপরতাই আমাদের বিপর্যয়ের জন্য দায়ী।

## ৪ আগস্ট বুধবার ১৯৭১

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান এক টিভি সাক্ষাৎকারে বলেন, বেআইনি ঘোষিত আওয়ামী লীগের প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার করা হবে। তিনি বলেন, যেহেতু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের নাগরিক সেহেতু দেশের আইন অনুযায়ী তার বিচার করা হবে। তিনি বলেন, শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রদ্রোহী। শেখ মুজিব প্রকাশ্যে দেশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণার জন্য জনগণকে উত্তেজিত করেছেন।

তিনি বলেন, জাতীয় পরিষদে যেসব পূর্ব পাকিস্তানি সদস্যের আসন বহাল থাকবে এবং অপরাধ অথবা রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের জন্য যারা আসন হারিয়েছেন, খুব শীঘ্র তাদের নাম ঘোষণা করা হবে।

ইয়াহিয়া খান বলেন, আওয়ামী লীগকে বেআইনি ঘোষণা করা হলেও এর যেসব সদস্য জাতীয় পরিষদের আসন লাভ করেছেন তাদের সদস্য পদ বাতিল করা হয়নি। কেবল যারা রাষ্ট্রদ্রোহী তাদের সদস্য পদ বাতিল করা হবে এবং এসব শূন্য পদে উপনির্বাচন হবে।

তিনি বলেন, একমাত্র সীমান্ত এলাকা ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে। সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপের ফলে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন ও উত্তেজনার সমাপ্তি ঘটেছে।

জেনারেল ইয়াহিয়া বলেন, পূর্ব পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপ পূর্ব পরিকল্পিত ছিল না। যখন দেখা গেল শেখ মুজিবুর রহমান কোনো অবস্থাতেই নত হবেন না তখন তিনি জনগণের জীবন বিপদমুক্ত করার জন্য সেনাবাহিনী ডাকতে বাধ্য হন। তিনি বলেন, সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে গণহত্যা চালাচ্ছে বলে যে প্রচারণা চলছে তা জঘন্য মিথ্যা। সেখানে নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ক্ষুদ্রসংখ্যক সশস্ত্র বিদ্রোহী সরকারের সাথে যুদ্ধ করে। তাদের উৎখাত করার জন্য সেনাবাহিনীকে দায়িত্ব পালন করতে হয়। বিদ্রোহীদের দমন করতে অনেক সময় দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে হয়। পৃথিবীতে এ রকম অনেক নজির আছে।

ইসলামাবাদে ঘোষণা করা হয় ভারত ও পূর্ব পাকিস্তান উভয় সীমান্তে জাতিসংঘ উদ্বাস্তু হাইকমিশনারের সীমিতসংখ্যক প্রতিনিধি নিয়োগে জাতিসংঘ মহাসচিব যে প্রস্তাব করেছেন পাকিস্তান তা গ্রহণ করেছে।

মুক্তিবাহিনী জামালপুরে পাকবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটির ওপর আক্রমণ চালায়। এখানে উভয় পক্ষের বিপুল অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ ও জানমালের ক্ষয়ক্ষতি হয়।

## ৫ আগস্ট বৃহস্পতিবার ১৯৭১

মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদ পাকিস্তানে সামরিক সাহায্য প্রদান বন্ধ সংক্রান্ত প্রস্তাব পাস করায় বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়।

মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদে পাকিস্তানে সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য স্থগিতের একটি বৈদেশিক বিল পাস হয়

মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী টুঙ্কু আব্দুর রহমান বাংলাদেশ বিষয়ে পাকিস্তানের সঙ্কট সম্পর্কে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিংয়ের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হন।

পাকিস্তান সরকার বাংলাদেশ সঙ্কট সম্পর্কে এক শ্বেতপত্র প্রকাশ করে। এ শ্বেতপত্রে বলা হয় পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের ২৫ দিনের অসহযোগ আন্দোলনের ফলে গুরুতরভাবে বিনষ্ট সরকারি কর্তৃত্ব পুনরুদ্ধারে সামরিক বাহিনীকে আদেশ দেওয়া হয়েছিল। এতে আরও বলা হয় আওয়ামী লীগ ভারতীয়দের যোগসাজশে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের অনুকূলে দেওয়া নির্বাচকমণ্ডলীর রায়কে বিচ্ছিন্নতার প্রচেষ্টায় সম্প্রসারিত করার পরিকল্পনা করেছিল। সাধারণ নির্বাচনের পর শেখ মুজিবুর রহমান ফেডারেল ধরনের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন সম্পর্কে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর ব্যাপারে বাধা সৃষ্টি করেছেন। তিনি এ সময় অচলাবস্থার সৃষ্টি করে সরকারের কর্তৃত্ব অস্বীকার করতে শুরু করেন এবং শেষ পর্যায়ে কনফেডারেশন গঠন ও অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা বলেন।

শ্বেতপত্রে বলা হয় : ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস এবং আওয়ামী লীগের কর্মী বাহিনীর বিদ্রোহীরা সংগঠিত হয়ে সন্ত্রাসবাদী কায়দায় পাকিস্তানিদের নিধন করে। সশস্ত্র ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীদের সক্রিয় সাহায্যে আওয়ামী লীগ ২৬ মার্চ ভোরে সশস্ত্র বিদ্রোহের পরিকল্পনা করে। ইতোমধ্যে তারা প্রদেশের প্রতিটি শহরে আক্রমণাত্মক তৎপরতা শুরু করে। সর্বশেষে জিরো আওয়ারের চূড়ান্ত প্রস্তুতি হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমান সাবেক কর্নেল এম. এ. জি. ওসমানীকে বিদ্রোহী বাহিনীর অধিনায়ক নির্বাচিত করেন। মেজর জেনারেল (অব.) মজিদ ও লে. কমান্ডার (অব.) মোয়াজ্জেমকে প্রাক্তন সৈনিকদের সমর্থন আদায়ের দায়িত্ব প্রদান করেন। তাদের পরিকল্পনা ছিল বিমান বা সমুদ্র পথে পাকবাহিনীর অবতরণ বন্ধ করার জন্য ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিকরা ঢাকা ও চট্টগ্রাম দখল করে নেবে। ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস ও পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা আওয়ামী লীগের সশস্ত্র কর্মী বাহিনীর সহযোগিতায় ক্যান্টনমেন্টসমূহ দখল করবে। প্রথম সাফল্যের পর ভারতীয় সেনাবাহিনী তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে। কিন্তু ২৫-২৬ মার্চ আঘাত হানার নির্ধারিত সময়ের কয়েক ঘণ্টা আগেই পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পদক্ষেপ গ্রহণ করে বিচ্ছিন্নতাবাদী উদ্যোগ ব্যর্থ করে দেয়।

## ৬ আগস্ট শুক্রবার ১৯৭১

ইসলামাবাদে জনৈক সরকারি মুখপাত্র বলেন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কাছে চীনা প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই এক পত্রে আশ্বাস দিয়েছেন, ভারত যদি পাকিস্তান আক্রমণ করে তাহলে চীন পাকিস্তানকে পূর্ণ সমর্থন দান করবে।

সিনেটর কেনেডি বাংলাদেশের শরণার্থীদের সমস্যার প্রতি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও বাস্তববর্জিত নীতি গ্রহণের জন্য নিক্সন প্রশাসনকে অভিযুক্ত করেন। সিনেটের উদ্বাস্তু বিষয়ক বিচার বিভাগীয় উপপরিষদের চেয়ারম্যান সিনেটর কেনেডি বলেন, পাকিস্তানকে সামরিক সাহায্য দেওয়ার ফলেই উদ্বাস্তু সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

সাবেক ব্রিটিশমন্ত্রী জন স্টোন হাউস পার্লামেন্টে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির জন্য চাপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সাথে আলোচনা করার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, শেখ মুজিবকে মুক্তি দিলে পূর্ব পাকিস্তানে একটি রাজনৈতিক মীমাংসায় পৌঁছানো সম্ভব হবে।

ভারতীয় লোকসভার সাড়ে চার শয়েরও বেশি সদস্য জাতিসংঘ মহাসচিব উ থান্টের কাছে লিখিত এক স্মারকলিপিতে পাকিস্তানের কারাগারে আটক

বাংলাদেশের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের আসন্ন বিচার বন্ধ করার ব্যাপারে সাহায্যের আবেদন জানান। তাঁরা বাংলাদেশের নেতার নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করেন।

## ৭ আগস্ট শনিবার ১৯৭১

বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে পাকিস্তান সরকার প্রকাশিত বাংলাদেশ সংক্রান্ত শ্বেতপত্রের বিবরণকে মিথ্যার বেসাতি বলে মন্তব্য করা হয়।

ঢাকার সামরিক কর্তৃপক্ষ বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী এলাকায় দলত্যাগী সৈনিক ও বিচ্ছিন্নতাবাদী বিদ্রোহীরা ভারতের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় প্রকাশ্য আক্রমণ শুরু করেছে।

পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আজম কুষ্টিয়ায় শান্তি কমিটির এক সভায় বলেন, আওয়ামী লীগ ও এর প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান ভারতের সাথে মৈত্রী স্থাপন করে জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। এ বিশ্বাসঘাতকতার জন্য ভবিষ্যৎ বংশধরেরা কখনো তাদের ক্ষমা করবে না। তিনি বলেন, শেখ মুজিব ও তাঁর ভারতপন্থী আওয়ামী লীগ সদস্যদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর বীর জওয়ানরা যথাসময়ে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিলে জনগণের দুর্ভোগের সীমা থাকত না। তিনি দেশের অখণ্ডতা রক্ষা করায় সেনাবাহিনীকে ধন্যবাদ জানান। মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকার এবং রাষ্ট্রবিরোধীদের দমনে শান্তি কমিটি, রাজাকার, মুজাহিদ বাহিনী ও সেনাবাহিনীর সাথে সহযোগিতা করার জন্য জামায়াত কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান।

## ৮ আগস্ট রবিবার ১৯৭১

সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী আঁদ্রে গ্রোমিকো বাংলাদেশ প্রশ্নে আলোচনার জন্য বিশেষ সফরে নয়াদিল্লিতে আসেন।

পাকিস্তানের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরী ও পিডিপি নেতা মাহমুদ আলী লন্ডনে এক বিবৃতিতে বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতিদানের ব্যাপারে ভারতকে নিবৃত্ত করার জন্য সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী আঁদ্রে গ্রোমিকোর প্রতি আহ্বান জানান।

বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানের প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে তাঁর জীবননাশের প্রহসনমূলক বিচার

অনুষ্ঠান থেকে বিরত না হলে এর দায়ভাগ ইয়াহিয়াকে বহন করতে হবে। সৈয়দ নজরুল ইসলাম অবিলম্বে বাংলাদেশের নেতার প্রহসনমূলক বিচার বন্ধের উদ্দেশ্যে ইয়াহিয়া খানের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য বিশ্বনেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানান।

ভারতীয় লোকসভায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং এক বিবৃতিতে পাকিস্তান সরকার সামরিক আদালতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির বিচার অনুষ্ঠানের ঘোষণায় ভারত সরকারের উদ্বেগ ও ক্ষোভের কথা জানান। তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বিশ্ব নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানান।

## ৯ আগস্ট সোমবার ১৯৭১

রাওয়ালপিন্ডিতে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের সদর দফতর থেকে ঘোষণা করা হয় : পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ও অন্যান্য অভিযোগে বিশেষ সামরিক আদালতে বেআইনি ঘোষিত আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার করা হবে। আগামী ১১ আগস্ট বিচার শুরু হবে। বিচারের বিবরণ গোপন রাখা হবে। অভিযুক্তকে আত্মপক্ষ সমর্থন ও আইনজীবী নিয়োগের সুযোগ দেওয়া হবে। তবে আইনজীবীকে পাকিস্তানি নাগরিক হতে হবে।

হাজার হাজার লোক নয়াদিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বাংলাদেশ নীতির প্রতি সমর্থন জানিয়ে মিছিল করে। কংগ্রেস আয়োজিত এ মিছিলে নেতৃত্ব দেন দলের সভাপতি দামোদারাম সঞ্জীব। মিছিলকারীরা পার্লামেন্ট ভবনের সামনে পৌঁছলে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও দলের উচ্চপদস্থ নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা করেন।

## ১০ আগস্ট মঙ্গলবার ১৯৭১

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী উইলিয়াম রজার্স বাংলাদেশ প্রশ্নে পাকিস্তান—ভারত পরিস্থিতি নিয়ে জাতিসংঘ সদর দফতরে মহাসচিব উ থান্টের সাথে আলোচনা করেন। চার ঘণ্টাব্যাপী এ বৈঠকে জাতিসংঘে মার্কিন রাষ্ট্রদূত জর্জ বুশ উপস্থিত ছিলেন।

পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিবুর রহমানের বিচারের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর তাতে উদ্বেগ প্রকাশ করে। মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র জন কিং বলেন, কয়েক সপ্তাহ আগে শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার করা হবে বলে প্রথম যে খবর বের হয় সে সময় যুক্তরাষ্ট্র সরকারের মতামত পাকিস্তান সরকারকে জানিয়ে দেওয়া হয়। তিনি বলেন, মানবিক কারণে আমাদের উদ্বেগ পাকিস্তান সরকারের কাছে প্রকাশ করেছি। শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে এ মুহূর্তে ব্যবস্থা গ্রহণ পূর্ব পাকিস্তানে শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সমাধানের সম্ভাবনার ওপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে বলে আমরা উল্লেখ করেছি।

## ১১ আগস্ট বুধবার ১৯৭১

নেজামে ইসলামীর সহ-সভাপতি মওলানা সৈয়দ মাহমুদ আল-মাদানী ঢাকার মীরকাদিমে শান্তি কমিটির এক সভায় বক্তৃতাকালে গেরিলা হামলায় ঘটনাস্থলেই নিহত হন। হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে বোমা বিস্ফোরিত হলে তিন ব্যক্তি আহত হয়। দিনাজপুরে গেরিলাদের পুতে রাখা মাইন বিস্ফোরণে একটি বাস সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে যায়।

জামায়াতে ইসলামীর প্রাদেশিক আমীর অধ্যাপক গোলাম আজম এক বিবৃতিতে বলেন, তথাকথিত বাংলাদেশ আন্দোলনের সমর্থকরা ইসলামের দুশমন। তারা ইতোমধ্যে বহু ঈমানদার ও দেশপ্রেমিককে হত্যা করেছে। তিনি বলেন, দু-একজন নেতাকে হত্যা করে পূর্ব পাকিস্তানে ইসলামি জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে স্তব্ধ করা যাবে না।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গোপন বিচার শুরু বিশেষ সামরিক আদালতে।

## ১২ আগস্ট বৃহস্পতিবার ১৯৭১

ঢাকা থেকে ২৫ মাইল দূরে আড়িখোলায় মুক্তিবাহিনী রেল ব্রিজ উড়িয়ে দেয়।

লন্ডনে পাকিস্তানের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরী ব্রিটিশ মন্ত্রীদের সাথে সাক্ষাৎকালে বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ বর্তমানে যেসব অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে, তা সেনাবাহিনীর সৃষ্ট নয়। এর জন্য দায়ী সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারীরা (মুক্তিযোদ্ধা)।

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী উইলিয়াম রজার্স ওয়াশিংটনে পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূতের কাছে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের ভাগ্য সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার সম্পর্কে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ওপর প্রভাব বিস্তারের জন্য জাতিসংঘ মহাসচিব ও ২৪টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের প্রতি আবেদন জানান। বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান মুজিবনগরে বলেন, মুক্তিযুদ্ধ এখন কেবল মুক্তিফৌজ ও দখলদার পাকিস্তানি বাহিনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এই লড়াই এখন জনযুদ্ধে পরিণত হয়েছে। দেশবাসী হানাদারদের বিতাড়িত করে স্বদেশভূমিকে মুক্ত করতে বদ্ধপরিকর।

## ১৩ আগস্ট শুক্রবার ১৯৭১

ঢাকায় ধোলাইখাল এলাকায় গেরিলা-সেনাবাহিনী গুলি বিনিময়। রংপুরে কৈগাড়ী ও ভুরুঙ্গামারীতে তুমুল সংঘর্ষ।

সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি পশ্চিমবঙ্গে শরণার্থী শিবিরসমূহ পরিদর্শন শেষে নয়াদিল্লি পৌঁছান এবং ভারতের রাষ্ট্রপতি ভি. ভি. গিরির সাথে বৈঠকে মিলিত হন।

জাতিসংঘ মহাসচিব উ থান্ট এক বিবৃতিতে বাংলাদেশের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার প্রসঙ্গকে জাতিসংঘ সনদে উল্লিখিত মানবিক বিষয়ের পরিপন্থী মন্তব্য করে বলেন, শেখ মুজিবুর রহমানের মামলা সম্পর্কে কোনো আইনগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ পাকিস্তান সীমান্তের বাইরে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে। কেননা, তাঁর বিচার প্রসঙ্গটি মানবিক উদ্বেগের সীমা ছাড়িয়ে গেছে।

বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কিছু হলে সারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। পাকিস্তান সরকারের কোনো অধিকার নেই বঙ্গবন্ধুর বিচার অনুষ্ঠানের। তিনি এ ব্যাপারে বিশ্ব শক্তিবর্গের হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

ঢাকায় মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে প্রচারপত্র বিলি করার সময় ১২ জনকে গ্রেফতার করা হয়।

## ১৪ আগস্ট শনিবার ১৯৭১

পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির উদ্যোগে ঢাকায় আয়োজিত এক আলোচনা সভায় প্রাদেশিক জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আজম বলেন, এবার শুধু তারাই স্বাধীনতা দিবস পালন করছে যারা পাকিস্তানকে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসে। তিনি বলেন, পাকিস্তানের ঘরে-বাইরে শত্রুর অভাব নেই। তবু একথা এক শ ভাগ সত্য, পাকিস্তান টিকে থাকার জন্যই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তিনি বলেন, আমরা পাকিস্তানকে অখণ্ড রাখার জন্য সংগ্রাম করছি। এ দেশ টিকে না থাকলে আমাদের মুসলমান হিসেবে টিকে থাকা মুশকিল হবে। বিভ্রান্ত বাঙালি ভাইরা যদি এ কথা না বোঝে তা হলে তাদের এদেশে থাকার কোনো অধিকার নেই। ভারতকে যদি তারা বন্ধু ভাবে তাহলে তাদের সেখানে চলে যাওয়া উচিত।

সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করেন। পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবসের দিন মুক্তিবাহিনী, মুক্তিফৌজ, গেরিলা ও নৌ-কমান্ডোরা একযোগে বিভিন্ন শহর, গুরুত্বপূর্ণ এলাকা, নৌবন্দরগুলোতে হামলা চালায়। চট্টগ্রাম ও খুলনায় নৌ-কমান্ডোদের লিমপেট মাইনে বেশ কয়েকটি শত্রুজাহাজ ঘায়েল হয়।

## ১৫ আগস্ট রবিবার ১৯৭১

মার্কিন সিনেটের উদ্বাস্তু সংক্রান্ত সাব-কমিটির চেয়ারম্যান সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি নয়াদিল্লিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিংয়ের সাথে বাংলাদেশ প্রসঙ্গ ও শরণার্থী পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন।

খুলনার কচুয়া থানার মাধবকাটিতে মুক্তিবাহিনীর সাথে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সংঘর্ষ। নেত্রকোনায় কান্দুলিয়া রেল সেতুতে মাইন বসানোর সময় গেরিলাদের সাথে পাকিস্তানি বাহিনীর গুলি বিনিময়।

পাকিস্তানের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরী লন্ডনে বলেন, যারা স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখছেন তারা মীর জাফরের মতোই ভুল করছেন। মীর জাফর বাংলার স্বাধীনতা বিকিয়ে দিয়েছিল।

মুক্তিবাহিনীর নৌ-কমান্ডোরা চট্টগ্রাম, খুলনা, নারায়ণগঞ্জ ও চাঁদপুরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নৌ-জাহাজ ধ্বংস করে সারাবিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

## ১৬ আগস্ট সোমবার ১৯৭১

১৪ জন জাতীয় পরিষদ সদস্যকে ২২ আগস্ট সকাল ১০টার মধ্যে নাটোরের ২ নং সেক্টরের উপ-সামরিক আইন প্রশাসকের আদালতে হাজির হবার নির্দেশ। অন্যথায় অনুপস্থিতিতে তাদের বিচার অনুষ্ঠানের ঘোষণা। এরা হচ্ছেন রিয়াজুদ্দিন আহমেদ, মোশাররফ হোসেন চৌধুরী, মতিউর রহমান, মফিজ আলী, মোহাম্মদ চৌধুরী, মোঃ আজিজুর রহমান, শাহ মাহতাব আহমেদ, মজিবুর রহমান, মোতাহার হোসেন তালুকদার, আবদুল আউয়াল, আবদুল মোমিন তালুকদার, আবু সাইয়িদ, এ. বি. এম. মোকসেদ আলী ও অধ্যাপক মোঃ ইউসুফ আলী।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী নয়াদিল্লিতে বলেন, বাংলাদেশের সঙ্কটজনিত পরিস্থিতি স্বাধীনতার পর ভারতের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। বিপুল শরণার্থীর চাপে ভারতের অর্থনীতি সঙ্কটের মুখে।

## ১৭ আগস্ট মঙ্গলবার ১৯৭১

লাহোরে পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আজম বলেন, ভারত পাকিস্তানকে দ্বিখণ্ডিত করার ব্যাপারে সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারী (মুক্তিযোদ্ধা) পাঠিয়ে প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে এবং যুদ্ধের মাধ্যমেই পাকিস্তানকে তার জবাব দিতে হবে। তিনি বলেন, আর সময় নষ্ট নয়, ভারতের ওপর আক্রমণ চালিয়ে আসাম দখল করা উচিত। গোলাম

আজম আওয়ামী লীগের ৮৮ জন জাতীয় পরিষদ সদস্যের আসন বহাল থাকায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

'খ' অঞ্চলের সামরিক প্রশাসক লে. জেনারেল টিক্কা খান আওয়ামী লীগের ১৬ জন জাতীয় পরিষদ সদস্যকে ২৩ আগস্টের মধ্যে সামরিক আদালতের সামনে হাজির হবার নির্দেশ দিয়ে বলেন, তারা হাজির না হলে অনুপস্থিতিতেই তাদের বিচার করা হবে। এঁরা হচ্ছেন আনোয়ার রহমান তালুকদার, মোহাম্মদ বায়তুল্লাহ, খালিদ আলী মিয়া, শাহ মোহাম্মদ জাফরউল্লাহ, এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান, আমিরুল ইসলাম, আজিজুর রহমান আক্কাস, আবু আহমদ আবজালুর রশিদ, কামরুজ্জামান, ইকবাল আনোয়ারুল ইসলাম, সুবোধ কুমার মিত্র, খোন্দকার আবদুল হাফিজ, সোহরাব হোসেন, এম. রওশন আলী, মোহাম্মদ মহসীন ও শহীদ উদ্দিন।

## ১৮ আগস্ট বুধবার ১৯৭১

নওগাঁর কুলফতিপুর গ্রামে মুক্তিবাহিনীর সাথে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর মুখোমুখি লড়াই। খুলনার উদয়পুরে গেরিলা-রাজাকার সংঘর্ষ। বগুড়া শহরে গেরিলা হামলা।

## ১৯ আগস্ট বৃহস্পতিবার ১৯৭১

পাকিস্তান সরকারের ঘোষণা পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যপদে অধুনালুপ্ত আওয়ামী লীগের টিকিটে নির্বাচিত ৯৪ জন সদস্যের সদস্যপদ ব্যক্তিগত পর্যায়ে বহাল থাকবে।

পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলে (বাংলাদেশ) যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য সমন্বয়কারী মরিস উইলিয়ামস ও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের মধ্যে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

ওয়াশিংটনে মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র রবার্ট ম্যাকক্লস্কি বলেন, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বাংলাদেশে গণহত্যা চালিয়েছে বলে সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি যে অভিযোগ করেছেন যুক্তরাষ্ট্র সরকার তার সাথে একমত নন।

ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর টিক্কা খান ও পিডিপি নেতা নসরুল্লাহ খান বৈঠকে মিলিত হন।

সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল টিক্কা খান আওয়ামী লীগের ২৯ জন জাতীয় পরিষদ সদস্যকে সামরিক আদালতের সামনে হাজির হবার নির্দেশ দেন। এঁরা হলেন আবদুল মমিন, আবদুল হামিদ, জিল্লুর রহমান, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মৌলবী হুমায়ুন খালিদ, শামসুর রহমান, তাহের উদ্দিন ঠাকুর, আলী আজম, আবদুস সামাদ আজাদ, মোহাম্মদ আবদুর রব, মোস্তাফা আলী, এ. কে.

লতিফুর রহমান চৌধুরী মানিক, দেওয়ান ফরিদ গাজী, মোহাম্মদ ইলিয়াস, ফজলুর রহমান, এ. কে. এম. শামসুজ্জোহা, আবদুল করিম বেপারী, এ. ভুঁইয়া, শামসুল হক, কে. এম. ওবায়দুর রহমান, মোল্লা জালালউদ্দীন, শামসুদ্দিন মোল্লা, এম. এ. গফুর, শেখ আবদুল আজিজ, নূরুল ইসলাম মঞ্জুর, এ. মান্নান হাওলাদার, আবদুর রব সেরনিয়াবাত এবং এনায়েত হোসেন খান।

## ২০ আগস্ট শুক্রবার ১৯৭১

করাচির মাসরুর বিমান ঘাঁটির ইনস্ট্রাক্টর ফ্লাইয়ার ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য পাকিস্তান বিমান বাহিনীর একটি ট্রেইনার জেট বিমান হাইজ্যাক করে মুজিবনগরে পালিয়ে আসার সময় দুর্ঘটনায় নিহত হন। তাঁর অসীম সাহসিকতার জন্য মরণোত্তর বীরশ্রেষ্ঠ খেতাব দেওয়া হয়।

সামরিক আইন প্রশাসক লে. জেনারেল টিক্কা খান ১৩ জন জাতীয় পরিষদ সদস্যকে সামরিক আদালতের সামনে হাজির হবার নির্দেশ দেন। এঁরা হচ্ছেন আওয়ামী লীগের মিসেস নূরজাহান মোরর্শিদ, মিজানুর রহমান চৌধুরী, এম. ওয়ালিউল্লাহ, কাজী জহিরুল কাইয়ুম, খোন্দকার মোশতাক আহমদ, খোরশেদ আলম, নূরুল ইসলাম চৌধুরী, মোহাম্মদ ইদ্রিস, মোস্তাফিজুর রহমান, খালেদ মোহাম্মদ আলী, খাজা আহমদ, নূরুল হক এবং মোহাম্মদ হানিফ।

রাওয়ালপিন্ডিতে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের সদর দফতর থেকে এক প্রেসনোটে বলা হয় : বেআইনি আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান প্রখ্যাত আইনজীবী এ. কে. ব্রোহীকে বিশেষ সামরিক আদালতে তাঁর পক্ষ সমর্থনের জন্য মনোনীত করেছেন। প্রেসনোটে উল্লেখ করা হয়, আওয়ামী লীগ প্রধান গত ১১ আগস্ট বিশেষ সামরিক আদালতে প্রথম উপস্থিত হবার পর আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তিন জন আইনজীবীর নামের তালিকা প্রদান করেন। গত ১১ আগস্ট পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার অভিযোগে শেখ মুজিবুর রহমানের রুদ্ধদ্বার কক্ষে বিচার শুরু হয়েছে। মামলার সমস্ত শুনানি গোপন রাখা হবে।

## ২১ আগস্ট শনিবার ১৯৭১

জাতিসংঘের মহাসচিব উথান্ট আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের গোপন বিচার বন্ধ রাখার জন্য যে বিবৃতি দেন জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় পরিষদ তার সমালোচনা করে বলে, জাতিসংঘ মহাসচিব এ ব্যাপারে ক্ষমতা বহির্ভূত হস্তক্ষেপ করেছেন। পরিষদে গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয়, শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার অনুষ্ঠান পাকিস্তান সরকারের নিজস্ব বিষয়। এ ব্যাপারে জাতিসংঘ মহাসচিবের হস্তক্ষেপ করার কোনো অধিকার নেই।

পূর্ব পাকিস্তান সরকার আনসার অধ্যাদেশ ১৯৪৮ বাতিল করে 'রাজাকার অধ্যাদেশ ১৯৭১' জারি করে।

সুন্দরবনে মুক্তিবাহিনী ও পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। যুদ্ধে মুক্তিসেনাদের নেতৃত্ব দেন রাইফেলস্-এর ক্যাপ্টেন নাজমুল হুদা।

## ২২ আগস্ট রবিবার ১৯৭১

পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো বলেন, জনগণ চায় পিপলস পার্টির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হোক। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ বেআইনি ঘোষিত হবার পর তাঁর দলই এখন কেবল পাকিস্তানের বৃহত্তম দল নয়, জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল।

## ২৩ আগস্ট সোমবার ১৯৭১

ঢাকায় প্রাদেশিক সরকারের জনৈক মুখপাত্র বলেন, বেআইনি ঘোষিত আওয়ামী লীগের টিকিটে নির্বাচিত সব সদস্যকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ৮৮ জন এমএনএ ও ৯৪ জন এমপিএ-র বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি। ফলে তাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এই সঙ্কট মুহূর্তে অর্পিত দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসতে তাদের দ্বিধাবোধ করা উচিত নয়। সরকার তাদের পূর্ণ নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়েছে।

লাহোরে পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আজম বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের ভারতীয় চরদের (মুক্তিযোদ্ধা) প্রধান শিকার জামায়াতে ইসলামীর কর্মীরা। বিচ্ছিন্নতাবাদীদের (আওয়ামী লীগ) বিরোধিতা করার জন্য সেখানে বহু জামায়াত কর্মী দুষ্কৃতকারীদের (মুক্তিযোদ্ধা) হাতে প্রাণ হারিয়েছে। একমাত্র জামায়াতে ইসলামী প্রদেশের প্রতিটি অংশে দুষ্কৃতকারীদের মোকাবিলা করছে।

## ২৪ আগস্ট মঙ্গলবার ১৯৭১

সাতক্ষীরার আশাশুনিতে মুক্তিবাহিনীর আক্রমণে রাজাকার ক্যাম্প ধ্বংস। রাওয়ালপিন্ডিতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার বিশেষ সহকারী ডা. এ. এম. মালেক প্রেসিডেন্টের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

জামায়াতে ইসলামীর মহাসচিব চৌধুরী রহমত লাহোরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, দেশ থেকে সামরিক শাসন তুলে কোনো বেসামরিক সরকার প্রতিষ্ঠার সময় এখনও আসেনি।

## ২৫ আগস্ট বুধবার ১৯৭১

রাওয়ালপিন্ডিতে ভুট্টো-ইয়াহিয়া বৈঠক। জামায়াতের প্রাদেশিক আমীর অধ্যাপক গোলাম আজম পেশোয়ারে বলেন, সেনাবাহিনী বিদ্রোহীদের বিশ্বাসঘাতকতা থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে রক্ষা করেছে। দুষ্কৃতকারী ও অনুপ্রবেশকারীদের খতম করার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছেন। ইয়াহিয়া—ডা. এ. এম. মালিক বৈঠক।

## ২৬ আগস্ট বৃহস্পতিবার ১৯৭১

রাওয়ালপিন্ডিতে ইয়াহিয়ার উপদেষ্টাদের সাথে পিপলস পার্টির বিশেষজ্ঞ দলের আলোচনা।

টাঙ্গাইলের নগর জলপাই গ্রামে কাদেরিয়া বাহিনীর সাথে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর মুখোমুখি সংঘর্ষ।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি আবদুস সাত্তার রাওয়ালপিন্ডিতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সাথে সাক্ষাৎ করেন।

## ২৭ আগস্ট শুক্রবার ১৯৭১

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার বিশেষ সহকারী ডা. এ. এম. মালিক ইসলামাবাদে বলেন, ইয়াহিয়া খান দেশে একটি বেসামরিক সরকার গঠনে আগ্রহী।

বাংলাদেশ সরকারের মুখপাত্র মিজানুর রহমান চৌধুরী মুজিবনগরে এক বিবৃতিতে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক মোতায়েন না করার জন্য মহাসচিব উথান্টের প্রতি আহ্বান জানান।

## ২৮ আগস্ট শনিবার ১৯৭১

জাতিসংঘে মার্কিন রাষ্ট্রদূত জর্জ বুশ মহাসচিব উ থান্টের সাথে সাক্ষাৎ করে জানান, পূর্ব পাকিস্তানের মার্কিন সাহায্য সমন্বয়ের জন্য মার্কিন টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে।

বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের সদস্য মনোনীত হন। এর আগে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের ফলে পাকিস্তান সরকারের অনুরোধে এই কমিশনের সদস্যপদ থেকে তাঁর মনোনয়ন প্রত্যাহার করা হয়।

সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি ও ভারতে নিযুক্ত সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত চেস্টার বোল্স বাংলাদেশের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে শাস্তি দেওয়া হলে পাকিস্তানের সব ধরনের মার্কিন সাহায্য বন্ধ করে দেওয়ার জন্য দাবি জানিয়ে প্রচার অভিযান শুরু করেন।

পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আজম বলেন, স্লোগান আওড়িয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মোকাবিলা করা যাবে না। সব দ্বিধাদ্বন্দ্ব ভুলে সেনাবাহিনীকে সহযোগিতা করুন। রাজাকার বাহিনীতে যোগ দিন।

## ২৯ আগস্ট রবিবার ১৯৭১

পেশোয়ারে ইয়াহিয়া-কাইউম খান (মুসলিম লীগ সভাপতি) বৈঠক। করাচিতে ভুট্টো-নে কুন চুন (পাকিস্তানে চীনা কনস্যুলেট জেনারেল) দুঘণ্টাব্যাপী বৈঠক। টাঙ্গাইলের সাংলাপাড়ায় সেনাবাহিনীর ওপর কাদেরিয়া বাহিনীর আক্রমণ।

## ৩০ আগস্ট সোমবার ১৯৭১

ব্রিটেন ও ব্রিটিশ উপনিবেশগুলোকে পাকিস্তানের আঞ্চলিক অখণ্ডতার বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক আন্দোলন চালানোর কাজে ব্যবহার করার বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারের কাছে পাকিস্তান সরকারের 'প্রতিবাদ'। প্রতিবাদলিপিতে বলা হয়, ব্রিটিশ সরকার ও হংকং প্রশাসন সেখানে আশ্রয়প্রার্থী বাঙালি বিদ্রোহীদের প্রতি নমনীয় মনোভাব প্রদর্শন করছে এবং বিদ্রোহীদের ব্রিটেনে থাকার অনুমতি দিয়েছে। বিদ্রোহীদের বিবিসি বেতার ও টেলিভিশন ব্যবহার করতে দেওয়া হয়েছে। বহু ব্রিটিশ নাগরিক পাকিস্তানে ধ্বংসাত্মক কাজ চালানোর জন্য তহবিল সংগ্রহ এবং অস্ত্র ক্রয় করতে বিদ্রোহীদের সাথে হাত মিলিয়েছেন।

রাওয়ালপিন্ডিতে কাউন্সিল মুসলিম লীগের খাজা খয়রুদ্দিন ও মওলানা শফিকুল ইসলাম প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সাথে দেখা করেন।

## ৩১ আগস্ট মঙ্গলবার ১৯৭১

ডা. এ. এম. মালিক ও লে. জেনারেল আমীর আবদুল্লাহ নিয়াজী পূর্ব পাকিস্তানের যথাক্রমে গভর্নর ও সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত হন।

সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি ওয়াশিংটনে এক বিবৃতিতে বলেন, পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক নির্যাতনের বদলে শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সমঝোতার ব্যবস্থা না করা হলে পাকিস্তানের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করা উচিত।

## ১ সেপ্টেম্বর বুধবার ১৯৭১

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান বলেন, ভারত যদি পাকিস্তানের কোনো এলাকা দখলের চেষ্টা করে তাহলে পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হবে। তিনি বলেন, দেশের পূর্বাঞ্চলে সীমান্তের কোনো কোনো এলাকা ছাড়া সবকিছুই সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। সীমান্ত পরিস্থিতি মোটেই শান্ত নয়।

নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ মিশনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।

ঢাকার সামরিক কর্তৃপক্ষ চার জন অধ্যাপক ও তেরো জন সিএসপি অফিসারকে সামরিক আদালতে হাজির হবার নির্দেশ দেন। অধ্যাপকরা হচ্ছেন : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মোজাফফর আহমদ চৌধুরী (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), আবদুর রাজ্জাক (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), খান সারোয়ার মুরশিদ (ইংরেজি), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাযহারুল ইসলাম (বাংলা) ও বাংলা একাডেমীর আবু জাফর শামসুদ্দিন।

সিএসপি-রা হলেন অর্থ দফতরের যুগ্ম সচিব খন্দকার আসাদুজ্জামান, পার্বত্য চট্টগ্রামের ডিসি এইচ. টি. ইমাম, সিলেটের ডিসি আবদুস সামাদ, পাবনার ডিসি এন, কিউ. খান, সৈয়দ আবদুস সামাদ (পার্বত্য চট্টগ্রাম), রাজশাহীর এডিসি কুদরতে এলাহী চৌধুরী, কিশোরগঞ্জের এসডিও মোঃ খসরুজ্জামান চৌধুরী, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এসডিও কাজী রকিব উদ্দীন আহমেদ, মাগুরার এসডিও ওয়ালিউল ইসলাম, হবিগঞ্জের এসডিও আকবর আলি খান, নড়াইলের এসডিও কামাল উদ্দিন সিদ্দিকী, মেহেরপুরের এসডিও তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী ও যশোরের সহকারী কমিশনার সা'দত হুসাইন।

## ২ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার ১৯৭১

করাচিতে পিপলস পার্টি প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো বলেন, পূর্ব পাকিস্তানে গভর্নর হিসেবে ডা. মালিকের নিযুক্তি গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথে সঠিক পদক্ষেপ নয়।

প্রাক্তন গভর্নর ও প্রাদেশিক সামরিক আইন প্রশাসক লে. জেনারেল টিক্কা খানের ঢাকা ত্যাগ।

ঢাকার শহরতলী নাসিরাবাদ বস্তি এলাকায় সেনাবাহিনীর টহল ইউনিট ও মুক্তিবাহিনীর গেরিলাদের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ।

৪৪ জন ইপিসিএস অফিসারকে সামরিক আদালতে হাজির হবার নির্দেশ। ইপিসিএস অফিসাররা হলেন  আলতাফ হোসেন খান, জিতেন্দ্র লাল চক্রবর্তী, আলতাফ হোসেন, এ.কিউ.এম. কামরুল হুদা, আবদুল মতিন সরকার, হেলাল উদ্দিন খান, আবদুল লতিফ, আব্দুল হালিম, জিয়াউদ্দিন আহমেদ, ক্ষিতীশ চন্দ্র কুন্ডু, কাজী লুৎফুল হক, মাখন চন্দ্র মাঝি, মোঃ মিজানুর রহমান, আবদুল কাদের মুন্সী, দ্বিজেন্দ্রনাথ বেপারী, মানিকলাল জমাদার, আফতাব উদ্দিন, কৃষানন্দ মোহন দাস, অমিয়াংশু সেন, মোঃ ইসহাক, মোঃ আবদুল আলী, এ. কে. এম. রুহুল আমিন, ইয়াকুব শরীফ, চিত্তরঞ্জন চাকমা, প্রিয়দারঞ্জন দাস, জ্ঞানরঞ্জন সাহা, অমরেন্দ্র মজুমদার, গোলাম আকবর, বিবেকানন্দ মজুমদার, দীপক কুমার সাহা, অনিলচন্দ্র সিংহ, সুবীর কুমার ভট্টাচার্য, আবদুল লতিফ ভুঞা, এ. এইচ. এম. আবদুল হাই, মোঃ আমানত উল্লাহ, রিয়াজুর রহমান, এ. এফ. এম. রমিজ উদ্দিন, জ্যোতি বিনোদ দাস, আজিজুর রহমান, বিভূতিভূষণ বিশ্বাস, জিতেন্দ্র লাল দাস, খান আমির আলী, যোগেশচন্দ্র ভৌমিক ও জহিরুল ইসলাম ভুঞা।

## ৩ সেপ্টেম্বর শুক্রবার ১৯৭১

পাকিস্তান জাতীয় লীগের সভাপতি আতাউর রহমান খানের ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুক্তিলাভ। গত ১৪ জুন ধামরাইস্থ গ্রামের বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

ডা. এ এস মালিক পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে শপথ নেন। শপথ বাক্য পাঠ করান প্রদেশের প্রধান বিচারপতি বি. এ. সিদ্দিকী।

পিডিপি'র ভাইস প্রেসিডেন্ট নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদগুলোর নির্বাচন বাতিল এবং নতুন নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত একটি অন্তর্বর্তীকালীন জাতীয় সরকার গঠনের আহ্বান জানান।

## ৪ সেপ্টেম্বর শনিবার ১৯৭১

রাওয়ালপিন্ডির প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে ঘোষণা করা হয়  প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান সকলের প্রতি সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করেছেন। পূর্ব পাকিস্তানে সাম্প্রতিক গোলযোগের সময় গত ১ মার্চ থেকে ৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যারা অপরাধ

করেছেন অথবা যাদের প্রতি অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে তাদের সবাইকে ক্ষমা করা হয়েছে। আগামীকাল থেকে কার্যকর এই সাধারণ ক্ষমা সশস্ত্র বাহিনী, ইপিআর, পুলিশ, মুজাহিদ ও আনসারসহ সকলের প্রতি প্রযোজ্য হবে।

## ৫ সেপ্টেম্বর রবিবার ১৯৭১

কুমিল্লার লাকসাম বাজার, নেত্রকোনার ধর্মপাশা ও রাজশাহীর দুর্গাপুরে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ওপর মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ।

পাকিস্তানের পররাষ্ট্র সচিব জেনারেল ইয়াহিয়ার বিশেষ দূত হিসেবে মস্কো যাত্রা করেন।

মুক্তাগাছা ও চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে রাজাকার ও মুক্তিযোদ্ধা সংঘর্ষ।

পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় যেসব এমএনএ, এমপিএ, সরকারি কর্মকর্তা ও সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে সাধারণ ক্ষমা প্রযোজ্য হবে না।

## ৬ সেপ্টেম্বর সোমবার ১৯৭১

আটচল্লিশ জন প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যকে সামরিক আদালতে হাজির হবার নির্দেশ প্রদান। এমপিএ-রা হলেন : রংপুরের আবদুর রহমান চৌধুরী, আজহারুল ইসলাম, ডা. জিকরুল হক, আবিদ আলী, করিমউদ্দিন আহমদ, এলাহী বক্স সরকার, সিদ্দিক হোসেন, গাজী রহমান, শামসুল হক চৌধুরী, আবদুল হাকিম বিএড, আবুল হোসেন, আবদুল্লাহ সরওয়ার্দী, নূরুল ইসলাম, এম. এম. তালেব, ওয়ালিউর রহমান, আজিজুর রহমান দিনাজপুরের গোলাম রহমান, এম. এম. ইউসুফ, এম. আবদুর রহিম, মোঃ খতিবুর রহমান, সরদার মোশাররফ হোসেন, বগুড়ার সায়েদুর রহমান, কসিম উদ্দিন আহমদ, ডা. মোহাম্মদ সারওয়ার, মোজাফফর হোসেন, হাশেম আলী জাহেদী, মাহমুদুল হাসান খান; রাজশাহীর ডা. মইনুদ্দিন আহমদ, এন. এ. হামিদুর রহমান, এ. এ. এম. মেসবাহুল হক, ডা. দামিরুল হক, ইমাজউদ্দিন, গিয়াস উদ্দিন সরদার, আজিজুল ইসলাম খান, রিয়াজউদ্দিন আহমদ, আবদুল হাদী, সরদার আমজাদ হোসেন, ডা. মোঃ আলাউদ্দিন, শঙ্কর গোবিন্দ চৌধুরী, আশরাফুল ইসলাম মিয়া; পাবনার এম. মনসুর আলী, সৈয়দ হায়দার আলী, রওশানুল হক, গোলাম হাসনাইন ও আবদুর রহমান।

## ৭ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার ১৯৭১

ঢাকায় পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মুসলিম লীগ নেতা খান এ. সবুর বলেন, পাক-ভারত যুদ্ধ বাধলে তা বিশ্বযুদ্ধে রূপ নেবে। ভারত পাকিস্তানের দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনীকে মোকাবিলা করতে পারবে না বলেই পূর্ব পাকিস্তানে মুক্তিবাহিনীর নামে পঞ্চম বাহিনী গড়ে তুলেছে। মুক্তিবাহিনী কাদের বিরুদ্ধে লড়ছে? দেশতো মুক্ত।

শাহ আজিজুর রহমান বলেন, কেবল বহিঃশত্রু নয়, অভ্যন্তরীণ শত্রুদের সম্পর্কেও আমাদের হুঁশিয়ার থাকতে হবে। রাশিয়া, ব্রিটেন ও আমেরিকা ভারতকে সাহায্য করছে। দেশবাসীকে ভারতের দালালদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

## ৮ সেপ্টেম্বর বুধবার ১৯৭১

জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে যোগদানের জন্য পাকিস্তানি প্রতিনিধি দলের নাম ঘোষণা। দলের সদস্যরা হচ্ছেন : দলনেতা পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টির ভাইস প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আলী, শাহ আজিজুর রহমান, জুলমত আলী খান, বিচারপতি জাকিউদ্দিন, ব্যারিস্টার কামাল ফারুকী, ড. বেগম এনায়েতউল্লাহ, মিসেস রাজিয়া ফয়েজ, ড. ফাতেমা সাদিক, এড. এ. টি. সাদী, এড. কে. বাবর প্রমুখ।

## ৯ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার ১৯৭১

ঔপনিবেশিক দেশ ও জনগণকে স্বাধীনতাদানের ঘোষণা কার্যকরীকরণ সংক্রান্ত জাতিসংঘ বিশেষ কমিটির সভায় বিশ্বশান্তি পরিষদের ভারতীয় প্রতিনিধি মি. কৃষ্ণমেনন বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনে ওই কমিটির হস্তক্ষেপ কামনা করে বলেন, বাংলাদেশে ঔপনিবেশিক পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আজম জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের আসন্ন অধিবেশনে 'স্বাধীন বাংলাদেশ' প্রশ্ন ও বাংলাদেশের পক্ষের শক্তিশালী লবিকে মোকাবিলা করার জন্য পাকিস্তানি প্রতিনিধি দলে হামিদুল হক চৌধুরী, মৌলবী ফরিদ আহমদ, বিচারপতি হামুদুর রহমান, ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন, এ. কিউ. এম. শফিকুল ইসলাম, ব্যারিস্টার আখতার উদ্দিন, আবদুস সবুর খান ও ফজলুল কাদের চৌধরীকে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানান।

## ১০ সেপ্টেম্বর শুক্রবার ১৯৭১

রাষ্ট্রোদ্রোহিতা, অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, অননুমোদিত অস্ত্র বিতরণ, রাষ্ট্রবিরোধীদের ট্রেনিং প্রদান প্রভৃতি অভিযোগে আওয়ামী লীগের ১৪৫ জন এমপিএ-কে সামরিক আদালতে হাজির হবার নির্দেশ। এঁরা হচ্ছেন ময়মনসিংহের আশরাফ হোসেন, রাশেদ মোশাররফ, আবদুল হাই, নিজামুদ্দিন আহমদ, ডা. নাদিরুজ্জামান, আবদুল হালিম, কুদরতুল্লাহ মণ্ডল, শামসুল হক, হাতেম আলী মিয়া, আমান আলী মিয়া, খন্দকার আব্দুল মালেক ওরফে শহীদুল্লাহ, আবুল মনসুর আহমদ, মোস্তাফা এম. এ. মতিন, আবদুল হাশেম, আবদুল মজিদ (তারা মিয়া), আবদুল খালেক, এ. কে. এম শামসুল হক, এম. এ. কুদ্দুস; সিলেটের মাসুদ আহমেদ চৌধুরী, আবদুল হাকিম চৌধুরী, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, আজিজুর রহমান, এনামুল হক, ডা. আবুল হাশেম, গোপাল কৃষ্ণ মহারত্ন, আবদুর রইস, শমসের মিয়া চৌধুরী, আবদুস জহুর, আবদুল লতিফ, তাইমুস আলী, নওয়াব আলী, সারওয়ার খান, তাওয়াবুর রহিম, আলতাফুর রহমান চৌধুরী; কুমিল্লার সৈয়দ সেরাজুল ইসলাম, লুৎফুল হাই, সৈয়দ ইমদাদুল বারী, আহমেদ আলী, কাজী আকবর উদ্দিন আহমদ, মৌলবী গোলাম মহিউদ্দিন আহমদ, আবদুর রশীদ, এ. আজিজ খান, আমির হোসেন, মীর হোসেন চৌধুরী, আবদুল আওয়াল, জালাল আহমদ, সিকান্দার আলী, আবদুস সাত্তার, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট (অব.) এ. বি. সিদ্দিক সরকার, সেরাজুল ইসলাম পাটওয়ারী, মোঃ রাজা মিয়া; টাঙ্গাইলের শেখ নাজমুল ইসলাম, বদিউজ্জামান খান, এম. এ. বাসেত সিদ্দিকী, এ. লতিফ সিদ্দিকী, ইনসান আলী মোক্তার, সেতাব আলী খান, ফজলুর রহমান খান, শামসুদ্দিন আহমদ।

পাবনার মোজাম্মেল হক, আবদুর রব। যশোরের কাজী খাদেম ইসলাম, এ. বি. এম. গোলাম মজিদ, জে. কে. এম. এ. আজিজ, তবিবুর রহমান সরকার, আবুল ইসলাম, এড. নূরুল ইসলাম, শাহ বদিউজ্জামান, এম. মোশাররফ হোসেন, আসাদুজ্জামান মোক্তার, সৈয়দ আতর আলী, শহীদ আলী খান, এস. এম. মতিয়ার রহমান; ফরিদপুরের কাজী হেদায়েত হোসেন, গৌরচন্দ্র বালা, ডা. আফতাব উদ্দিন মোল্লা, ইমাম উদ্দিন আহমদ, আমিনুদ্দিন আহমদ, এড. কাজী আবদুর রশীদ, আখতার উদ্দিন মিয়া, সতীশ চন্দ্র হালদার, ইলিয়াস আহমদ চৌধুরী, আসমত আলী খান মোক্তার মতিয়ার রহমান, আলী আহমদ খান, আবদুর রাজ্জাক, ফণীভূষণ মজুমদার; বরিশালের এ. এক. এম. ইসমাইল মিয়া, আমির হোসেন আমীর, ফজলুল হক, সওগাতুল আলম, মহিউদ্দিন আহমদ, আবদুল করিম সরদার, ক্ষীতিশ চন্দ্র মণ্ডল; খুলনার শেখ আলী আহমদ, এ. রহমান শেখ, কুবেরচন্দ্র বিশ্বাস, এনায়েত আলী, এফ. এম. আলাউদ্দিন।

পটুয়াখালীর সৈয়দ আবদুল হাশেম, আবদুল আজীজ খন্দকার, আবদুল বারেক; কুষ্টিয়ার গোলাম কিবরিয়া, নূরুল হক, ডা. আসহাবুল হক, ইন্নাস আলী, জহুরুল হক, আবদুর রউফ চৌধুরী, আহসান উল্লাহ; নোয়াখালীর আবু নাসের চৌধুরী, মাস্টার রফিকুল্লাহ মিয়া, নূরুল আহমদ চৌধুরী ওরফে কালু চৌধুরী, বিসমিল্লাহ মিয়া, শহিদুল্লাহ ইসকান্দার, সিরাজুল ইসলাম; চট্টগ্রামের মোশারফ হোসেন, মীর্জা আবু মনসুর, আবদুল ওয়াহাব, জহুর আহমদ চৌধুরী, ডা. এম. এ. মান্নান, ডা. বি. এম. ফয়জুর রহমান, মোহাম্মদ উল্লাহ, মৌলভী খয়ের উদ্দিন এডভোকেট, এ. বি. এম. তালেব আলী।

ঢাকার শামসুল হক মিয়া, আবু মোঃ সুবিদ আলী, হামিদুর রহমান, মোঃ সিরাজুল ইসলাম, গাজী গোলাম মোস্তফা, ডা. মোশাররফ হোসেন, হেদায়েতুল ইসলাম, আবদুল হাকিম মাস্টার, মোহাম্মদ আনোয়ার জঙ্গ, মোঃ ময়েজ উদ্দিন, গাজী ফজলুর রহমান, রাজিউদ্দিন আহমদ, মোসলেম উদ্দিন ভুঁইয়া, ডা. সাদত আলী সিকদার, সাজিদ আলী মিয়া, আফজাল হোসেন, মোঃ আব্দুল মোহাইমেন, খন্দকার মাজাহারুল হক, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন ও জামাল উদ্দিন।

## ১১ সেপ্টেম্বর শনিবার ১৯৭১

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী উইলিয়াম রজার্স পাকিস্তানে উন্নয়ন সাহায্য অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা অনুমোদনের জন্য মার্কিন কংগ্রেসের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, আমরা পাকিস্তান সরকারের প্রতি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোর আহ্বান জানিয়েছি যাতে শরণার্থীরা স্বদেশে ফিরে আসতে পারেন এবং কার্যকরভাবে সার্বিক উন্নয়ন কর্মসূচি শুরু করা যেতে পারে।

ঢাকার একজন সামরিক মুখপাত্র স্বীকার করেন মুক্তিবাহিনীর গেরিলারা এখন পথে পথে মাইন বসিয়ে রাখছে। রাজাকার ও অন্যান্য আধা-সামরিক বাহিনীর ওপর চোরাগোপ্তা আক্রমণ চালাচ্ছে।

## ১২ সেপ্টেম্বর রবিবার ১৯৭১

পাকিস্তান ডেমোক্রোটিক পার্টির সহ-সভাপতি মাহমুদ আলী পাকিস্তান সরকারের বিশেষ দূত হিসেবে ইউরোপ ও আমেরিকা সফর শেষে ঢাকায় বলেন, ইউরোপের বেতার, টিভি, সংবাদপত্রগুলো একই সুরে প্রচার করে চলেছে যে, 'পূর্ব পাকিস্তানে একটা অঘটন ঘটে গেছে। পাকিস্তানের সাম্প্রতিক নির্বাচনে যে দলটি সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে তাদের ক্ষমতা না দিয়ে সামরিক বাহিনী সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের জনগণের দাবি নস্যাৎ করতে চায়। কারণ নির্বাচনের ফলাফল পশ্চিম পাকিস্তানিদের মনঃপূত হয়নি।'

তিনি বলেন, ইউরোপের বুদ্ধিজীবীরা আমাদের পরামর্শ দিয়েছেন, 'যা ঘটবার ঘটেছে। এখন যারা নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে তাদের নেতার সাথে আপস করে সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে।'

তিনি বলেন, বিদেশিদের এই ভুল ধারণা সম্পর্কে আমরা তাদের জানিয়েছি যে, ২৫ মার্চ সৈন্যবাহিনী তলব করার পর পূর্ব পাকিস্তানে যা ঘটেছে তার বিবরণ বিদেশি পত্র-পত্রিকায় থাকার কথা নয়। কারণ তখন বিদেশি সাংবাদিকদের নিরাপত্তার কারণে ঢাকা ত্যাগ করতে বলা হয়েছিল।

তিনি বলেন, সাম্প্রতিক ঘটনায় পূর্ব পাকিস্তানে কত লোক মারা গেছে যুক্তরাষ্ট্রের পত্রপত্রিকাগুলো তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। আমরা সেখানকার সাংবাদিকদের বলেছি, কত লোক মরেছে সেটা প্রশ্ন নয়। মূল প্রশ্ন হচ্ছে সৈন্য তলব করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল কি না।

কেন ৭০ লাখ লোক ভারতে চলে গেল এ সম্পর্কেও তারা প্রশ্ন করেছে। আমরা বলেছি, গ্রামের লোকের যুদ্ধ সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। সৈন্যবাহিনী দেখলেই তারা ভয় পায়। তাই সৈন্যদের আসার কথা শুনে তারা গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে।

তিনি বলেন, পশ্চিমা দেশসমূহে এই ধারণা জন্মেছে যে, 'পাকিস্তানে নির্বাচনে যারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে তাদের সাথে আপস না করলে বর্তমানে সমস্যার সমাধান হবে না।' আমরা তাদের বলেছি, নীতিগতভাবে আমরা এর বিরোধী নই। তবে নির্বাচনে যে দল জয়ী হয়েছে সেই দলের নেতা পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছেন। এমন নেতৃত্বের সাথে আপস হতে পারে না। আজ তাঁর সঙ্গে যদি কোনো মীমাংসায় আসতে হয় তবে তা অখণ্ড পাকিস্তানের ভিত্তিতে হতে হবে।

## ১৩ সেপ্টেম্বর সোমবার ১৯৭১

করাচিতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ও পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টোর মধ্যে ৩ ঘণ্টাব্যাপি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

নারায়ণগঞ্জে মুক্তিবাহিনী ও সেনাবাহিনীর মধ্যে গুলি বিনিময় এবং ঢাকার বায়তুল মোকাররম মার্কেট এলাকায় বোমা বিস্ফোরিত হয়।

## ১৪ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার ১৯৭১

মুক্তিবাহিনীর ৩০০ সদস্যের একটি দল রাজশাহীর খানজানপুরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ওপর অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে শত্রুবাহিনীকে পর্যুদস্ত করে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদ দখল করেন।

## ১৫ সেপ্টেম্বর বুধবার ১৯৭১

প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়ার আকস্মিক সফরে তেহরান গমন এবং ইরানের শাহ্ রেজা পাহলভির সাথে বৈঠক।

ঢাকায় এক বেতার ভাষণে গভর্নর ডা. এ. এম. মালিক বলেন, তাঁর সরকার অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। প্রদেশে পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলে ও নির্ধারিত সময়সূচি অনুসারে উপনির্বাচন অনুষ্ঠানের পর নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে তিনি ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন।

## ১৬ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার ১৯৭১

রাওয়ালপিন্ডিতে পাকিস্তান সরকারের একজন মুখপাত্র বলেন, বিলুপ্ত আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমানের সামরিক ট্রাইব্যুনালে গোপন বিচারের কাজ শেষ হয়েছে।

## ১৭ সেপ্টেম্বর শুক্রবার ১৯৭১

গভর্নর ডা. এ. এম. মালিক ১০ সদস্যের প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার নাম ঘোষণা করেন। মন্ত্রীরা হলেন রংপুরের আবুল কাশেম, বগুড়ার আব্বাস আলী খান, বরিশালের আখতার উদ্দিন খান, ঢাকার এ. এস. এম. সোলায়মান, খুলনার মওলানা এ. কে. এম. ইউসুফ, পাবনার মওলানা মোহাম্মদ ইসহাক, কুষ্টিয়ার নওয়াজেশ আহমেদ, নোয়াখালীর ওবায়েদুল্লাহ মজুমদার, চট্টগ্রামের অধ্যাপক শামসুল হক ও পার্বত্য চট্টগ্রামের আউং শু প্রু চৌধুরী।

পিডিপি প্রধান নূরুল আমিন ঢাকায় বলেন, পূর্ব পাকিস্তানে অসামরিক সরকার গঠন করা হলেও আমরা এখনও বিপদমুক্ত হইনি। দুশমনের দল এখনও আমাদের চারপাশে ঘোরাফেরা করছে।

## ১৮ সেপ্টেম্বর শনিবার ১৯৭১

পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতের আমীর অধ্যাপক গোলাম আজম নতুন প্রাদেশিক মন্ত্রিসভাকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, এই সঙ্কটকালে মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করে মন্ত্রিসভার সদস্যরা শুধু যে বিপদের ঝুঁকি নিয়েছেন তাই নয়, তারা পাকিস্তানের

শত্রুদের (মুক্তিবাহিনী) নির্মূল করার কাজে নিয়োজিত পাকিস্তানের বীর সেনাবাহিনীর প্রতি হতাশ ও আকাঙ্ক্ষিত মানুষের মধ্যে আস্থার ভাব ফিরিয়ে আনারও গুরুদায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছেন।

পিডিপি প্রধান নূরুল আমিন ও পিপিপি প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো করাচিতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সাথে পৃথক আলোচনা বৈঠকে মিলিত হন।

রাতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঘোষণা করেন, ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র জাতীয় পরিষদে পেশ করা হবে এবং জাতীয় পরিষদ তা সংশোধন করতে পারবে।

## ১৯ সেপ্টেম্বর রবিবার ১৯৭১

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের আসন্ন অধিবেশনে যোগদানের জন্য পাকিস্তানি প্রতিনিধি দলের নিউইয়র্ক যাত্রার প্রাক্কালে দলনেতা পিডিপির মাহমুদ আলী করাচিতে বলেন, সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে গণহত্যা চালিয়েছে বলে যে অভিযোগ করা হয়েছে, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কেননা প্রদেশে সেনাবাহিনীর তৎপরতা এমন কোনো পরিস্থিতির সৃষ্টি করেনি, যার জন্য 'গণহত্যা' শব্দটি ব্যবহৃত হতে পারে।

পাকিস্তান নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করে ১৯৭১ সালের ২৫ নভেম্বর থেকে ৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদের ৭৮টি শূন্য আসনে এবং প্রাদেশিক পরিষদের ১০৫টি শূন্য আসনে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

## ২০ সেপ্টেম্বর সোমবার ১৯৭১

ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী লুধিয়ানায় এক সমাবেশে বলেন, যেসব বিদেশি সরকার বাংলাদেশ সমস্যাকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয় বলে অভিহিত করছে, তারা পক্ষান্তরে পাকিস্তান সরকারের অগণতান্ত্রিক কার্যক্রম ও গণহত্যার নীতিকে সমর্থন করছে। তিনি বলেন, ভারত সরকার চায় তার দেশে অবস্থানকারী বাংলাদেশের শরণার্থীরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদের স্বদেশে ফিরে যাক। কিন্তু শরণার্থীরা মুক্ত স্বদেশে ফিরতে আগ্রহী।

সিলেট সীমান্তে মুক্তিবাহিনীর সাথে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। দুটি সীমান্ত চৌকি মুক্তিবাহিনীর পুনর্দখল।

পূর্ব পাকিস্তানের মন্ত্রী এ. এস. এম. সোলায়মান ঢাকায় বলেন, পাকিস্তানের বীর সেনাবাহিনী শত্রুকে (মুক্তিযোদ্ধা) নির্মূল করে দিয়েছে। শত্রুরা প্রিয় মাতৃভূমি পাকিস্তান ভাঙতে চেয়েছিল। কোনো শক্তিই পাকিস্তান ভাঙতে পারবে না।

## ২১ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার ১৯৭১

নির্বাচন কমিশন ইতিপূর্বের ঘোষিত সমসূচি বাতিল করে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের শূন্য আসনে উপনির্বাচনের নতুন তারিখ ঘোষণা করে। পুনর্বিন্যাস্ত সময়সূচি অনুসারে ভোট গ্রহণ ১২ ডিসেম্বর শুরু হয়ে ২৩ ডিসেম্বর শেষ হবে।

সিলেট, কুষ্টিয়া ও কুমিল্লা সীমান্তে মুক্তিবাহিনীর হামলা; পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিপুল ক্ষয়ক্ষতি।

## ২২ সেপ্টেম্বর বুধবার ১৯৭১

পিপিপি প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো করাচিতে ঘোষণা করেন, তাঁর দল পূর্ব পাকিস্তানের উপনির্বাচনে অংশ নেবে। তিনি জানুয়ারির আগেই দেশে পূর্ণ সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবি জানান। তিনি বলেন, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করে একই সাথে কেন্দ্র ও প্রদেশসমূহের ক্ষমতা জনগণের প্রতিনিধিদের কাছে হস্তান্তর করতে হবে।

## ২৩ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার ১৯৭১

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে 'বাংলাদেশ প্রশ্ন' উত্থাপনের জন্য ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে পর্যবেক্ষক হিসেবে যোগদানের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকারের আট সদস্যের একটি প্রতিনিধি দলের নিউইয়র্ক যাত্রা। ঢাকায় নিষ্প্রদীপ মহড়া। বেনাপোল ও সাতক্ষীরা সীমান্ত অতিক্রম করে মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তান বাহিনীর ওপর আক্রমণ করে।

## ২৪ সেপ্টেম্বর শুক্রবার ১৯৭১

মুক্তিবাহিনীর নৌ-কমান্ডোদের মাইন হামলায় চালনা বন্দরে মার্কিন জাহাজ ঘায়েল। ময়মনসিংহে কাউন্সিল মুসলিম লীগের স্থানীয় নেতা ও প্রাক্তন এম পি এ এডভোকেট নূরুল হুদা গেরিলা হামলায় নিহত।

পিডিপি-র সভাপতি নূরুল আমিন ঢাকায় বলেন, বেআইনি আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দেওয়া হলে পূর্ব পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর কার্যক্রমের যৌক্তিকতাকেই নস্যাৎ করা হবে।

গেরিলারা প্রকাশ্য দিবালোকে মতিঝিল এলাকার হাটখোলা শাখা হাবিব ব্যাংক লুট করে। গেরিলারা প্রথমে ঢাকা মেডিকেল কলেজ এলাকা থেকে একটি

প্রাইভেট কার ছিনতাই করে এই অভিযান চালায়। পরে টিকাটুলী এলাকা থেকে একটি অয়েল ট্যাংকার ছিনতাই করে লুণ্ঠিত টাকা ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে উধাও হয়ে যায়।

## ২৫ সেপ্টেম্বর শনিবার ১৯৭১

করাচিতে একজন সরকারি মুখপাত্র ঘোষণা করেন পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা সম্পর্কে ভারতীয় অপপ্রচারের বিরুদ্ধে বিশ্ববাসীর সামনে প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরার জন্য পাকিস্তানের যেসব প্রতিনিধি বিদেশ সফর করছেন তাদের মধ্যে দৈনিক 'ইত্তেফাক'-এর সাংবাদিক খন্দকার আবদুল হামিদ রয়েছেন। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সামনে গেরিলাদের বোমা হামলায় প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রী ও নেজামে ইসলাম দলের নেতা মওলানা ইসহাক গুরুতর আহত হন।

## ২৬ সেপ্টেম্বর রবিবার ১৯৭১

গভীর রাতে ঢাকার গোপীবাগে শহর মুসলিম লীগ সভাপতি মোহাম্মদ হোসেনের বাসভবনে গেরিলাদের হামলা এবং বাসভবন পাহারারত রাজাকার-গেরিলাদের মধ্যে গুলি বিনিময়। রাজশাহী সীমান্তে মুক্তিবাহিনীর হামলায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি চৌকি নিশ্চিহ্ন। খুলনায় নৌ-কমান্ডো হামলায় নৌবাহিনীর একটি গানবোট ক্ষতিগ্রস্ত।

## ২৭ সেপ্টেম্বর সোমবার ১৯৭১

বাংলাদেশ সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর তিন দিনের সরকারি সফরে মস্কো গমন।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বক্তৃতাকালে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সরদার শরণ সিং বাংলাদেশ পরিস্থিতি উল্লেখ করে ভারতে অবস্থানকারী শরণার্থীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য বাংলাদেশের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও আওয়ামী লীগের সাথে একটি মীমাংসায় আসার জন্য পাকিস্তানিদের প্রতি আহ্বান জানান।

মওলানা এম. এ. মান্নানের নেতৃত্বে মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির একটি প্রতিনিধিদল 'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসক লে. জেনারেল এ. এ. এক. নিয়াজীর সাথে দেখা করেন। এ সময় মওলানা মান্নান বলেন, পাকিস্তানের

নিরাপত্তার জন্য মাদ্রাসার শিক্ষকরা জেনারেল নিয়াজীকে পূর্ণ সহযোগিতা করবেন। তিনি জেনারেল নিয়াজীকে এক কপি কোরান শরিফ উপহার দিয়ে তাঁকে আশ্বাস দেন ওলেমা ও মাদ্রাসার শিক্ষকরা রাষ্ট্রবিরোধীদের উৎখাতের ব্যাপারে সেনাবাহিনীকে সাহায্য করতে প্রস্তুত।

## ২৮ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার ১৯৭১

ভারতের নাগাল্যান্ডের ডিমাপুর বিমানবন্দরে তিনটি বিমান ও নয় জন বৈমানিক নিয়ে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর প্রথম ইউনিট গঠিত হয়।

প্রধান সামরিক প্রশাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খান পাকিস্তান ফরেন সার্ভিসের ৮ জন অফিসারকে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করায় চাকরি থেকে বরখাস্ত করেন। এঁরা হলেন ইরাকস্থ রাষ্ট্রদূত এ. এফ. এম. আবুল ফাত্তাহ্, কলকাতাস্থ ডেপুটি হাইকমিশনার হোসেন আলী, জাতিসংঘস্থ সহকারী স্থায়ী প্রতিনিধি এস. এ. করিম, ওয়াশিংটনস্থ কাউন্সিলার এস. এ. এম. এস. কিবরিয়া, থার্ড সেক্রেটারি মহিউদ্দিন আহমদ ও আনোয়ারুল করিম।

## ২৯ সেপ্টেম্বর বুধবার ১৯৭১

জাতিসংঘে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি এম. আর. সিদ্দিকীর জাতিসংঘের অঙ্গনে প্রবেশ নিষিদ্ধ করার জন্য সেক্রেটারি জেনারেল উ থান্টের কাছে পাকিস্তানের আবেদন।

রাওয়ালপিন্ডিতে সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার অভিযোগে অভিযুক্ত অধুনালুপ্ত আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে বিশেষ সামরিক আদালতে দায়েরকৃত মামলায় এ পর্যন্ত ২০ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

## ৩০ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার ১৯৭১

সিলেট সীমান্ত এলাকায় মনতলা, কামালপুর, জয়পুর, ধর্মনগর ও হরশপুরে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অবস্থানের ওপর মুক্তিবাহিনীর গোলাবর্ষণ।

ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে তাহরিকে ইশতেকলাল প্রধান এয়ার মার্শাল (অব.) আজগর খান বলেন, আওয়ামী লীগের নির্বাচিত এম. এন. এ ও এম. পি. এ-দের অবস্থা যাই হোক আর যেখানেই তারা থাকুন সাধারণ ক্ষমাকে সম্প্রসারিত করে তাদের সবাইকে ক্ষমা এবং স্বপদে পুনর্বহাল করা উচিত। তিনি বলেন, যারা নির্বাচনে জয়লাভ করেছেন, তাদের ক্ষমতায় আসা উচিত।

## ১ অক্টোবর শুক্রবার ১৯৭১

পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলে গেরিলা তৎপরতা বৃদ্ধিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার এ্যালেক ডগলাস হিউম বলেন, নিঃসন্দেহে পাক-ভারত পরিস্থিতি গুরুতর রূপ লাভ করেছে এবং অচিরেই এই পরিস্থিতির নিরসন ঘটবে তা আমি মনে করি না।

## ২ অক্টোবর শনিবার ১৯৭১

কুমিল্লা, যশোর ও সিলেট সীমান্তে ১৭টি এলাকায় মুক্তিবাহিনীর একযোগে হামলা। মুক্তিযোদ্ধাদের আচমকা মর্টার ও কামান হামলায় বিভিন্ন রণাঙ্গনে কয়েক শ পাকিস্তানি সেনা হতাহত হয়। প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র মুক্তিবাহিনীর হস্তগত হয়। মুক্তিবাহিনী কুমিল্লার কালিপুর, পরশুরাম, খাজুরিয়া, শাহপুর, কাউয়ামতলা, নয়নপুর, বড়জলা, হরিমঙ্গল, ছাগলপুর, রাজপুর, সালদানদী, মধুগ্রাম, সিলেটের রাধানগর, জয়ন্তিপুর, রাজঘাট ও যশোরের বেনাপোলের হিজলতলী গ্রামে শত্রুবাহিনীর ওপর আক্রমণ চালায়।

## ৩ অক্টোবর রবিবার ১৯৭১

সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট নিকোলাই পদগর্নি এক অনির্ধারিত সংক্ষিপ্ত সফরে নয়াদিল্লি আগমন করেন। তিনি ভারতের রাষ্ট্রপতি ভি. ভি. গিরি ও প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে পৃথক আলোচনা বৈঠকে মিলিত হন। মি. পদগর্নি হ্যানয়ের উদ্দেশে নয়াদিল্লি ত্যাগের আগে বলেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশে একটি রাজনৈতিক সমাধানে পৌঁছানোর জন্য বর্তমান রুশ-ভারত সম্পর্কের মনোভাবের ভিত্তিতে সম্ভাব্য সবরকম সাহায্যের প্রস্তাব দিয়েছে।

## ৪ অক্টোবর সোমবার ১৯৭১

বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল এম. এ. জি. ওসমানী মুক্তিবাহিনীর বিভিন্ন ক্যাম্প পরিদর্শন করেন। শত্রুর ওপর সাম্প্রতিক বেশ কিছু সফল অভিযানের জন্য তিনি মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের অভিনন্দন জানান।

ঢাকায় বনানীস্থ নৌবাহিনীর সদর দপ্তরের কাছে গল্‌ফ্‌ স্কোয়ারে গেরিলাদের অতর্কিত হামলায় ৪ জন রাজাকার নিহত।

## ৫ অক্টোবর মঙ্গলবার ১৯৭১

ঢাকা ও শহরতলীর বিভিন্ন স্থান থেকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ৮০ জন গেরিলাকে আটক করে।

ঢাকা স্টেডিয়াম এলাকায় গেরিলাদের বোমা হামলায় সেনাবাহিনীর দুজন অফিসারসহ সামরিক জীপ বিধ্বস্ত।

## ৬ অক্টোবর বুধবার ১৯৭১

মুক্তিবাহিনী রাজশাহী জেলার সীমান্ত গ্রাম ঘোষপুরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ওপর হামলা চালালে উভয় দলে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। মুক্তিসেনারা বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্য হস্তগত করে। কুমিল্লা রণাঙ্গনেও মুক্তিযোদ্ধারা গোপীনাথপুর, চান্দিনা, সালদানদী ও নয়নপুরে পাকিস্তানি বাহিনীর ওপর হামলা চালায়।

মার্কিন সিনেটের বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ক কমিটি পাকিস্তানকে সকল প্রকার সাহায্য দান সম্পর্কিত প্রস্তাব অনুমোদন করে।

রাতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গেরিলা আক্রমণে গেট প্রহরারত ৩ জন রাজাকার নিহত ও ২ আহত হয়।

## ৭ অক্টোবর বৃহস্পতিবার ১৯৭১

ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী জগজীবন রাম নয়াদিল্লিতে বলেন, আমরা বাংলাদেশ প্রশ্নে একটি রাজনৈতিক সমাধান বলতে একমাত্র 'স্বাধীনতা' বুঝি। আমরা বিশ্বাস করি, বাঙালিরা একদিন স্বাধীনতা লাভ করবে এবং বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা ও স্বীকৃতি পাবে। কেননা, তারা ন্যায় ও সত্যের জন্য লড়াই করছে।

দিনাজপুর ও লালমনিরহাটের মোগলহাটে মুক্তিবাহিনী ও পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়।

## ৮ অক্টোবর শুক্রবার ১৯৭১

লন্ডনে বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী এক দল পাকিস্তানি কর্তৃক লাঞ্ছিত হন। তিনি বাংলাদেশের পক্ষে জনমত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আয়োজিত এক সমাবেশে বক্তৃতাকালে এক দল উর্দুভাষী তাঁর ওপর চড়াও হয় এবং সভা পণ্ড করার চেষ্টা করে। এতে তিনি সামান্য আহত হন।

ময়মনসিংহের এ. কে. মোশাররফ হোসেন এমপিএ, সিলেটের জসিম উদ্দিন আহমদ ও কুমিল্লার এডভোকেট মুজিবুর রহমান ডা. মালেক মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

সিলেটে গেরিলাদের বসানো মাইনে পাকিস্তানি সৈন্যবাহী একটি বাস বিধ্বস্ত। রাজশাহীর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত গ্রাম চাউকায় মুক্তিবাহিনীর আক্রমণে ৫ জন পাকসেনা নিহত হয়। গেরিলারা চট্টগ্রামে প্রকাশ্য দিবালোকে ব্যাংক লুট করে।

## ৯ অক্টোবর শনিবার ১৯৭১

শিমলায় অল ইন্ডিয়া কংগ্রেসের সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ঘোষণা করেন, ভারত সরকার বাংলাদেশের জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামে পাশে রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। যে-কোনো ধরনের পরিস্থিতিতে তাঁর সরকার বাংলাদেশ প্রশ্নে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। ভারত বাংলাদেশের শরণার্থীদের স্বদেশে ফেরত পাঠাতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

পাকিস্তানের প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খান রাজনৈতিক কার্যকলাপের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের কথা ঘোষণা করেন। গত ২৬ মার্চ এই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল।

জাতিসংঘে পাকিস্তানি প্রতিনিধি দলের সদস্য শাহ আজিজুর রহমান বলেন, ভারতে চলে যাওয়া শরণার্থীদের সংখ্যা ৯০ লাখ নয়, ২০ লাখের সামান্য কিছু বেশি।

কাইয়ুমপন্থী মুসলিম লীগের প্রধান খান আবদুল কাইয়ুম খান ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে পাকিস্তানের আদর্শে অবিশ্বাসী শিক্ষকদের চাকরিচ্যুত, যুবকদের বাধ্যতামূলক রাজাকার বাহিনীতে যোগদানের ব্যবস্থা ও শ্রমিকদের পরিবর্তে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত রাজাকারদের কলকারখানায় নিয়োগের জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করেন।

## ১০ অক্টোবর রবিবার ১৯৭১

যমুনা চরে মুক্তিবাহিনীর গোলাবর্ষণে পাকিস্তান নৌবাহিনীর একটি গানবোট যমুনাবক্ষে নিমজ্জিত। গেরিলারা পাগলা রেলওয়ে ব্রিজ ধ্বংস করে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রেল চলাচল বন্ধ করে দেন।

ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সরদার শরণ সিং নয়াদিল্লিতে বলেন, বিশ্ব-জনমত বাংলাদেশের পক্ষে। শরণার্থীদের জন্য বিদেশি সাহায্য বাংলাদেশ সঙ্কটের রাজনৈতিক সমাধান দেবে না। বাংলাদেশে রাজনৈতিক সমাধানের অর্থ হবে বাংলাদেশ সরকারের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি সমাধান।

## ১১ অক্টোবর সোমবার ১৯৭১

পিপলস পার্টির তথ্য সেক্রেটারি মওলানা কাওসার নিয়াজী ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, জামায়াতে ইসলামীর মতো একটি ফ্যাসিবাদী ধর্মীয় দলকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করা হচ্ছে। এই দলটি পাকিস্তানকে আর এক ইন্দোনেশিয়ায় পরিণত করতে চাচ্ছে। দলটি সম্পর্কে জনমনে সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

পাকিস্তান পিপলস পার্টির ঢাকা সফররত প্রতিনিধি দলের নেতা মাহমুদ আলী কাসুরী ও পার্টির প্রচার সম্পাদক কাওসার নিয়াজীর সাথে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে ভাসানীপন্থী পূর্ব পাকিস্তান ন্যাপের সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান (যাদু মিয়া) ও যুগ্ম সম্পাদক আনোয়ার জাহিদ এক আলোচনা বৈঠকে মিলিত হন।

## ১২ অক্টোবর মঙ্গলবার ১৯৭১

শিমলায় এক জনসভায় বক্তৃতাকালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বলেন, বাংলাদেশ থেকে ভারতে যে শরণার্থী আসছে তাতে এশিয়া মহাদেশে শান্তির ব্যাপারটি এক বিরাট ঝুঁকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে পাকিস্তান এক মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় ভারত প্রস্তুত।

প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান এক বেতার ভাষণে বলেন, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী দেশের প্রতিরক্ষার জন্য পাহাড়ের মতো অটল রয়েছে। তিনি ২৭ ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান ও শাসনতন্ত্র প্রকাশের কথা ঘোষণা করেন।

ঢাকা সফররত পিপলস পার্টি প্রতিনিধি দলের সাথে স্থানীয় একদল রাজনৈতিক নেতা হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে সাক্ষাৎ করে নিজেদের পিপিপিতে যোগদান ও পিপিপির টিকিটে উপনির্বাচনে অংশগ্রহণের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। তাঁরা হলেন পিডিপির সাবেক প্রাদেশিক প্রধান আব্দুস সালাম খান, কাইয়ুম মুসলিম লীগের কাজী কাদের, জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের প্রাদেশিক প্রধান পীর মোহসীন উদ্দিন দুদু মিয়া, কনভেনশন লীগের হাসিম উদ্দিন, মস্কোপন্থী ন্যাপের আহমেদুল কবীর ও মিয়া মনসুর আলী এবং ভাসানী ন্যাপের আনোয়ার জাহিদ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাসহ নগরীর কয়েকটি স্থানে মুক্তিবাহিনীর বোমা হামলায় বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার বিধ্বস্ত। কুমিল্লা শহরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অবস্থানের ওপর মুক্তিবাহিনীর গোলাবর্ষণ।

## ১৩ অক্টোবর বুধবার ১৯৭১

সাবেক প্রাদেশিক গভর্নর আবদুল মোনেম খান সন্ধ্যায় বনানীস্থ স্বীয় বাসভবনে গুলিবিদ্ধ হন। দুজন মুক্তিযোদ্ধা একটি প্রাইভেটকারে সাবেক গভর্নরের বাসভবনে আসেন এবং ড্রইংরুমে ঢুকে স্টেনগানের ব্রাসফায়ার করে বিনা বাধায় গাড়ি নিয়ে ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন। মোনেম খান শেষ রাতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

সুনামগঞ্জের উত্তরে মুক্তিবাহিনীর সাথে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দুটি পৃথক সংঘর্ষ হয়। প্রায় এক হাজার মুক্তিযোদ্ধা দুভাগে বিভক্ত হয়ে সীমান্তের আধামাইল ভেতরে ঢুকে পাকসেনাদের ঘাঁটিতে হামলা চালান। সংঘর্ষকালে মুক্তিবাহিনীর ক্যাপ্টেন আব্বাস শহীদ হন।

## ১৪ অক্টোবর বৃহস্পতিবার ১৯৭১

পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টোর মন্তব্যের প্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রের অন্যতম প্রণেতা ও প্রেসিডেন্টের আইন বিষয়ক উপদেষ্টা বিচারপতি এ. আর. কর্নেলিয়াস পদত্যাগপত্র পেশ করেন।

ভারতে প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী বেলগাঁওয়ে এক জনসভায় বলেন, ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করবে না। তবে যে-কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ভারত প্রস্তুত। তিনি বলেন, বাংলাদেশের উদ্বাস্তুরা অবশ্যই নিরাপদে ও মর্যাদার সাথে স্বদেশে ফিরে যাবেন। বাংলাদেশ সঙ্কট নিরসনকল্পে যে-কোনো রাজনৈতিক সমাধান আওয়ামী লীগের কাছে অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হতে হবে।

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ইরান যাত্রা।

## ১৫ অক্টোবর শুক্রবার ১৯৭১

মুক্তিবাহিনীর বিমান সেনারা সকালে দুটি হালকা বিমান নিয়ে রংপুর সীমানা অতিক্রম করে মোগলহাট পাক সেনাবাহিনীর অবস্থানের ওপর গোলাবর্ষণ করে নির্বিঘ্নে ঘাঁটিতে ফিরে যায়। মুক্তিবাহিনীর গোলন্দাজ ইউনিটগুলো একযোগে কুমিল্লা, যশোর, রংপুর, বগুড়া ও ময়মনসিংহ জেলার সীমান্ত এলাকায় পাকবাহিনীর অবস্থানের ওপর গোলাবর্ষণ করে।

তেহরানে ইয়াহিয়া ও ইরানের শাহ রেজা পাহলভীর মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

## ১৬ অক্টোবর শনিবার ১৯৭১

সকালে তেহরানে ইয়াহিয়া ও সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট নিকোলাই গদগর্নির মধ্যে দুঘণ্টা স্থায়ী আলোচনা হয়।

মুক্তিবাহিনীর জঙ্গি গ্রুপ লালমনিরহাট ও ঠাকুরগাঁওয়ে পাকবাহিনীর অবস্থানের ওপর গোলাবর্ষণ করে।

পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আজম ঢাকায় এক জনসভায় বলেন, ভারত পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করে দিয়ে যাবে এমন আত্মঘাতী ভাববিলাস আমাদের বর্জন করতে হবে।

সন্ধ্যায় তেহরানে যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল টিটো ও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান একান্ত বৈঠকে মিলিত হন।

বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর ময়মনসিংহ রোডস্থ তালাবদ্ধ বাসভবনে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী শক্তির এজেন্টরা আগুন লাগিয়ে দেয়। কাওরাইদ ও মশাখালির মাঝে গেরিলা দল একটি রেল সেতু উড়িয়ে দেবার ফলে ঢাকা-ময়মনসিংহ রেল চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

## ১৭ অক্টোবর রবিবার ১৯৭১

নয়াদিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও যুগোশ্লাভ প্রেসিডেন্ট জোশেফ টিটোর মধ্যে অনুষ্ঠিত বৈঠকে বাংলাদেশ প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা হয়।

সিলেট, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, যশোর ও রংপুর জেলার সীমান্ত অতিক্রম করে মুক্তিযোদ্ধারা ২৩টি গ্রামে রাজাকারদের ওপর আক্রমণ চালান। মুক্তিসেনারা বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ ও অস্ত্রশস্ত্রসহ কয়েক শ রাজাকারকে বন্দী করে নিজেদের ঘাঁটিতে নিয়ে যান।

## ১৮ অক্টোবর সোমবার ১৯৭১

ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী নয়াদিল্লিতে এক অনুষ্ঠানে সীমান্ত এলাকায় সশস্ত্র বাহিনীর হামলা সম্পর্কিত পাকিস্তানের অভিযোগ খণ্ডন করে বলেন, ভারতীয় সেনাবাহিনীর নয়, বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর মুক্তিযোদ্ধারা সীমান্ত এলাকায় তাদের প্রতিপক্ষ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত রয়েছেন। মুক্তিবাহিনীতে দেড় লক্ষ মুক্তিযোদ্ধা রয়েছেন এবং এঁদের প্রায় ৫০ হাজার পুলিশ, বিডিআর ও সেনাবাহিনী সদস্য। তারা সবাই বাঙালি এবং ২৫ মার্চ রাতে এদের ওপর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রথম আক্রমণ করার পর এরা প্রতিরোধ আন্দোলনে যোগ দেন। তাঁরা মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছেন।

## ১৯ অক্টোবর মঙ্গলবার ১৯৭১

সকাল ১১টার দিকে মতিঝিলস্থ ইপিআইডিসি ভবনের সামনে টাইম বোমা বিস্ফোরণে ৭ জন নিহত, ১২ জন আহত ও ৯টি গাড়ি বিধ্বস্ত হয়। সীমান্ত এলাকায় মুক্তিবাহিনী ও পাকিস্তানি বাহিনীর মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী নয়াদিল্লিতে বলেন, ভারত ও পাকিস্তানের সীমান্ত এলাকায় ভয়াবহ পরিস্থিতি বিরাজ করছে। ভারত যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য সম্ভাব্য সবকিছুই করে যাচ্ছে। তিনি বলেন, মূল সমস্যা ইসলামাবাদের সামরিক শাসকবর্গ ও বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে—যার পরিণতি ভোগ করছে ভারত।

রাওয়ালপিন্ডিতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বলেন, আমরা ভারতের সাথে যুদ্ধ চাই না। তবে ভারত যদি বাঙালি গেরিলাদের পাকিস্তানের অভ্যন্তরে প্রবেশ ঘটানোর কাজ অব্যাহত রাখে এবং আক্রমণ করে তাহলে আমরা তার প্রতিশোধ নেব। অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতের হস্তক্ষেপ আমরা আর সহ্য করতে রাজি নই।

## ২০ অক্টোবর বুধবার ১৯৭১

জাতিসংঘের মহাসচিব উ থান্ট তাঁর সদর দফতরে ভারতের রাষ্ট্রদূত সমর সেন ও পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত আগা শাহীর সাথে পৃথক বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে বাংলাদেশ প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা হয়।

হিলি সীমান্তে মুক্তিবাহিনী ও পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে সারাদিন সংঘর্ষ চলে। স্টেট ব্যাংক ভবনের ৫ তলায় বোমা বিস্ফোরণ। কাজলায় রাতে একটি শিল্প-কারখানা প্রহরারত রাজাকারদের সাথে মুক্তিবাহিনীর গুলি বিনিময়।

নয়াদিল্লিতে যুগোশ্লাভ প্রেসিডেন্ট মার্শাল টিটো ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যে আলোচনা শেষে এক যুক্ত ইশতেহারে পাকিস্তানের বর্তমান সঙ্কট অবসানের লক্ষ্যে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সাথে রাজনৈতিক মীমাংসার আহ্বান জানানো হয়।

'পূর্ব পাকিস্তান'-এর জাতীয় পরিষদের ৭৮টি শূন্য আসনের উপনির্বাচনে ১৯২ জন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র দাখিল।

## ২১ অক্টোবর বৃহস্পতিবার ১৯৭১

পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদের ১০৪টি শূন্য আসনের ৭৮ জন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র পেশ।

সিলেটের কমলগঞ্জে, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, যশোর ও রংপুরে মুক্তিবাহিনী ও পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ হয়।

পাকিস্তান সরকার ভারতের কাছে এই বলে অভিযোগ করে, ভারতীয় সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ওপর আক্রমণ চালাচ্ছে।

পাকিস্তান ও ভারত পরস্পরের বিরুদ্ধে সীমান্ত লঙ্ঘনের অভিযোগ করে। সীমান্তে উভয় দেশের সেনাবাহিনী মুখোমুখি। ভারত সরকার রিজার্ভ সৈন্যদের পরবর্তী নির্দেশের জন্য তৈরি থাকার নির্দেশ দেয়।

## ২২ অক্টোবর শুক্রবার ১৯৭১

রাওয়ালপিন্ডিতে ভুট্টো-ইয়াহিয়া বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকায় পিপলস পার্টির সহ-সভাপতি মিয়া মাহমুদ আলী কাসুরী এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, মুক্তিযোদ্ধারা উপনির্বাচনে অংশগ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিদের জীবনের প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই হুমকি অব্যাহত থাকলে এবং পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে পিপিপি উপনির্বাচন বর্জন করবে। তিনি প্রার্থীদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার দাবি জানান।

পার্বত্য চট্টগ্রামের রামগড় সীমান্তে মুক্তিবাহিনী ও পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ হয়।

জাতিসংঘ মহাসচিব উ থান্ট ভারত ও পাকিস্তানের কাছে দুই দেশের মধ্যকার উত্তেজনা হ্রাসের লক্ষ্যে জাতিসংঘকে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে নিয়োগের জন্য নতুন প্রস্তাব করেন।

## ২৩ অক্টোবর শনিবার ১৯৭১

পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো লাহোরে বলেন, ভয়ভীতি প্রদর্শন অব্যাহত থাকলে পূর্ব পাকিস্তানের উপনির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে তাঁর দলের প্রার্থীদের প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে।

মুক্তিবাহিনী কসবা সীমান্তের বেশকিছু এলাকায় নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। যশোর, বগুড়া, ময়মনসিংহ, রংপুর, নীলফামারী ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মুক্তিবাহিনী ও সেনাবাহিনীর মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ হয়।

করাচিতে পিপলস পার্টির পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়, জামায়াতে ইসলামী পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধংদেহী ভূমিকা পালন করছে। তারা আপত্তিকর ও জনগণের মনোভাব বিরুদ্ধে কার্যকলাপে লিপ্ত রয়েছে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী জাতির উদ্দেশে এক বেতার ভাষণে বর্তমান সঙ্কটপূর্ণ পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য জনগণকে সংযত, ঐক্য ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হবার আহ্বান জানান।

## ২৪ অক্টোবর রবিবার ১৯৭১

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সপ্তাহব্যাপী বেলজিয়াম, অস্ট্রিয়া, ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও পশ্চিম জার্মানি সফরের শুরুতে ব্রাসেলস পৌঁছান।

পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান ও সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার বিশেষ দূত হিসেবে মধ্যপ্রাচ্য সফরের শুরুতে কায়রো পৌঁছান।

জাতিসংঘে পাকিস্তানি প্রতিনিধি দলের সদস্য শাহ আজিজুর রহমান বলেন, কল্পিত বাংলাদেশ আজ বিলীন হতে চলেছে। এটা এখন আর কোনো পরীক্ষার বিষয় নয়।

## ২৫ অক্টোবর সোমবার ১৯৭১

নারায়ণগঞ্জ সদর পোস্ট অফিসের সামনে এক বোমা বিস্ফোরণে সাত জন নিহত। কাজলায় একটি কারখানায় বোমা বিস্ফোরণের কয়েকজন রাজাকার আহত হয়।

ময়মনসিংহের কামালপুর সীমান্ত ফাঁড়ি আক্রমণ করে মুক্তিবাহিনী বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদ দখল করে।

মিসেস ইন্দিরা গান্ধী ব্রাসেলস থেকে ভিয়েনা যাত্রা করেন।

কুষ্টিয়া ও দিনাজপুরের জেলা প্রশাসক যথাক্রমে মোঃ শামসুল হক ও ফারাউদ্দিন আহমদ বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করায় প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক তাদের বরখাস্ত করেন।

নেপালে পাকিস্তানি দূতাবাসের কূটনীতিক মোস্তাফিজুর রহমান সপক্ষ ত্যাগ করে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেন।

## ২৬ অক্টোবর মঙ্গলবার ১৯৭১

মিসরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতের কাছে মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর বাণী নিয়ে বিশেষ দূতের কায়রো উপস্থিতি।

কসবায় মুক্তিবাহিনী ও পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর মধ্যে দখল প্রতিষ্ঠা নিয়ে তুমুল সংঘর্ষ হয়। কুমিল্লা সীমান্তে কসবা ছাড়াও কায়েমপুর, সালদানদী, নয়নপুর ও চৌদ্দগ্রাম এলাকায় উভয় দলের মুখোমুখি যুদ্ধ হয়। সিলেট, ময়মনসিংহ, রংপুর, বগুড়া ও যশোর সীমান্তেও সারাদিন যুদ্ধ চলে।

## ২৭ অক্টোবর বুধবার ১৯৭১

মুক্তিবাহিনী চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, রংপুর ও যশোর সীমান্তে পাকিস্তানি বাহিনীর ঘাঁটিতে গোলাবর্ষণ করে। পাকিস্তান এই গোলাবর্ষণের বিরুদ্ধে ভারতের কাছে প্রতিবাদ জানায়। পাকিস্তান সরকার অভিযোগ করে, ভারতীয় সেনাবাহিনী সীমান্ত লঙ্ঘন করে পূর্ব পাকিস্তানে ঢুকে মর্টার ও ফিল্ডগানের সাহায্যে গোলাবর্ষণ অব্যাহত রেখেছে। ভারত পাকিস্তানের এই অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে।

পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো কায়রোতে প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতের সাথে বৈঠক শেষে জেনেভা পৌঁছান। তিনি পাকিস্তানি প্রেসিডেন্টের বিশেষ দূত হিসেবে বিদেশ সফর করছেন।

সন্ধ্যায় গভর্নর ভবনের দক্ষিণ গেটের সামনে ও মধ্যরাতে মতিঝিল সেন্ট্রাল গভ. গার্লস স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার বাসভবনে বোমা বিস্ফোরণ।

চট্টগ্রামে গেরিলাদের হাতে উপনির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থী ও কনভেনশন মুসলিম লীগ নেতা মোহাম্মদ বখতিয়ার নিহত হন। চট্টগ্রামে একটি চীনা রেস্তোরাঁয় বোমা বিস্ফোরণে কয়েক ব্যক্তি আহত হয়।

## ২৮ অক্টোবর বৃহস্পতিবার ১৯৭১

ঢাকায় একজন সামরিক মুখপাত্র জানান, প্রাদেশের সর্বত্র রাজাকাররা প্রায় প্রতিদিন ভারতীয় চরদের (মুক্তিযোদ্ধা) মোকাবিলা করছে। তারা দুষ্কৃতকারীদের

(মুক্তিযোদ্ধা) আক্রমণ নস্যাৎ করে গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও রেল সেতু রক্ষা করছে। রাজাকারদের সাফল্যে দেশবাসী গর্বিত।

দুপুরে ডিআইটি ভবনে বিস্ফোরণের ফলে টিভি টাওয়ারের নিচতলা ও দোতলার টিভি স্টুডিওর অংশবিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গভীর রাতে খিলগাঁও-এ রেললাইনে বসানো মাইন বিস্ফোরণে যাত্রীবাহী ট্রেনের ইঞ্জিন লাইনচ্যুত হলে ট্রেন চলাচল সাময়িক বন্ধ হয়ে যায়।

মুক্তিযোদ্ধারা কুমিল্লার দৌলতপুর, চৌদ্দগ্রাম, নোয়াখালীর পরশুরাম, চট্টগ্রামের বিলোনিয়া, ময়মনসিংহের নকলা ও দিনাজপুরের হিলি প্রভৃতি স্থানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ওপর আক্রমণ করে। উভয়ের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ হয়।

নির্বাচন কমিশন থেকে ঘোষণা করা হয় প্রদেশের আসন্ন উপনির্বাচনে জাতীয় পরিষদে ৫০ জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। নির্বাচিতদের মধ্যে প্রাদেশিক জামায়াতে ইসলামীর প্রধান অধ্যাপক গোলাম আজম, প্রাদেশিক কাউন্সিল মুসলিম লীগ প্রধান খাজা খয়রুদ্দিন, কাউয়ুম লীগের সাধারণ সম্পাদক খান এ. সবুর, জামায়াতের প্রাদেশিক সহকারী আমীর আব্বাস আলী খান ও এ. কে. এম. ইউসুফ রয়েছেন।

## ২৯ অক্টোবর শুক্রবার ১৯৭১

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান রাওয়ালপিন্ডিতে এক বিবৃতিতে বলেন, খাঁটি পাকিস্তানিদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন পরীক্ষা করে দেখার জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থাকে গ্রহণ করা হবে। তিনি দাবি করেন, গত মার্চ মাসের পর ২০ লাখের কিছু বেশি পাকিস্তানি ভারতে আশ্রয় নিয়েছে।

মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্থানে শত্রুবাহিনীর ওপর আক্রমণ চালায়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী ব্রিটিশ নেতৃবৃন্দের সাথে পাক-ভারত পরিস্থিতি ও গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক বিষয়াদি নিয়ে আলোচনার জন্য লন্ডনে উপস্থিত হন।

সন্ধ্যায় ঢাকায় ইংরেজি দৈনিক 'মর্নিং নিউজ' প্রাঙ্গণে বোমা বিস্ফোরণ।

## ৩০ অক্টোবর শনিবার ১৯৭১

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের বিশেষ দূত ও পিপিপি চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টোর প্যারিস সফর।

গেরিলা আক্রমণে ঢাকার কাঁঠাল বাগান শান্তি কমিটির আহ্বায়ক আসাদুল্লাহ নিহত হন। খুলনা শহরে গেরিলাদের হাতে দুজন পশ্চিম পাকিস্তানি পুলিশ নিহত হয়।

গোপীবাগে সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ প্রাঙ্গণে বোমা বিস্ফোরণ।

চট্টগ্রামে বোমা বিস্ফোরণে ট্রান্সফরমার বিধ্বস্ত হলে নগরী অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। রাতে অন্ধকারে নগরীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে গেরিলাদের একযোগে বোমা হামলা।

## ৩১ অক্টোবর রবিবার ১৯৭১

ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মি. এডওয়ার্ড হিথের মধ্যে পাক-ভারত সঙ্কট ও বাংলাদেশ বিষয়ের ওপর আনুষ্ঠানিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

নয়াদিল্লিতে ভারত সরকারের প্রতিরক্ষা দফতরের একজন মুখপাত্র বলেন, সীমান্তে পাকিস্তান ও ভারতের সেনাবাহিনী মাত্র এক কি দুই মাইলের ব্যবধানে পরস্পরের মুখোমুখি অবস্থান করছে। ইতোমধ্যে ভারতীয় সৈন্যরা পূর্ব সীমান্তে বেশ কয়েকটি পাকিস্তানি হামলা প্রতিহত করেছে। কয়েকটি বড় রকমের সংঘর্ষ হয়েছে।

পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ডা. এ. এম. মালিক পাকিস্তানের উর্দু ডাইজেস্ট-এর সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, আওয়ামী লীগের বর্তমান পরিকল্পনা বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে বেশ কয়েক বছর আগে থেকে পরিচালিত হিসেব করা আন্দোলনেরই ফল। বাঙালি জাতীয়তাবাদ যে পাকিস্তানের আদর্শের পরিপন্থী তা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

## ১ নভেম্বর সোমবার ১৯৭১

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান লন্ডনের ডেইলি মেইল-এর সাথে সাক্ষাৎকারে বলেন, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ আসন্ন। ভারত পাকিস্তান আক্রমণ করলে চীন তা সহ্য করবে না। তিনি বলেন, বাংলাদেশের অর্থ কেবল পাকিস্তান খণ্ডবিখণ্ড নয়, সেই সাথে হবে ভারতীয় ইউনিয়নর অবসানের সূচনা।

লন্ডনে মিসেস ইন্দিরা গান্ধী ও মি. এডওয়ার্ড হিথের মধ্যে বাংলাদেশ প্রশ্ন নিয়ে দুঘণ্টাব্যাপী আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

ঢাকায় রাতে গেরিলাদের পাতা বোমা বিস্ফোরণে নির্বচন কমিশন কার্যালয় বিধ্বস্ত হয়। গেরিলারা প্রকাশ্য দিবালোকে মালিবাগে ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংক লুট করে। সন্ধ্যায় ইডেন কলেজ এলাকা ও কাকরাইল পেট্রোল পাম্পে বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। নারায়ণগঞ্জে গেরিলাদের গুলিতে শান্তি কমিটির এক সদস্য নিহত ও কলাবাগানে পুলিশ সার্জেন্ট গুলিবিদ্ধ হন।

## ২ নভেম্বর মঙ্গলবার ১৯৭১

প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক তিন জন সাবেক কেন্দ্রীয় সচিবসহ ৩২ জন উচ্চপদস্থ বাঙালি সরকারি অফিসারের খেতাব প্রত্যাহার করেন।

লন্ডনে ভারতীয়দের এক সমাবেশে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেন, তিনি ব্রিটেনকে তার প্রভাব বিস্তার করে বাংলাদেশ প্রশ্নের একটি রাজনৈতিক মীমাংসা ও উদ্বাস্তু সমস্যার একটি সুষ্ঠু সমাধানের জন্য পাকিস্তানের ওপর চাপ সৃষ্টির অনুরোধ জানিয়েছেন। যুদ্ধ বাধুক ভারত তা কখনো চায় না। কিন্তু এ জন্য ভারত তার জাতীয় স্বার্থকে কখনো ক্ষুণ্ন হতে দিতে পারে না। তিনি বলেন, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সঙ্কটের দ্রুত একটি নিষ্পত্তি

করতে হবে। সীমান্ত পরিস্থিতি দেখে মনে হতে পারে বাংলাদেশ থেকে দলে দলে লোক আসার ফলেই এটা হয়েছে কিন্তু বাংলাদেশ সমস্যা এর চেয়েও জটিল।

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান নিউইয়র্ক টাইমস-এর সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, জাতি চাইলে বেআইনি আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির প্রশ্নটি তিনি বিবেচনা করে দেখতে পারেন। তিনি বলেন, বর্তমানের বিস্ফোরণোন্মুখ পরিস্থিতিকে তিনি আর বিস্তৃত করতে চান না, তবে ভারত যদি পাকিস্তানের এলাকা দখলে দুষ্কৃতিকারীদের (মুক্তিযোদ্ধা) অস্ত্রশস্ত্র ও মদদদান অব্যাহত রাখে এবং ক্রীড়নক বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠা করতে চায় তবে যুদ্ধ বাধবে। সেক্ষেত্রে চীন পাকিস্তানকে প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করবে। পাকিস্তানের অকৃত্রিম বন্ধু চীন পাকিস্তানের ওপর কোনো বৈদেশিক আক্রমণ সহ্য করবে না। জেনারেল ইয়াহিয়া খান বলেন, একটা খেয়ালের বশে আমি রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে বিচারাধীন বাঙালি নেতাকে ছেড়ে দিতে পারি না। তবে শেখ মুজিব যদি এখন পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে যান সেখানে তাঁর নিজের লোকেরাই তাঁকে হত্যা করবে।

## ৩ নভেম্বর বুধবার ১৯৭১

পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো সকালে আকস্মিক করাচি থেকে রাওয়ালপিন্ডি আসেন এবং প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সাথে এক অনির্ধারিত বৈঠকে মিলিত হন।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সামরিক তৎপরতা চালানোর কাজে সাহায্য না করার এবং পাকিস্তানের সাথে সকল বিবাদ সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে ফেলার জন্য গণচীন ভারতের প্রতি হুঁশিয়ারি জানায়।

চট্টগ্রাম বন্দরে মুক্তিবাহিনীর নৌ-কমান্ডোদের পাতা মাইনে একটি তেলবাহী জাহাজ নিমজ্জিত হয়। বিস্ফোরণে জাহাজের ৮ জন নাবিকের প্রাণহানি ঘটে। সিদ্দিরগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে তিন দফা বোমা বিস্ফোরিত হয়। ধানমন্ডিতে গেরিলা হামলায় শান্তিবাহিনীর সদস্য এডভোকেট মোদাব্বির হোসেন নিহত হন। ঢাকায় প্রকাশ্য দিবালোকে গেরিলারা মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংকের পলওয়েল মার্কেট শাখা ও ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের মৌচাক শাখা লুট করেন।

টোকিওতে পাকিস্তানি দূতাবাসের প্রেস এটাচি এস. এম. মাসুদ ও থার্ড সেক্রেটারি মোহাম্মদ আবদুর রহমান পাকিস্তানের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেন। সুইজারল্যান্ডে পাকিস্তানের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স ওয়ালিউর রহমান সরকারের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেন।

## ৪ নভেম্বর বৃহস্পতিবার ১৯৭১

মুক্তিবাহিনী ময়মনসিংহ জেলার আকিপাড়া সীমান্ত ফাঁড়িতে হামলা চালায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবনে বোমার বিস্ফোরণ ঘটে। ঢাকার শান্তিবাগে গেরিলা হামলায় ৪ জন নিহত ও ২ জন আহত হন। নিষ্প্রদীপ মহড়াকালে গেরিলারা নগরীর বিভিন্ন এলাকায় বোমা হামলা চালান।

পাকিস্তান সরকার ঘোষণা করে, পূর্ব পাকিস্তান পরিষদে উপনির্বাচনে ১০৮ জন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী ওয়াশিংটন সফরে যান।

করাচিতে পিপিপি প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো ও পিডিপি প্রধান নূরুল আমিনের মধ্যে একান্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সনের কাছে জরুরি বার্তা পাঠান।

## ৫ নভেম্বর শুক্রবার ১৯৭১

পিপলস পার্টি প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ব্যক্তিগত প্রতিনিধি হিসেবে চীন সরকারের সাথে আলাচনার জন্য পিকিং (বেইজিং) যান। ভুট্টোর নেতৃত্বাধীন ৮ সদস্যের উচ্চ ক্ষমতাবিশিষ্ট প্রতিনিধি দলে রয়েছেন পাকিস্তান বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার মার্শাল এ. রহিম খান, সেনাবাহিনীর চিফ অব জেনারেল স্টাফ লে. জেনারেল গুল হাসান খান, নৌবাহিনীর চিফ অব স্টাফ রিয়ার এডমিরাল এ. রশীদ, পররাষ্ট্র সচিব সুলতান মোহাম্মদ খান, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দুজন ডিরেক্টর জেনারেল আফতাব আহমদ খান ও তবারক হোসেন এবং ডিরেক্টর আহমদ কেওয়াল। রাতে জনাব ভুট্টো ও চীনা প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই আলোচনা বৈঠকে মিলিত হন।

ওয়াশিংটনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনের মধ্যে একান্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

রেডিও পাকিস্তান ঘোষণা করে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট পাকিস্তানি প্রেসিডেন্টের জরুরি চিঠির জবাব পাঠিয়েছেন।

বিভিন্ন সীমান্তে মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ অব্যাহত থাকে। দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্থানে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সংঘর্ষ হয়। পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক আইন প্রশাসক লে. জেনারেল এ. এ. কে. নিয়াজী বিভিন্ন সীমান্ত ফাঁড়ি পরিদর্শন করেন।

ইসলামাবাদে পাকিস্তান সরকারের জনৈক মুখপাত্র ঘোষণা করেন, পাকিস্তান তার পূর্বাংশে বিরাজিত উত্তেজনাকর পরিস্থিতি মোকাবিলায় বৃহৎ শক্তিবর্গের

সাহায্য কামনা করেছে। গণচীন ও রুমানিয়া পাকিস্তানকে প্রয়োজনীয় অস্ত্র দিতে সম্মত হয়েছে।

নারায়ণগঞ্জে গেরিলাদের গুলিতে শান্তি কমিটির দুজন সদস্য নিহত হন।

## ৬ নভেম্বর শনিবার ১৯৭১

ডেমোক্রেটিক পার্টি প্রধান নূরুল আমিন লাহোরে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সাথে বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠক শেষে নূরুল আমিন সাংবাদিকদের বলেন, তিনি প্রেসিডেন্টকে জানিয়েছেন উপনির্বাচনের কার্যক্রম শুরু হবার পর পূর্ব পাকিস্তানে দুষ্কৃতকারীদের (মুক্তিবাহিনী) নাশকতামূলক কার্যক্রম বৃদ্ধি পেয়েছে। এ জন্য তিনি পূর্বাঞ্চলে রাজাকারদের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং তাদের আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করার জন্য প্রেসিডেন্টের কাছে সুপারিশ করেছেন।

সকালে মতিঝিলস্থ পিআইএ অফিসে বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। শাহবাগ মোড়ে গেরিলা-রাজাকার গুলি বিনিময়ে একজন রাজাকার নিহত হয়।

ওয়াশিংটনে নিক্সন-ইন্দিরা দ্বিতীয় দফা বৈঠক শেষে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন, যুদ্ধ এড়াতে ভারত সম্ভাব্য সব কিছু করবে। ওয়াশিংটনস্থ জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে মিসেস গান্ধী বলেন, কোনো সমাধানে উপনীত হতে হলে তা পূর্ববঙ্গের জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে হবে। বাংলাদেশ সরকারের উপস্থিতি ছাড়া ভারত-পাকিস্তান আলোচনা অর্থবহ হতে পারে না। বরং তা সমাধানে পৌঁছাতে আরও জটিলতার সৃষ্টি করবে।

নারায়ণগঞ্জে গেরিলা হামলায় শান্তি কমিটির নেতা আফি সরদার ও তার পরিবারের ৮ জন সদস্য নিহত এবং ৩ জন আহত হন।

## ৭ নভেম্বর রবিবার ১৯৭১

পিপিপি প্রধান জনাব ভুট্টো পিকিং সফর শেষে করাচি ফিরে বলেন, চীন পাকিস্তানের প্রতি দৃঢ় সমর্থন জানিয়েছে। মিশন এক শ ভাগ সফল।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী ফ্রান্স যাত্রার প্রাক্কালে ওয়াশিংটনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সাথে তাঁর আলোচনার কিছু নেই। এটি ইসলামাবাদ ও বাংলাদেশের জনগণের মধ্যকার বিষয়। বর্তমান উত্তেজনা নিরসনে প্রথমে বাংলাদেশে অধিকতর শান্তিপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি করতে হবে। এতে ভারতে শরণার্থী আসা বন্ধ হবে। বর্তমান সমস্যা ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার কোনো বিরোধ নয়। কিন্তু এতে ভারত জড়িয়ে পড়েছে এ জন্য যে, ভারতে শরণার্থীরা যাচ্ছে।

মিসেস গান্ধী বলেন, শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আলোচনাই বর্তমান সমস্যার কার্যকর সমাধান। কারণ, তিনিই বাঙালি জনগণের স্বীকৃত নেতা। আমি মনে করি, বাংলাদেশের জনগণের অনুমোদনের ভিত্তিতে যে-কোনো সমাধানই সম্ভব। ওটি তাদের দেশ, তাদের আন্দোলন এবং তাদেরকেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। বাঙালিরা তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া কোনো সিদ্ধান্ত মেনে নেবে, তা বিশ্বাস করার কোনো কারণ থাকতে পারে না। চীন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, তারা সম্ভবত কোনো বিরোধে জড়াবেন না।

মার্কিন প্রেসিডেন্টের প্রেস সেক্রেটারি মি. জিগলার ওয়াশিংটনে বলেন, পূর্ব পাকিস্তান সঙ্কট প্রশ্নে প্রেসিডেন্ট নিক্সন ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে একটি মীমাংসার অপেক্ষায় রয়েছেন। উভয় পক্ষ চাইলে তিনি এ লক্ষ্যে একটি সুস্পষ্ট উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। যুক্তরাষ্ট্র ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ চায় না। চায় শান্তিপূর্ণ মীমাংসা।

নারায়ণগঞ্জে গেরিলাদের গুলিতে উপনির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য ও মুসলিম লীগ নেতা সুলতান উদ্দিন খান, শহর শান্তি কমিটির সদস্য আমির হোসেন ও সোনাকান্দা শান্তি কমিটির আহ্বায়ক হাজী সাহের আলী, নবীগঞ্জ শান্তি বাহিনীর সদস্য হাজী আবদুল লতিফ ও সোহরাব হোসেন নিহত হন।

চট্টগ্রামে ওয়াপদা ভবনে বোমা বিস্ফোরণ ঘটে।

## ৮ নভেম্বর সোমবার ১৯৭১

মার্কিন সাময়িকী 'নিউজ উইক'-এর সাথে এক সাক্ষাৎকারে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান বলেন, ভারত বিদ্রোহীদের পূর্ব পাকিস্তানে অনুপ্রবেশে সাহায্য করে চলেছে। ভারতীয় ট্রেনিংপ্রাপ্ত বিদ্রোহীরা পূর্ব পাকিস্তানে নাশকতামূলক কাজে লিপ্ত। আমি এ ব্যাপারে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছি। আমার সৈন্যরাও অধৈর্য হয়ে পড়েছে। ভারত যদি বাংলাদেশের ধুয়া তুলে পূর্ব পাকিস্তান দখলের চেষ্টা করে তাহলে যুদ্ধ বাধবেই। আমি আপনাদের নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, সে যুদ্ধ কেবল পূর্বাঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকবে না এবং আমি বিশ্বাস করি, সে যুদ্ধে নিশ্চয়ই আমি পরাজিত হব না। যুদ্ধ শুরু হলে সোভিয়েত ইউনিয়ন এ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে কি না তা এ মুহূর্তে বলা কঠিন, তবে ভারত-সোভিয়েত প্রতিরক্ষা চুক্তি রয়েছে। অবশ্য চীনের কথা জানি, চীন কোনো অবস্থায় ভারতের পাকিস্তান আক্রমণ সহ্য করবে না। যুদ্ধ বাধলে চীন আমাকে অস্ত্র দেবে সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।

প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খান পাকিস্তান সরকারের অর্থনৈতিক সমন্বয় ও বৈদেশিক সাহায্য বিভাগের যুগ্মসচিব এম. এ. রশীদ, পরিকল্পনা বিভাগের আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক শাখার প্রধান মোহাম্মদ আবদুস সাত্তার, নয়াদিল্লিস্থ পাকিস্তানি দূতাবাসের সহকারী প্রেস এটাচি আমজাদুল হক ও কলকতাস্থ পাকিস্তান ডেপুটি হাইকমিশনের সহকারী প্রেস এটাচি মাকসুদ আলীকে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ঘোষণার কারণে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেন।

চীন থেকে ফিরে জুলফিকার আলী ভুট্টো প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সাথে সাক্ষাৎ করেন।

ঢাকায় হাবিব ব্যাংক রামপুরা শাখা প্রহরারত পুলিশের সঙ্গে গেরিলাদের গুলি বিনিময়কালে একজন গেরিলা নিহত হন।

নোয়াখালী সীমান্তে দিনব্যাপী মুক্তিবাহিনীর সাথে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সংঘর্ষ চলে। কলাভবন, ঢাকা কলেজ ও বাওয়ানী একাডেমিতে বোমা বিস্ফোরণে অধ্যাপকসহ ২৫ জন ছাত্রছাত্রী আহত হয়।

## ৯ নভেম্বর মঙ্গলবার ১৯৭১

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সিবিএস টেলিভিশনের সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, যদি ভারত পাকিস্তান আক্রমণ করে চীন অবশ্যই হস্তক্ষেপ করবে।

প্যারিসে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও ফরাসি প্রধানমন্ত্রী জ্যাকুইস শবন দেণমাসের মধ্যে একান্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পরে শ্রীমতী গান্ধী ফরাসি প্রেসিডেন্ট জর্জ পম্পিদুর সাথে মতবিনিময় করেন। প্যারিসে মিসেস গান্ধী সাংবাদিকদের বলেন, ভারতের স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তার প্রতি যে হুমকি দেখা দিয়েছে তার নিরসন ঘটাতে হলে অবশ্যই বাংলাদেশ সমস্যার একটি রাজনৈতিক সমাধান বের করতে হবে এবং এই সমাধান কার্যকর করতে হলে তা সেখানকার জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হতে হবে।

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের সাথে এক সাক্ষাৎকারে ভারতের সর্বোদয় নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ বলেন, শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ সরকারকে এখন ভারতের রাজনৈতিক স্বীকৃতিদানের সময় এসেছে। তিনি বলেন, আমরা যখন বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে নৈতিক ও বৈষয়িকভাবে সাহায্য করছি তখন ভারত সরকারের উচিত তাদের স্বাধীনতা অর্জনে মুক্তিযোদ্ধা ও বাংলাদেশ সরকারকে সর্বতোভাবে সাহায্য করা।

পাকিস্তান সরকার ঘোষণা করেন, পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের ৭৮টি শূন্য আসনের উপনির্বাচনে ৫৮ জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। এদের

মধ্যে ১৫ জন জামায়াত, ১২ জন পিডিপি, ২০ জন মুসলিম লীগ, ৬ জন নেজামে ইসলামী ও ৫ জন পিপিপি'র প্রার্থী।

ওয়াশিংটনে মার্কিন সরকারের একজন মুখপাত্র ঘোষণা করেন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের ৩৬ লাখ ডলার মূল্যের সামরিক সরঞ্জাম রপ্তানির লাইসেন্স বাতিল করে দিয়েছে।

ঢাকায় বিশেষ সামরিক আদালত এক রায়ে ১৩ জন সিএসপি, ৪২ জন ইপিসিএস অফিসার ও ৪ জন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের প্রত্যেককে ১৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডসহ অর্ধেক সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দেন। সাজাপ্রাপ্ত অধ্যাপকরা হচ্ছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মোজাফ্ফর আহমদ চৌধুরী (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), আবদুর রাজ্জাক (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), খান সারওয়ার মুরশিদ (ইংরেজি) ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাযহারুল ইসলাম (বাংলা)।

রাওয়ালপিন্ডিতে ইয়াহিয়া-ভুট্টো বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

সন্ধ্যায় কমলাপুর-গেণ্ডারিয়া রেল স্টেশনের মাঝে গেরিলাদের পাতা মাইন বিস্ফোরণে রেল ইঞ্জিন লাইনচ্যুত হলে রেল চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। রাতে গেরিলারা গেণ্ডারিয়া রেল স্টেশনে হামলা চালায়। বোমা বিস্ফোরণে নবীগঞ্জ বিদ্যুৎ সাব-স্টেশন বিধ্বস্ত হয়। সকালে নগরীর ভিকারুননিসা নূন গার্লস স্কুল প্রাঙ্গণে বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। কুমিল্লা, বরিশাল ও ময়মনসিংহে ইপিসিএএফ ও মুক্তিবাহিনী গুলি বিনিময়।

## ১০ নভেম্বর বুধবার ১৯৭১

বিকেলে গেরিলারা ঢাকার বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্রে হামলা চালিয়ে কেন্দ্রের বিপুল ক্ষতিসাধন করে। গেরিলা হামলায় বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজ বিঘ্নিত হয়। ফলে পুরনো শহরসহ ঢাকার অনেক এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকে। সারারাত নগরীর দুই-তৃতীয়াংশ অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে। দুপুরে ফার্মগেটস্থ হলিক্রস কলেজ ভবনে বোমা বিস্ফোরণ ঘটে।

নোয়াখালীর বেলুনিয়া সীমান্তে সারাদিন মুক্তিবাহিনী ও পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ চলে। গ্রীন রোডে রেডিও পাকিস্তানের প্রকৌশল ভবনে গেরিলা হামলায় দুজন প্রকৌশলী নিহত হন।

গভীর রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী, রাজাকার ও আল বদর বাহিনীর সদস্যরা সাদা পোশাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলে প্রবেশ করে ছাত্রী ও শিক্ষয়িত্রীদের রুমে পাইকারি লুণ্ঠন চালায়। প্রায় ৮০ জনের এই দুর্বৃত্ত দলটি এক ঘণ্টারও বেশি সময় হলে অবস্থানকালে ছাত্রীদের ঘরের দরজা ভেঙে তাদের ওপর নির্যাতন চালায়।

## ১১ নভেম্বর বৃহস্পতিবার ১৯৭১

প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খান বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ অথবা সাহায্য করার অভিযোগে আটক ব্যক্তিদের বিচারের জন্য বিশেষ আদালত গঠনের নির্দেশ দেন। ঢাকার সামরিক কর্তৃপক্ষ প্রদেশের সকল বেসামরিক এলাকায় ট্রেঞ্চ খননের নির্দেশ জারি করেন। দিনাজপুর, ফেনী ও রংপুর সীমান্ত এলাকায় মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ।

বনে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী ও পশ্চিম জার্মান চ্যান্সেলর উইলি ব্রান্টের মধ্যে আলোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক শেষে মিসেস গান্ধী সাংবাদিকদের বলেন, ভারত পূর্ববঙ্গের অধিবাসীদের নিজের পছন্দমতো একটি রাজনৈতিক সমাধান আশা করে।

দুপুরে বায়তুল মোকাররম বিপণি কেন্দ্রের সামনে গাড়িবোমা বিস্ফোরণে ৬ জন নিহত ও ৫৫ জন আহত হয়। সামরিক কর্তৃপক্ষ ঘটনাস্থল থেকে একজন গেরিলাকে গ্রেফতার করে। লক্ষ্মীবাজার সেন্ট ফ্রান্সিস স্কুলে বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। সিদ্দিরগঞ্জ পাওয়ার স্টেশনে হামলাকালে চার জন গেরিলা আহত অবস্থায় পাকসেনার হাতে বন্দী হন।

## ১২ নভেম্বর শুক্রবার ১৯৭১

ফরাসি প্রেসিডেন্ট জর্জ পম্পিদু ও পশ্চিম জার্মান চ্যান্সেলর উইলি ব্রান্ট পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কাছে জরুরি পত্র পাঠান।

মুক্তিবাহিনী একযোগে পাবর্ত্য চট্টগ্রাম, সিলেট, রংপুর, দিনাজপুর ও কুমিল্লা সেক্টরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ওপর হামলা চালায়।

বনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বলেন, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলে যদি বাঙালিদের কোনো উপকারে আসে তাহলে ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের বিষয়টি বিবেচনা করবে।

## ১৩ নভেম্বর শনিবার ১৯৭১

কুষ্টিয়ায় মুক্তিবাহিনী ও পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ। মুক্তিবাহিনী বিপুল এলাকা মুক্ত করে। ভারতের কাছে পাকিস্তানের প্রতিবাদ।

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী উইলিয়াম রজার্সের আশঙ্কা প্রকাশ, পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে শিগ্‌গিরই যুদ্ধ বেধে যেতে পারে। তিনি ঘোষণা করেন, যুক্তরাষ্ট্র এই যুদ্ধ চায় না, তবে যুদ্ধ বাধলে সে তাতে জড়িয়ে পড়বে না।

নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন স্থানে গেরিলাদের বিক্ষিপ্ত হামলায় শান্তিবাহিনীর সদস্য ও রাজাকারসহ ৩ জন নিহত হয়, আহত হয় ৬। ধানমন্ডির আল বদর ক্যাম্পে গেরিলারা অতর্কিত হামলা চালায়। মতিঝিল আইডিয়াল স্কুলে শান্তিবাহিনীর সভা চলাকালে গেরিলা হামলায় ৫ জন হতাহত হয়।

## ১৪ নভেম্বর রবিবার ১৯৭১

ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর এক বিবৃতিতে পাকিস্তানের অস্তিত্ব ধ্বংসে উদ্যত ভারতের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধভাবে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। জামায়াতের মজলিশে সুরারা বৈঠকে গৃহীত এক প্রস্তাবে সশস্ত্র দুষ্কৃতকারী এবং তাদের সমর্থক ও সহযোগীদের দুরভিসন্ধিমূলক তৎপরতা বন্ধ করার লক্ষ্যে সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করা হয়। প্রস্তাবে বলা হয় : দুষ্কৃতিকারীরা (মুক্তিযোদ্ধা) জনগণের শত্রু। তাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে জামায়াতকে সহযোগিতা করার জন্য নাগরিকদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

## ১৫ নভেম্বর সোমবার ১৯৭১

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের বিশেষ দূত ও আজাদ কাশ্মীরের প্রশাসক ইব্রাহিম খান তিউনিসে বলেন, পূর্ব পাকিস্তান সমস্যার সমাধানকল্পে পাকিস্তান ভারতের সাথে আলোচনা করতে প্রস্তুত।

চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে জরুরি তারবার্তা পাঠান।

পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে স্বীকার করা হয়, গত ২৫ মার্চের পর থেকে এ পর্যন্ত প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে নিয়োজিত চার জন সিএসপি ও একজন ইপিসিএস অফিসারের মৃত্যু হয়েছে। এদের মধ্যে কুষ্টিয়ার ডিসি নাসিম ওয়াকার আহমেদ ৩১ মার্চ-এ, চুয়াডাঙ্গার এসডিও মোহাম্মদ ইকবাল ১৫ এপ্রিলে, নওগাঁর এসডিও মোহাম্মদ নিসারুল হামিদ ১৬ এপ্রিলে, সিরাজগঞ্জের এসডিও এ. কে. শামসুদ্দিন ২০ মে এবং যশোরের সাব-জজ মোজাফফর হোসেন (ইপিসিএস) ৩ সেপ্টেম্বরে মারা যান।

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁওয়ের কাছে মাইন বিস্ফোরণে দুজন কূটনীতিক নিহত হন। এঁরা ঢাকাস্থ পশ্চিম জার্মান কনস্যুলেটের কর্মকর্তা। শীতলক্ষ্যা তীরে নারায়ণগঞ্জ ডকে বোমা বিস্ফোরণে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

কণ্ঠশিল্পী শাহনাজ বেগমের [পরবর্তীকালে রহমতুল্লাহ] বাসভবনে বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। বাসাবোতে শান্তিবাহিনীর সভা চলাকালে গেরিলা হামলায় ৩ জন হতাহত হয়।

## ১৬ নভেম্বর মঙ্গলবার ১৯৭১

পাবর্ত্য চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, কুমিল্লা, যশোর ও রংপুরে মুক্তিবাহিনী ও পাকিস্তানি বাহিনীর মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ হয়। পাকিস্তান বেতার থেকে দাবি করা হয় ভারতীয় সেনাবাহিনীর ছত্রচ্ছায়ায় আজ ভারতীয় চররা (মুক্তিযোদ্ধা) বিভিন্ন সীমান্তে অনুপ্রবেশের চেষ্টা চালালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তা প্রতিহত করে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে ঘোষণা করা হয় মুক্তিবাহিনী গত কয়েকদিনের পার্বত্য চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, কুমিল্লা, রংপুর ও যশোরের বিপুল এলাকা মুক্ত করে সেখানে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসন চালু করেছে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী নয়াদিল্লিতে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস দলের কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠকে ভাষণকালে বলেন, দু-এক মাস কিংবা তারও আগে বাংলাদেশ সমস্যার সমাধান হবে বলে আশা করা যায়। ঢাকায় মালিক মন্ত্রিসভার বৈঠকে 'শান্তি সেনা' গঠনের সিদ্ধান্ত।

মতিঝিলে নটরডেম কলেজের দক্ষিণে সার্কুলার রোডস্থ ব্রিজের নিচে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের তরুণ চিকিৎসক ডা. আজহারুল হক ও ডা. কবীরের লাশ উদ্ধার। তাঁদের বাসভবন থেকে অপহরণ করে হত্যা করা হয়।

## ১৭ নভেম্বর বুধবার ১৯৭১

ভোর সাড়ে ৫টা থেকে রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত ঢাকায় কারফিউ জারি করা হয়। কারফিউর সময় সেনাবাহিনীর সাথে সংঘর্ষে ঢাকা নগরীর বিভিন্ন স্থানে ৪ জন মুক্তিযোদ্ধা নিহত হন। সেনাবাহিনী এ সময় গোটা নগরী তল্লাশি করে কয়েক শ তরুণকে মুক্তিযোদ্ধা সন্দেহে আটক করে।

কুমিল্লা, খুলনা ও বরিশাল জেলার বিভিন্ন স্থানে মুক্তিযোদ্ধা ও পাকসেনাদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়।

করাচিতে পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো বলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠদের মতামত উপেক্ষা করে যদি পুতুল সরকার গঠন করা হয় তবে বিপ্লব অনিবার্য। পাকিস্তানের জনগণ কোনো অবস্থায় একটি পুতুল সরকার গ্রহণ করবে না।

## ১৮ নভেম্বর বৃহস্পতিবার ১৯৭১

সিনিয়র মন্ত্রী ও সামরিক বিশেষজ্ঞদের নেতৃত্বে ১২ সদ্যসের একটি উচ্চ পর্যায়ের চীনা প্রতিনিধি দলের পাকিস্তান আগমন এবং প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সাথে বৈঠক।

প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খান ফিলিপাইনে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত কে. কে. পন্নী, নয়াদিল্লিতে পাকিস্তানের কাউন্সিলর হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী ও কাঠমান্ডুতে সেকেন্ড সেক্রেটারি এ. এম. মুস্তাফিজুর রহমানকে চাকরি থেকে বরখাস্তের নির্দেশ দেন। কূটনীতিকবৃন্দ বিপ্লবী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করলে তাঁদের বিরুদ্ধে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

গেরিলা হামলায় রেডিও পাকিস্তান চট্টগ্রাম কেন্দ্রের সহকারী আঞ্চলিক পরিচালক নিহত হন। ঢাকা ও আশপাশে পাকবাহিনীর বিভিন্ন অবস্থানের ওপর গেরিলাদের আক্রমণ। নারায়ণগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে ৫ জন রাজাকার অপহৃত। নারায়ণগঞ্জ থানা প্রাঙ্গণে বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। দেশের বিভিন্ন স্থানে গেরিলাদের বোমা হামলায় বিদ্যুৎ কেন্দ্র, সড়ক, ব্রিজ, রেললাইন ও সরকারি সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ওয়াশিংটনে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের জনৈক মুখপাত্র ঘোষণা করেন, পাক-ভারত উপমহাদেশে উত্তেজনা প্রশমনের জন্য পাকিস্তান ও ভারতের নেওয়া যে-কোনো পদক্ষেপকে যুক্তরাষ্ট্র সমর্থন করে যাবে, তবে সে এতে কোনো পরিকল্পনা প্রদান করবে না।

## ১৯ নভেম্বর শুক্রবার ১৯৭১

বিস্ফোরণে শান্তিনগরস্থ ফিল্ম সেন্সর বোর্ড ভবন বিধ্বস্ত হয়। পিলখানা ইপিআর গেটের সামনে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসক ডা. মনসুর আলীর গুলিবিদ্ধ লাশ উদ্ধার। তিনি অপহৃত হয়েছিলেন।

পিআইএ প্রদেশের অভ্যন্তরে সকল অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করে।

ঈদুল-ফিতর উপলক্ষে এক বাণীতে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বলেন, সশস্ত্র সংঘর্ষ দ্বারা কোনো সমস্যার সমাধান হয় না। পাকিস্তান ভারতের সাথে সৎ প্রতিবেশীর সম্পর্ক গড়ে তুলতে চায়।

বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ দেশবাসীর প্রতি ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, সেদিন বেশি দূরে নয় যেদিন আমরা স্বাধীন বাংলাদেশে সবাই এক সাথে ঈদ উদ্‌যাপন করব।

## ২০ নভেম্বর শনিবার ১৯৭১

পাকিস্তান বেতার থেকে বলা হয়, যশোর ও সিলেট সীমান্তে ভারতীয় সেনাবাহিনী আজ সর্বাত্মক হামলা চালায়। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী হামলা প্রতিহত করে পাল্টা হামলা চালিয়েছে।

ভারতীয় পার্লামেন্টে মিসেস ইন্দিরা গান্ধী বলেন, ভারত আশা করে জাতিসংঘ মহাসচিব পূর্ববঙ্গে গৃহযুদ্ধের অবসানে আত্মনিয়োগ করবেন। তিনি বলেন, পূর্ববঙ্গের সাড়ে সাত কোটি মানুষের ভাগ্য ও অধিকার প্রতিষ্ঠার সমস্যাকে ধামাচাপা দিয়ে এটিকে একটি পাক-ভারত বিরোধে রূপান্তরিত করলে তা শুধু সমস্যাকে বাড়িয়ে তুলবে। তিনি বলেন, আমি মহাসচিবকে এই নিশ্চয়তা দিতে চাই পাকিস্তান আক্রমণ করার অথবা পাকিস্তানের সাথে সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার কোনো ইচ্ছেই আমাদের নেই।

## ২১ নভেম্বর রবিবার ১৯৭১

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের কাছে প্রেরিত এক জরুরি পত্রে অবিলম্বে বাংলাদেশ সঙ্কট সমাধানে ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানান। টাইমস সাময়িকীর এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য পশ্চিমা নেতৃবৃন্দের কাছে এই মর্মে চরমপত্র দিয়েছেন দুই সপ্তাহের মধ্যে বাংলাদেশ সমস্যার সমাধান না হলে ভারত সরকার জাতীয় জরুরি অবস্থা ঘোষণা করবে, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবে, বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর সাথে প্রতিরক্ষা চুক্তি করবে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের প্রকাশ্যে সমর্থন দেবে।

উত্তর-পূর্ব ময়মনসিংহের দুর্গাপুর, রাঙ্গামাটির বোদাপাড়া, চুয়াডাঙ্গার ঘাসলিয়া ও দিনাজপুরের ঘুঘুডাঙ্গা সীমান্তে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সাথে মুক্তিবাহিনীর সংঘর্ষ হয়। সারাদেশে মুক্তিবাহিনীর নৌ, বিমান ও স্থলসেনারা অসীম সাহস ও বীরত্বের সাথে সম্মিলিত আক্রমণের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেন।

## ২২ নভেম্বর সোমবার ১৯৭১

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী নয়াদিল্লিতে বলেন, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ভারতের সাথে সৎ প্রতিবেশীসুলভ সুম্পর্ক বজায় রাখার যে আহ্বান জানিয়েছেন তা যদি তিনি আন্তরিকতার সাথে করে থাকেন তাহলে ভারত তা

স্বাগত জানাবে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া যদি এ ব্যাপারে আন্তরিক হন তাহলে তাঁর উচিত বাংলাদেশের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দেওয়া, বাংলাদেশে মধ্যবর্তী নির্বাচন বন্ধ রেখে যে এক কোটি শরণার্থী ভারতে রয়েছে তারা যাতে নিরাপদে ও সম্মানের সাথে দেশে ফিরতে পারে সে লক্ষ্যে একটি রাজনৈতিক মীমাংসায় আসার জন্য ১৯৭০-এর নির্বাচনে নির্বাচিত নেতাদের সাথে অবিলম্বে আলোচনা শুরু করা।

যশোর সীমান্তে প্রচণ্ড সংঘর্ষের পর পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে মুক্তিবাহিনীর সাফল্যকে পরোক্ষভাবে স্বীকার করে বলা হয়, আন্তর্জাতিক সীমান্ত পার হয়ে এসে ভারতীয়রা (মুক্তিযোদ্ধা) পাকিস্তান সীমান্তের কিছুদূর এগিয়ে আসতে পেরেছে।

সামরিক কর্তৃপক্ষ সড়ক পরিবহন সংস্থার আন্তঃজেলা কোচ সার্ভিস অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন।

## ২৩ নভেম্বর মঙ্গলবার ১৯৭১

প্রেসিডেন্ট জেনারেল এ. এম. ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন। ঘোষণায় তিনি বলেন, পাকিস্তান বৈদেশিক আক্রমণের মুখোমুখি হয়েছে এবং দেশে মারাত্মক জরুরি অবস্থা বিরাজ করছে। পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জেড. এ. ভুট্টো বিশেষ বিমানে করাচি থেকে পিন্ডি আসেন এবং জেনারেল ইয়াহিয়ার সাথে একান্ত বৈঠকে নিলিত হন। জেনারেল ইয়াহিয়ার তলবে, অধিকৃত বাংলাদেশের গভর্নর ডা. এ. এম. মালিক বিশেষ বিমানে ঢাকা থেকে রাওয়ালপিন্ডি রওয়ানা হন।

রাওয়ালপিন্ডিতে পাকিস্তান সরকারের জনৈক মুখপাত্র বলেন, দেশের পূর্বাঞ্চলে পাকিস্তান ও ভারতীয় বিমানবাহিনীর মধ্যে আকাশ যুদ্ধ শুরু হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের সমস্ত সীমান্ত এলাকায় ভারতীয় বিমান অঘোষিত যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। ভারতীয় বাহিনী ইতোমধ্যে পূর্বাঞ্চলে অনেক ছোট ছোট অঞ্চল দখল করে নিয়েছে। যশোর ও সিলেট জেলায় অবস্থিত এসব অঞ্চলের কোনো কোনোটি পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। যদিও এখনও ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীরা (মুক্তিবাহিনী) যশোর এলাকায় পাকিস্তানি সীমান্ত ফাঁড়ি চৌগাছা ও সিলেট জেলার আটগ্রাম দখল করে রেখেছে। ভারতীয়রা (মুক্তিবাহিনী) আজ কুমিল্লা সেক্টরে নতুন ফ্রন্ট খুলেছে।

পূর্ব সীমান্তে ভারতের ট্যাংক ও গোলন্দাজ বাহিনীর ব্যাপক হামলা সম্পর্কে পাকিস্তানের অভিযোগ অস্বীকার করে ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর জনৈক মুখপাত্র বলেন, যশোর সেক্টরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী উস্কানিমূলক গুলি ছুঁড়লে উভয়

বাহিনীর মধ্যে গোলাগুলি বিনিময় হয়। তবে এই যুদ্ধ ৪ ঘণ্টার বেশি স্থায়ী ছিল না। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তে উভয় বিমানবাহিনীর মধ্যে আকাশযুদ্ধ হয়।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান উপমহাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানদের কাছে জরুরি বার্তা পাঠান।

কেন্দ্রীয় জামায়াত নেতা মওলানা আবদুর রহিম, অধ্যাপক গোলাম আজম, এ. কে. এম. ইউসুফ ও আবদুল খালেক সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য পাকিস্তানের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন।

## ২৪ নভেম্বর বুধবার ১৯৭১

রাওয়ালপিন্ডিতে পাকিস্তান সরকারের একজন মুখপাত্র বলেন, উপমহাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি স্বাভাবিকীকরণে পাকিস্তান যে-কোনো বৃহৎ শক্তির উদ্যোগকে স্বাগত জানাবে। উপমহাদেশের বর্তমান সঙ্কট নিরসনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অথবা সোভিয়েত ইউনিয়ন যদি কোনো দ্বিপক্ষীয় উদ্যোগ গ্রহণ করে তাহলে তাকে স্বাগত জানানো হবে।

মুক্তিবাহিনী সমস্ত সীমান্তে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ওপর আক্রমণ চালায়। পাকিস্তানের একজন সামরিক মুখপাত্র বলেন, সেনাবাহিনী শত্রুর (মুক্তিবাহিনী) আক্রমণ প্রচেষ্টা স্তব্ধ করে দিয়েছে। কিশোরগঞ্জ মহকুমা এখনও পাকিস্তানের দখলে রয়েছে। ভারতীয়রা (মুক্তিযোদ্ধা) নোয়াখালীর লক্ষ্মীপুর ও সিলেটের সীমান্ত ফাঁড়ি আক্রমণ করেছিল।

ঢাকায় নিষ্প্রদীপ মহড়া। সন্ধ্যায় বিনা ঘোষণায় সান্ধ্য আইন জারি করা হয়। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অফিসার ও জোয়ানদের অবসরকালীন ছুটি বাতিল, কর্মস্থলে রিপোর্ট করার নির্দেশ।

ঢাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ ও গ্রেফতারে সহযোগিতার জন্য বিশেষ পুরস্কার ঘোষণা।

ওয়াশিংটনে মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের এক ঘোষণায় বলা হয়, প্রেসিডেন্ট নিক্সন পাকিস্তান ও ভারতকে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার অনুরোধ জানিয়েছেন। পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য কামনা করেছেন। উপমহাদেশে একটি পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ এড়ানোর জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন একটি সাধারণ সমঝোতায় পৌঁছানোর প্রয়াস চালাচ্ছে। এ লক্ষ্যে উভয় রাষ্ট্র যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে। সিনেটররা পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তে মুক্তিবাহিনী ও পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর যুদ্ধের কথা উল্লেখ করে ভারত-পাকিস্তান সঙ্কটের প্রেক্ষিতে অবিলম্বে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক ডাকার আহ্বান জানিয়েছেন।

ফ্রান্স, ব্রিটেন ও পশ্চিম জার্মানি ভারত-পাকিস্তান সংকটে উদ্বেগ প্রকাশ করে উভয় রাষ্ট্রকে সংযত আচরণ করার জন্য আহ্বান জানায়।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী পার্লামেন্টে বলেন, ভারত সরকার জাতীয় জরুরি অবস্থা ঘোষণা করবে না। তিনি পাকিস্তানের সাথে ভারতের অঘোষিত যুদ্ধ সম্পর্কিত পাকিস্তানের অভিযোগকে সম্পূর্ণ বানোয়াট বলে অভিহিত করেন।

ঢাকার গভর্নর ডা. এ. এম. মালিক রাওয়ালপিন্ডিতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সাথে সাক্ষাৎ করেন।

## ২৫ নভেম্বর বৃহস্পতিবার ১৯৭১

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট এ. এম. ইয়াহিয়া খান তক্ষশিলায় বলেন, সর্বশক্তি দিয়ে ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষা করা হবে। ঢাকার গভর্নর ডা. এ. এম. মালিক রাওয়ালপিন্ডিতে বলেন, যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। দুটি ফ্রন্টে আমাদের যুদ্ধ করতে হবে। এক. পূর্ব পাকিস্তানে বাহ্যিকভাবে শত্রুর বিরুদ্ধে। দুই. প্রদেশের ভেতরে দুষ্কৃতকারীদের (মুক্তিযোদ্ধা) সাথে।

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী উইলিয়াম রজার্স ওয়াশিংটনে বলেন, পাক-ভারত যুদ্ধ বাধলে যুক্তরাষ্ট্র তাতে জড়িয়ে পড়বে না। পাকিস্তানের পিকিংস্থ রাষ্ট্রদূত কে. এম. কায়সার চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাইয়ের কাছে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার একটি চিঠি হস্তান্তর করেন। যশোর, বেনাপোল, হিলি, সিলেট, চট্টগ্রাম ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মুক্তিবাহিনীর সাথে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সংঘর্ষ হয়।

লাহোরে পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আজম এক বক্তৃতায় ভারতের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, বর্তমান পরিস্থিতি পূর্ব পাকিস্তানের অস্তিত্বের প্রতি একটি ভয়ানক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

## ২৬ নভেম্বর শুক্রবার ১৯৭১

প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান এক সামরিক আদেশে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ন্যাপ) সকল গ্রুপ ও উপগ্রুপকে নিষিদ্ধ করে পার্টির নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতারের নির্দেশ দিয়ে বলেন, পাকিস্তান যখন তার পূর্বাংশে অভ্যন্তরীণ নাশকতামূলক কর্মতৎপরতা দমনে ব্যস্ত, তখন ন্যাপ শত্রুদের সাথে হাত মিলিয়ে পাকিস্তানকে ধ্বংস করার চক্রান্ত ও পরিকল্পনা এঁটে চলেছে। অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ বর্তমানে ভারতে অবস্থান করে দেশের

বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের সহযোগিতা করছেন। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য প্রথম প্ররোচনা দেন। বর্তমানে তিনি আমাদের শত্রুপক্ষের মাঝে অবস্থান করছেন। পাকিস্তানি বিরোধীদের চূড়ামণি খান আবদুল গফফার খান বর্তমানে শত্রুদের সাথে খোলাখুলি সখ্যতা স্থাপন করেছেন। ইয়াহিয়া খান বলেন, ন্যাপ নিষিদ্ধ ঘোষিত হলেও এ দলের নির্বাচিত এম এনএ ও এমপিএদের আসন বহাল থাকবে।

রাওয়ালপিন্ডিতে এক সরকারি ঘোষণায় বলা হয়, হিলি এলাকায় যুদ্ধ হয়েছে। পাকিস্তানি বাহিনী প্রতিপক্ষকে সম্পূর্ণরূপে হটিয়ে দিয়েছে। নোয়াপাড়া সীমান্ত ফাঁড়িটি পুনর্দখল করা হয়েছে। ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীরা (মুক্তিযোদ্ধা) ফেনী এলাকার বিলোনিয়ায় প্রবেশ করতে সমর্থ হয়েছে। সেখানে যুদ্ধ চলছে। যশোরের চৌগাছায়ও তুমুল যুদ্ধ চলছে।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া জাতিসংঘ মহাসচিব উথান্টের কাছে জরুরি বার্তা পাঠান।

পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আজম এক বিবৃতিতে রাজাকারদের হাতে সর্বাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র তুলে দেওয়ার দাবি জানিয়ে বলেন, আধুনিক অস্ত্র পেলে তারা দুষ্কৃতকারীদের (মুক্তিযোদ্ধা) খতম করতে সমর্থ হবে।

## ২৭ নভেম্বর শনিবার ১৯৭১

রাওয়ালপিন্ডিতে একজন সরকারি মুখপাত্র বলেন, গত এক সপ্তাহে দেশের পূর্বাঞ্চলের পাঁচটি সেক্টরে ভারতীয়দের (মুক্তিযোদ্ধা) সাথে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সর্বাত্মক যুদ্ধ হয় এবং যুদ্ধ এখনও অব্যাহত রয়েছে। যুদ্ধে প্রতিপক্ষের এক হাজার জন নিহত এবং পাকিস্তানের ১৩০ জন সৈন্য হতাহত হয়।

জামায়াত নেতা অধ্যাপক গোলাম আজম রাওয়ালপিন্ডিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, আক্রমণই হলো প্রতিরক্ষার বড় অস্ত্র। যুদ্ধের সময় প্রত্যাঘাত না হলে কোনো জাতি টিকে আছে এমন নজির ইতিহাসে নেই। পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধ চলছে। খোদা না করুন পূর্ব পাকিস্তান যদি পাকিস্তানের অংশ না থাকে তাহলে আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে।

চালনা বন্দরে জাহাজ আগমন পথে মাইন বিস্ফোরণ ঘটে। ডেমরা ফেরিঘাটে বিস্ফোরণে একটি ফেরি নিমজ্জিত হয়। সোবহানবাগ পেট্রোল পাম্প, নিউ মার্কেট ও মতিঝিল এলাকায় বোমা বিস্ফোরিত হয়। ঘোড়াশালের পূবাইল ও পলাশে ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংক লুট হয়।

কাইউমপন্থী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক খান আবদুস সবুর এক বিবৃতিতে প্রত্যেক মুসলিমকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান।

## ২৮ নভেম্বর রবিবার ১৯৭১

মুক্তিবাহিনী দিনাজপুর, যশোর ও সিলেট জেলায় ব্যাপক আক্রমণ পরিচালনা করে। পাকিস্তান বেতার থেকে বলা হয় : ভারতীয়রা সিলেটের জকিগঞ্জ, আটগ্রাম ও তামাবিলে, দিনাজপুরের পঁচাগড়ে, যশোরের জীবননগরে ও হিলিতে সাঁজোয়া ও গোলন্দাজ ইউনিটের মাধ্যমে আক্রমণ চালিয়েছে।

ইয়াহিয়া ও ভুট্টো সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে দুঘণ্টা একান্ত আলোচনা করেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া সংযুক্ত কোয়ালিশন পার্টির সভাপতি নূরুল আমিনকে পিন্ডিতে তলব করেন।

সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট নিকোলাই পদগর্নি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কাছে পাঠানো এক পত্রে বাংলাদেশের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে নিঃশর্ত মুক্তিদানের পরামর্শ দেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন পাক-ভারত পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ এড়ানোর জন্য ক্ষমতানুযায়ী সবকিছু করার অনুরোধ জানিয়ে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, পাকিস্তানি প্রেসিডেন্ট জেনারেল এ. এম. ইয়াহিয়া খান ও সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী অলেক্সি কাসিগনের কাছে পত্র পাঠান।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী রাজস্থানের জয়পুরে এক জনসভায় বলেন, ভারত পূর্ববঙ্গের জনগণের মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের প্রশ্নে পাকিস্তানের সাথে বিরোধের ব্যাপারে জাতিসংঘ অথবা বৃহৎ শক্তিবর্গের চাপের মুখে নতি স্বীকার করবে না। তিনি বলেন, ভারত শান্তি চায়। পাকিস্তানের জনগণের সাথে ভারতের কোনো বিবাদ নেই। কিন্তু তার নিরাপত্তা বিপদাপন্ন হলে সে চুপ করে বসে থাকবে না।

করাচিতে নূরুল আমিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কোয়ালিশন পার্টির সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার স্বার্থে ভারতের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণার জন্য সরকারের প্রতি আবেদন জানানো হয়।

প্রকাশ্য দিবালোকে বেইলী রোডের ইস্টার্ন ব্যাংক লুট হয়।

মুক্তিবাহিনী আড়িখোলা ও পুবাইলের মধ্যবর্তী দুটি রেলসেতু উড়িয়ে দিলে ঢাকা-নরসিংদী ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

## ২৯ নভেম্বর সোমবার ১৯৭১

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে পাঠানো এক পত্রে পূর্বাঞ্চলের সীমান্ত এলাকায় জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক মোতায়েনের আবেদন জানান।

সারাদিন যশোরের কমলপুর সীমান্ত ফাঁড়িতে মুক্তিবাহিনী ও পাকবাহিনীর মধ্যে তীব্র সংঘর্ষের পর রাতে পাকিস্তানিরা জানমালের ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে

কমলপুর ফাঁড়ি ত্যাগ করে। চৌগাছা এলাকায় অবস্থানরত মুক্তিবাহিনী যশোরের দিকে অগ্রাভিযান চালায়। সিলেট জেলায়ও উভয় বাহিনী দিনব্যাপী পরস্পরের ওপর আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণ চালায়।

সংযুক্ত কোয়ালিশন পার্টির নেতা নূরুল আমিন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সাথে দেখা করেন। পরে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, পূর্ব পাকিস্তান পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য তিনি প্রেসিডেন্টকে কতিপয় বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দিয়েছেন।

ঢাকায় ইস্টার্ন কমান্ডের কমান্ডার লে. জেনারেল এ. এ. কে. নিয়াজী বিদেশি সাংবাদিকদের কাছে বলেন, পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। এ অঘোষিত যুদ্ধে কেবল মুক্তিবাহিনী নয়, ভারতীয় সেনাবাহিনীও শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হচ্ছে। তিনি বলেন, মুক্তিবাহিনীর প্রতি পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের কোনো সমর্থন নেই। তারা প্রদেশের নিরীহ জনগণকে কষ্ট দিচ্ছে। সীমান্তের নিভৃত এলাকায় জনগণের মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করার ব্যাপারে তারা শুধু সাফল্য অর্জন করছে।

কেন্দ্রীয় শান্তিবাহিনী ভারতের পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণের প্রতিবাদে ঢাকায় সাধারণ হরতাল পালন করে।

চীনা প্রেসিডেন্ট লী শিয়েন নিয়েন ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার আবেদন জানান।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে বার্তা পাঠান।

## ৩০ নভেম্বর মঙ্গলবার ১৯৭১

মুক্তিবাহিনী পচাগড় মুক্ত করে। পাকিস্তানি মুখপাত্র রাওয়ালপিন্ডিতে বলেন, পূর্বাঞ্চলের সীমান্তবর্তী ১৮টি স্থানে ভারতীয়রা (মুক্তিবাহিনী) আক্রমণ পরিচালনা করে। রংপুর ও দিনাজপুরের পঞ্চগড়ে প্রবল চাপ সৃষ্টি করা হয়। পাকিস্তানি বাহিনী পচাগড় ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। ভারতীয়রা পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তে তাদের চাপ অব্যাহত রেখে কিছু লাভ করেছে। মুখপাত্র স্বীকার করেন, পচাগড় ছাড়াও যশোরের চৌগাছা, জীবননগর ও সিলেটের আটগ্রাম পাকবাহিনীর হাতছাড়া হয়ে গেছে। এ ছাড়া মুক্তিযোদ্ধারা চট্টগ্রাম-কুমিল্লা সীমান্তে বিলোনিয়া এলাকা দখলের জন্য প্রবল চাপ সৃষ্টি করে রেখেছে। রাওয়ালপিন্ডিতে ইয়াহিয়া-ভুট্টো-আমিন যৌথ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

২২ জন বাঙালি পুলিশ অফিসারকে ঢাকায় সামরিক আদালতে হাজির হবার নির্দেশ দেওয়া হয়। রাওয়ালপিন্ডিতে এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আজম বলেন, জামায়াতে

ইসলামীর সদস্য এবং রাজাকাররা পাকিস্তানকে রক্ষার জন্য প্রাণ দিচ্ছে। আমরা এটা আমাদের কর্তব্য মনে করেই বিচ্ছিন্নতাবাদী (মুক্তিযোদ্ধা) ও রাষ্ট্রবিরোধী (আওয়ামী লীগ) লোকদের বিরুদ্ধে পাকিস্তান সরকার ও সেনাবাহিনীকে সহযোগিতা দান করছি। যেসব দেশপ্রেমিক পূর্ব পাকিস্তানি দেশের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য কাজ করছেন তাদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের পূর্বাঞ্চল সফর করা উচিত।

গেরিলারা ইউনাইটেড ব্যাংকের মতিঝিল অফিসে সশস্ত্র হামলা চালান এবং নারায়ণগঞ্জের গোদনাইলস্থ ওই একই ব্যাংকের শাখা লুট করেন।

ঢাকায় প্রাদেশিক জামায়াতে ইসলামীর সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয়, ভারত পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তের কিছু এলাকা দখল করে সেখানে তথাকথিত বাংলাদেশ সরকারকে বসানোর ব্যর্থ চেষ্টা করছে। দেশপ্রেমিক প্রদেশবাসীকে যে-কোনো মূল্যে ভারতের এ অপচেষ্টা প্রতিহত করতে হবে। নইলে মুসলমানদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়বে।

## ১ ডিসেম্বর বুধবার ১৯৭১

রাওয়ালপিন্ডিতে জনৈক সরকারি মুখপাত্র সাংবাদিকদের জানান, অধুনালুপ্ত আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার এখনও শেষ হয়নি।

সরকারি মুখপাত্র বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের চারটি রণাঙ্গনে যে আক্রমণাত্মক চাপ সৃষ্টি হয়েছিল তা এখনও অব্যাহত রয়েছে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী পার্লামেন্টের উচ্চ পরিষদে বক্তৃতাকালে উপমহাদেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার স্বার্থে বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানি সৈন্য অপসারণের নির্দেশ দেবার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানি সৈন্য অপসারণই সমস্যার শ্রেষ্ঠ সমাধান। তিনি ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার জন্য বাংলাদেশ ও ভারতের জনসাধারণকে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান।

মুক্তিবাহিনী কুষ্টিয়ার দর্শনা ও সিলেটের শমসেরনগর আক্রমণ করে। খুলনার ভোমরা ও খালিশপুর, যশোরের বেনাপোল, আফ্রা, সিমিলিয়া, উস্তালি, আন্দাবাড়ি, ময়মনসিংহের কামালপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা ও সালদানদী, কুমিল্লার গঙ্গাধর, পাথরনগর ও হরিমঙ্গল এবং চট্টগ্রামের হরিনা এলাকায় মুক্তিবাহিনী ও পাকসেনার মধ্যে সারাদিন যুদ্ধ চলে।

## ২ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার ১৯৭১

আখাউড়া, পচাগড়, ভুরুঙ্গামারী, কামালপুর, বনতারা, শমসেরনগর ও পার্বত্য চট্টগ্রামে পাকিস্তানি সেনাদের সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটর উইলিয়াম বি. সেক্সবি ও পাকিস্তানে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত জোসেফ এস. ফারল্যান্ড বৈঠকে মিলিত হন।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী নয়াদিল্লিতে কংগ্রেস দলের এক কর্মিসভায় ভাষণদানকালে বলেন, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বাংলাদেশ ছেড়ে গেলেই লাখ লাখ বাঙালি স্বদেশ ফিরে গিয়ে শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন শুরু করতে পারেন।

বোমা বিস্ফোরণে ঢাকায় রামপুরা বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্রসহ চট্টগ্রামে ৫টি বিদ্যুৎ সাব স্টেশন ও ২টি পেট্রোল পাম্প বিধ্বস্ত হয়।

পাকিস্তান পিপলস পার্টি ও পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর পূর্ব পাকিস্তান শাখার নেতৃবৃন্দ পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার লক্ষ্যে অবিলম্বে পশ্চিম পাকিস্তান সীমান্ত থেকে ভারত আক্রমণ করার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রতি আবেদন জানান।

## ৩ ডিসেম্বর শুক্রবার ১৯৭১

পাকিস্তান বিমান বাহিনী অতর্কিতে ভারতের বিভিন্ন বিমান ঘাঁটিতে একযোগে হামলা চালায়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গ সফর করছিলেন। সন্ধ্যায় তিনি সফর বাতিল করে কলকাতা থেকে দিল্লি রওয়ানা হন। রাতে এক বেতার ভাষণে তিনি দেশবাসীকে চরম ত্যাগ স্বীকারের জন্য তৈরি হওয়ার আহ্বান জানান।

ভারতের পূর্বাঞ্চল কমান্ডার লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার অধিনায়কত্বে বাংলাদেশ-ভারত যুক্ত কমান্ড গঠন করা হয়।

পাকিস্তান বাহিনী পশ্চিম পাকিস্তানে ফ্রন্ট উন্মুক্ত করে স্থল ও আকাশে ভারত আক্রমণ করার পর ভারত ও বাংলাদেশ বাহিনী সম্মিলিতভাবে বাংলাদেশ সীমান্তে আক্রমণ শুরু করে। রাতে রাওয়ালপিন্ডিতে একজন সরকারি মুখপাত্র বলেন, পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ভারতীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেছে। পাকিস্তান বিমান বাহিনী সেনাবাহিনীকে সাহায্য করছে। পূর্ব পাকিস্তানের সমস্ত রণাঙ্গনে যুদ্ধ চলছে। ভারতীয় বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানকে ঘিরে ফেলার প্রচেষ্টায় সীমান্তের ৭টি এলাকা দিয়ে প্রচণ্ডতম আক্রমণ পরিচালনা করে। ভারতীয় বাহিনী কয়েকটা রণাঙ্গনে কিছুটা সুবিধা করে নিলেও সার্বিকভাবে পরিস্থিতি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

পূর্ব ও পশ্চিম অংশের মধ্যে পিআইএ-র ফ্লাইট বাতিল করা হয়। সামরিক কর্তৃপক্ষ সন্ধ্যা থেকে ভোর পর্যন্ত ঢাকায় সান্ধ্য আইন জারি ও নিষ্প্রদীপ পালনের নির্দেশ দেন। ঢাকার গভর্নর ডা. এ. এম. মালিক রেডিওতে ভাষণ দেন।

পিপলস পার্টি চেয়ারম্যান ভুট্টো প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কাছে তার দল একজন পূর্ব পাকিস্তানি প্রধানমন্ত্রীসহ সহকারী প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণে রাজি আছে—এই মর্মে প্রেরিত এক জরুরি বার্তায় বলেন, তবে উপপ্রধানমন্ত্রীকে পূর্ণ ক্ষমতা দিতে হবে। তাহলে তিনি উপপ্রধানমন্ত্রী হতে রাজি আছেন। যদি এ প্রস্তাব গৃহীত হয় তবে আগামীকালই মন্ত্রিসভা গঠন করা যেতে পারে।

পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আজম রাওয়ালপিন্ডিতে বলেন, কোয়ালিশন দলের প্রধান নূরুল আমিনকে প্রধানমন্ত্রী

নিয়োগ করা হলে তার কোনো আপত্তি নেই। কেননা 'বাংলাদেশ তামাশা' বন্ধ করার জন্য পূর্ব পাকিস্তান সফররত মার্কিন সিনেটর উইলিয়াম স্যাক্সবি রাওয়ালপিন্ডিতে সাংবাদিকদের সাথে আলোচনাকালে বলেন, তিনি বেআইনি ঘোষিত আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সাক্ষাৎ করতে পারেননি। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে তাঁর আলোচনাকালে শেখ মুজিবুর রহমান প্রসঙ্গ নিয়ে কথাবার্তা হয়। তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য পুনরায় পাকিস্তান আসতে রাজি রয়েছেন।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সাথে আলোচনার সময় তাঁকে জানানো হয়, দেশের অখণ্ডতা রক্ষার জন্যই পাকিস্তানকে যুদ্ধ করতে হচ্ছে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী জাতির উদ্দেশে এক বেতার ভাষণে বলেন, পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক হামলা চালিয়েছে। বাংলাদেশ-পাকিস্তানের যুদ্ধ এখন ভারতের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভারতকে এ যুদ্ধ মোকাবিলা করতে হবে, পাকিস্তানের আক্রমণ প্রতিহত করতে হবে এবং তা ঐক্যবদ্ধভাবেই প্রতিহত করতে হবে।

ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং নয়াদিল্লিতে পার্লামেন্ট ভবনে বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ভারতে মার্কিন অস্ত্র চালানের লাইসেন্স ও ইতিপূর্বে পেশকৃত অস্ত্রের অর্ডার বাতিল করে দিয়েছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নির্যাতন বন্ধ করার ব্যাপারে প্রচেষ্টা চালানোর জন্য ভারত কয়েক মাস ধরে যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য সরকারকে পরামর্শ দিয়ে আসছে। কিন্তু সে প্রচেষ্টা কোনো সুফল বয়ে আনেনি। বাংলাদেশ থেকে শরণার্থী আগমনে ও ভারত সীমান্তে পাকিস্তানি গোলাবর্ষণে ভারতের নিরাপত্তা বিপদসঙ্কুল হয়ে পড়েছে।

## ৪ ডিসেম্বর শনিবার ১৯৭১

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান দুপুরে জাতির উদ্দেশে এক বেতার ভাষণে ভারতের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ ঘোষণা করে বলেন, আমরা অনেক সহ্য করেছি। এখন শত্রুর প্রতি চরম ধ্বংসাত্মক প্রত্যাঘাত হানার সময় এসেছে। আমাদের সেনাবাহিনী শত্রুকে আমাদের ভূখণ্ড থেকেই বিতাড়িত করবে না, শত্রুর ভূখণ্ডে গিয়ে তাদের নির্মূল করবে। তিনি সেনাবাহিনীর প্রতি প্রতিপক্ষকে চরম আঘাত হানার ও সীমান্ত অতিক্রমের নির্দেশ দেন।

রাওয়ালপিন্ডিতে একজন সরকারি মুখপাত্র বলেন, পাকিস্তানের উভয় অংশে যুদ্ধ চলছে। পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত এলাকায় ভারতীয় চাপ মোকাবিলা করা হচ্ছে। মুখপাত্র বলেন, পাকিস্তানের প্রতি দৃঢ় সমর্থন দেবে বলে চীন ওয়াদা করেছে।

ঢাকার আকাশে বিমান যুদ্ধ শুরু হয়। মিত্রবাহিনীর (ভারতীয়) বিমান পাঁচ বার ঢাকা বিমানবন্দরে হামলা চালায়।

নয়াদিল্লিতে পার্লামেন্টে ভাষণদানকালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং বলেন, ভারত জাতিসংঘে কোনো আনুষ্ঠানিক অভিযোগ উত্থাপন করবে না। তবে পাকিস্তানের হামলা সম্পর্কে জাতিসংঘের মহাসচিবকে অবহিত করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ব্রিটেন ও ফ্রান্সকে পরিস্থিতি সম্পর্কে জানানো হয়েছে।

ময়মনসিংহ রণাঙ্গনে কমলপুর ফাঁড়ি যৌথবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে আসে। ঠাকুরগাঁও মুক্ত হয়।

## ৫ ডিসেম্বর রবিবার ১৯৭১

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবিলম্বে পাক-ভারত যুদ্ধবিরতির প্রচেষ্টা চালানোর জন্য নিরাপত্তা পরিষদে প্রস্তাব উত্থাপন করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রস্তাবে ভেটো দেয়। নিরাপত্তা পরিষদের ১১ জন সদস্য মার্কিন প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয়। পোল্যান্ড সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে ভোট দেয়। ব্রিটেন ও ফ্রান্স ভোটদানে বিরত থাকে।

নূরুল আমীন ও জুলফিকার আলী ভুট্টো প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সাথে এক যৌথ বৈঠকে মিলিত হন।

ঢাকার আকাশে বিমানের ডগফাইট হয়। নাগরিকরা দিনের আলোয় নিজেদের নিরাপত্তার কথা ভুলে গিয়ে বাড়ির ছাদে উঠে এ আকাশ যুদ্ধ উপভোগ করে এবং মিত্রবাহিনীর বিমান পাইলটদের হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানায়। সকালে প্রায় ৩ ঘণ্টা ধরে এ ডগফাইট চলে।

চট্টগ্রামে পাকিস্তান নৌবাহিনী ও যৌথ নৌবাহিনীর যুদ্ধ জাহাজগুলোর মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ হয়।

বখশীগঞ্জে যৌথবাহিনী নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। পীরগঞ্জ, হাতিবান্ধা, পচাগড়, বোদা, ফুলবাড়ি, বীরগঞ্জ, নবাবগঞ্জ মুক্ত হয়। জীবননগর, দর্শনা ও কোট চাঁদপুরে পাকিস্তানি সেনারা আত্মসমর্পণ করে।

## ৬ ডিসেম্বর সোমবার ১৯৭১

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী পার্লামেন্টে ঘোষণা করেন, ভারত স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে।

বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ায় পাকিস্তান ভারতের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে। পাক-ভারত যুদ্ধের প্রেক্ষিতে পাকিস্তানের নির্বাচন কমিশন পূর্ব

পাকিস্তানের উপনির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করে। এ নির্বাচন ৭ ডিসেম্বর থেকে অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল।

মিত্রবাহিনীর বিমানবহরের বোমাবর্ষণে ঢাকা বিমানবন্দর রানওয়ে বিধ্বস্ত হয়। পূর্ব পাকিস্তান গভর্নরের সামরিক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী ঢাকায় বলেন, ভারতের বিরুদ্ধে বেশ কিছু সময় প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনী প্রস্তুত রয়েছে। আমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাব। তিনি বলেন, পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনী বর্তমান পরিস্থিতিতে পূর্ব পাকিস্তান ধরে রাখতে পারবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। তিনি বলেন, আমাদের বাহিনী প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ করছে। এ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে ১৬টি ভারতীয় বিমান ভূপাতিত করা হয়েছে। তিনি বলেন, ময়মনসিংহের উত্তরে কৌশলগত যুদ্ধ চলছে। ভারত ঠাকুরগাঁয়ে প্রধান অভিযান চালিয়েছে। ভারতীয় বাহিনী সহজে ঢাকা প্রবেশ করতে পারবে না।

সম্মিলিত বাহিনী যশোর, আখাউড়া, লাকসাম, চৌদ্দগ্রাম ও হিলিতে প্রচুর চাপ সৃষ্টি করে। পাকিস্তানি বাহিনী এসব স্থানে যুদ্ধে কুলিয়ে উঠতে না পেরে পিছু হটে বিকল্প অবস্থান নেয়।

নিরাপত্তা পরিষদে পাক-ভারত যুদ্ধবিরতি সংক্রান্ত মার্কিন প্রস্তাবের ওপর সোভিয়েত ইউনিয়ন দ্বিতীয় দফা ভেটো দেয়। সোভিয়েত সরকারের একজন মুখপাত্র মস্কোতে বলেন, ভারতীয় উপমহাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন উদাসীন থাকতে পারে না। কারণ, এখানে সোভিয়েত ইউনিয়নের নিরাপত্তার স্বার্থ জড়িত রয়েছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া, দিনাজপুরের বীরগঞ্জ, বোচাগঞ্জ, বিরামপুর, মেহেরপুর, ঝিনাইদহ, লালমনিরহাট, ফেনী, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল ও সিলেটের শমসেরনগর যৌথবাহিনীর অধিকারে আসে।

## ৭ ডিসেম্বর মঙ্গলবার ১৯৭১

সোভিয়েত নেতা লিওনিদ ব্রেজনেভ কোনো প্রকার বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপ ছাড়া পাক-ভারত সংঘর্ষের একটি শান্তিপূর্ণ সমাধানের আহ্বান জানান।

বিকেলে ঢাকায় সামরিক লক্ষ্যবস্তুর ওপর মিত্রবাহিনীর বিমান হামলা চলে। ঢাকায় পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত বিকেল ৫টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত সান্ধ্য আইন জারি করা হয় ও নিষ্প্রদীপ অব্যাহত থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রে ভারতে অর্থনৈতিক সাহায্য বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয়। কেন্দ্রের একটি কোয়ালিশন সরকার গঠন করার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া নূরুল আমিনকে

প্রধানমন্ত্রী এবং জেড এ ভুট্টোকে উপ-প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদে শপথ নেওয়ার আমন্ত্রণ জানান।

ভুটান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। পাক-ভারত যুদ্ধ পরিস্থিতি আলোচনার জন্য সাধারণ পরিষদে সোমালিয়া আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব পেশ করে।

যৌথবাহিনী চান্দিনা ও জাফরগঞ্জ অধিকার করে এবং কুমিল্লা ও লাকসামে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলে। বিকেলে বগুড়া-রংপুর সড়কের করতোয়া সেতু দখল নিয়ে পাকিস্তান ও যৌথবাহিনীর মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। চুয়াডাঙ্গা, মাগুরা, সাতক্ষীরা, গোপালগঞ্জ, শেরপুর, নোয়াখালী, গাইবান্ধা, ভুরুঙ্গামারী ও যশোরের পতন ঘটে।

## ৮ ডিসেম্বর বুধবার ১৯৭১

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি পালন ও সৈন্য প্রত্যাহারের জন্য ভারত ও পাকিস্তানের প্রতি আহ্বান জানিয়ে প্রস্তাব পাস করে। সাধারণ পরিষদে ভারতীয় প্রতিনিধি মি. সমর সেন বলেন, পাকিস্তানের অবশ্যই বাংলাদেশকে স্বীকার করে নিতে হবে। উপমহাদেশে শান্তি পুনঃস্থাপনের জন্য আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দিতে হবে। বাংলাদেশ সরকারের কাছে গ্রহণযোগ্য না হলে জাতিসংঘের কোনো প্রস্তাবই বাস্তবায়ন করা যাবে না।

বাংলাদেশের বিভিন্ন রণাঙ্গনে সম্মিলিত বাহিনীর অগ্রাভিযান অব্যাহত থাকে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া, হিলি, সুনামগঞ্জ, ছাতক, জয়ন্তিয়াপুর, লালমনিরহাট, দুর্গাপুর, হালুয়াঘাট ও আখাউড়ায় তীব্র সংঘর্ষ চলে। বরিশাল, কুমিল্লা, চাঁদপুর, ঝালকাঠি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া যৌথবাহিনীর দখলে আসে।

মনোনীত উপ-প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো পাকিস্তান প্রতিনিধি দলের নেতা হিসেবে নিউইয়র্কের উদ্দেশে পিন্ডি ত্যাগ করেন। ঢাকায় মিত্রবাহিনী দশবার বিমান হামলা চালায়। হামলার লক্ষ্যস্থল ছিল সামরিক স্থাপনা। অনির্দিষ্টকালের জন্য সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করা হয়।

## ৯ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার ১৯৭১

যশোর, সিলেট ও ফেনীর বিস্তীর্ণ এলাকায় সম্মিলিত বাহিনী দখল প্রতিষ্ঠা করে এবং বিভিন্ন রণাঙ্গনে প্রবল চাপ অব্যাহত রাখে। নেত্রকোনা শহরের পতন হয়।

নয়াদিল্লিতে ভারতীয় সরকারের জনৈক মুখপাত্র বলেন, পশ্চিম রণাঙ্গনে পাকিস্তানের সাথে ভারতের যুদ্ধবিরতির প্রশ্নটি অবশ্যই একটি সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অস্তিত্বের বাস্তবতার সাথে সম্পর্কযুক্ত হতে হবে।

কেননা সেখানে বাংলাদেশ সরকারকেই আমরা একমাত্র আইনসঙ্গত সরকার বলে স্বীকার করি। মুখপাত্র বলেন, পূর্বাঞ্চলের বাস্তবতাকে স্বীকার করার মাধ্যমেই পূর্ব ও পশ্চিম উভয় অঞ্চলে যুদ্ধবিরতির পথ সুগম করা যেতে পারে। বাংলাদেশের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে বিনা শর্তে মুক্তিদানই হলো শান্তিপূর্ণ মীমাংসার একমাত্র পথ।

## ১০ ডিসেম্বর শুক্রবার ১৯৭১

মিত্রবাহিনীর বিমান হামলায় ঢাকা বেতার কেন্দ্রের সম্প্রচার কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। সম্মিলিত বাহিনী উত্তরবঙ্গে অবস্থানরত পাকিস্তানি সৈন্যদের ঢাকায় যাবার পথ প্রায় রুদ্ধ করে দেয়।

যশোর পতনের পর পাকবাহিনী মাগুরা হয়ে ফরিদপুরের দিকে পালাতে থাকে। এ ছাড়া শত্রুবাহিনীর ১০৭ নং পদাতিক ব্রিগেড খুলনার দিকে পালাতে শুরু করে। যৌথবাহিনী তাদের পিছু ধাওয়া করে। অবশ্য আগেই খুলনা মুক্তিবাহিনীর করায়ত্ত হয়। সন্ধ্যায় যৌথ নৌবাহিনীর 'আলফা ফোর্সের' হাতে মংলা বন্দরের পতন ঘটে। অপরদিকে কুষ্টিয়ায় যৌথবাহিনী শত্রুর ওপর আক্রমণ চালালে তারা অবস্থান ছেড়ে নাটোর ও পাবনার দিকে পালিয়ে যায়। পালানোর সময় তারা হার্ডিঞ্জ ব্রিজ ধ্বংস করে দিয়ে যায়।

উত্তর-পশ্চিম সেক্টরের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি পলাশবাড়ি যৌথবাহিনীর দখলে আসলে রংপুর ও দিনাজপুরে অবস্থানরত পাকিস্তান বাহিনী বগুড়া ও রাজশাহী থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সড়কপথে পালাবার পথ বন্ধ হয়ে গেলে রংপুর ও সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্টের পাকসৈন্যরা সন্ধ্যায় রেলপথে ঢাকা যাত্রা করে। শত্রুদের পলায়নের খবর পেয়ে সাথে সাথে যৌথবাহিনী ফুলছড়ি ফেরিঘাটের দিকে এগিয়ে যায়। পথে গাইবান্ধা মুক্ত হয়। রাতে সম্মিলিত বাহিনী ফুলছড়ি ফেরিঘাটের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে শত্রুর পশ্চাদপসরণের চেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়। গভীর রাতে ফুলছড়ি ঘাটের অপর পার বাহাদুরবাদ ফেরিঘাট যৌথবাহিনীর দখলে আসে। খুলনায় রূপসা নদীতে ভয়াবহ নৌ-যুদ্ধে বীরবিক্রমে শত্রুকে মোকাবেলা করে শহীদ হন রুহুল আমিন। পরবর্তীকালে তাঁকে মরণোত্তর বীরশ্রেষ্ঠ খেতাব প্রদান করা হয়।

সম্মিলিত বাহিনী উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধে সর্বাত্মক সাফল্য অর্জন করে। মিত্রবাহিনী ও মুক্তিবাহিনী যৌথ অভিযান চালিয়ে দিনাজপুর, রংপুর ও সৈয়দপুরের শত্রুবাহিনীকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। যৌথবাহিনী এই তিন শহর ছাড়া রংপুর ও দিনাজপুর জেলা শত্রুমুক্ত করে। রাতে পাকিস্তান বাহিনী জামালপুর গ্যারিসন ছেড়ে ঢাকার দিকে পালাবার সময় শহরের অদূরে

যৌথবাহিনীর প্রতিবন্ধকের মুখোমুখি হয়। এ যুদ্ধে প্রায় ১৫০০ পাকসেনা হতাহত হয়। বাকিরা আত্মসমর্পণ করে। অপরদিকে যৌথবাহিনী আশুগঞ্জে মেঘনার পূর্বতীর নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনে।

চট্টগ্রাম মুক্ত করার উদ্দেশে মুক্তিবাহিনী ফেনী নদী পার হয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়কের শুভপুর ব্রিজের কাছকাছি অবস্থান নেয়। সম্মিলিত বাহিনীর ভয়ে পাকসৈন্যরা চট্টগ্রামের মিরেরশ্বরাই দিয়ে সীতাকুণ্ডুতে গিয়ে আশ্রয় নেয়। হানাদার বাহিনী পিছনে হটার সময় দেশের সর্বত্র ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। সেতু-কালভার্ট ধ্বংস করে দেয়। ব্যাংক কোষাগার, ধন সম্পদ লুট করে। আগুন জ্বালিয়ে ছারখার করে দেয় জনপদের পর জনপদ। নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করে অসামরিক জনগণকে। কিন্তু তাতে একটুও দমিত হয়নি বাংলার মানুষ। যেখানেই যৌথবাহিনী সেতু ধ্বংসের কারণে কিংবা খাল-বিলের জন্য প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয়েছে সেখানেই হাজার হাজার মানুষ তাদের সাহায্য সহযোগিতায় এগিয়ে এসেছে। মাটি কেটে বিকল্প সড়ক তৈরি করে দিয়েছে। নদী পারাপারের ব্যবস্থা করেছে। সামরিক সরঞ্জাম বয়ে নিয়ে গেছে। খাদ্য যোগান দিয়েছে। ফলে কোনো প্রতিবন্ধকতাই যৌথবাহিনীর অগ্রাভিযানকে রুখতে পারেনি। ঢাকাকে মুক্ত করতে তারা শরীক হয়েছে অভিযাত্রী দলের সাথে। বাংলার মানুষ চেয়েছে যত দ্রুত সম্ভব তাদের রাজধানী মুক্ত হোক।

দিবাগত রাতে স্বাধীনতাবিরোধী গুপ্তঘাতক দল দৈনিক ইত্তেফাকের কার্যনির্বাহী সম্পাদক সিরাজুদ্দীন হোসেন ও পিপিআই-র চিফ রিপোর্টার সৈয়দ নাজমুল হককে তাঁদের নিজ বাসভবন থেকে অপহরণ করে।

লাকসাম, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, সিলেট, হালুয়াঘাট, রংপুর, দিনাজপুর, কুষ্টিয়া ও খুলনায় প্রচণ্ড লড়াই চলে। বিভিন্ন রণাঙ্গনে পাকিস্তান বাহিনী ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে। জাতিসংঘ থেকে ঘোষণা করা হয় সাধারণ পরিষদে গৃহীত যুদ্ধবিরতি ও সৈন্য প্রত্যাহারের প্রস্তাব পাকিস্তান মেনে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভোলা, ময়মনসিংহ, নড়াইল, মাদারীপুর শহর দখল করে স্বাধীন বাংলার পতাকা তোলা হয়।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নয়াদিল্লিতে বলেন, যুদ্ধবিরতি সংক্রান্ত জাতিসংঘের আহ্বান ভারত প্রত্যাখ্যান করেনি বা গ্রহণও করেনি। প্রস্তাবটি সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে। জাতীয় স্বার্থ পরিপন্থী কোনো চাপ এলে ভারত তা গ্রহণ করবে না। তিনি বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে বিজয় শুধু তখনই সম্পূর্ণ হবে, যখন ঢাকায় বাংলাদেশ সরকার কায়েম হবে এবং বর্তমানে ভারতে অবস্থানরত এক কোটি শরণার্থী তাদের বাস্তুভিটায় ফিরে যেতে পারবে।

ঢাকায় সেনাবাহিনীর জনৈক মুখপাত্র বলেন, পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাদের সার্বিক প্রতিরক্ষার কৌশলগত কারণে পূর্ব পাকিস্তানের যেসব এলাকা ছেড়ে দিয়ে

এসেছে সেসব জায়গায় ভারতীয় বাহিনীর অধীনে 'তথাকথিত' বাংলাদেশের সমর্থকরা বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেছে।

ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল (বর্তমান হোটেল রূপসী বাংলা) ও হলি ফ্যামিলি রেড ক্রস হাসপাতালকে নিরপেক্ষ জোন ঘোষণা করা হয়। কূটনৈতিক ও বিদেশি নাগরিকরা হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আশ্রয় নেন।

রাওয়ালপিন্ডিতে সেনাবাহিনীর জনৈক মুখপাত্র বলেন, বর্তমান যুদ্ধে আমরাই বিজয়ী হচ্ছি এ সম্পর্কে আমরা সুনিশ্চিত। পূর্বাঞ্চলে লে. জেনারেল এ এ কে নিয়াজীর অধিনায়কত্বে পাকিস্তান সেনাবাহিনী যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি অপরিবর্তিত রয়েছে।

## ১১ ডিসেম্বর শনিবার ১৯৭১

বাংলাদেশ হাতছাড়া হয়ে যাবার আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন পাকিস্তানি জেনারেলরা। ইসলামাবাদে ইয়াহিয়া খান বেসামাল। ঢাকায় জেনারেল নিয়াজী, রাও ফরমান আলীরা দিশেহারা। চারদিক থেকে ঢাকার দিকে এগিয়ে আসতে থাকে সম্মিলিত বাহিনী।

জনমনে আতঙ্ক, ঢাকায় প্রচণ্ড লড়াই হবে। সেই আশঙ্কায় বিপুলসংখ্যক মানুষ রাজধানী ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে যেতে শুরু করে। ঢাকার আশপাশের পল্লী এলাকা তখন মুক্তাঞ্চল। সম্মিলিত বাহিনীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে।

মুক্তিবাহিনী দেশের অধিকাংশ থানা মুক্ত করে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। হিলি সীমান্তে মিত্রবাহিনী প্রচণ্ড প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়। সন্ধ্যায় সম্মিলিত বাহিনী বগুড়া-রংপুর মহাসড়কের মধ্যবর্তী গোবিন্দগঞ্জে শক্তিশালী ঘাঁটির ওপর সাঁড়াশি আক্রমণ চালায়। সারারাত যুদ্ধের পর পাকিস্তানিরা ভোরের দিকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

খুলনার দৌলতপুরে সম্মিলিত বাহিনীর সাথে পাকবাহিনীর তুমুল সংঘর্ষ ঘটে। যশোর ডিভিশনের শত্রুসৈন্যরা মধুমতি নদী পার হয়ে ফরিদপুরে পালাবার সময় মিত্রবাহিনীর প্রতিবন্ধকের মুখোমুখি হয়।

জামালপুর গ্যারিসন সম্মিলিত বাহিনীর কাছে অস্ত্র সমর্পণ করে। জামালপুরের পূর্বে হালুয়াঘাট এলাকায় প্রচণ্ড সংঘর্ষের পর পাকিস্তান বাহিনীর আর একটি ব্রিগেড প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে অস্ত্র-গোলাবারুদ ফেলে টাঙ্গাইলের দিকে পালিয়ে যেতে শুরু করে। পলায়নের সময় শত্রুবাহিনী রাস্তার সমস্ত বড় বড় সেতু ধ্বংস করে দিয়ে যায়। অপরদিকে, ময়মনসিংহে অবস্থানরত শত্রুবাহিনীর আর একটি পদাতিক ব্রিগেড শহর ত্যাগ করে টাঙ্গাইলে তাদের প্রতিরক্ষামূলক

ঘাঁটিতে গিয়ে আশ্রয় নেয়। সম্মিলিত বাহিনী রাতে বিনা প্রতিরোধে জামালপুর দখলে নেয়। যৌথবাহিনীর কবজায় আসে মুন্সীগঞ্জ, কুষ্টিয়া ও টাঙ্গাইল সদর।

পূর্ব সেক্টরে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী যৌথ অভিযান চালিয়ে ফেঞ্চুগঞ্জ মুক্ত করে। যৌথবাহিনীর আক্রমণে টিকতে না পেরে শত্রুবাহিনী মৌলভীবাজার ছেড়ে সিলেটে পশ্চাদপসরণ করে। আশুগঞ্জে মেঘনা নদী পার হয়ে মিত্রবাহিনী ও মুক্তিবাহিনী ঢাকার অদূরে মহকুমা শহর নরসিংদী নিয়ন্ত্রণে আনে। ভৈরবে পাকিস্তানিদের দুটি প্রতিরক্ষা ঘাঁটি ধ্বংস করে দেয়।

জাতিসংঘের অনুরোধে মিত্রবাহিনীর বিমান হামলা সকালে সাময়িক স্থগিত রাখা হয়। উদ্দেশ্য বিদেশি নাগরিকদের ঢাকা ত্যাগের ব্যবস্থা করার জন্য বিমানবন্দর মেরামতের সুযোগ করে দেওয়া। সন্ধ্যায় মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী যুদ্ধবিরতি ও পাকিস্তানিদের ঢাকা থেকে অপসারণের ব্যবস্থা করার জন্য জাতিসংঘ সদর দফতরে জরুরি আবেদন জানান। মার্কিন সপ্তম নৌবহরের টাস্কফোর্স দ্রুত বঙ্গোপসাগরের দিকে ধেয়ে আসতে থাকে।

ব্রিটিশ বিমান বাহিনীর বিশেষ বিমানসমূহে ঢাকা থেকে ব্রিটিশ ও বিদেশি নাগরিকদের অপসারণ করা হয়।

ঢাকায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একজন মুখপাত্র সাংবাদিকদের জানান, যদিও পূর্বাঞ্চলের যুদ্ধাবস্থা খুব ভালো নয় তথাপি আমাদের আত্মসমর্পণের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। ঢাকায় বিকাল ৩টা থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য সান্ধ্য আইন জারি করা হয়।

## ১২ ডিসেম্বর রবিবার ১৯৭১

বাংলাদেশে অবস্থানরত সমগ্র পাকিস্তানি বাহিনী পলায়নপর। ভোরে যৌথবাহিনী গোবিন্দগঞ্জ মুক্ত করে। মিত্রবাহিনী পদ্মার তীরে হার্ডিঞ্জ ব্রিজের কাছে পৌঁছে দেখে শত্রুরা সেটি ধ্বংস করে দিয়ে গেছে। ইতোমধ্যে জামালপুর থেকে পালিয়ে আসা কিছু শত্রুসেনা ও ময়মনসিংহ থকে বিতাড়িত শত্রুরা টাঙ্গাইলে এসে সহযোদ্ধাদের সাথে যোগ দিয়ে শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তোলে। মিত্রবাহিনী টাঙ্গাইলের চার পাশে ছত্রীসেনা নামিয়ে দেয়। রাতে টাঙ্গাইলের ওপর আক্রমণ চালায় মিত্রবাহিনী। তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে কাদেরিয়া বাহিনী। রাতভর চলে তুমুল যুদ্ধ।

সমস্ত প্রদেশ যখন প্রায় হাতছাড়া, নিজের সৈন্যরা প্রতিটি রণাঙ্গনে মার খেয়ে নাস্তানাবুদ হচ্ছে, একের পর এক অবস্থান ত্যাগ করে পালাচ্ছে—তখন ঢাকা সেনানিবাসে নিরাপদ আশ্রয়ে বসে জেনারেল নিয়াজী হুংকার দিচ্ছেন একটি প্রাণ জীবিত থাকা পর্যন্ত প্রতি ইঞ্চি জায়গার জন্য আমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাব। কিন্তু তখন

তাদের পিছু হটার পালা। পশ্চাদপসরণের সময় হানাদার বাহিনী জনপদের পর জনপদ ছারখার করে দিয়ে যাচ্ছে। প্রথমে তারা অসামরিক লোকদের ওপর নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করছে। নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর চালাচ্ছে অবাধ লুণ্ঠন। তারপর দানবীয় তাণ্ডবের আগুন দিচ্ছে গ্রামের পর গ্রাম।

রাতে প্রাদেশিক সরকারের সামরিক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী আল বদর ও আল শামসের কেন্দ্রীয় অধিনায়কদের ডেকে পাঠান সদর দফতরে। তাঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় গোপন শলাপরামর্শ। এই বৈঠকে বুদ্ধিজীবী হত্যার নীলনকশা প্রণয়ন করা হয়। ফরমান আলী তাদের হাতে তুলে দিলেন একটি তালিকা। এ তালিকায় রয়েছেন বুদ্ধিজীবীসহ বিশেষ বিশেষ পেশাদার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ। পরের দিন রাতের আঁধারে তালিকাভুক্ত অনেককেই আল বদর ও আল শামসের লোকেরা তাঁদের বাসগৃহ থেকে ধরে নিয়ে যায়। তারা এসব কৃতী বাঙালিকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। বুদ্ধিজীবীদের অপরাধ ছিল তাঁরা ছিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সমর্থনকারী। আল বদর ও আল শামসের সদস্যরা ছিল দক্ষিণপন্থী মৌলবাদী দল জামায়াতে ইসলামী ও এর অঙ্গ সংগঠন ইসলামী ছাত্রসংঘের সদস্য। এই ঘাতক বাহিনী দুটি রাও ফরমান আলীর ব্রেইন চাইল্ড। তার প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে এই ফ্যাসিস্ট বাহিনী দুটি কাজ করত। হানাদার বাহিনী বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও বিভিন্ন পেশার নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিদের হত্যা করে দেশে বুদ্ধিজীবী-নেতৃত্বের শূন্যতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এই গুপ্তহন্তারক বাহিনী গড়ে তোলে।

রাতে মিত্রবাহিনীর পূর্বাঞ্চলের অধিনায়ক জেনারেল অরোরা যৌথবাহিনীকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঢাকা মুক্ত করার নির্দেশ দেন। কেননা, ঢাকা মুক্ত হলেই পাকিস্তানি বাহিনীর বিচ্ছিন্ন অবস্থানগুলো স্বাভাবিকভাবেই আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবে। আর তা না করে তাদের উপায়ও ছিল না।

রাতে আল বদর বাহিনী সাংবাদিক নিজামউদ্দিন আহমদ, আনম গোলাম মোস্তফাকে তাদের বাসভবন থেকে অপহরণ করে নিয়ে যায়।

ঢাকায় সামরিক অবস্থানের ওপর মিত্রবাহিনীর বিমান হামলা অব্যাহত থাকে। ঢাকায় কোনো সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়নি। রাওয়ালপিন্ডিতে মনোনীত প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমীন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সাথে সাক্ষাৎ করেন। পরে তিনি চীনা রাষ্ট্রদূতের সাথে বৈঠকে মিলিত হন। ঢাকায় সান্ধ্য আইন অব্যাহত থাকে।

## ১৩ ডিসেম্বর সোমবার ১৯৭১

ঢাকার পতন যতই ঘনিয়ে আসে পাকিস্তানি সৈন্য ও তাদের অবাঙালি ও দক্ষিণপন্থি দোসরদের বুদ্ধিজীবী গুমের তৎপরতা ততই বেড়ে যায়। সকালে জানা

যায়, গতরাতে বিবিসির সংবাদদাতা নিজামউদ্দিন আহম্মদ ও দৈনিক পূর্বদেশের শিফট্-ইন-চার্জ এ এন এম গোলাম মোস্তফাকে তাদের বাসভবন থেকে ঘাতকরা অপহরণ করে নিয়ে গেছে। রাতে একইভাবে অপহৃত হন অবজারভারের ক্রীড়া সম্পাদক এম এ মান্নান (লাডু ভাই)।

ভারতীয় বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত যৌথবাহিনী যুদ্ধের কৌশল পরিবর্তন করে। যেহেতু সামনে বিজয় অপেক্ষা করছে, তাই যৌথবাহিনী জানমাল ও সময় আর নষ্ট করতে চায় না। বিজয়ী বাহিনীর লক্ষ্য তখন যত শীঘ্র সম্ভব রাজধানী ঢাকা জয় করা। কেননা, ঢাকার পতন হলে আনুষ্ঠানিকভাবে পাকিস্তানের বিভক্তি সম্পন্ন হবে। অধিকাংশ স্থানে পাকিস্তানি বাহিনী ইতোমধ্যে আত্মসমর্পণ করেছে। মুক্তাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসন। কেবল বাকি ঢাকা, চট্টগ্রাম আর কয়েকটি সামরিক ছাউনি। মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতায় মিত্রবাহিনী ঢাকার ওপর চারধারা আক্রমণ শাসানোর সিদ্ধান্ত নেয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সকালে যৌথবাহিনী নরসিংদী থেকে ঢাকার পথে অগ্রসর হয়। সন্ধ্যার দিকে মুক্তিবাহিনীর দুটি দল ডেমরা ও বাসাবোতে অবস্থান নেয়। অপরদিকে, ভোরে টাঙ্গাইল অধিকারের পর যৌথবাহিনীর আরেকটি দল টাঙ্গাইল থেকে ঢাকা অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকে। পথে দু-এক জায়গায় ছোটখাটো সংঘর্ষ হয়। কাদেরিয়া বাহিনীও টাঙ্গাইল থেকে ঢাকার দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করে। শত্রুরা কুলিয়ে না উঠে ঢাকার দিকে আসতে থাকে। যৌথবাহিনীও তাদের পিছু নেয়।

চট্টগ্রামের কুমিরায় মুক্তিবাহিনীর সাথে পাকিস্তানি সৈন্যদের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। সারারাত ধরে চলে উভয়পক্ষের গোলাগুলি বিনিময়।

উত্তরাঞ্চলে যৌথবাহিনী দুপুরে গোবিন্দগঞ্জ থেকে ঢাকা মহাসড়ক ধরে বগুড়ার উদ্দেশে রওয়ানা হয়। বগুড়ায় তখন শত্রুবাহিনীর কামান ও ট্যাঙ্কসহ একটি রেজিমেন্ট অবস্থান করছে। হিলি রক্ষাব্যূহ ছেড়ে আগেই পাকসৈন্যরা বগুড়ায় চলে আসে। গড়ে তুলে শক্তিশালী প্রতিবন্ধ। রাতে যৌথবাহিনী চারদিকে থেকে বগুড়া শহর ঘিরে ফেলে। মধ্যরাতে যৌথবাহিনীর তিনটি ব্যাটালিয়ান উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব-উত্তর দিক থেকে শত্রুর ওপর আঘাত হানে।

সিলেট সেক্টরে তুমুল যুদ্ধ চলে। বেশ কিছু সৈন্য আত্মসমর্পণ করে। রাতে চাঁদপুর শহরে সদর্পে প্রবেশ করে মুক্তিযোদ্ধারা। পতন ঘটে নীলফামারী, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও ও সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ার।

যুদ্ধ শুরুর পর থেকেই পাকিস্তানিরা বাধা দেওয়ার পরিবর্তে দলে দলে আত্মসমর্পণ করছে। কোথাও কোথাও তারা একটি গুলিও না ছুঁড়ে অস্ত্র সংবরণ করছে। ঢাকায় অবস্থানরত সৈন্যদের মনোবলও ভেঙ্গে পড়েছে। এই অবস্থায় বাঁচার একমাত্র পথ আত্মসমর্পণ। রাতে তাঁবেদার গভর্নর ডা. মালিক আত্মসমর্পণের অনুমতি চেয়ে ইসলামাবাদে জেনারেল ইয়াহিয়ার কাছে জরুরি

তারবার্তা পাঠান। একই সময় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলের অধিনায়ক জেনারেল নিয়াজী ও ইয়াহিয়াকে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব মেনে নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানান। কিন্তু ইয়াহিয়া উভয়ের অনুরোধ নাকচ করে দিয়ে জানান, নিশ্চয় চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে রক্ষার জন্য হস্তক্ষেপ করবে। 'অপেক্ষা করো এবং যুদ্ধ চালিয়ে যাও।' কিন্তু তখন ঢাকায় অবস্থানরত ইয়াহিয়ার জেনারেলেরা যুদ্ধ চালানোর বদলে অস্ত্র সংবরণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন।

ঢাকায় সকাল ৮টায় কয়েক ঘণ্টার জন্য সান্ধ্য আইন শিথিল করা হলে দলে দলে লোকজন নগরী ত্যাগ করে।

## ১৪ ডিসেম্বর মঙ্গলবার ১৯৭১

পরাজয় অনিবার্য জেনে হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসর রাজাকার, আল বদর, আল শামস বাহিনী ধর্ম-বর্ণ-পেশা নির্বিশেষে বাঙালি বুদ্ধিজীবী হত্যায় মেতে ওঠে। রাতে একমাত্র ঢাকা শহরেই শিক্ষক, সাংবাদিক, চিকিৎসক, আইনজীবী, প্রকৌশলী, শিল্পীসহ প্রায় দেড় শ জন বুদ্ধিজীবী ও বিভিন্ন পেশার শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিকে গুপ্ত ঘাতক বাহিনী অপহরণ করে ঢাকার শহরতলীর বিভিন্ন বাকভূমিতে নিয়ে হত্যা করে। নিহতদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী ও আনোয়ার পাশা, ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক রশিদুল হাসান, ইতিহাস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. সন্তোষ ভট্টাচার্য, রিডার ড. আবুল খায়ের ও গিয়াসউদ্দিন আহম্মদ, শিক্ষা ও গবেষণা বিভাগের ড. সিরাজুল হক খান ও ড. ফয়জুল মহী, চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. আলীম চৌধুরী, সাংবাদিক শহীদুল্লা কায়সার, ডা. ফজলে রাব্বী ও ড. মোহাম্মদ মর্তুজা উল্লেখযোগ্য। তাঁদের রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে নিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

রাতের আঁধারে গণবুদ্ধিজীবী হত্যার কাজটি সমাধা করেছিল ১০ থেকে ১৪ তারিখ জামায়াতের সদস্যদের নিয়ে গঠিত আলশামস ও আলবদর নামের দুটি কুখ্যাত ফ্যাসিস্ট গ্রুপ। পাকিস্তানিরা এই ঘৃণ্য গ্রুপ দুটি গঠন করেছিল মূলত বিশিষ্ট বাঙালিদের বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনকারী বুদ্ধিজীবীদের সুপরিকল্পিতভাবে হত্যা করার জন্য। দীর্ঘ ন'মাসে এরা সারাদেশে শত শত চিকিৎসক, প্রকৌশলী, আইনজীবী, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ, চিন্তাবিদ, শিল্পী ও সাহিত্যিক, সংগঠক, সমাজকর্মী, রাজনীতিক, ছাত্র, অসামরিক কর্মকর্তা ও দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তিসহ বিপুলসংখ্যক বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করে।

ভারতীয় ও বাংলাদেশ বাহিনী নদীপথের প্রধান বাধাগুলো ডিঙ্গিয়ে ঢাকা শহরের চারদিকে নিশ্ছিদ্র বেষ্টনী গড়ে তোলে।

ক'দিন বিরতির পর সকালে ঢাকার আকাশে আবার দেখা দেয় ভারতীয় বিমান বাহিনীর বোমারু বিমানগুলো। আবালবৃদ্ধবনিতা রাস্তায় এসে ও বাড়ির ছাদে উঠে হাত নেড়ে নেড়ে বিমানগুলোকে অভিনন্দন জানায়। বেলা এগারোটায় গভর্নর ডা. মালিক তার মন্ত্রিপরিষদ ও সামরিক-বেসামরিক উপদেষ্টাদের নিয়ে বৈঠকে বসেছেন গভর্নর হাউজে (বর্তমান বঙ্গভবন)। ঠিক সেই মুহূর্তে ভারতীয় বিমানগুলো উড়ে এসে গভর্নর হাউজের উপর রকেট হামলা শুরু করে। ডা. মালিক প্রাণ বাঁচানোর জন্য ট্রেঞ্চে গিয়ে আশ্রয় নেন। পরে ডা. মালিক নিরপেক্ষ এলাকা হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে গিয়ে আশ্রয় নেন এবং পদত্যাগের কথা ঘোষণা করেন।

ভারতীয় সেনাবাহিনীপ্রধান জেনারেল মানেকশ' পাকিস্তানি কমান্ডারদের আত্মসমর্পণের জন্য শেষবারের মতো নির্দেশ দেন। তার এ নির্দেশ আকাশবাণী থেকে সারাদিন ধরে প্রচার হতে থাকে।

জেনারেল মানেকশ'র নির্দেশ ছিল, 'আমি আবার বলছি আর প্রতিরোধ করা নিরর্থক। ঢাকা গ্যারিসন এখন সম্পূর্ণভাবে আমাদের কামানের আওতায়।' নিয়াজী দ্বিধাদ্বন্দ্বে, বৃহৎ শক্তির হস্তক্ষেপের আশায় তখনও পথ চেয়ে বসে। কিন্তু সন্ধ্যার মধ্যে প্রতিশ্রুত সামরিক সাহায্য না আসায় নিয়াজী হতাশ হয়ে পড়েন। রাতে ঢাকাস্থ মার্কিন কনসাল জেনারেলের সাথে বৈঠকে মিলিত হয়ে তিনি যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দেন। বৈঠকে শেষে হতাশ ও হতভম্ব নিয়াজী সেনানিবাসে ফিরে এসে রাও ফরমান আলীকে যুদ্ধবিরতির শর্তাবলি মুসাবিদা করতে বলেন। ইসলামাবাদ থেকে ইয়াহিয়া গভীর রাতে তার মনোভাব পাল্টিয়ে নিয়াজী ও রাও ফরমান আলীকে যুদ্ধবিরতির ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেন।

রণাঙ্গনে রণাঙ্গনে পাকিস্তানি সৈন্যরা দলে দলে অস্ত্রসংবরণ করতে শুরু করে। দুপুরের দিকে বগুড়ার পাকিস্তানি ডিভিশন হেডকোয়ার্টার ও ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারের পতন হয়। আত্মসমর্পণ করে পরাজিত বাহিনীর ১৭০০ সৈন্য ও অফিসার। এখানে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদ যৌথবাহিনীর হস্তগত হয়। যৌথবাহিনী ফরিদপুর থেকে ঢাকার পথে মধুমতি পার হয়। তাড়াতাড়ি ঢাকা পৌঁছানোর জন্য মিত্রবাহিনীর দুটি ব্রিগেড শত্রুর অবস্থান এড়িয়ে দুভাগে বিভক্ত হয়ে মধুমতি পার হয়। এ কাজে স্থানীয় জনগণ সক্রিয়ভাবে সাহায্য করে। মিত্রবাহিনীর পারাপারের জন্য শত শত নৌকা বন্দোবস্ত করে দেয়। সারারাত ধরে তাদের পারাপার করে। যৌথবাহিনীর আরেকটি ব্রিগেড মানিকগঞ্জে অভিযান চালায় এবং মুক্ত করে। দিবাগত রাতে সাভারের উদ্দেশে যাত্রা করে।

যৌথবাহিনী ঢাকার অদূরে টঙ্গীর ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া তুরাগের পারে পাকিস্তানিদের মুখোমুখি হয়। শত্রুরা এখানে শক্তিশালী প্রতিবন্ধক গড়ে তুলেছিল। কেননা টঙ্গী হচ্ছে উত্তরদিক থেকে ঢাকার প্রবেশ পথ। অপরদিকে, ঢাকা পশ্চিম-উত্তর সীমানা বরাবর চন্দ্রা-সাভার-মিরপুর অঞ্চল ধরে রাজধানীর দিকে এগিয়ে আসতে থাকে যৌথবাহিনীর আরেকটি ব্রিগেড। ঢাকার দক্ষিণ-পূর্ব

দিকে শীতলক্ষ্যার পারে ডেমরা যৌথবাহিনী পাকিস্তানি প্রতিরোধব্যূহের ওপর আঘাত হানে। আরেকটি দল শীতলক্ষ্যা পার হয়ে রূপগঞ্জ মুক্ত করে। হেলিকপ্টারের সাহায্যে যৌথবাহিনী গোমতী পার হয়ে মেঘনা তীরবর্তী বৈদ্যের বাজারে অবস্থান নেয়। চট্টগ্রাম সেক্টরে মুক্তিবাহিনী কুমিরা ঘাঁটির পতন ঘটিয়ে চট্টগ্রাম শহরের দিকে যাত্রা শুরু করে। হানাদার বাহিনীর একটি ব্রিগেড কক্সবাজার হয়ে স্থলপথে বার্মার দিকে পালাবার সময় মুক্তিবাহিনীর হাতে নাস্তানাবুদ হয়। দিনানপুর, সিরাজগঞ্জ ও জয়পুরহাট সম্পূর্ণ শত্রুমুক্ত হল।

## ১৫ ডিসেম্বর বুধবার ১৯৭১

জেনারেল নিয়াজীর যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে ভোর পাঁচটা থেকে ঢাকার উপর বিমান হামলা বন্ধ রাখার ঘোষণা দেওয়া হয়। পাশাপাশি ভারতীয় ও বাংলাদেশ বাহিনীর তরফ থেকে জেনারেল নিয়াজীকে জানিয়ে দেওয়া হয়, পাকিস্তান বাহিনী আত্মসমর্পণ না করা পর্যন্ত যুদ্ধবিরতি হতে পারে না। ১৬ ডিসেম্বর সকাল নটার মধ্যে শর্তহীন আত্মসমর্পণ না করলে আবার বিমান হামলা শুরু করা হবে।

রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী প্রধানের তরফ থেকে ঢাকায় জেনারেল নিয়াজীর কাছে যুদ্ধবিরতি পালনের নির্দেশ আসে। শেষরাতের দিকে নিয়াজী বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যৌথবাহিনী কর্তৃক ঘেরাও হয়ে থাকা হতবিহ্বল সৈন্যদের ওয়ারলেসের মাধ্যমে নির্দেশ দেন, তারা যেন যুদ্ধবিরতি পালন ও যৌথবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। ভোর পাঁচটার সময় নিয়াজী তার হেডকোয়ার্টার থেকে ওয়ারলেসের মাধ্যমে মিরপুর ব্রিজের ওপাশে অবস্থানকারী মিত্রবাহিনীর ডিভিশনাল কমান্ডার জেনারেল নাগরাকে তার বাহিনীর যুদ্ধবিরতি পালনের কথা জানান।

বিকেলে যৌথবাহিনী বিনা প্রতিরোধে সাভার প্রবেশ করে। সাভারের পাকিস্তান বাহিনী পিছু হটে এসে রাজধানীর প্রবেশ পথ মিরপুর ব্রিজের ওপর প্রতিবন্ধক গড়ে তোলে। রাতে যৌথবাহিনী সাভার থেকে ঢাকার উদ্দেশে যাত্রা করে। পথে কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে কাদেরিয়া বাহিনী ভারতীয় ও বাংলাদেশ বাহিনীর সাথে যোগ দেয়। রাত দুটায় মিরপুর ব্রিজের কাছে যৌথবাহিনী পাকিস্তানি সৈন্যদের মুখোমুখি হয়। যৌথবাহিনী ব্রিজ দখলের জন্য প্রথমে কমান্ডো পদ্ধতিতে আক্রমণ শুরু করে। ব্রিজের ওপাশ থেকে পাকিস্তানিরা মুহুর্মুহু গোলাবর্ষণ করতে থাকে। এ সময় যৌথবাহিনীর আরেকটি দল এসে পশ্চিম পাড় দিয়ে আক্রমণ চালায়। সরারাত তুমুল যুদ্ধ চলে। অবশেষে ভোরে যুদ্ধবিরতি হয়।

চট্টগ্রাম রণাঙ্গনে মুক্তিবাহিনী কুমিরার দক্ষিণে আরও কয়েকটি স্থান হানাদারমুক্ত করে। সন্ধ্যায় মুক্তিযোদ্ধারা চট্টগ্রাম শহরের প্রথম রক্ষাব্যূহ ভাটিয়ারীতে আক্রমণ চালায়। সারারাত মুক্তিবাহিনী ও পাকিস্তান বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ চলে। ভাটিয়ারী থেকে ফৌজদারহাট পর্যন্ত রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে।

যৌথাবাহিনী কুমিল্লা অঞ্চলে শক্রর সবচেয়ে শক্তিশালী ঘাঁটি ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টের পতন ঘটায়। বগুড়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও খাগড়াছড়ি মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে আসে।

যৌথবাহিনী বিভিন্ন দিক থেকে রংপুরের দিকে অগ্রসর হয়। রাতে চারদিক থেকে রংপুর শহর ঘিরে ফেলে। পরদিন রংপুর সেনানিবাসের ওপর আক্রমণ হানার কথা। কিন্তু এর মধ্যে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা হওয়ায় তার আর প্রয়োজন হয়নি। ফরিদপুর অঞ্চলে যৌথবাহিনী কামারখালীর পাকিস্তান ঘাঁটির ওপর আক্রমণ চালায়। পাকিস্তান বাহিনী সাঁড়াশি আক্রমণের মুখে অবস্থান ছেড়ে ফরিদপুরের দিকে পালাতে থাকে। যৌথবাহিনী তাদের ধাওয়া করে। পথে প্রতিবন্ধকের মুখোমুখি হয়ে স্বেচ্ছায় শক্রসৈন্যরা যৌথবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। আত্মসমর্পণকারী অফিসারদের মধ্যে ছিলেন একজন মেজর জেনারেল।

## ১৬ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার ১৯৭১

নমাসের দুঃস্বপ্নের অবসান ঘটিয়ে বাঙালি জাতির জীবনে আসে নতুন প্রভাত। আসে হাজার বছরের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। সূর্যোদয়ের সাথে সাথে সূচিত হয় মুক্তিযুদ্ধের অনিবার্য বিজয়।

পূর্বাঞ্চলের কমান্ডার লে. জেনারেল নিয়াজীর নির্দেশে পাকিস্তান বাহিনী ভোর পাঁচটা থেকে যুদ্ধবিরতি শুরু করে। বেলা নটার সময় যৌথবাহিনীর ডিভিশনাল কমান্ডার জেনারেল নাগরার বার্তা নিয়ে মিরপুর ব্রিজের এপার থেকে ওপারে নিয়াজীর হেডকোয়ার্টার অভিমুখে সাদা পতাকা উড়িয়ে একটি জীপে রওয়ানা হন ভারতীয় ও বাংলাদেশ বাহিনীর দুজন অফিসার। বার্তায় লেখা আছে, 'প্রিয় আবদুল্লাহ, আমি এসে পড়েছি। তোমার খেলা শেষ। এখন আমার কাছে আত্মসমর্পণ করবে। এ আমার উপদেশ। জেনারেল নাগরা।' এ বার্তা পাবার আগেই জেনারেল আমীর আবদুল্লাহ নিয়াজী তার বাহিনীর যুদ্ধবিরতি ও অস্ত্র সংবরণের কথা আনুষ্ঠানিক ভারত সরকারকে জানিয়ে দেবার জন্য ঢাকাস্থ মার্কিন সামরিক এটাচিকে অনুরোধ করেন। দিল্লিস্থ, মার্কিন দূতাবাসের মাধ্যমে ভারতে সরকারকে তা অবহিত করা হয়। সকাল আটটার দিকে নিয়াজী ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধানের কাছে আত্মসমর্পণের সর্বশেষ মেয়াদ আরও ছঘণ্টা বাড়ানোর অনুরোধ করেন। বেলা এগারোটার সময় যৌথবাহিনীর অফিসারদ্বয় জেনারেল নিয়াজীর হেডকোয়ার্টার থেকে ফিরে আসেন। তাদের সঙ্গে জেনারেল নিয়াজীর প্রতিনিধি হিসেবে যৌথবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণের আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব নিয়ে জেনারেল নাগরাকে অভ্যর্থনা জানাতে আসেন জেনারেল জামশেদ। বেলা বারোটার দিকে জামসেদের সাথে জেনারেল নাগরা নিয়াজীর অফিসে পৌঁছান। শুরু হয় আত্মসমর্পণের শর্তাবলি নিয়ে দুজনের কথাবার্তা। বেলা একটা নাগাদ কলকাতা থেকে ঢাকা এসে পৌঁছান যৌথবাহিনীর কমান্ডার জেনারেল জগজিৎ সিং

অরোরার চিফ অব স্টাফ লে. জেনারেল জ্যাকব। ততক্ষণে যৌথবাহিনী মিরপুর ব্রিজ পেরিয়ে ঢাকায় প্রবেশ করতে শুরু করেছে।

বেতারে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের খবর প্রচারের সাথে সাথে অবরুদ্ধ ঢাকা নগরীর রুদ্ধবাক লাখ লাখ মানুষ আসন্ন মুক্তির উল্লাসে ফেটে পড়ে। পাকিস্তান সামরিক কর্তৃপক্ষ আরোপিত সান্ধ্য আইন উপেক্ষা করে হাজার হাজার মানুষ বাড়িঘর ছেড়ে রাস্তায় নেমে আসে। আকাশ-বাতাস মুখরিত করে চারদিকে আওয়াজ ওঠে 'জয় বাংলা জয় বাংলা'। ধানমন্ডিসহ পুরনো এলাকায় সকাল ১১টার দিকেই উল্লসিত জনতা রাস্তায় মিছিল বের করে। বেলা বাড়ার সাথে সাথে রাজধানীর সর্বত্র সদর্পে আত্মপ্রকাশ ঘটে মুক্তিবাহিনীর বীর গেরিলাদের।

যৌথবাহিনীর রাজধানী প্রবেশের খবর দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে গোটা নগরীতে। মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগেও জনমানবশূন্য রাজধানীর রাজপথ নিমিষে জনতার উত্তাল জোয়ারে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। নিঃশব্দ নগরী আবার বিজয়ের উল্লাসে জেগে ওঠে। কণ্ঠে 'জয় বাংলা' ধ্বনি আর হাতে ফুলের মালা নিয়ে মুক্তি বাহিনী ও মিত্রবাহিনীকে স্বাগত জানায় সর্বস্তরের মানুষ। হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা দিয়ে বরণ করতে থাকে দেশমাতৃকার বীর সন্তান, বাংলাদেশের স্বাধীনতার অমর প্রতীক ইতিহাস স্রষ্টা মুক্তিযোদ্ধাদের। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। দিগন্তজুড়ে কেবল ধ্বনি প্রতিধ্বনি হয়, 'জয় বাংলা, জয় বাংলা'।

দুপুর একটার পর জেনারেল হেডকোয়ার্টারে বসে আত্মসমর্পণের দলিল তৈরির বৈঠক। একপক্ষে নিয়াজী, ফরমান আলী, জামশেদ। অপরপক্ষে জ্যাকব, নাগরা, কাদের সিদ্দিকী। সিদ্ধান্ত হয় আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করবেন বিজয়ী বাহিনীর পক্ষে পূর্বাঞ্চলীয় ভারতীয় ও বাংলাদেশ বাহিনীর জয়েন্ট কমান্ডিং ইন চিফ লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা এবং বিজিত বাহিনীর পক্ষে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চল কমান্ডার লে. জেনারেল এ এ কে নিয়াজী।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই জেনারেল অরোরা আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য বিমান ও নৌবাহিনীর চিফ অব স্টাফসহ কলকাতা থেকে ঢাকায় পৌঁছান। নিয়াজী অভিবাদনসহ অভ্যর্থনা জানান যৌথবাহিনীর কমান্ডারকে।

অবশেষে আসে সেই মুহূর্ত, যে মুহূর্তটির জন্য বাঙালি জাতি দিনের পর দিন প্রতীক্ষা করেছে। জীবন বাজি রেখে নমাস যুদ্ধ করেছে বাংলার দামাল ছেলেরা। লাঞ্ছিত হয়েছে কয়েক লাখ কন্যাজায়াজননী। শহীদ হয়েছে ত্রিরিশ লাখ বাঙালি। বিকেলে রেসকোর্স (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ময়দানে স্বাক্ষরিত হয় আত্মসমর্পণের ঐতিহাসিক দলিল। ৭১-এর ৭ মার্চ এই রেসকোর্স থেকে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেছিলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

বিকেল পৌনে ৫টায় পরাজিত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার লে. জেনারেল এ এ কে নিয়াজী রেসকোর্স ময়দানে আসেন। সামরিক বিধি

অনুসারে বিজয়ী ও বিজিত সৈনিকরা শেষবারের মতো জেনারেল নিয়াজীকে গার্ড অব অনার জানায়।

সূর্য তখন পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। বিকেল ৫টা। জেনারেল নিয়াজী ও যৌথবাহিনীর অধিনায়ক লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা এগিয়ে যান ময়দানে রাখা একটি টেবিলের দিকে। টেবিলের একপাশে মাত্র দুটি চেয়ার। জেনারেল অরোরা বসেন টেবিলের ডানদিকের চেয়ারে। তার বাম পাশে বসেন জেনারেল নিয়াজী। দলিল আগে থেকেই তৈরি করা ছিল। জেনারেল অরোরা স্বাক্ষর করার জন্য দলিল এগিয়ে দেন নিয়াজীর দিকে। নিয়াজী অধোবদনে দলিলের দিকে তাকিয়ে থাকেন। নিয়াজীর কাছে কোনো কলম ছিল না। ভারতীয় একজন অফিসার নিজের কলমটি নিয়াজীকে দিলে কাঁপা কাঁপা হাতে পরাজয়ের দলিলে স্বাক্ষর করেন নিয়াজী। সেই সাথে তিনি আইনগতভাবে কবর দেন পূর্ব পাকিস্তানের, আনুষ্ঠানিক স্বীকার করে নেন স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে। তখন পাঁচটা এক মিনিট।

নিয়াজী দলিলে স্বাক্ষরের পর চারদিকে আকাশ কাঁপানো স্লোগান ওঠে—জয় বাংলা! জয় বাংলা! জেনারেল নিয়াজী উঠে দাঁড়ান। তাঁর পদমর্যাদার প্রতীক খুলে ফেলেন। কোমরে ঝোলানো রিভলবার বের করে একটি একটি করে সব বুলেট বের করে টেবিলের ওপর রাখেন। তারপর গুলিশূন্য রিভলবার এবং পদমর্যাদার প্রতীকগুলো তুলে দেন ভারত ও মুক্তিবাহিনীর যৌথ কমান্ডের অধিনায়ক জেনারেল অরোরার হাতে। এরপর বিজিত নিয়াজী বিজয়ী অরোরার দুহাত ধরে মাথানত করে কপাল ছোঁয়ান। চারদিক থেকে আবার স্লোগান ওঠে—জয় বাংলা! জয় বাংলা!

জেনারেল অরোরা বিজিত জেনারেলের পিঠে হাত দিয়ে আত্মসমর্পণ স্থলত্যাগ করেন। আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে ব্রিগেডিয়ার কাদের সিদ্দিকী ও গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ, কে, খন্দকার যথাক্রমে মুক্তিবাহিনী ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পক্ষে উপস্থিত থাকেন।

এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হলো বাঙালির হাজার বছরের স্বপ্নসাধ—স্বাধীনতা। স্বাধীনতা মানুষের মৌলিক অধিকার, মরণপণ যুদ্ধ করে সে অধিকার ছিনিয়ে আনল সাড়ে সাত কোটি বাঙালি। কিন্তু বাঙালির মুক্তিদূত স্বাধীনতার জনক তখন বন্দী পাকিস্তানে ইয়াহিয়ার লৌহকারার অন্তরালে। জনক জানে না তার জাতি আজ মুক্ত। তার বাংলাদেশ আজ স্বাধীন।

৯০ হাজার পাকিস্তানি সৈন্য যৌথবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণের মধ্যদিয়ে ঢাকা স্বাধীন রাষ্ট্রের রাজধানীর মর্যাদালাভের পর সন্ধ্যায় মিত্রশক্তি ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী এক বিশেষ বেতার ভাষণে ঘোষণা করেন বাংলাদেশ মুক্ত। সাড়ে সাত কোটি বাঙালি এখন একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম জাতি। ঢাকা এখন একটি স্বাধীন দেশের মুক্ত রাজধানী।